গুরুমুখী মহাভারত

স্বামী বেদানন্দ



ওঁ

গুরুমুখী মহাভারত

স্বামী বেদানন্দ
ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

প্রকাশক : স্বামী নির্ম্মলানন্দ
ভারত সেবাশ্রম সংঘ,
২১১, রাসবিহারী এভেনিউ,
বালীগঞ্জ, কলিকাতা-১৯

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী
১৭ই ভাদ্র, ১৩৯৫
চতুর্থ সংস্করণ
মুদ্রণ সংখ্যা ৫৫০০

মূল্য : বার টাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীপ্রদীপ কুমার হাজরা
শ্রীমুদ্রণ
৪০, শিবনারায়ণ দাস লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

নিবেদন

ভারতবর্ষ জগতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সুসভ্য দেশ এবং ভারতীয় হিন্দুজাতি স্মরণাতীত যুগ থেকে অধ্যাত্ম সাধনা, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিদ্যা, শিক্ষা ও চারিত্র্যনীতিতে জগতের ও মানবজাতির গুরুস্থানীয়। পৃথিবীর বুকে শত শত জাতি-রাষ্ট্র-সমাজ-শিক্ষা-সভ্যতা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে ইতিহাসের গবেষণার বিষয় হয়ে রয়েছে, কিন্তু প্রাচীনতম দেশ ভারত এবং প্রাচীনতম হিন্দুজাতি অদ্যাপি কালজয়ী রূপে বিদ্যমান। শুধু তাই নয়, আসন্ন উজ্জ্বলতর যুগের গুরু ও দিশারী হবে এই ভারতীয় হিন্দুজাতি। বিধাতার এ বিধান মহাতপস্বী মহাসাধক মহাপুরুষগণের কণ্ঠে উদ্‌ঘোষিত।

প্রশ্ন আসে—ভারত ও হিন্দুজাতির এই অমর জীবনীশক্তির উৎস কোথায়? কোন্ অমর প্রাণ-প্রস্রবণ হতে যুগে যুগে, অফুরন্ত জীবনী-শক্তি আহরণ পূর্ব্বক ভারতীয় জাতি আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছে? ভারতীয় মহাতপঃশক্তিসম্পন্ন ঋষির অধ্যাত্ম প্রজ্ঞাপ্রতিভার অমর অবদান রামায়ণ ও মহাভারতই সেই কল্পবৃক্ষ, যার অমৃতময় ফল আস্বাদন করে ভারতীয় জাতি কালজয়ী, অমর। বিশেষতঃ মহাভারত অনন্ত জ্ঞানের অশেষ আকর। মোক্ষধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, সমাজধর্ম্ম, গার্হস্থ্যধর্ম্ম, আপদ্ধর্ম্ম প্রভৃতি যা কিছু মানবের আকাঙ্ক্ষিত, সে সমস্ত কিছুই এবং মানবের ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান—এই মহাভারত। "যা নেই ভারতে তা নেই ভারতে"—প্রবাদটি সার্থক।

সংঘনেতা আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দের আবির্ভাব ভারতের আসন্ন মহা অভ্যুদয়ের শুভ অরুণোদয়। ভারতের চূর্ণ বিচূর্ণ বিপর্য্যস্ত জাতীয় জীবনকে, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, জাতিকে যুগপৎ গঠন ও উন্নয়নের জন্য

তিনি অভ্রান্ত কর্ম্ম-যোজনা জাতির সামনে ধরে দিয়েছেন ; দিয়েছেন তিনি স্বীয় নিখুঁত জীবন, চারিত্র্যনীতি-পরিপূর্ণ আদর্শ স্বীয় মহাজীবনে ; দিয়েছেন তদীয় সংঘ, ভবিষ্যৎ ভারতীয় সমাজজীবনের আদর্শ আলেখ্য ; আর দিয়ে গেছেন—জাতীয় জীবনের সার্ব্বভৌমিক মিলন ও সংহতি সংগঠনের প্রেরণা ও কর্ম্মধারা এবং আত্মরক্ষা ও আত্ম-প্রসারের ক্ষাত্র-বীর্য্যের দীক্ষা শিক্ষা।

যুগ যুগ-প্রবাহী সাধনা তপস্যার আদর্শ ও ভাবধারা নিয়ে ভারতীয় হিন্দুজাতি পুনরায় জগদ্গুরুর আসনে উপবেশন পূর্ব্বক মানব জাতিকে শান্তি ও মুক্তির পথ দেখাবে, এ তাঁর অভ্রান্ত বাণী। আর, তার জন্য আবশ্যক রামায়ণ মহাভারতের সার্ব্বজনিক ও সার্ব্বভৌমিক প্রচার। গুরুমুখী রামায়ণ প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে। গুরুমুখী মহাভারত উক্ত উদ্দেশ্যে রচিত ও প্রকাশিত হ'ল। ইতি—প্রকাশক

১

সূচীপত্র



ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা

—জাতি সংগঠক—

আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ

ওঁ

গুরুমুখী মহাভারত

আদিপর্ব্ব

প্রথম অধ্যায়

ওঁ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

শিষ্য—মহাভারতের রচয়িতা কে ?

গুরু—মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস।

শিষ্য—মহর্ষির এরূপ নামকরণের কারণ কি ?

গুরু—ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি; শক্তির পুত্র **পরাশর**; মহর্ষি পরাশরের পুত্র কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস।১ ধীবর-কন্যা সত্যবতীর গর্ভে গঙ্গামধ্যস্থ একটা দ্বীপে মহর্ষির জন্ম হয়। গায়ের রং ছিল কালো, এজন্য তাঁর নাম রাখা হয় **কৃষ্ণ**; দ্বীপে জন্ম, এজন্য নাম **দ্বৈপায়ন**; সমগ্র বেদ সঙ্কলন ও বিভাগ করেছিলেন, এজন্য তাঁর উপাধি **বেদব্যাস**। উক্ত সব কারণে মহর্ষির নাম পরিচয় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস।

১। মৎস্যা-গর্ভে (ধীবর জাতীয়া পত্নীর গর্ভে) চেদিরাজ উপরিচর বসুর এক কন্যা জন্মে। রাজপ্রাসাদে গৃহীতা না হওয়ায় এক ধীবররাজ সেই কন্যাকে প্রতিপালন করেন। তদবধি কন্যাটি দাসরাজ-দুহিতা বলিয়া পরিচিতা হয়। এই কন্যাই সত্যবতী। সত্যবতীর অপর নাম ছিল মৎস্যগন্ধা; কারণ তার গায়ে ছিল—আঁসটে গন্ধ। মহামুনি পরাশরের বরে তার দেহের দুর্গন্ধ পদ্মগন্ধে পরিবর্ত্তিত হয়। সত্যবতীর দেহের সুগন্ধ বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত

শিষ্য—মহর্ষি তদীয় গ্রন্থের নাম মহাভারত রাখলেন কেন ?

গুরু—কুরুক্ষেত্রের মহাসমরক্ষেত্রে কৌরব ও পাণ্ডবগণের যে ক্ষাত্রিয়-কুল-বিধ্বংসী যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধকে অবলম্বন করে মহর্ষি 'জয়' নামক একখানি কাব্য চারি সহস্র শ্লোকে রচনা করেন। এজন্য প্রণাম মন্ত্রে "জয়মুদীরয়েৎ" বলা হয়েছে। পরে ভারত (কুরু-পাণ্ডব) বংশের ইতিহাস চব্বিশ সহস্র শ্লোকে রচনা করে কাব্যের কলেবর বৃদ্ধি করেন ; তখন কাব্যের নাম দেন 'ভারত'। কালক্রমে অতি প্রাচীন কাল থেকে পরম্পরাক্রমে রচিত ও প্রচলিত বহু উপাখ্যান ও কাহিনী এবং নানাবিধ অধ্যাত্মজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম্মনীতিসমূহ ভারত-কাব্যের সহিত যোগ করে এক বিরাট গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। একলক্ষ শ্লোকে রচিত সেই মহাগ্রন্থের নাম দিলেন মহাভারত।২

শিষ্য—মহাভারতকে পঞ্চম বেদ বলা হয় কেন ?

গুরু—কথিত আছে যে দেবগণ তুলাদণ্ডের একদিকে উপনিষদ্ সহ চারিবেদ এবং অপরদিকে মহাভারত চাপিয়ে ওজন করেছিলেন। তাতে মহাভারতই ওজনে বেশী হয় ; এজন্য মহাভারতকে পঞ্চম বেদ বলা হয়।

শিষ্য—তুলাদণ্ডে ওজনের তাৎপর্য্য কি ?

গুরু—চারি বেদ ও মহাভারতের তুলনামূলক বিচার-আলোচনাই তুলাদণ্ডে ওজন। এই ব্যাপারটাই রূপকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে।

হইত ; এজন্য তার অপর নাম হইল গন্ধবতী বা যোজন-গন্ধা। মুনি-ঋষিগণের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণের জন্য দাসরাজ সত্যবতীকে গঙ্গাতীরে খেয়াঘাটে নৌকা পারাপার কার্য্যে নিয়োগ করেন। দৈবক্রমে মহর্ষি পরাশরের শুভদৃষ্টিতে কন্যা দুর্গন্ধমুক্ত হয় এবং বর স্বরূপ অদ্ভুতকর্ম্মা মহাযোগী পুত্র লাভ করে।

২। মহাভারত নামটির অপর কারণ এই যে গ্রন্থখানি মহত্ত্ব ও ভারবত্তায় শ্রেষ্ঠ।

গ্রন্থ-কলেবর হিসাবেও তো মহাভারত চারিবেদের সমবায় আকার অপেক্ষাও বৃহৎ।

শিষ্য—বেদ হিন্দুর অপৌরুষেয় সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মগ্রন্থ। বেদের চেয়েও মহাভারত শ্রেষ্ঠ হয় কীরূপে ?

গুরু—মহাভারতে ব্রহ্মতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, ধর্মনীতি, সমাজনীতি, ব্যবহারনীতি, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি সবই আছে, যা বেদেও আছে। কিন্তু, তা ছাড়াও পূর্ণব্রহ্ম ভগবানের **পুরুষোত্তমরূপে** অবতারলীলা (ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জীবন-লীলা) মহাভারতে আছে, যা বেদেও নাই। এজন্য বেদের চেয়েও মহাভারতকে বিচারে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে।

শিষ্য—মহর্ষি কী উদ্দেশ্যে এই কাব্য রচনা করেছিলেন ?

গুরু—ধর্মাধর্মের ও পাপপুণ্যের ফলাফল, ধর্মের ও ধার্মিকের জয় এবং পাপের ও পাপীর ক্ষয় প্রদর্শনের উদ্দেশ্য নিয়েই এই কাব্যের রচনা। মহর্ষি মহাভারতেই বলছেন—"আমি উর্ধ্ব বাহু হ'য়ে চীৎকার ক'রে বলছি কেউ আমার কথা শোনে না—ধর্ম হতেই অর্থ এবং কাম্য বস্তু লাভ হয়। সেই ধর্মের সেবা কেন কর না ?"[৩]

শিষ্য—মহাভারতে কি এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে ?

গুরু—আছে বৈকি ! মহাভারত-কার মহর্ষি দুইটি বৃক্ষের পরিকল্পনা নিয়েছেন—একটি **ধর্ম্মবৃক্ষ**, অপরটি অধর্ম বা **পাপবৃক্ষ** ; শ্রীকৃষ্ণাদি পাণ্ডবপক্ষ ধর্মবৃক্ষ এবং ধৃতরাষ্ট্রাদি কৌরবপক্ষ অধর্মবৃক্ষ। যথা :—

"যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ
স্কন্ধোঽর্জ্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখাঃ।

৩। **উর্ধ্ববাহুর্বিরৌম্যেষো ন চ কশ্চিচ্ছৃণোতি মাম্।**
ধর্ম্মাদর্থশ্চ কামশ্চ স ধর্মঃ কিং ন সেব্যতে ॥

মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে
মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ ॥"—মহাভা আদি ১।৭২

যুধিষ্ঠির ধর্ম-মহাবৃক্ষ ; অর্জ্জুন তার কাণ্ড ; ভীমসেন শাখা প্রশাখা ; নকুল ও সহদেব পুষ্প ও ফল ; স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ও ব্রাহ্মণগণ সেই বৃক্ষের মূল।

দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখাঃ।
দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽমনীষী ॥
—মহাভা আদি ১।৭১

দুর্য্যোধন অধর্ম বা পাপ-মহাবৃক্ষ ; কর্ণ তার কাণ্ড ; শকুনি শাখা-প্রশাখা ; দুঃশাসন পুষ্প ও ফল ; আর অ-মনস্বী রাজা ধৃতরাষ্ট্র সে বৃক্ষের মূল।

উক্ত দুইটি—ধর্ম ও অধর্ম মহাবৃক্ষের উৎপত্তি, বৃদ্ধি, পরিপুষ্টি এবং পরিণতিই মহাভারত গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয়।

শিষ্য—মহাভারত রচনার কাল সম্বন্ধে কী পরিচয় আছে ?

গুরু—কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের অব্যবহিত কালেই "জয়" নামক কাব্য রচিত হয়। উক্ত কাব্যই কিছুকাল পরে পরিবর্ধিত আকারে 'ভারত' নামে গ্রন্থিত ও প্রচারিত হয় ; "ভারত-কাব্য" মহাভারত মহাকাব্যে রূপান্তরিত হ'তে নিশ্চয়ই আরও কিছুকাল লেগেছিল।

কুরুক্ষেত্র সমরে বিজয়-লাভান্তে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ছত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। তৎপরে অভিমন্যু-পুত্র পরীক্ষিৎ ছত্রিশবর্ষ বয়সে সিংহাসনে আরোহণ ক'রে ষাট বৎসর বয়স পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে তৎপুত্র জন্মেজয় সিংহাসন লাভ করেন। রাজা জন্মেজয় দিগ্বিজয়ে বহির্গত হ'য়ে বহু রাজ্য জয় করেন। তক্ষশীলা রাজ্য জয়ের পর পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে তিনি "সর্পযজ্ঞ" আরম্ভ করেন। কিন্তু, যজ্ঞারম্ভের কিছুদিন পরেই তপস্বী ব্রাহ্মণ যুবক আস্তীকের প্রার্থনায়

অসমাপ্ত অবস্থায় যজ্ঞ বন্ধ হয়। সম্রাট জন্মেজয়ের এই "সর্পসত্রেই" মহর্ষি বৈশম্পায়ন সর্বপ্রথম মহাভারত পাঠ করেন।

যুধিষ্ঠিরের সিংহাসনলাভের দিন থেকে কল্যব্দ আরম্ভ। ৩৭ কল্যব্দে পঞ্চ পাণ্ডব স্বর্গারোহণ করেন। ৬১ কল্যব্দে মহাভারত সংকলন আরম্ভ হয় এবং ৬৪ কল্যব্দে তিন বৎসরে সমাপ্ত হয়। অর্থাৎ এখন (১৯৫৫ খৃষ্টাব্দ) থেকে ৪৯৯৬ বৎসর পূর্বে (৩০৪১ খৃষ্টপূর্বাব্দে) মহাভারত রচনা সুরু হ'য়ে ৩০৩৮ খৃষ্টপূর্বাব্দে সমাপ্ত হয়।

শিষ্য—মহর্ষি বেদব্যাসের জন্ম ভীষ্মের জন্মেরও পূর্ব্বে। তারপর বিচিত্রবীর্য্য; তৎপুত্র ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু, তাঁদের পুত্র যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনাদি, অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু, তৎপুত্র পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের পুত্র জন্মেজয়; এই সাত পুরুষ ধরে বেদব্যাস জীবিত ছিলেন—কীরূপে বিশ্বাস করি?

গুরু—ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ১০৮ বৎসর জীবিত ছিলেন; এ থেকে বোঝা যায় তখন মানুষ দীর্ঘজীবী ছিল। বিশেষতঃ মহর্ষি বেদব্যাস ছিলেন অলৌকিক তপঃশক্তিশালী, দিব্যবিভূতিমান, মহাযোগী। যোগীরা ইচ্ছামত দীর্ঘজীবন লাভ করতে পারেন। ত্রৈলঙ্গ স্বামী ২৮০ বৎসর জীবিত ছিলেন। সুতরাং, মহর্ষির দীর্ঘজীবন সম্বন্ধে সন্দেহের কী কারণ থাকতে পারে?

শিষ্য—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কত বৎসর পূর্ব্বে হয়েছিল?

গুরু—এ সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বহু পণ্ডিতের বহু মত আছে। কিন্তু, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, মহাভারত, কহ্লন কৃত কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিণী, কালিদাস-রচিত জ্যোতির্ব্বিদাভরণ এবং চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর স্থাপিত একটি শিলালেখে৪ প্রচারিত বিবরণসমূহের

৪। ত্রিংশৎসু ত্রিসহস্রেষু ভারতাদাহবাদিতঃ।
সপ্তাব্দশত-যুক্তেষু গতেষ্বব্দেষু পঞ্চসু॥

সামঞ্জস্যমূলক আলোচনায়, নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় যে খৃষ্টপূর্ব্ব তিন হাজারেরও অধিককাল পূর্ব্বে অর্থাৎ এখন (১৯৫৫ খৃষ্টাব্দ) থেকে কিঞ্চিদধিক পাঁচ হাজার (৫০৫৬) বৎসর পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্র মহাসমর সংঘটিত হয়েছিল। পঞ্চপাণ্ডব ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মরাশি-কুণ্ডলীর বিচারেও উহার সমর্থন পাওয়া যায়।

শিষ্য—একটা প্রবাদ আছে—'যা নাই ভারতে তা নাই এই ভারতে'—এর তাৎপর্য্য কী?

গুরু—মহাভারত একাধারে বিরাট কাব্য, ইতিহাস, দর্শন, ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্র এবং সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত অসংখ্য কথা ও কাহিনীর সঙ্কলন। মহাভারতে যেমন ভারত-বংশের ইতিবৃত্ত আছে, তেমনি আছে—অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, পারিবারিক ও সামাজিক বর্ণাশ্রমধর্ম্মমূলক আদর্শ, দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য-নির্দ্দেশ। আরও বৈশিষ্ট্য এই যে উক্ত যাবতীয় তত্ত্ব এবং আদর্শ ও সাধনাকে জনসাধারণের সহজ-বোধগম্য, সরস ও মনোহর করবার জন্য আছে—অসংখ্য কাহিনী ও উপাখ্যানের সমাবেশ। বস্তুতঃ মহাভারত আর্য্য-ধর্ম্ম-সংস্কৃতি-জাতীয়তার এক বিরাট সঞ্চয়ন ও সঙ্কলন। এই কারণে উক্ত প্রবাদের উৎপত্তি।

শিষ্য—কথিত হয় যে মহাভারত ব্যাসদেব বলেছিলেন, আর গণেশ দেবতা লিখেছিলেন। ব্যাসদেব নাকি লেখক পাচ্ছিলেন না; পরিশেষে গণপতি লেখক হতে সম্মত হলেন, কিন্তু পরস্পর সর্ত

পঞ্চাশৎসু কলৌ কালে ষট্সু পঞ্চশতাসু চ।
সমাসু সমতীতাসু শকানামপি ভূভুজাম্।

গুজরাটের চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী ৬৬৪ খৃষ্টাব্দে যে শিলালিপি স্থাপন করেন, তাতে আছে ভারত-যুদ্ধের পর ৩৭৩৫ বৎসর অতীত হইলে উক্ত শিলাফলক উৎকীর্ণ হয়েছিল।

রইল যে গণপতি লিখতে আরম্ভ করে কলম থামাবেন না, আর ব্যাসদেব যা' বলবেন, গণদেব তা' না বুঝে লিখতে পারবেন না—এই কাহিনীর তাৎপর্য্য কী ?

গুরু—গণপতি হচ্ছেন জনগণের দেবতা—জনসাধারণের প্রতীক। অতি প্রাচীনকাল থেকে পরম্পরাক্রমে ভারতের জনসমাজের মধ্যে যে সমস্ত আখ্যান, উপাখ্যান, কথা-কাহিনী এবং সংস্কৃতি-ধারা চলে আসছিল, মহর্ষি বেদব্যাস তদীয় শিষ্য-প্রশিষ্যগণের সহায়তায় সেই সমস্ত সংকলন-পূর্ব্বক ভরত-বংশের ইতিহাসের সহিত যোগ করে মহাভারত রচনা করেন ; এজন্য রূপকে বলা হয়েছে যে বেদব্যাসের মহাভারতগ্রন্থের লিপিকার হচ্ছেন গণদেব।

শিষ্য—রাজা জন্মেজয় সর্পযজ্ঞ করেছিলেন কেন ?

গুরু—নাগশ্রেষ্ঠ তক্ষকের দংশনে জন্মেজয়ের পিতা মহারাজ পরীক্ষিৎ নিহত হন। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের তীব্র সঙ্কল্পের বশে রাজা জন্মেজয় সমগ্র নাগজাতির ধ্বংসকর যজ্ঞ আরম্ভ করেছিলেন।

শিষ্য—সর্পযজ্ঞের অর্থ কী ? যজ্ঞকুণ্ডে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক আহুতি দিলেই কি সমস্ত সাপ এসে তার মধ্যে পড়ে পুড়ে মরবে ?

গুরু—ঠিক তা নয়। অশ্বমেধ যজ্ঞ কীরূপ জান তো ? অশ্ব সহ সৈন্যবাহিনী নিয়ে রাজা দিগ্বিজয়ে বহির্গত হয়ে বহু দেশ জয় ক'রে এসে সেই অশ্বের রক্ত-মাংস-মেদের দ্বারা যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিতেন। রাজা জন্মেজয়ও সৈন্যবাহিনী সহ যুদ্ধ ক'রে নাগ জাতিকে ধ্বংস করতে প্রবৃত্ত হন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে এই কাজ সমাপ্ত হলে পরে যজ্ঞানুষ্ঠানে পূর্ণাহুতি দিয়ে যজ্ঞ কার্য্য শেষ করবেন।

শিষ্য—তক্ষক রাজা পরীক্ষিৎকে কেন হত্যা করেছিল ?

গুরু—রাজা পরীক্ষিতের প্রতি ব্রহ্মশাপ ছিল যে তক্ষকের দংশনে তাঁর মৃত্যু হবে।

রইল যে গণপতি লিখতে আরম্ভ করে কলম থামাবেন না, আর ব্যাসদেব যা' বলবেন, গণদেব তা' না বুঝে লিখতে পারবেন না— এই কাহিনীর তাৎপর্য্য কী ?

গুরু—গণপতি হচ্ছেন জনগণের দেবতা—জনসাধারণের প্রতীক। অতি প্রাচীনকাল থেকে পরম্পরাক্রমে ভারতের জনসমাজের মধ্যে যে সমস্ত আখ্যান, উপাখ্যান, কথা-কাহিনী এবং সংস্কৃতি-ধারা চলে আসছিল, মহর্ষি বেদব্যাস তদীয় শিষ্য-প্রশিষ্যগণের সহায়তায় সেই সমস্ত সংকলন-পূর্ব্বক ভরত-বংশের ইতিহাসের সহিত যোগ করে মহাভারত রচনা করেন; এজন্য রূপকে বলা হয়েছে যে বেদব্যাসের মহাভারতগ্রন্থের লিপিকার হচ্ছেন গণদেব।

শিষ্য—রাজা জন্মেজয় সর্পযজ্ঞ করেছিলেন কেন ?

গুরু—নাগশ্রেষ্ঠ **তক্ষকের** দংশনে জন্মেজয়ের পিতা মহারাজ পরীক্ষিৎ নিহত হন। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের তীব্র সঙ্কল্পের বশে রাজা জন্মেজয় সমগ্র নাগজাতির ধ্বংসকর যজ্ঞ আরম্ভ করেছিলেন।

শিষ্য—সর্পযজ্ঞের অর্থ কী ? যজ্ঞকুণ্ডে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক আহুতি দিলেই কি সমস্ত সাপ এসে তার মধ্যে পড়ে পুড়ে মরবে ?

গুরু—ঠিক তা নয়। **অশ্বমেধ** যজ্ঞ কীরূপ জান তো ? অশ্ব সহ সৈন্যবাহিনী নিয়ে রাজা দিগ্বিজয়ে বহির্গত হয়ে বহু দেশ জয় ক'রে এসে সেই অশ্বের রক্ত-মাংস-মেদের দ্বারা যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিতেন। রাজা জন্মেজয়ও সৈন্যবাহিনী সহ যুদ্ধ ক'রে নাগ জাতিকে ধ্বংস করতে প্রবৃত্ত হন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে এই কাজ সমাপ্ত হলে পরে যজ্ঞানুষ্ঠানে পূর্ণাহুতি দিয়ে যজ্ঞ কার্য্য শেষ করবেন।

শিষ্য—তক্ষক রাজা পরীক্ষিৎকে কেন হত্যা করেছিল ?

গুরু—রাজা পরীক্ষিতের প্রতি ব্রহ্মশাপ ছিল যে তক্ষকের দংশনে তাঁর মৃত্যু হবে।

শিষ্য—নাগরাজ তক্ষকের ব্যক্তিগত শত্রুতা না থাকলে কি শুধু ব্রাহ্মণের শাপের জন্যই সে রাজা পরীক্ষিৎকে হত্যা করল ?

গুরু—শত্রুতা ছিল বৈকি ! পরীক্ষিতের পিতা অভিমন্যু। অভিমন্যুর পিতা অর্জ্জুন। খাণ্ডববন দাহনের সময়ে অর্জ্জুনের বাণাঘাতে তক্ষকনাগের পত্নী নিহত হয়। কুরুক্ষেত্র মহাসমরে কর্ণ ও অর্জ্জুনের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের সময়ে তক্ষকপুত্র **অশ্বসেন** কর্ণের পক্ষ হ'য়ে অর্জ্জুনকে নিধন করবার চেষ্টায় অর্জ্জুনের বাণাঘাতে নিহত হয়। পত্নীপুত্রের হত্যার জন্য তক্ষকের হৃদয়ে প্রতিহিংসানল প্রজ্জ্বলিত ছিল। ব্রাহ্মণের অভিশাপ উপলক্ষ্য।

শিষ্য—কী কারণে কোন্ ব্রাহ্মণ রাজা পরীক্ষিৎকে অভিশাপ দিয়েছিলেন ?

গুরু—মৃগয়ায় বহির্গত হয়ে একদা পরীক্ষিৎ একটি মৃগকে শরবিদ্ধ ক'রে পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে শ্রান্ত, ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে শমীক মুনির তপোবনে উপস্থিত হ'ল। রাজা মুনিকে মৃগটির বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। মুনি তখন মৌনব্রতী ও ধ্যানস্থ ছিলেন। কোনো উত্তর না পেয়ে রুষ্ট হয়ে রাজা একটি মৃত সর্পকে ধনুকের অগ্রভাগ দ্বারা উঠিয়ে মুনির স্কন্ধে ঝুলিয়ে দিয়ে, স্বীয় রাজধানী হস্তিনাপুরে চলে যান। মুনিপুত্র শৃঙ্গী তার বয়স্যের নিকট এই সংবাদ শুনে ক্রোধে জ্বলে উঠে অভিশাপ দিল যে সাতদিনের মধ্যে তক্ষকের দংশনে রাজা নিহত হবেন। মুনি শমীক অবশ্য পুত্রকে নিবৃত্ত হবার উপদেশ দেন। কিন্তু, শৃঙ্গী যখন কিছুতেই শান্ত হল না, তখন তিনি অন্যতম শিষ্য গৌরমুখকে পাঠিয়ে রাজাকে এই অভিশাপের কথা জানিয়ে আত্মরক্ষার্থ সতর্ক হতে নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন।

শিষ্য—শৃঙ্গীর অভিশাপ এবং তক্ষকের দংশনের ফলে পরীক্ষিতের মৃত্যু—এর গূঢ় রহস্য কি ?

গুরু—পিতার অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের মানসে শৃঙ্গী প্রতিজ্ঞা করে। সেই প্রতিজ্ঞাবশেই তক্ষকের সহিত তার মিলন হয়। তক্ষকও তদীয় পত্নী-পুত্রের হন্তা অর্জ্জুনের বংশধরগণের অনিষ্ট-চিন্তায় ছিল। শৃঙ্গীর সহিত একযোগে তক্ষক উভয়ের সাধারণ শত্রু পরীক্ষিতের হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। বস্তুতঃ তক্ষক সর্প নয়; পরন্তু সর্পপূজক অনার্য্য নাগজাতীয় নেতা।

শিষ্য—শৃঙ্গীর অভিশাপের বৃত্তান্ত জেনে পরীক্ষিৎ আত্মরক্ষার কীরূপ ব্যবস্থা করেছিলেন?

গুরু—একটিমাত্র স্তম্ভের উপর একখানি গৃহ নির্ম্মিত হ'ল। মন্ত্রিগণ সহ রাজা তথায় অবস্থান করতে লাগলেন। স্তম্ভের পাদদেশে সর্পবিষ-চিকিৎসকগণ প্রহরা দিতে থাকল। ব্রাহ্মণ, মুনি-ঋষি, তপস্বী ভিন্ন কারো রাজার কাছে যাওয়া নিষিদ্ধ রইল। ভাগবতে আছে যে এই সময়ে পরম ভাগবত রাজা পরীক্ষিৎ ব্রহ্মর্ষি **শুকদেবের** নিকট বেদব্যাস-রচিত "**ভাগবত**" শ্রবণ পূর্ব্বক ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চরণে আত্মসমর্পণ করে মৃত্যুবরণের জন্য প্রস্তুত হন।

শিষ্য—এমন সুরক্ষিত অবস্থায় তক্ষক কীরূপে রাজাকে নিধন করল?

গুরু—অভিশাপের সপ্তম দিবসে তক্ষক **হস্তিনাপুরের** দিকে যেতে যেতে দেখল যে একজন ব্রাহ্মণও সেইদিকে যাচ্ছেন। তক্ষকের প্রশ্নের উত্তরে ব্রাহ্মণ পরিচয় দিলেন—আমার নাম **কাশ্যপ**, আমি সর্পবিষ-চিকিৎসক। রাজা পরীক্ষিৎ তক্ষক নাগের দংশনে নিহত হবেন শুনে আমি হস্তিনাপুর যাচ্ছি; মন্ত্রবলে আমি তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়ে অভীষ্ট ধনলাভ করব। তক্ষক স্বীয় পরিচয় দিয়ে বলল—আমার বিষের চিকিৎসা কি আপনি করতে পারেন? প্রমাণ দিন। পরীক্ষা হ'ল।

তক্ষক একটি বটবৃক্ষে বিষ ঢাললে সেটা পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল। তখন ব্রাহ্মণ ভস্মগুলি একত্র করে মন্ত্রপাঠ করতেই ধীরে ধীরে বৃক্ষটি অঙ্কুরিত হয়ে পূর্ব্বাবস্থায় পরিণত হল। তক্ষক তখন ব্রাহ্মণকে লোভ দেখিয়ে প্রচুর ধনদান পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত করল। ব্রাহ্মণ অভীষ্ট ধনলাভ করে গৃহে ফিরে গেল।

তারপর তক্ষক স্বীয় দলবল সহ তপস্বী ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ পূর্ব্বক ঝুড়িতে ফল ও হাতে কুশ-জল নিয়ে রাজদর্শন ও আশীর্ব্বাদ দানের জন্য গেল। রাজা সরল বিশ্বাসে তপস্বী জেনে তাদেরকে গৃহমধ্যে আনবার নির্দ্দেশ দিলেন। ছদ্মবেশী তক্ষক সদলবলে রাজার নিকট গিয়ে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক ফল উপহার দিল। কথিত আছে যে তক্ষক স্বয়ং ক্ষুদ্রাকৃতি কীটরূপে একটা ফলের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। দৈবক্রমে সেই ফলটি নিয়ে রাজা সেই তাম্রবর্ণ, কৃষ্ণনয়ন কীটটিকে দেখতে পেয়ে হাতে নিয়ে বললেন সূর্য্য তো অস্তপ্রায়; কিন্তু আমি এমনি মহাপাপী যে ব্রহ্মশাপও ব্যর্থ হয়ে গেল! এই কীটই তক্ষক হয়ে আমাকে দংশন করুক;—এই বলে কীটটিকে স্বীয় কণ্ঠে স্থাপন করলেন। তৎক্ষণাৎ তক্ষক স্বীয় মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক স্বীয় শরীরের দ্বারা রাজার গলদেশ বেষ্টন করে ভীমগর্জ্জনে রাজার ব্রহ্মতালুতে দংশন করল। রাজার দেহ প্রাণশূন্য হয়ে পড়ে গেল। এই আখ্যানের সারমর্ম্ম এই যে নাগনেতা তক্ষক গোপন ষড়যন্ত্রক্রমে রক্ষিদলকে উৎকোচ দানে বশীভূত করে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ পূর্ব্বক নিদারুণ বিষাক্ত সর্পদ্বারা দংশন করিয়ে পরীক্ষিৎকে নিহত করেছিল।

শিষ্য—রাজা জন্মেজয়কে সর্পযজ্ঞে উৎসাহিত করেছিল কে কেন?

গুরু—বেদ ঋষির উতঙ্ক নামক এক শিষ্য ছিল। সমাবর্ত্তনের সময়ে গুরুদক্ষিণা দানের ইচ্ছা প্রকাশ করলে ঋষি-পত্নী উতঙ্ককে আদেশ করেন—

পৌষ্য রাজার ক্ষত্রিয়া পত্নীর কাণের দুটি কুণ্ডল এনে আমাকে দাও। উতঙ্ক যখন কুণ্ডল নিয়ে আসছিলেন, তখন পথিমধ্যে তক্ষক সুযোগক্রমে তা অপহরণ করে। উতঙ্ক বহু ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক দেবরাজ ইন্দ্রের সহায়তায় কুণ্ডলজোড়া উদ্ধার করেন। অনার্য্য নাগজাতির এই দুর্ব্বৃত্তপণার প্রতিবিধানের জন্য উতঙ্ক রাজা জন্মেজয়কে সর্পযজ্ঞে উৎসাহিত করেন।

শিষ্য—প্রসঙ্গক্রমে জিজ্ঞাস্য—প্রাচীন কালের গুরুগৃহ-প্রথা কীরূপ ছিল? বিদ্যার্থিগণ গুরুগৃহে কী ভাবে বাস করতেন?

গুরু—প্রাচীন ভারতে গুরুগৃহই ছিল শিক্ষালয়, প্রত্যেক আর্য্য বালককেই গুরুগৃহে বাসপূর্ব্বক শিক্ষালাভ করতে হ'ত। পঞ্চমবর্ষ বয়সে ব্রাহ্মণ, অষ্টমবর্ষ বয়সে ক্ষত্রিয়, দ্বাদশবর্ষ বয়সে বৈশ্য এবং তদধিক বয়সে শূদ্র বালকগণ গুরুগৃহে যেত। বিদ্যার্থিগণকে গুরুগৃহে প্রথমে **ইন্দ্রিয়-সংযম আরাম-বিলাসহীন কঠোর জীবনযাপন এবং প্রাণপণে গুরুর আদেশ-নির্দ্দেশ পালন অভ্যাস করতে হ'ত।** এইরূপে বিদ্যার্থিগণ কায়মনোবাক্যে শ্রদ্ধাবান ও গুরুর অনুগত হয়ে উঠত, তখন তাদেরকে বেদাদি শাস্ত্র এবং অন্যান্য লৌকিক বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হ'ত।

গুরুই একাধারে বিদ্যার্থিদের পিতা, মাতা, জ্ঞানদাতা, পালন-পোষণকর্ত্তা ছিলেন। গুরু ও বিদ্যার্থিগণের মধ্যে অর্থের আদান প্রদানের সম্বন্ধ থাকত না। দেশের রাজা ও ধনী ব্যক্তিগণ মুক্তহস্তে অর্থদানে এবং সাধারণ গৃহস্থগণ আবশ্যিক পুণ্যকর্ম্ম বোধে ভিক্ষাদানে গুরুগৃহের ব্যয়নির্ব্বাহের সহায়তা করতেন। শিক্ষা সমাপনান্তে সমাবর্ত্তনের সময়ে বিদ্যার্থিগণ গুরুদক্ষিণা দিতেন। তাও বাধ্যতামূলক ছিল না। গুরুগৃহে বিদ্যার্থিগণকে নিত্য ভিক্ষাসংগ্রহ, গোপালন, কৃষিকার্য্যের সহায়তা ও সমিধ-সংগ্রহ প্রভৃতি করতে হত।

ঋষি বেদের গুরু ছিলেন আয়োদ-ধৌম্য। গুরুগৃহে বেদের

সতীর্থ ছিলেন—আরুণি ও উপমন্যু। তাহাদের অতুলনীয় গুরুভক্তি ও গুরুসেবার দুইটি দৃষ্টান্ত মহাভারতে উল্লিখিত আছে :—

(১) আরুণিকে একদা গুরু শস্যক্ষেত্রের আল বেঁধে জল রক্ষা করতে আদেশ করেন। আরুণি ক্ষেতে গিয়ে আল বেঁধে জল নিরোধের বহু চেষ্টা করল। জলের স্রোতোবেগে আল পুনঃ পুনঃ ভেঙ্গে যাওয়ায়, পরিশেষে নিরুপায় হয়ে সে আলের মধ্যে শুয়ে জল বন্ধ করে রাখবার চেষ্টা করতে লাগল। সন্ধ্যাকালেও আরুণি গৃহে ফিরে এল না দেখে গুরু সন্ধানে গিয়ে দেখলেন যে আরুণি আলের মধ্যে শুয়ে আছে। আদিষ্ট কর্ম্মে এরূপ নিষ্ঠা ও একাগ্রতা এবং ক্লেশবরণ দেখে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে গুরু তাকে সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হবার আশীর্ব্বাদ দিলেন।

(২) গুরু তদীয় অপর এক শিষ্য উপমন্যুকে গোরক্ষায় নিযুক্ত করেন। প্রথম প্রথম উপমন্যু ভিক্ষান্নে জীবনধারণ ও গোরক্ষা করত। গুরু ভিক্ষার অন্ন তাঁকে সমর্পণ করবার নির্দ্দেশ দিলে উপমন্যু প্রথমবার ভিক্ষা করে গুরুকে দিতেন। নিজের আহার্য্য দ্বিতীয়বার ভিক্ষা করে সংগ্রহ করতেন। বার বার ভিক্ষা দিতে হলে গৃহস্থের ক্লেশ হবে; এজন্য গুরু উপমন্যুর দ্বিতীয়বার ভিক্ষা নিষিদ্ধ করলেন। উপমন্যু গোবৎসের দুগ্ধ পানের পর গাভীর বাঁটে যেটুকু অবশিষ্ট থাকত, সেই দুগ্ধ পান করে জীবনধারণ করতে লাগলেন। গোবৎসগণের পুষ্টির হানি হতে পারে বলে গুরু দুগ্ধপানও নিষেধ করে দিলেন। তখন উপমন্যু নিরুপায় হয়ে ক্ষুধার জ্বালায় আকন্দ পাতা ভক্ষণ করতে লাগলেন। ফলে চক্ষুদুটি হল অন্ধ। এমতাবস্থায় গরু চরাতে চরাতে সে এক কূপের মধ্যে পড়ে গেল। সন্ধ্যাকালে উপমন্যুকে ফিরে আসতে না দেখে গুরু সন্ধানে গিয়ে উচ্চস্বরে ডাকতে লাগলেন। উপমন্যু সাড়া দিলেন আমার দুটি

চক্ষু অন্ধ হয়েছে, আমি কূপের মধ্যে পড়ে গেছি। গরুগুলি কোথায় গেল, সন্ধান করতে পারিনি। তখন গুরুর আদেশে দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের আরাধনা করে উপমন্যু দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। অত্যাশ্চর্য্য গুরুনিষ্ঠা ও গুরুভক্তিতে প্রসন্ন হয়ে ঋষি আশীর্ব্বাদ দিলেন তোমার অন্তরে সর্ব্ববিদ্যা ও সর্ব্বশাস্ত্রে জ্ঞানের বিকাশ হোক।

শিষ্য—গুরুভক্ত বিদ্যার্থী শিষ্যকে গুরু প্রসন্ন হয়ে "সর্ব্ববিদ্যা লাভ হোক', এরূপ আশীর্ব্বাদ করলেই কি তার সকল বিদ্যালাভ হয়ে যেত? পড়াশুনা করতে হত না?

গুরু—অধ্যয়ন করতে হত বৈকি! বিদ্যালাভ ঠিক ঠিক হয় কখন জান? যখন (১) অধীত বিষয় স্মৃতিতে অটুট থাকে। এবং (২) অধীত বিষয়ের মর্ম্ম বুদ্ধিতে উদ্ভাসিত হয়। এই দুইটিই নির্ভর করে মনোবুদ্ধির নির্ম্মলতা ও একাগ্রতার উপর।

ইন্দ্রিয়-সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য পালন পূর্ব্বক আরাম-বিলাসহীন কঠোর জীবনে অভ্যস্ত হয়ে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও নিষ্ঠার সহিত গুরুসেবা ও গুরুর আদেশ পালনের দ্বারা বিদ্যার্থী শিষ্যের মন শুদ্ধ, একাগ্র এবং বুদ্ধি নির্ম্মল হত। তদুপরি গুরুর শক্তি ও আশীর্ব্বাদ সঞ্চার দ্বারা শিষ্যের অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা ও প্রতিভার স্ফূর্তি ঘটত। ফলে, অনায়াসে অত্যল্প কালের মধ্যে সমগ্র শাস্ত্রের সর্ব্ববিধ জ্ঞান ও বিদ্যা আয়ত্ত করা শিষ্যের পক্ষে সহজ হত।

শিষ্য—আস্তীক কে? কেন তিনি জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ বন্ধ করতে গিয়েছিলেন?

গুরু—নাগমাতা **কদ্রু** একদা তদীয় সহস্র পুত্রের মধ্যে কতকগুলির অবাধ্যতার জন্য ক্রুদ্ধা হয়ে অভিশাপ দেন তোরা রাজা জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে নিহত হবি। **বাসুকি** প্রভৃতি পুত্রগণ যখন মাতার উক্ত

অভিশাপ থেকে মুক্তিলাভের উপায় আলোচনা করছিলেন সেই সময়ে এলাপত্র নামক এক নাগ বলল আমি ব্রহ্মার মুখে দেবগণকে বলতে শুনেছি যে বাসুকির ভগিনীর গর্ভে জরৎকারু নামক এক তপস্বী ব্রাহ্মণের এক পুত্র হবে, তাঁর দ্বারাই জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ বন্ধ হবে; তা হলেই কদ্রুর শাপের অবসান হবে। বাসুকি তখন সন্ধান করে জরৎকারু মুনির সহিত স্বীয় ভগিনী জরৎকারুর বিবাহ দিলেন। মুনি জরৎকারু প্রতিশ্রুতি নিলেন যে তাঁর কোনো কার্যে বাধা দিলেই তিনি পত্নী জরৎকারুকে পরিত্যাগ করবেন। একদা সূর্য অস্তগত-প্রায় দেখে জরৎকারু পতিকে সন্ধ্যাবন্দনার জন্য জাগিয়ে দিতেই মুনি ক্রুদ্ধ হয়ে পত্নীকে পরিত্যাগ করেন। তখন জরৎকারু গর্ভবতী ছিলেন। মুনি তাকে বলে গেলেন—তুমি ভ্রাতার নিকট যাও, তোমার গর্ভে পুত্র আছে—"অস্তি"। এজন্য সেই পুত্রের নাম রাখা হল—'অস্তি' শব্দ থেকে আস্তীক। মাতা নাগিনী হলেও পিতা ব্রাহ্মণ, তাই আস্তীকও হলেন ব্রাহ্মণ।

শিষ্য—আস্তীকের প্রার্থনায় জন্মেজয় সর্পযজ্ঞ বন্ধ করতে বাধ্য হলেন কেন?

গুরু—সর্পযজ্ঞ সম্পাদনের যোগ্য পুরোহিতের সন্ধানে রাজা জন্মেজয় শ্রুতশ্রবা মুনির আশ্রমে যান। তিনি তদীয় পুত্র সোমশ্রবাকে পৌরোহিত্য করবার আদেশ দিয়ে বললেন—আমার এই পুত্র নাগপত্নীর গর্ভজাত। এ তপোবলে মহাদেবের অভিশাপেরও প্রতিকার করতে পারে। কিন্তু, এর একটি ব্রত আছে—এ ব্রাহ্মণের প্রার্থনাকে কদাচ প্রত্যাখ্যান করে না। এ সব জেনে বুঝেও জন্মেজয় সোমশ্রবাকেই সর্পযজ্ঞের পৌরোহিত্যে বরণ করলেন।

শিষ্য—যজ্ঞ আরম্ভ হইতেই কি আস্তীক এসে প্রার্থনা করে থামিয়ে দিলেন?

গুরু—না, যজ্ঞ বহুদিন ধরে চলেছিল। যজ্ঞ আরম্ভ করে পুরোহিতগণ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক আহুতি দিতে লাগলেন; নাগেরা দলে দলে আকৃষ্ট হয়ে এসে যজ্ঞকুণ্ডে পড়ে ভস্মীভূত হতে লাগল। তক্ষকের নাম করে আহুতি দেওয়া হল। আত্মরক্ষার্থ তক্ষক দেবরাজ ইন্দ্রের শরণাপন্ন হল। কিন্তু, মন্ত্রের আমোঘ শক্তি দেবরাজ সহ তক্ষককে টেনে আনতে লাগল। এমনি সময়ে মাতুল বাসুকি ও মাতা জরৎকারুর নির্দ্দেশ মত তেজস্বী ব্রাহ্মণ-বালক আস্তীক তথায় উপস্থিত হয়ে রাজার প্রশংসা-সূচক স্তুতিবাদ করলেন। রাজা প্রসন্ন হলে আস্তীক প্রার্থনা করলেন; রাজাও বরদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। পুরোহিতগণ রাজাকে নিষেধ করে বললেন—এখনো দুরাত্মা তক্ষক নিহত হয়নি। ইতিমধ্যে তক্ষককে আসতে দেখে পুরোহিত বরদানের সম্মতি দিলেন। রাজা আস্তীককে জিজ্ঞাসা করলেন কী বর চান? আস্তীক "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলে তক্ষককে থামিয়ে দিয়ে প্রার্থনা করলেন—এই যজ্ঞ এখনই নিবৃত্ত হোক, আর যেন সর্প নিহত না হয়। যজ্ঞ বন্ধ হল। রাজার ক্রোধ থেকে নাগজাতি নিস্তার পেল।

শিষ্য—আস্তীকের নাম করলে নাকি সর্পভয় থাকে না, এ প্রবাদটা কি সত্য? এর ভিত্তি কি?

গুরু—আস্তীক মাতুলালয়ে ফিরে গেলে নাগগণ তাঁকে বর দিতে চাইলে, তিনি প্রার্থনা করলেন—যে কোনো ব্যক্তি রাত্রিতে বা দিবসে সর্পযজ্ঞ-নিবারক ধর্ম্মোপাখ্যান পাঠ বা শ্রবণ করবে, তোমাদের পক্ষ থেকে তাদের কোনো বিপদ হবে না। নাগগণ তার প্রার্থনা পূরণ করল।[৫]

৫। আস্তীকঃ সর্পসত্রে বঃ পন্নগান্ যোঽভ্যরক্ষত।
তং স্মরন্তং মহাভাগাঃ ন মাং হিংসিতুমর্হথ॥ —মহাভা আদি ৫৩।২৪

শিষ্য—জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞের উপাখ্যানের মূলে কী বাস্তব ইতিহাস আছে ?

গুরু—পূর্বেই বলেছি যে শৃঙ্গীর সহিত ষড়যন্ত্র করে নাগেরা পরীক্ষিৎকে নিধন করে। পরীক্ষিতের পুত্র জন্মেজয় তখন বালক। যৌবনে জন্মেজয় মহাপরাক্রান্ত ও দিগ্বিজয়ী হয়ে উঠলেন। তক্ষশীলা জয়ের পর তদীয় মন্ত্রিগণ পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য নাগজাতির ধ্বংসসাধন কার্য্যে জন্মেজয়কে উত্তেজিত করল। তখন জন্মেজয় কুরুক্ষেত্রে এক অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করলেন। অশ্বমেধ উপলক্ষ্যে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হয়ে নাগজাতির উৎসাদন আরম্ভ করেন। অব্যবহিত পরবর্ত্তী এই সর্পযজ্ঞ, উক্ত অশ্বমেধ যজ্ঞেরই আনুসঙ্গিক। জন্মেজয়ের পরাক্রমে বিধ্বস্ত ও ভীত নাগগণ পরিশেষে শরণাগত হয়ে হিংসাবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্ত ও অনুগতভাবে বসবাসের প্রতিশ্রুতি দিলে জন্মেজয় নিবৃত্ত হলেন।

সর্পাপসর্প ভদ্রং তে গচ্ছ সর্প মহাবিষ।
জন্মেজয়স্য যজ্ঞান্তে আস্তীকবচনং স্মর॥ —মহাভা আদি ৫৩।২৫
আস্তীকস্য বচঃ শ্রুত্বা যঃ সর্পো ন নিবর্ত্ততে।
শতধা ভিদ্যতে মূর্দ্ধা শিংশবৃক্ষফলং যথা॥ —মহাভা আদি ৫৩।২৬

হে মহাভাগ সর্পগণ! যিনি সর্পযজ্ঞে তোমাদের রক্ষা করেছিলেন, সেই আস্তীককে স্মরণ করছি। আমাকে হিংসা ক'র না। মহাবিষ সর্প চলে যাও। তোমার মঙ্গল হোক। জন্মেজয়ের যজ্ঞের পর আস্তীকের কথা স্মরণ কর। আস্তীকের কথায় যে সর্প নিবৃত্ত না হয়, তার মস্তক শিমুল ফুলের ন্যায় শতধা বিদীর্ণ হয়। ইহা একটি সর্প-নিবারক মন্ত্র।

আস্তীকের মাতা জরৎকারুই কালে মনসাদেবী রূপে হিন্দু সমাজে পূজা পেয়ে আসছেন। মনসার প্রণাম মন্ত্র :—

আস্তীকস্য মুনের্মাতা ভগিনী বাসুকেস্তথা।
জরৎকারু-মুনি-পত্নী মনসা দেবী নমোঽস্তুতে॥

আরও একটু ইতিহাস লক্ষ্য করা যায়—আর্য্যগণের সহিত অনার্য্য নাগগণের প্রতিযোগিতা ও শত্রুতা কিছু কিছু থাকলেও মহাভারতীয় যুগে তাদের পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও বৈবাহিক আদানপ্রদান ছিল। শ্রুতশ্রবা ও জরৎকারু মুনিদ্বয় নাগকন্যা বিবাহ করেছিলেন। উভয় ক্ষেত্রেই পুত্র ব্রাহ্মণ বলে সমাজে স্বীকৃত হয়েছে। নাগকন্যা উলুপী অর্জ্জুনের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। নাগকন্যা **মনসাদেবী** পরবর্ত্তী যুগে আর্য্য হিন্দুগণের দ্বারা পূজিতা হতে থাকেন। এমনি ভাবে আর্য্য-অনার্য্যের মিশ্রণে বিরাট মহাভারতীয় জাতি রচিত হয়েছিল।

শিষ্য—শুনা যায়, অনার্য্যরাই নাকি ভারতের আদি অধিবাসী; আর্য্যরা বাইরে থেকে এসে তাদের জয় করেছিল?

গুরু—সে কথা সত্য নয়, ; বিলাতী পণ্ডিতগণের কল্পনা। **কশ্যপের** পত্নী **অদিতির** পুত্রেরা দেবতা, **দিতির** পুত্রগণ দৈত্য, **দনুর** পুত্রগণ দানব, **কদ্রুর** পুত্রগণ নাগ এবং **বিনতার** পুত্রগণ পক্ষী ; সুতরাং, এক কশ্যপ থেকেই তো সকলের উৎপত্তি। অতএব, আর্য্য বা অনার্য্য বিভাগ রক্তের পার্থক্য থেকে হয়নি ; স্বভাব, চরিত্র, জীবন-ধারা, শিক্ষাদীক্ষার বিচার দ্বারাই আর্য্য, অনার্য্য, দ্রাবিড় ইত্যাদি জাতিগোষ্ঠির নামকরণ হয়েছিল। সকলেই ভারতের অধিবাসী। পরবর্ত্তীকালে শক, হুন, বাহ্লীক, পহ্লব, গ্রীক, গুর্জ্জর, হাবসী, তাতার ইত্যাদি জাতি এসে ভারতীয় জাতির কলেবরে মিশে গিয়েছে। সকলের মধ্যে একই শোণিতধারা। পুরাণদৃষ্টে অনুমিত হয় যে **যযাতির পুত্র তুর্ব্বসু তুরস্কের** এবং **যদু—জুডিয়ার** (প্যালেষ্টাইন) ও **গ্রীসের** রাজা হয়েছিলেন। তথাকার যদুর বংশধরগণই **যবন** নামে অভিহিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিষ্য—যে ভারতবংশের ইতিবৃত্ত নিয়ে মহাভারত রচিত, তাদের বংশানুক্রমিক পরিচয় কী ?

গুরু—ব্রহ্মার পুত্র প্রজাপতি দক্ষ ; দক্ষের পঞ্চাশটি কন্যার মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠা অদিতির পুত্র বিবস্বান্ (সূর্য্য), সূর্য্যের পুত্র মনু ; তৎপুত্র ইক্ষ্বাকু হইতে সূর্য্যবংশীয় বা ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজগণের উৎপত্তি।

মনুর কন্যা ইলা ; চন্দ্রপুত্র বুধের সহিত তার বিবাহ হয়। বুধ ও ইলার পুত্র পুরুরবা ; তৎপুত্র আয়ু ; আয়ুর পুত্র নহুষ ; নহুষের পুত্র যযাতি ; দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীকে যযাতি বিবাহ করেন। দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা দেবযানীর সখী ছিলেন। যযাতি তাকেও বিবাহ করেন। শর্ম্মিষ্ঠার কনিষ্ঠ পুত্র পুরু। পুরুর বংশেই রাজা দুষ্মন্তের জন্ম। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পুত্রই সম্রাট ভরত, যাঁর নামে এই দেশ ভারতবর্ষ।[১] রাজচক্রবর্ত্তী ভরতের বংশে পরে হস্তী নামে এক রাজা হন, তিনিই হস্তিনাপুর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। হস্তীর তিন পুরুষ পরে রাজা হন সম্বরণ। সূর্য্যকন্যা তপতীর সহিত তাঁর বিবাহ হয়। সম্বরণের পুত্র মহারাজ কুরু। তাঁর তপস্যার স্থানই পুণ্যক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র। চন্দ্রপুত্র বুধ থেকে এই বংশের উৎপত্তি ব'লে নাম হল চন্দ্রবংশ। মহারাজ পুরুর নামে একে পুরুবংশ এবং পুরুবংশীয়গণকে পৌরব বলা হয়। রাজচক্রবর্ত্তী

১। সম্রাট প্রিয়ব্রতের পুত্র অগ্নীধ্র ; তৎপুত্র অজনাভ ; অজনাভের পুত্র ঋষভ ; ঋষভের পুত্র ভরত। ভরতের নামেই ভারতবর্ষ। পরবর্ত্তী কালে এই বংশেই দুষ্মন্ত ও তৎপুত্র ভরত জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং, যথার্থতঃ দুষ্মন্তের পুত্র ভরতের নামে ভারতবর্ষ নয়।

ভরতের নামে **ভারতবংশ** ; তথা সম্রাট কুরুর নামে এই বংশ **কুরুবংশ** বলেও অভিহিত হয়। কুরুবংশীয়গণকে কৌরব বলা হয়।

মহারাজ কুরুর অধস্তন সপ্তম পুরুষে **প্রতীপ** হস্তিনার সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রতীপের পুত্র মহাভিষ্ বা **শান্তনু**। শান্তনুর সহিত **গঙ্গাদেবীর** বিবাহ হয়। তাঁদের পুত্র **দেবব্রত ভীষ্ম**। শান্তনুর অপর পত্নী **সত্যবতীর** গর্ভে **চিত্রাঙ্গদ** ও **বিচিত্রবীর্য্য** জন্মগ্রহণ করেন। বিচিত্রবীর্য্যের বিধবা পত্নীদ্বয় **অম্বিকা** ও **অম্বালিকার** গর্ভে বেদব্যাসের বরে **ধৃতরাষ্ট্র** ও **পাণ্ডু** জন্মগ্রহণ করেন। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধনাদি একশত পুত্র ও একটি কন্যা **দুঃশলা** ; আর পাণ্ডুর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপুত্র। সাধারণতঃ ধৃতরাষ্ট্র, তৎপুত্র দুর্য্যোধনাদি এবং তৎপক্ষীয়গণ কৌরব নামে অভিহিত ; আর পঞ্চপাণ্ডব এবং তৎপক্ষীয়গণ পাণ্ডব নামে অভিহিত।

শিষ্য—শুক্রাচার্য্য ব্রাহ্মণ ; ব্রাহ্মণকন্যা দেবযানীর সহিত ক্ষত্রিয় রাজা যযাতির বিবাহ হল কেন ?

গুরু—শুক্রাচার্য্য অসুরগণের গুরু। দেবাসুর যুদ্ধে হত অসুরগণকে শুক্রাচার্য্য মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যাপ্রভাবে বাঁচিয়ে দিতেন। দেবগণ মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা জানতেন না। দেবগণ মন্ত্রণাপূর্ব্বক মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শিক্ষার জন্য দেবগুরু **বৃহস্পতির** পুত্র **কচকে** বিদ্যার্থী শিষ্যরূপে শুক্রাচার্য্যের আশ্রমে প্রেরণ করেন। কচের সেবায় গুরু শুক্রাচার্য্য, বিশেষতঃ তাঁর কন্যা দেবযানী বিশেষ প্রীত হলেন। অসুরেরা কচের উদ্দেশ্য জানতে পেরে তাকে হত্যা করতে চেষ্টিত হল। কয়েকবার তারা কচকে হত্যা করলও। কিন্তু, কন্যা দেবযানীর কাতর প্রার্থনায় গুরু পুনঃ পুনঃ তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। পরিশেষে একদিন অসুরেরা কচকে মেরে পুড়িয়ে ভস্ম করে ; সেই ভস্ম মদের সহিত মিশিয়ে শুক্রাচার্য্যকে খাইয়ে দিল। শুক্রাচার্য্য পরে অসুরদের কাণ্ড জানতে পারলেন।

দেবযানীর কাতর প্রার্থনায় শুক্রাচার্য্য কচের প্রাণদানের জন্য তাকে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র শিক্ষা দিলেন। কচ শুক্রাচার্য্যের উদর ভেদ করে বেরিয়ে এসে গুরুকে মন্ত্র প্রভাবে পুনর্জীবিত করে দিলেন।

কচের প্রতি দেবযানী অনুরক্তা ছিল। বিদায় কালে সে কচকে পতিরূপে বরণ করতে চাইল। গুরুর কন্যা ভগিনীসদৃশী জ্ঞানে কচ অস্বীকার করল। ক্রুদ্ধা দেবযানী অভিশাপ দিল—তোমার বিদ্যা ব্যর্থ হবে। কচও প্রত্যভিশাপ দিল—তোমার শাপ আমি স্বীকার করলাম—আমার বিদ্যা ব্যর্থ হবে, কিন্তু আমি যাকে শিক্ষা দেব, তার বিদ্যা সফল হবে ; আর তোমাকে ক্ষত্রিয় পতি বরণ করতে হবে।

শিষ্য—যযাতি কখন, কী ভাবে দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠাকে বিবাহ করেন ?

গুরু—একদা দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠা সখিগণ সহ উদ্যানে জলবিহার করছিল। শর্ম্মিষ্ঠা ভুলক্রমে দেবযানীর কাপড় পরে নিলে দেবযানী তাকে গালি দিল ; শর্ম্মিষ্ঠাও তাকে অনুগ্রহপ্রার্থী ভিখারী ব্রাহ্মণের কন্যা বলে নিন্দা করে তাকে এক কুপের মধ্যে ফেলে দিয়ে চলে গেল। মৃগয়াক্রমে রাজা যযাতি সেই উদ্যানে এসে দেবযানীকে কুপ থেকে উদ্ধার করেন। দেবযানীর নিকট শর্ম্মিষ্ঠার দুর্ব্ব্যবহারের কথা শুনে শুক্রাচার্য্য ক্রুদ্ধ হন। দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বা গুরুর চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং দেবযানীর ক্রোধশান্তির জন্য স্বীয় কন্যা শর্ম্মিষ্ঠাকে দেবযানীর দাসীত্বে নিযুক্ত করেন। কিছুকাল পরে পুনরায় মৃগয়া করতে এসে যযাতির দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠার সহিত সাক্ষাৎ হয়। দেবযানী যযাতিকে পতিত্বে বরণ করতে চাইলে শুক্রাচার্য্যের অনুমতিক্রমে বিবাহ হয়। শর্ম্মিষ্ঠাও দাসীরূপে দেবযানীর সহিত যযাতির রাজপ্রাসাদে বাস করতে থাকে।

শর্ম্মিষ্ঠার আগ্রহে যযাতি গোপনে তাকেও বিবাহ করেন। শুক্রাচার্য্য জানতে পেরে অভিশাপ দেন—'তুমি জরাগ্রস্ত হও।'

শিষ্য—শুক্রের অভিশাপে জরাগ্রস্ত হয়ে যযাতি কী করলেন ?

গুরু—যযাতি গুরুর চরণে কাতর ভাবে শাপমোচন প্রার্থনা করলে শুক্র বললেন যে যদি তার কোনো পুত্র স্বেচ্ছায় তার জরা গ্রহণ ক'রে যৌবন দান করতে স্বীকৃত হয়, তবে যৌবন সে লাভ করবে। দেবযানীর গর্ভে যযাতির **যদু ও তুর্ব্বসু** দুই পুত্র, আর শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে তিন পুত্র **দ্রুহ্য, অনু ও পুরু**। যযাতি একে একে সকল পুত্রকে তার জরা গ্রহণ পূর্ব্বক যৌবন দান করতে অনুরোধ করলেন। চারি পুত্র অস্বীকার করল ; পরিশেষে কনিষ্ঠ পুত্র পুরু রাজী হয়ে পিতার বার্দ্ধক্য গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় যৌবন দান করল। যযাতি প্রসন্ন হয়ে পুরুকেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন।

শিষ্য—পুরু কি তবে সারাজীবন বৃদ্ধ হয়েই রইলেন ?

গুরু—না। পুত্রের যৌবন নিয়ে যযাতি সহস্র বৎসর যাবৎ পৃথিবীর যাবতীয় ভোগ্যবস্তু ভোগ করেও শান্তি পেলেন না। তখন তিনি পুত্রের যৌবন পুত্রকেই প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক বললেনঃ—

> ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
> হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥ —আদি ৭৩।১২

কাম্য বস্তুর উপভোগে কামনার শান্তি হয় না ; অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে যেমন তাহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়, তেমনি ভোগতৃষ্ণা বেড়েই চলে।

পুরুকে রাজ্যভার দিয়ে যযাতি তপস্যায় গেলেন।

শিষ্য—গঙ্গাদেবীর সহিত শান্তনুর বিবাহ হল কীরূপে ? একজন স্বর্গের দেবী, আর একজন মর্ত্যের মানুষ।

গুরু—স্বর্গের আটজন বসু সস্ত্রীক একদা **ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের** আশ্রম

দর্শনে যান। তথায় কামধেনু শবলাকে দেখে দ্যু নামক বসু বশিষ্ঠের অনুপস্থিতিতেই হরণ করে নিয়ে যায়। জানতে পেরে বশিষ্ঠ বসুদের শাপ দিলেন—তোমরা স্বর্গচ্যুত হয়ে মর্ত্যধামে মানুষ হওগে। বসুরা ঋষির চরণ ধারণ পূর্ব্বক শাপমুক্তি প্রার্থনা করলে তিনি বলেন—তোমরা সাতজন বসু পৃথিবীতে এক এক বৎসর মাতৃগর্ভে বাস পূর্ব্বক জন্মের পরেই দেহমুক্ত হয়ে স্বর্গে আসবে; কিন্তু, অপরাধী 'দ্যু' দীর্ঘকাল মর্ত্যধামে থাকবে। সে মহাবীর ও মহাপ্রাজ্ঞ বলে খ্যাত হবে এবং চিরকুমার থাকবে।

শাপপ্রাপ্তির পর বসুগণ দুঃখে মৃতপ্রায় হলেন। এমন সময়ে দেবী গঙ্গাকে দেখতে পেয়ে তাঁরা তাঁর চরণে ঋষির শাপের বৃত্তান্ত নিবেদন করে প্রার্থনা করলেন—দেবি! আমরা মানবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করতে ইচ্ছা করি না। আপনি দয়া করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে আমাদের মাতৃত্ব স্বীকার করুন। জন্মমাত্র আপনি আমাদের গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করবেন। তা হলে আমরা মুক্ত হয়ে স্বর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করব। দেবী স্বীকৃতা হলেন। তিনি পৃথিবীতে নারীরূপে অবতীর্ণা হয়ে হস্তিনারাজ শান্তনুকে পতিত্বে বরণ করেন।

শিষ্য—দেবী গঙ্গা অন্য কোনো রাজাকে বরণ না করে শান্তনুকে বরণ করলেন কেন?

গুরু—কথিত আছে—ইক্ষ্বাকু বংশের স্বর্গগত এক পুণ্যবান্ রাজা মহাভিষ্ একদা ইন্দ্রাদির সহিত ব্রহ্মার সভায় গমন করেন। তথায় গঙ্গাদেবী উপস্থিত ছিলেন। মহাভিষ্ ও গঙ্গা অন্তরে অন্তরে পরস্পর অনুরক্ত হন। জানতে পেরে দেবরাজ ইন্দ্র বললেন—তোমরা মর্ত্যধামে মানুষ হয়ে জন্ম লওগে। মহাভিষই হস্তিনারাজ প্রতীপের পুত্র শান্তনু-রূপে জন্মগ্রহণ করেন।

শিষ্য—শান্তনুর সহিত গঙ্গাদেবীর কীরূপে মিলন ও বিবাহ হল ? বসুরাই বা মুক্ত হলেন কীরূপে ?

গুরু—গঙ্গাদেবী একদা গঙ্গাতীরে সন্ধ্যাবন্দনা-রত রাজা প্রতীপের দক্ষিণ উরুর উপর গিয়ে উপবেশন করলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—কল্যাণি! তুমি কে? কী চাও? গঙ্গা বললেন—আমি দেবকন্যা, আমি তোমার গৃহে যেতে চাই। রাজা বললেন—তুমি কন্যা ও পুত্রবধূর স্থানে দক্ষিণ উরুতে বসেছ; সুতরাং, তুমি আমার পুত্রবধূ হবে। গঙ্গাও স্বীকৃতা হয়ে অন্তর্ধান করলেন।

কিছুকাল পরে শান্তনু যৌবনপ্রাপ্ত হলে রাজা প্রতীপ তাকে সিংহাসনে বসিয়ে বনে গেলেন তপস্যা করতে। যাবার সময়ে শান্তনুকে বলে গেলেন—একদা এক দেবকন্যা আমার নিকট এসেছিলেন, তাঁকে আমি পুত্রবধূরূপে গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। তুমি তাকে পত্নীরূপে গ্রহণ কোরো; কিন্তু, তার পরিচয় জানতে চেয়ো না; তার কোনো কার্য্যে কদাচ বাধা দিয়ো না। তার পরে একদিন গঙ্গাতীরে বিচরণ কালে শান্তনু পরমাসুন্দরী এক কন্যাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে, কন্যাটি বললেন—আমি তোমার মহিষী হবো, কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে আমি শুভ বা অশুভ যা-ই করি, তুমি আমাকে বারণ বা ভর্ৎসনা করতে পারবে না; যদি কর, তবে আমি তৎক্ষণাৎ তোমাকে পরিত্যাগ করব। শান্তনু সম্মত হয়ে তাকে বিবাহ করলেন। শান্তনুর দিন আনন্দে কাটতে লাগল। দেবী গঙ্গা এক একটি পুত্র প্রসব করতে লাগলেন এবং প্রসবমাত্র গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করতে লাগলেন। এইরূপে সাতটি সন্তান বিনাশ করলেন। প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ শান্তনুর হৃদয় দুঃখানলে দগ্ধ হলেও কিছু বলতে পারলেন না। অষ্টম পুত্র প্রসবের পর গঙ্গা হাসছেন দেখে শান্তনু নিতান্ত অসহিষ্ণু হয়ে বললেন—

পুত্রঘাতিনি! কেন এই মহাপাপ করছ? এ পুত্রটিকে মেরো না। গঙ্গা বললেন—তুমি যখন ইচ্ছা করছ, তখন আমি পুত্রটিকে বধ করব না; কিন্তু, আমিও আর তোমার কাছে থাকব না। তৎপরে গঙ্গা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ব্যাপার শান্তনুর নিকট প্রকাশ করে নবজাত শিশুকে নিয়ে অন্তর্হিতা হলেন; বলে গেলেন উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে পুত্রকে প্রত্যর্পণ করবেন। শান্তনু দুঃখিত মনে হস্তিনাপুরে ফিরে গেলেন।

শিষ্য—দেবী গঙ্গা সেই পুত্রকে কবে, কীরূপে শান্তনুকে প্রত্যর্পণ করেন?

গুরু—শিশুপুত্র লালন পালন পূর্ব্বক যোগ্য বয়সে শিক্ষাদীক্ষার জন্য গুরু বশিষ্ঠের হস্তে দিলেন। বালক শাস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হলে, তাকে দিলেন পরশুরামের নিকট শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্য; যুবক অস্ত্রশস্ত্রেও সুশিক্ষিত ও মহাপরাক্রান্ত হয়ে উঠল; এইরূপে ছত্রিশ বৎসর কেটে গেল।

একদা গঙ্গাতীরে ভ্রমণ কালে শান্তনু দেখলেন এক প্রিয়দর্শন যুবক শরনিক্ষেপ করে গঙ্গাপ্রবাহকে রুদ্ধ করে ফেলেছে। শান্তনুকে দেখেই যুবক অন্তর্হিত হল। শান্তনুর পূর্ব্বস্মৃতি জাগ্রত হল। তিনি বললেন—গঙ্গা! আমার পুত্রকে দেখাও। তখন গঙ্গাদেবী পুত্রকে নিয়ে রাজার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন—রাজা! এই তোমার বৃহস্পতি ও শুক্রের ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ এবং পরশুরামের মত অস্ত্রজ্ঞ মহাধনুর্ধর রাজধর্ম্মজ্ঞ পুত্র কুমার দেবব্রতকে নিয়ে যৌবরাজ্যে অভিষেক কর। শান্তনু তা-ই করলেন।

শিষ্য—শান্তনু সত্যবতীকে বিবাহ করেন কখন, কীরূপে?

গুরু—শান্তনুর মনে দুঃখ ছিল যে দেবব্রত তার একমাত্র পুত্র। যদি কোনো কারণে তার মৃত্যু ঘটে, তবে তো তাঁর বংশ লোপ পাবে। একদিন

চিন্তান্বিত হয়ে শান্তনু গঙ্গাতীরে পরিভ্রমন করছেন, এমন সময়ে এক অপূর্ব্ব সুগন্ধের আঘ্রাণ পেলেন। সে সুগন্ধের অনুসরণে গিয়ে তিনি দেবকন্যা সদৃশী এক অসামান্যা রূপবতী নারীর দর্শন পেলেন। পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে কন্যা বলল—আমি দাসরাজকন্যা। পিতার আদেশে নৌকা চালনা করি। শান্তনু দাসরাজের নিকট কন্যার পাণিপ্রার্থী হলেন। দাসরাজ প্রতিশ্রুতি চাইলেন যে তাঁর কন্যার গর্ভজাত পুত্র যদি সিংহাসন পায়, তবে তিনি কন্যা দান করতে পারেন। কিন্তু, দেবব্রত বিদ্যমানে রাজা তেমন প্রতিশ্রুতি দেবেন কিরূপে ? বিষণ্ণ চিত্তে তিনি ফিরে এলেন।

পিতৃভক্ত দেবব্রত পিতার বিমর্ষতার কারণ মন্ত্রিগণের কাছ থেকে জেনে নিজেই দাসরাজের গৃহে গিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে কন্যা সত্যবতীকে এনে পিতার সহিত বিবাহ দিলেন। সত্যবতীর গর্ভে শান্তনুর দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। জ্যেষ্ঠ চিত্রাঙ্গদ ও কনিষ্ঠ বিচিত্রবীর্য্য।

শিষ্য—কুমার দেবব্রতের নাম ভীষ্ম কবে থেকে, কী কারণে হয়েছিল ?

গুরু—পিতার জন্য কন্যা চাইতে দাসরাজের গৃহে গেলে দাসরাজ প্রতিশ্রুতি চাইল যে তার কন্যার পুত্রই রাজসিংহাসনের অধিকারী হবে। দেবব্রত অম্লান বদনে তা-ই স্বীকার করলেন। দাসরাজ তথাপি সংশয়াম্বিত হয়ে বলল—আপনি মহানুভব, আপনার বাক্যে আমি বিশ্বাস করি ; কিন্তু, আপনার পুত্রগণকেই আমার ভয়। তখন দেবব্রত দাসরাজের আশঙ্কা দূর করে অকুণ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—আমি বিবাহ করব না ; চির কৌমার্য্য ব্রত পালন করব। এরূপ অভূতপূর্ব্ব প্রতিজ্ঞার জন্য দেবব্রতের নাম হল ভীষ্ম। 'ভীষ্ম' শব্দটির অর্থ ভীষণ অর্থাৎ দুঃসাধ্য কর্ম্মকারী। দেবব্রতের অতুলনীয় পিতৃভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে শান্তনু তাঁকে ইচ্ছামৃত্যু বর দিলেন।

শিষ্য—দেবব্রত ভীষ্মের চরিত্র থেকে আমরা কী শিক্ষা লাভ করতে পারি?

গুরু—(১) ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির অন্যতম মূল শিক্ষা—পিতৃমাতৃভক্তি। পিতামাতা প্রত্যক্ষ দেবতা। 'পিতৃদেবো ভব', মাতৃদেবো ভব'—উপনিষদে ঋষির অনুশাসন। পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ—শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। পিতৃসেবার মধ্য দিয়েই সন্তানের হৃদয়ে শ্রদ্ধার জাগরণ এবং মনুষ্যত্ব ও দেবত্বের উন্মেষ ও বিকাশ হয়।

ভীষ্মের ভীষ্মত্ব পিতৃসেবার সূত্রে। ভীষ্মের জীবনের দেবত্ব ও মহত্ব, ব্রহ্মচর্য্য ব্রত, ইচ্ছামৃত্যু—সমস্ত কিছুর সূত্রপাত ও বিকাশের মূলে এই পিতৃভক্তি ও পিতৃসেবা।

(২) **ব্রহ্মচর্য্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তপস্যা।** ব্রহ্মচর্য্য পালন দ্বারাই সমস্ত শক্তি ও জ্ঞানের বিকাশ ঘটে। এই ব্রহ্মচর্য্য পালন দ্বারাই ভীষ্ম জীবনে সিদ্ধসঙ্কল্প, মহাবীর, মহাপ্রাজ্ঞ ও ইচ্ছামৃত্যু হয়েছিলেন: সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য অনাসক্ত হয়ে সুনিপুণভাবে সম্পন্ন করে গিয়েছেন। গৃহস্থও যদি সংযতেন্দ্রিয় হয় তবে তার জীবনেও উচ্চতর শক্তি, জ্ঞান ও মহত্বের বিকাশ সম্ভব। "বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিনাং নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনং।" আসক্তি থাকলে বনে বাস করেও ফল নেই। গৃহবাসে থেকে যদি সংযতেন্দ্রিয় হয়, তবে সেই যথার্থ তপস্বী। ভীষ্মের সুদীর্ঘ মহান্ জীবনই তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

শিষ্য—বেদব্যাস-জননী সত্যবতীই কি শান্তনুর পত্নী?

গুরু—হাঁ। সত্যবতী চেদীরাজ উপরিচর বসুর ধীবর পত্নীর গর্ভজাত কন্যা, দাসরাজগৃহে পালিতা।

শিষ্য—সত্যবতীর সন্তানরাই রাজত্ব পেয়েছিল?

গুরু—সত্যবতীর দুই পুত্র, চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য। চিত্রাঙ্গদ পিতার

মৃত্যুর পর রাজা হয়। কিন্তু, অল্পকাল পরেই গন্ধর্ব্বরাজের সহিত যুদ্ধে চিত্রাঙ্গদ নিহত হয়। তখন বালক বিচিত্রবীর্য্যকেই সিংহাসনে বসিয়ে ভীষ্ম রাজকার্য্য চালাতে লাগলেন।

শিষ্য—ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর পিতামাতা কে?

গুরু—কাশীরাজের তিন কন্যাকে ভীষ্ম স্বয়ম্বর সভা হতে বাহুবলে জয় করে নিয়ে আসেন। তম্মধ্যে অম্বিকা ও অম্বালিকার সহিত কুমার বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ দেন। জ্যেষ্ঠা **অম্বা শাল্বরাজকে** মনে মনে পতিত্বে বরণ করায় ভীষ্ম তাকে শাল্বরাজের নিকট প্রেরণ করেন। বিচিত্রবীর্য্যের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হয়। মহর্ষি বেদব্যাসের বরে বিধবা অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে যথাক্রমে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু জন্মগ্রহণ করেন; মহর্ষির বরে বিচিত্রবীর্য্যের এক শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভে বিদুর জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষির বরে বিদুর অতি ধার্ম্মিক ও প্রাজ্ঞ ছিলেন।

শিষ্য—বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যুর পর কে রাজা হল?

গুরু—বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যুর পর ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ভীষ্মই রাজপ্রতিনিধিরূপে রাজ্য পালন করতে থাকেন। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ। সুতরাং, কনিষ্ঠ পাণ্ডুই রাজসিংহাসন পেলেন।

শিষ্য—অম্বাকে কি শাল্বরাজ গ্রহণ করেছিল? তার কী গতি হল?

গুরু—অন্যের দ্বারা অপহৃতা বলে শাল্বরাজ অম্বাকে প্রত্যাখ্যান করল। অম্বা পরশুরামের শরণ নিল। পরশুরাম ভীষ্মকে আদেশ করলেন—তুমি অম্বাকে বিবাহ কর। ভীষ্ম স্বীয় কৌমার্য্যব্রতের কথা পরশুরামকে নিবেদনপূর্ব্বক আদেশ অস্বীকার করলে গুরুশিষ্যে বহুদিন ব্যাপী সংগ্রাম চলল। কেহ কাউকে পরাস্ত করতে পারলেন না। তখন পরশুরাম অম্বাকে বললেন—আমার সাধ্য নয় ভীষ্মকে

বধ করা। তখন অম্বা কঠোর তপস্যায় শিবকে প্রসন্ন করলেন। মহাদেব বর দিলেন—তুমি দ্রুপদের পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করে ভীষ্মকে বধ করতে পারবে। অম্বা অগ্নিকুণ্ডে দেহ ত্যাগ করল।

শিষ্য—দুর্য্যোধনাদি কৌরব ও যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণের জন্মবৃত্তান্ত কীরূপ?

গুরু—**গান্ধার** (আফগানিস্থান) দেশের রাজা **সুবলের** কন্যা **গান্ধারীর** সহিত ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ হয়। গান্ধারী ধর্ম্মশীলা ও পতিব্রতা ছিলেন। স্বামী জন্মান্ধ বলে বিবাহের সময় থেকে তিনিও স্বীয় নয়নদ্বয়ে বস্ত্র বেঁধে স্বেচ্ছায় অন্ধত্ব বরণ করেন। গান্ধারীর গর্ভে দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি একশত পুত্র ও দুঃশলা নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। জন্মসময়ে দুর্য্যোধন গর্দ্দভের ন্যায় চীৎকার করে ভবিষ্যৎ অশুভের সূচনা প্রকাশ করেছিল।

পাণ্ডু রাজা হয়ে প্রবল প্রতাপে দিগ্বিজয় ও রাজ্য বিস্তার করতে থাকেন। তিনি ভোজরাজের পালিতা কন্যা, যদুপতি বসুদেবের ভগিনী **পৃথা** (কুন্তী) দেবীকে এবং মদ্ররাজনন্দিনী **মাদ্রীকে** বিবাহ করেন। একদা মৃগয়া করতে গিয়ে ভ্রমবশতঃ পাণ্ডু এক ব্রাহ্মণকে বধ করেন। শোকগ্রস্তা ব্রাহ্মণী তাঁকে অভিশাপ দেন। স্বীয় পাপ কার্য্যের জন্য অনুতপ্ত পাণ্ডু বানপ্রস্থ অবলম্বন পূর্ব্বক পত্নীদ্বয় সহ **শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে** মুনিঋষিগণের তপোবনে বাস করতে লাগলেন। অপুত্রক পাণ্ডু পুত্রলাভের জন্য পত্নীদ্বয়কে দেবারাধনা করতে নির্দ্দেশ দিলেন। ধর্ম্ম, বায়ু ও ইন্দ্র দেবতার আরাধনা করে কুন্তী দেবী যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন এই তিন পুত্র, এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আরাধনা করে মাদ্রী নকুল ও সহদেব নামে দুই পুত্র লাভ করলেন।

যুধিষ্ঠিরের জন্মকালে দৈববাণী হয়েছিল—এ বালক ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ,

বিক্রান্ত, সত্যবাদী ও পৃথিবীপতি হবে। ভীম যুধিষ্ঠিরের এক বৎসরের এবং অর্জ্জুন ভীমের এক বৎসরের বয়ঃকনিষ্ঠ ; নকুল ও সহদেব যমজ ও অর্জ্জুন অপেক্ষা এক বৎসরের ছোট। পঞ্চভ্রাতার মধ্যে ভীমই সর্ব্বাপেক্ষা হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ ছিল। কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে যুধিষ্ঠিরই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। কিছুকাল পরে তপোবনেই পাণ্ডুর মৃত্যু হল। মাদ্রী সহমরণে গেলেন।

শিষ্য—পাণ্ডুর মৃত্যুকালে যুধিষ্ঠিরাদির বয়স কত ?

গুরু—যুধিষ্ঠিরের ষোলো, ভীমের পনেরো, অর্জ্জুনের চৌদ্দ এবং নকুল-সহদেবের তেরো বৎসর।

শিষ্য—পাণ্ডুর মৃত্যুর পর পুত্রগণকে নিয়ে কুন্তীদেবী কোথায় গেলেন ?

গুরু—পাণ্ডুর মৃত্যুর পর তপোবনস্থ মুনিঋষিগণ কুন্তীদেবী সহ পঞ্চপাণ্ডবকে নিয়ে হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গিয়ে বললেন—মহারাজ ! আপনার ভ্রাতা পাণ্ডুর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর পত্নী ও নাবালক পুত্রগণকে আপনার নিকট এনেছি। আপনি এদের গ্রহণ পূর্ব্বক লালন পালন করুন।

শিষ্য—সত্যবতী, অম্বিকা, অম্বালিকা তখন কোথায় কী করছিলেন ?

গুরু—মহর্ষি বেদব্যাস একদিন মাতা সত্যবতীর নিকট এসে বললেন—মাতা ! এখন পৃথিবীতে পাপের বৃদ্ধি হচ্ছে। কৌরবগণের দুর্নীতির ফলে কুরুবংশ ক্ষয় হবে। সেই সর্ব্বনাশ যেন আপনাকে দেখতে না হয়। ব্যাসদেবের নির্দ্দেশে পুত্রবধূগণ সহ সত্যবতী তপোবনে গিয়ে যোগ আচরণপূর্ব্বক যথা সময়ে দেহত্যাগ ক'রে দিব্যগতি প্রাপ্ত হন। পাণ্ডুর মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাঁরা দেহত্যাগ করেছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

শিষ্য—ধৃতরাষ্ট্র কুন্তীদেবী ও তৎপুত্রগণকে কীরূপ ভাবে গ্রহণ করলেন? তাঁরাই বা কীভাবে বাস করতে লাগলেন?

গুরু—ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুপুত্রগণকে সহানুভূতির সহিত গ্রহণ করলেন। তারাও ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের সহিত একসঙ্গে লালিত পালিত হতে লাগল। আহার বিহার, বিদ্যাশিক্ষা, খেলাধুলা, ব্যায়াম, অস্ত্রশস্ত্রক্রীড়া ইত্যাদি এক সাথেই চলতে লাগল। ব্যায়াম ও খেলাধুলায় ভীমের শক্তি ও বেগ ছিল সবচেয়ে বেশী। বিদ্যাশিক্ষাদিতেও কৌরবগণের চেয়ে পাণ্ডবগণ শ্রেষ্ঠ ছিল। স্বভাব চরিত্রগুণেও পাণ্ডবগণ কৌরবগণের চেয়ে সকলের প্রিয় ও প্রশংসিত হন।

শিষ্য—এজন্য পাণ্ডবগণের প্রতি কৌরবগণের ঈর্ষ্যা বিদ্বেষ ছিল নাকি?

গুরু—ছিল বৈকি! বিশেষতঃ ভীমের উপর দুর্য্যোধনের বিশেষ আক্রোশ জন্মেছিল। কারণ ভীম-ই ছিল সবচেয়ে বলবান্ ও বেগবান্। খেলাধুলার সময়ে ভীম কৌরবগণকে নানা ভাবে বিব্রত ও নির্জ্জিত করত; কয়েকজনের মাথা এক সাথে ঠোকাঠুকি করে দিত; এক সাথে কয়েকজনকে জলের মধ্যে চুবিয়ে ধরত; গাছে ফল পাড়তে উঠলে ভীম এমন ভাবে গাছ নাড়া দিত যে তারা পড়ে যেত।

শিষ্য—আক্রোশ বশতঃ দুর্য্যোধন পাণ্ডবদের অনিষ্ট করার চেষ্টা করেছিল কি?

গুরু—হাঁ। কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে যুধিষ্ঠির সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। কুরুকুলের রীতি অনুসারে যুধিষ্ঠিরই যৌবরাজ্য পাবে; দুর্য্যোধনাদি বঞ্চিত হবে; পিতা জ্যেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও জন্মান্ধ বলে রাজা হতে পারেন

নি; পাণ্ডুই রাজা ছিলেন; এখন আবার তৎপুত্র যুধিষ্ঠিরই সিংহাসন পাবে। এতে কৌরবগণের মনে দুঃখ ও ঈর্ষ্যা ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল। বিশেষতঃ ভীমের বলবীর্য্যে অভিভূত দুর্য্যোধন পরিশেষে একদা ভীমকে কৌশলে হত্যা করবার আয়োজন করল।

প্রমাণকোটি নামক স্থানে গঙ্গাতীরে "উদকক্রীড়ন" নামক এক উৎসবের আয়োজন হ'ল। এক সুসজ্জিত শিবির স্থাপিত ও নানাবিধ খাদ্যদ্রব্যাদি সংগৃহীত হল। কৌরব ও পান্ডবগণ সেখানে গিয়ে নানাবিধ খেলাধুলা ও জলবিহার সুরু করল। তৎপরে মহানন্দে নানাবিধ খাদ্য ভোজনের সময়ে আদরপূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরের মুখে তুলে দিতে লাগল। এই সুযোগে দুর্য্যোধন বিষমিশ্রিত লাড্ডু নিয়ে আদর দেখিয়ে ভীমের মুখে দিল। ভীম নিঃসন্দিগ্ধভাবে তা ভোজন করল। আহারান্তে সকলে শিবিরে বিশ্রাম করতে লাগল। ভীম কিন্তু বিষের লাড্ডু খেয়ে গঙ্গাতীরেই অচেতন হয়ে পড়ে রইল। সকলের অগোচরে ভীমকে লতা-পাতা দিয়ে বেঁধে দুর্য্যোধন গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করল।

শিষ্য—যুধিষ্ঠিরাদি ভীমকে না পেয়ে কী করল?

গুরু—যুধিষ্ঠিরাদি চার ভাই ভীমকে না পেয়ে, সে আগেই গৃহে ফিরে গেছে মনে করে হস্তিনাপুরে গেল। দেখল সেখানে নেই। মাতা কুন্তীদেবী উদ্বিগ্ন হয়ে বিদুরের সাহায্যে সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করলেন। না পেয়ে ভাবলেন দুর্য্যোধন হয়তো ভীমকে হত্যা করেছে। বিদুর এ বিষয়ে উচ্চবাচ্য করতে নিষেধ করে কুন্তীকে প্রবোধ দিলেন—ব্যাসদেব বলেছেন যে আপনার পুত্রেরা দীর্ঘায়ু হবে।

শিষ্য—ভীমের কি হল? ভীম বাঁচল কীরূপে?

গুরু—গঙ্গাস্রোতে ভাসতে ভাসতে ভীম নাগদের দেশে গিয়ে উপস্থিত। নাগেরা এসে দংশন করতে লাগল। বিষে বিষক্ষয়। নাগদের

বিষে ভীমের শরীরের বিষ নষ্ট হয়ে গেল। ভীম চেতনা লাভ করে নাগদের মারতে আরম্ভ করল। নাগেরা গিয়ে তাদের রাজা বাসুকিকে সংবাদ দিল। বাসুকি সংবাদ নিয়ে দেখলেন নাগহন্তা আর কেউ নয়, তাঁর দৌহিত্রের দৌহিত্র ভীমসেন। বাসুকির দৌহিত্র রাজা কুন্তীভোজ। তার কন্যা কুন্তীদেবী ভীমের মাতা। বাসুকির আদেশে নাগেরা সাদরে ভীমকে নিয়ে গিয়ে অমৃত রসায়ন খেতে দিল। ভীম আটদিন পরে চেতনা পেয়ে ক্ষুধায় অস্থির। পেটে তার বৃকাগ্নি, এজন্য তার নাম বৃকোদর। অমৃত রসায়ন পেয়ে ভীম একে একে দশটি কুম্ভ নিঃশেষ করল। তারপর সুদীর্ঘ নিদ্রা। রসায়ন পানে অযুত হস্তীর বল হ'ল তার দেহে। তারপর ভীম নাগমামাদের আশীর্ব্বাদ নিয়ে হস্তিনায় ফিরে গেল। দুর্য্যোধনের ভয়ে পাণ্ডবেরা এ বিষয়ে কোনো আলাপ আলোচনা না করে নীরব রইল। কুট কৌশল ব্যর্থ হল দেখে দুর্য্যোধনের মনের দুঃখজ্বালা আরও বেড়ে গেল।

শিষ্য—কৌরব ও পাণ্ডবদের অস্ত্রশস্ত্রের শিক্ষাদাতা ছিলেন কে ?

গুরু—ঋষি শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য প্রথমে শিক্ষাদাতা পদে বৃত হন। পরে সুবিখ্যাত আচার্য্য দ্রোণ এসে কুমারগণের অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। শুধু কৌরব ও পাণ্ডব কুমারগণ নয়, বৃষ্ণি, পাঞ্চাল প্রভৃতি বংশের রাজকুমারগণও উক্ত দুই জন আচার্য্যের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিখতেন।

শিষ্য—আচার্য্য কৃপ কে ?

গুরু—অপসরাগর্ভে ঋষি শরদ্বানের যমজ এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তান জন্মেছিল। রাজা শান্তনু যমজ সন্তান দুটিকে হস্তিনাপুরে এনে লালন পালন করেন। বালকের নাম কৃপ, বালিকার নাম কৃপী। বালকটি পরে তদীয় পিতার নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করে মহাধনুর্দ্ধর

হন। আচার্য্য দ্রোণের সহিত কন্যাটির বিবাহ হয়। কৃপীর গর্ভেই বিখ্যাত বীর অশ্বত্থামার জন্ম।

শিষ্য—আচার্য্য দ্রোণ কে?

গুরু—ঋষি ভরদ্বাজের পুত্র দোণ। পাঞ্চাল দেশের রাজা পৃষত ভরদ্বাজের সখা ছিলেন। পৃষতের পুত্র দ্রুপদও দ্রোণের সখা; উভয়ে অগ্নিবেশ্য মুনির আশ্রমে শিক্ষার্থীরূপে বাস করতেন। দ্রোণই কৃপের ভগিনী কৃপীকে বিবাহ করেন। দ্রোণের পুত্র অশ্বত্থামা। জন্মের সময়ে অশ্বের ন্যায় শব্দ করেছিল; এজন্য শিশুর অশ্বত্থামা নাম রাখা হয়। দ্রোণ অগ্নিবেশ্যের নিকট আগ্নেয়াস্ত্র এবং পরশুরামের নিকট যাবতীয় দিব্যাস্ত্র লাভ করে অদ্বিতীয় অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ হন।

শিষ্য—আচার্য্য দ্রোণ কী সূত্রে, কী কারণে হস্তিনাপুরে আসেন?

গুরু—দ্রোণ অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। পুত্র অশ্বত্থামা অন্যান্য বালকগণকে দুগ্ধ পান করতে দেখে, দুগ্ধপানের আবদার ধরে; অর্থাভাবে গাভী সংগ্রহ করতে না পেরে পুত্রের আবদার রক্ষায় অক্ষম দ্রোণ বাল্যসখা পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের ভালবাসা স্মরণ ক'রে সাহায্য লাভের আশায় তাঁর নিকট গমন করেন। কিন্তু, দ্রুপদ রাজমদে মত্ত হ'য়ে ভিক্ষুক দ্রোণের সখ্য অস্বীকার করেন। অপমানিত দ্রোণ প্রতিকার চিন্তায় ভ্রমণ করতে করতে হস্তিনাপুরে আচার্য্য কৃপের গৃহে উপস্থিত হ'ন।

শিষ্য—কে, কীরূপে দ্রোণকে কুমারগণের অস্ত্রাচার্য্যের পদে বরণ করেন?

গুরু—একদা কৌরব ও পাণ্ডব কুমারগণ নগরের মধ্যে বীটা নিয়ে (দাণ্ডাগুলি) খেলা করছিল। হঠাৎ গুলিটি কুপের মধ্যে পড়ে গেল। বালকগণ চেষ্টা ক'রে উঠাতে পারছিল না। অদূরে দাঁড়িয়ে এক কৃষ্ণকায় ব্রাহ্মণ হাসছিলেন। কুমারদের অনুরোধে বৃদ্ধ সেটিকে ঈষীকা (কাশতৃণ)

দ্বারা উঠিয়ে দিলেন। তৎপরে নিজ হাতের অঙ্গুরীয়কটি কূপে ফেলে দিয়ে অনুরূপভাবে তুলে ফেললেন। পরিচয়-জিজ্ঞাসু বালকদের বৃদ্ধ বললেন—আমার কথা ভীষ্মের নিকট গিয়ে বল, তিনি চিনতে পারবেন। ভীষ্মকে ঘটনার সংবাদ দিতেই তিনি বুঝলেন যে ইনি দ্রোণাচার্য্য ভিন্ন কেউ নন। ভীষ্ম কুমারগণের উপযুক্ত অস্ত্রশিক্ষাদানের জন্য দ্রোণেরই সন্ধান করছিলেন। সুতরাং, সাদরে দ্রোণকে অভ্যর্থনা ক'রে এনে কুমারদের অস্ত্রাচার্য্যের পদে নিয়োগ করলেন। দ্রোণের নিকট শিক্ষার্থী হ'য়ে নানা দেশের রাজকুমারগণ আসতে লাগল।

সারথি **অধিরথের** পুত্র **বসুষেণ** (কর্ণ) কুমারগণের সতীর্থ হ'ল। নিষাদরাজ **হিরণ্যধনুর** পুত্র **একলব্য**ও এসেছিলেন। কিন্তু, ক্ষত্রিয় ভিন্ন কাউকে অস্ত্রবিদ্যা শিখান না বলে দ্রোণ তাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন নি।

শিষ্য—কুমারগণের মধ্যে কে কে কী কী বিষয়ে কৃতী হয়েছিল ?

গুরু—যুধিষ্ঠির রথ চালনায়, ভীম ও দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে, নকুল ও সহদেব তরবারিযুদ্ধে, অর্জ্জুন সর্ব্ববিধ অস্ত্রশস্ত্র বিষয়ে পারদর্শী হলেন। কর্ণও অস্ত্রবিদ্যায় কৃতী হন।

শিষ্য—কুমারগণের মধ্যে সব চেয়ে কৃতী ও আচার্য্যের প্রীতিভাজন কে ছিলেন ?

গুরু—অর্জ্জুন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং দ্রোণাচার্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় হলেন। দ্রোণ প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তাঁর সর্ব্ববিদ্যা অর্জ্জুনকেই দেবেন ; তাঁর কোন শিষ্যই অর্জ্জুনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে না। অর্জ্জুনও অধিকতর আন্তরিক ভাবে গুরুর প্রতি অনুরক্ত ও অনন্যচিত্তে তদীয় আদেশ প্রতিপালনে ও প্রসন্নতা বিধানে যত্নবান ছিলেন।

শিষ্য—কী কী বিশেষ গুণে অর্জ্জুন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আচার্য্যের স্নেহদৃষ্টি লাভ করেন ? কোন কোন ঘটনায় তা প্রকাশ পেয়েছে ?

গুরু—একদা রাত্রিকালে ভোজনের সময়ে গুরু আলোটা নিবিয়ে দিলেন ; কিছুক্ষণ পরে পুনরায় জেলে দিলেন। এই ঘটনায় কারো মনে কোনো প্রশ্ন জাগল না। অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসু মনে এর রহস্যের উদ্ভেদ হ'ল। অর্জ্জুন ভাবল, অভ্যাস বশে অন্ধকারেও হাত খাদ্য নিয়ে মুখেই দিয়েছে, লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ে চোখে নাকে দেয়নি ; সুতরাং, অভ্যাস করলে রাত্রিতেও অস্ত্রচালনা করা যেতে পারে। সেই রাত্রিতে সকলে যখন নিদ্রিত, অর্জ্জুন তখন অস্ত্রচালনা অভ্যাস করছিলেন। শব্দ শুনে দ্রোণাচার্য্য উঠে দেখলেন অর্জ্জুন অন্ধকারে শরচালনা করছে। গুরু দেখলেন, অর্জ্জুনই তাঁর ইঙ্গিতের মর্ম্ম বুঝেছে। তিনি অতিমাত্র প্রীত হ'য়ে তাকে অজস্র আশীর্ব্বাদ করলেন। তদবধি অর্জ্জুন দিনে ও রাত্রিতে বিনিদ্র ও অতন্দ্র ভাবে অস্ত্রাভ্যাস করতেন। নিদ্রাজয়ী ছিলেন বলে অর্জ্জুনের এক নাম গুড়াকেশ। 'গুড়াক' শব্দের অর্থ নিদ্রা। অবিরত অভ্যাসের ফলে অর্জ্জুন উভয় হস্তে সমানভাবে অস্ত্রচালনা করতে পারতেন ; এজন্য তাঁর অপর নাম ছিল **সব্যসাচী**। 'সব্য' শব্দের অর্থ বাম এবং 'সাচী' অর্থ ডান বা দক্ষিণ।

শিষ্য—এই ঘটনা থেকে কী উপদেশ পাওয়া যায় ?

গুরু—**"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্", শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির হৃদয়ে জ্ঞানের আলো জ্বলে।** অর্জ্জুন ছিলেন শ্রদ্ধার প্রতিমূর্ত্তি। এই শ্রদ্ধাই তাঁকে গুরুনিষ্ঠ এবং অভীষ্টলাভে সর্ব্বদা উন্মুখ ও অতন্দ্র করে রাখত। প্রাচীন ভারতে গুরুগৃহে গুরুসেবার মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধার জাগরণ ঘটলে তবে বিদ্যাদান করা হ'ত। শ্রদ্ধার একান্ত বিলোপই বর্ত্তমান ভারতের জাতীয় জীবনের সার্ব্বভৌমিক বিপর্য্যয়ের মূল কারণ।

শিষ্য—আর কোন ঘটনায় অর্জ্জুনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত হয়েছিল ?

গুরু—একদিন গুরু একটা কাঠের পাখী নির্ম্মাণ করে গাছের উচ্চ

শাখায় বসিয়ে দিয়ে শিষ্যগণকে একে একে আদেশ দিলেন পাখীর চোখে তীর বিদ্ধ করতে। যুধিষ্ঠির থেকে আরম্ভ করে সকলেই ধনুর্ব্বাণ নিয়ে লক্ষ্য স্থির করতে চেষ্টা করল। গুরু প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—কী দেখছ? সকলের মুখে একটি উত্তর—আপনাকে, ভ্রাতৃগণকে, গাছকে ও পাখীটাকে দেখছি। গুরু বললেন—ঘরে যাও, লক্ষ্যভেদ করতে পারবে না। সর্ব্বশেষে অর্জ্জুন এসে দাঁড়ালে গুরু জিজ্ঞাসা করলেন—কী দেখছ? অর্জ্জুন বললেন—পাখী, শুধু পাখীর মস্তক দেখতে পাচ্ছি। গুরু বললেন—আরও ভাল করে দেখ। অর্জ্জুন বললেন, পাখীর চক্ষুটাই শুধু দেখছি। তখন গুরুর আদেশে শর নিক্ষেপে পাখীর চক্ষু বিদ্ধ করলেন।

শিষ্য—এই ঘটনায় কী শিক্ষা আছে?

গুরু—অর্জ্জুনের অতুলনীয় মনঃ সংযম। 'জিতং জগৎ কেন, মনোহি যেন', যে মনোজয়ী সে জগজ্জয়ী। মনোজয়ী অর্জ্জুন বিশ্বজয়ী হয়েছিলেন। যার মন বশীভূত নয়, সে কোনো কাজেই সফলতা লাভ করতে পারে না। বাল্যকাল থেকে মনঃসংযমের সাধনা অভ্যাস করা আবশ্যক।

শিষ্য—আর কী ঘটনা আছে?

গুরু—একদিন সশিষ্য গঙ্গাস্নান করবার সময়ে একটা কুম্ভীর আচার্য্য দ্রোণকে আক্রমণ করে। ইচ্ছা করলে গুরু নিজেই আত্মরক্ষা করতে পারতেন; কিন্তু, শিষ্যদের গুরু ভক্তি ও কৃতিত্ব পরীক্ষা করবার জন্য বললেন—আমাকে কুম্ভীরে ধরেছে, শীঘ্র আমাকে রক্ষা কর। জলের নীচে কুম্ভীর, কী করে মারবে বুঝতে না পেরে সবাই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। কিন্তু, রাত্রির অন্ধকারে বাণচালনায় অভ্যস্ত থাকায় অর্জ্জুন অবিলম্বে পাঁচটি শরে কুম্ভীরকে খণ্ড খণ্ড করে গুরুকে মুক্ত করলেন। গুরু সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে ব্রহ্মশির অস্ত্র শিক্ষা দিলেন। অর্জ্জুনের গুরুভক্তি ও কৃতিত্ব

অতুলনীয়। **অটুট শ্রদ্ধা ও আন্তরিক গুরুভক্তি ও গুরুসেবা দ্বারা প্রাপ্ত শিক্ষা ও অধীত বিদ্যা কার্য্যকরী হয়।**

কুমারগণ গঙ্গায় গিয়ে স্নান করে কমণ্ডলুতে গঙ্গাজল নিয়ে আসত, তৎপরে তাদের শিক্ষা আরম্ভ হত। কুমারগণের গঙ্গাস্নানের অবসরে দ্রোণাচার্য্য স্বীয় পুত্র অশ্বত্থামাকে কিছু নূতন শিক্ষা দিতেন। শিক্ষার সময় ও সুযোগ নষ্ট হয়ে যায় দেখে অর্জ্জুন বরুণবাণে জল সৃষ্টি করে স্নান ও কমণ্ডলু জলপূর্ণ করে নিতেন এবং দ্রোণের নিকট অনেক নূতন শিক্ষা গ্রহণ করতেন। শিক্ষালাভে ও কর্ম্মসম্পাদনে অর্জ্জুনের তৎপরতা সকলের চেয়ে অধিক ছিল।

গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ—**শ্রদ্ধাবান্, তৎপর** এবং **জিতেন্দ্রিয়** ব্যক্তিই বিদ্যালাভ করতে পারে। উপরোক্ত কয়েকটি ঘটনায় বালক অর্জ্জুনের চরিত্রে উক্ত তিনটি গুণই পূর্ণমাত্রায় লক্ষিত হয়।

শিষ্য—কুমারগণের শিক্ষা সমাপ্ত হলে তাদের অস্ত্রবিদ্যার প্রদর্শনী কিরূপ হয়েছিল?

গুরু—কুমারগণ কৃতবিদ্য হলে পর দ্রোণাচার্য্য ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম ব্যাসদেব প্রভৃতিকে বললেন—কুমারদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে; অনুমতি দিলে তারা স্বীয় বিদ্যা প্রদর্শন করিবে। এক সুবিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রে রঙ্গভূমি নির্ম্মিত হল, অস্ত্রক্রীড়া প্রদর্শনীর দিনও স্থির হল। নির্দ্দিষ্ট দিনে যথা সময়ে ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রাদি পৌরবর্গ এবং গান্ধারী, কুন্তী প্রভৃতি রাজান্তঃপুর-নারীগণ প্রেক্ষাগারে রঙ্গমঞ্চে গিয়ে বসলেন। রঙ্গমঞ্চ লোকে লোকারণ্য হ'য়ে গেল।

শুক্লবেশে আচার্য্য দ্রোণ সশিষ্য রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ পূর্ব্বক আদেশ দিলে কুমারগণ একে একে স্বীয় স্বীয় অস্ত্রবিদ্যা ও রণকৌশল দেখাতে লাগল।

মুগ্ধ হয়ে দর্শকগণ ধন্য ধন্য করতে লাগল। ভীম ও দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধ ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়াল। দর্শকদের একদল ভীমের, অপর দল দুর্য্যোধনের পক্ষপাতী হয়ে পড়ল। ব্যাপার গুরুতর দাঁড়াতে পারে বুঝে, গুরুর আদেশে অশ্বত্থামা দুজনকে থামিয়ে দিলেন।

সর্ব্বশেষে অর্জ্জুন তাঁর অদ্ভুত অস্ত্রপ্রয়োগ কৌশল ও রণনৈপুণ্য দেখালেন। দর্শকগণ শতমুখে প্রশংসা করল। আনন্দে, স্নেহে, গৌরবে, গর্ব্বে মাতা কুন্তীদেবীর স্তনদুগ্ধ ক্ষরিত হল। এমন সময়ে মহাদর্পে কর্ণ রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করে বলল—অর্জ্জুন যে যে বিদ্যা দেখিয়েছে, আমি তা সবই দেখাব। আচার্য্যের অনুমতি নিয়ে কর্ণ সব বিদ্যা দেখাল। দুর্য্যোধন কর্ণের কৃতিত্ব দর্শনে সখা বলে তাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করল। অর্জ্জুন অপমানিত বোধ করলেন। কিছু কথা-কাটাকাটির পর দ্রোণের অনুমতি নিয়ে কর্ণার্জ্জুন যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হল। তখন কৃপাচার্য্য এসে বললেন—কর্ণ! তুমি পাণ্ডুপুত্র রাজকুমার অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করতে চাও? তোমার পিতামাতা কে? কোন রাজ কুলে জন্মেছ, পরিচয় দাও। মলিন মুখে কর্ণ মস্তক অবনত করল। দুর্য্যোধন তখনি বলল, রাজা হলে যদি অর্জ্জুনের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে যোগ্যতা হয়, তবে এখনই আমি কর্ণকে অঙ্গরাজ্যের রাজা করে দেব। দুর্য্যোধন তখন অভিষেকের জন্য তীর্থ বারি এনে রত্নময় পীঠোপরি বসিয়ে কর্ণকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করল।

ইতিমধ্যে যষ্টিধারী কম্পিতকায় বৃদ্ধ অধিরথ রঙ্গভূমির মধ্যে প্রবেশ করতেই কর্ণ সাগ্রহে তাকে প্রণাম করল। ভীম তখন তাকে বিদ্রূপ করে বলল—সারথির পুত্র হয়ে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধের স্পর্দ্ধা? যা যা, রথের রশ্মি ধরে কৌলিক কাজ করগে! এমন সময়ে সূর্য্যাস্ত হল, সভাও ভঙ্গ হল। দুর্য্যোধন কর্ণের হস্ত ধারণ করে গৃহে গেল।

শিষ্য—কর্ণ কে? তাকে সারথিপুত্র, সূতপুত্র, রাধার পুত্র, বলা হয় কেন?

গুরু—কুমারী বয়সে মহর্ষি দুর্ব্বাসাকে সেবায় সন্তুষ্ট করে কুন্তী দেবী এক মন্ত্র লাভ করেন। সেই মন্ত্রে আরাধনা করলে আরাধিত দেবতার বরে সন্তান লাভ হবে। মন্ত্রের শক্তি পরীক্ষার জন্য বালচাপল্যবশে কুন্তী সূর্য্যের আরাধনা করেন। সূর্য্যের বরে তাঁর গর্ভে এক পুত্র জন্মে। লোকনিন্দার ভয়ে তিনি শিশুটিকে এক পেটিকায় রেখে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেন। সূত জাতীয় অধিরথ তাকে পেয়ে তদীয় নিঃসন্তানা পত্নী রাধাকে অর্পণ করে। রাধা পুত্রস্নেহে লালন পালন করে। শিশুর নাম হল বসুষেণ। রাধার পুত্র বলে তাকে রাধেয় বলত। কিন্তু, কর্ণ নামেই সে প্রসিদ্ধ।

শিষ্য—দুর্য্যোধন কর্ণের প্রতি অনুরক্ত হ'ল কেন?

গুরু—দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের বলবীর্য্যে অভিভুত হয়ে সর্ব্বদা ঈর্ষ্যানলে দগ্ধবিদগ্ধ হতো। কর্ণকে অর্জ্জুনের সমান অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ দেখে ভাবল, কর্ণকে পেলে সে পাণ্ডবগণের সমকক্ষ হতে পারবে, তাদের আর ভয় ক'রে চলতে হবে না। আবার এও সত্য যে পাণ্ডবগণের ভয়ে দুর্য্যোধনের অন্তরে যে বিদ্বেষভাব এতকাল ধূমায়িত ছিল, কর্ণকে সপক্ষে পেয়ে তা' প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল।

শিষ্য—কর্ণের নামতো ছিল বসুষেণ, 'কর্ণ' নাম কবে, কী কারণে হয়েছিল?

গুরু—সে অবশ্য অনেক পরের কথা। কর্ণ এক আসুর প্রতিজ্ঞা নিয়েছিল—'যতদিন অর্জ্জুনকে নিহত ক'রতে না পারব, ততদিন পদ ধৌত করব না, প্রার্থীকে বিমুখ করব না।' কর্ণের জন্ম সূর্য্যের বরে এবং অর্জ্জুনের জন্ম ইন্দ্রের বরে। কর্ণের শরীরে জন্মাবধি

ছিল সহজাত কবচ ও কুণ্ডল ; তজ্জন্য কর্ণের শরীর ছিল অভেদ্য। কর্ণ প্রার্থীকে বিমুখ করে না জেনে দেবরাজ ইন্দ্র অর্জ্জুনের হিতার্থে ব্রাহ্মণ বেশে কর্ণের নিকট ভিক্ষাপ্রার্থী হন এবং কবচ ও কুণ্ডল প্রার্থনা করেন। অবশ্য সূর্য্যদেব কর্ণকে সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন যে ইন্দ্র কবচ কুণ্ডল প্রার্থনা করতে যাবে। প্রার্থী ব্রাহ্মণকে ইন্দ্র ব'লে জানতে পেরেও কর্ণ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করেনি। দেবরাজকে স্বীয় অঙ্গ থেকে কেটে কবচ ও কুণ্ডল দিয়ে দিল। সেই থেকে 'কর্ণ' নামে সে প্রসিদ্ধ হয়েছিল। কবচ কুণ্ডল কেটে দেওয়ায় তার আর একটি নাম হয়েছিল **বৈকর্ত্তন**। সূর্য্যের নাম বৈকর্ত্তন ; সূর্য্যের বরে জন্ম হওয়ায়ও কর্ণকে বৈকর্ত্তন বলা হয়।

শিষ্য—একলব্য কে? অস্ত্রশিক্ষার্থে দ্রোণের নিকট এসে প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে সে কোথায় গেল? কী করল?

গুরু—একদা গুরু দ্রোণের পরিচালনায় রাজকুমারগণ অরণ্যে মৃগয়া করতে যায়। তাদের সঙ্গে একদল কুকুর ছিল। কিছুক্ষণ পরে কুমারগণ দেখল—একটি কুকুরের মুখে পাঁচটি বাণ এমন ভাবে আটকে আছে যে কুকুরটি ডাকতে পারছে না ; অথচ তার শরীর অক্ষত। আশ্চর্য্য হ'য়ে তারা কুকুরটির অনুসরণ ক'রে গভীর অরণ্যে এক স্থানে এক জটাধারী যুবক তপস্বীকে দেখল—সমাহিত চিত্তে অস্ত্রাভ্যাস করছে ; সামনে তার একটি মাটির দ্রোণমূর্ত্তি। সে গুরুকে প্রণাম করলে গুরু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কে? কী করছ? সে বলল,—'আমি নিষাদরাজ **হিরণ্যধনুর** পুত্র একলব্য, আপনার পদানত শিষ্য। আপনার আরাধনা ক'রে আপনারই কৃপায় অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করছি। কুকুরটি শব্দ করে বিঘ্ন উৎপাদন করেছিল, তাই বাণ দিয়ে আমি তাকে নীরব ক'রে দিয়েছি।

একলব্যের কথা শুনে অর্জ্জুন আশ্চর্য্য হ'য়ে অভিমানভরে গুরুর নিকট অনুযোগ ক'রে বললেন—যে বিদ্যা আপনি আমাকে শেখাননি, সেই বিদ্যা একে দিয়েছেন। আপনি না আমাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য করবেন কথা দিয়েছিলেন। দ্রোণ একলব্যকে বললেন—তুমি যদি আমার শিষ্য হও, তবে গুরুদক্ষিণা দাও। একলব্য উত্তর করল—আজ্ঞা করুন, কী দেব? দ্রোণ বললেন—তোমার দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ চাই। এই নিদারুণ বাক্যে বিন্দুমাত্র দুঃখিত বা ব্যথিত না হ'য়ে প্রসন্নচিত্তে একলব্য গুরুর আদেশ পালন করল। গুরু এবং রাজকুমারগণ একলব্যের অতুলনীয় গুরুভক্তিতে বিস্মিত হ'য়ে প্রশংসা করলেন।

শিষ্য—একলব্যের জীবন থেকে শিক্ষণীয় কী কী আছে?

গুরু—"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ"—যে কোন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে ও পারদর্শী হ'তে হলে তিনটি জিনিস চাই—(১) শ্রদ্ধা—অভীষ্টের প্রতি অটুট, অনন্য নিষ্ঠা; (২) তজ্জন্য সাধনায় সদা উদ্যত থাকা; (৩) ইন্দ্রিয়-সংযম।

একলব্যের শিক্ষাজীবনে উক্ত তিনটি গুণই পরিপূর্ণ মাত্রায় দেখি। অস্ত্রলাভার্থী হ'য়ে প্রথমে সে দ্রোণের নিকটেই গিয়েছিল। ক্ষত্রিয় নয়, তজ্জন্য দ্রোণ তাকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেন নাই। কিন্তু, শ্রদ্ধাবান্ একলব্য নিরাশ, নিরুদ্যম না হ'য়ে অভীষ্ট লাভের জন্য সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে গুরু দ্রোণের মাটির মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ক'রে সাধনায় বসে গেল। লোকালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্যে একান্তে তন্ময় চিত্তে দিবারাত্র অস্ত্রাভ্যাসে লেগে রইল, শারীরিক ক্লেশকে গ্রাহ্য করেনি; বাইরের কোনো কিছুতে ভ্রূক্ষেপ রইল না। এমনিভাবে সে অভীষ্ট বিদ্যার অধিকারী হ'ল। এ থেকে বুঝা যায় যে **শক্তি ও জ্ঞান মানবের**

অন্তরে পরিপূর্ণরূপে বর্ত্তমান ; চিত্তের একাগ্রতা ও সাধনার তন্ময়তার দ্বারাই তার বিকাশ প্রকাশ ঘটে। সংঘনেতা আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ বলেছেন—"সঙ্কল্পে যে সুদৃঢ়, প্রতিজ্ঞায় যে অবিচলিত, যাবতীয় সিদ্ধি তার করতলগত।"

শিষ্য—একলব্যের প্রতি গুরু দ্রোণের নিষ্ঠুরতা কী সমর্থনযোগ্য ?

গুরু—সাধারণ বুদ্ধিতে সিদ্ধান্ত হয় যে একলব্যের ন্যায় অদ্ভুত সাধক ও একান্ত নিষ্ঠাবান্ শিষ্যের প্রতি গুরু দ্রোণের সর্ব্বাধিক স্নেহ বাৎসল্য থাকা স্বাভাবিক। তৎপরিবর্ত্তে তিনি একলব্যের দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি দক্ষিণা নিয়ে তাকে চিরদিনের জন্য পঙ্গু ক'রে দিলেন। কী অবিচার ! কী নির্দ্দয়তা !

কিন্তু, সেই যুগের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি ও বিধিবিধান না জানলে গুরু দ্রোণের ব্যবহারের মর্ম্ম বোঝা যাবে না। সে যুগে ক্ষত্রিয়গণ ছিল দেশ, সমাজ, রাষ্ট্রের রক্ষক ও পালক। তাদের এই দায়িত্ব পালনের শক্তি ও যোগ্যতা লাভের জন্য ছিল—তাদের অস্ত্রবিদ্যা-শিক্ষার প্রয়োজন ও ব্যবস্থা। পক্ষান্তরে নিষাদগণ ছিল অনুন্নত আদিম অধিবাসী। পশুপক্ষী-শিকার রূপ হিংস্র বৃত্তি দ্বারাই তারা জীবন ধারণ করত। সমাজের প্রতি কোনো দায়িত্ববোধ এবং কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ তাদের ছিল না। সুতরাং, তারা দিব্যাস্ত্রসমূহ শিক্ষা করলে, সমাজের অনিষ্টকর কার্য্য—দস্যুবৃত্তি, নরহত্যা প্রভৃতি করতে পারে। এজন্যই দ্রোণ একলব্যকে অস্ত্রশিক্ষা দেননি ; একই কারণে দ্রোণ একলব্যের অঙ্গুষ্ঠটি নিয়ে তার অস্ত্রবিদ্যাকে ব্যর্থ ক'রে দিলেন। এর মধ্যে শূদ্রবিদ্বেষের লেশ নেই। সে যুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ভিন্ন কাহাকেও দিব্য ও ব্রাহ্ম অস্ত্র শিক্ষা দিবার নিয়ম ছিল না।

শিষ্য—কিন্তু, একলব্য তো সাধারণ নিষাদ ছিল না ; তার গুরুভক্তি ও তপস্যা কি তার মহত্ত্বের পরিচয় দেয় না ?

গুরু—হিরণ্যকশিপু, রাবণ ও কুম্ভকর্ণেরও কি কঠোর সংযম ও তপস্যা ছিল না? তাদেরও গুরুভক্তি কি কম ছিল? তার ফলেই তারা দুর্জ্জয় শক্তির অধিকারী হয়েছিল না কি? কিন্তু, পরে তাদের সেই শক্তিই কি জগতের মহা অনিষ্ট সাধনে প্রযুক্ত হয়নি? কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ঘটোৎকচ বধের পর যখন অর্জ্জুন শোকগ্রস্ত হন, তখন শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন—"অর্জ্জুন! তোমার কল্যাণের জন্যই আমি জরাসন্ধ, শিশুপাল ও একলব্যকে বধ করিয়েছি। তারা বেঁচে থাকলে তোমার ভয়ের কারণ হত।" এ থেকে বোঝা যায়—একলব্য পরজীবনে দুর্দ্ধর্ষ সমাজশত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

শিষ্য—কুমারগণের অস্ত্রশিক্ষা সমাপ্ত হ'লে, তারা গুরু দ্রোণকে কীরূপ দক্ষিণা দিলেন?

গুরু—আচার্য্য দ্রোণ বাল্যসখা পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থী হয়ে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। সেই অপমানের বিষয় স্মরণ করে দ্রোণ কুমারগণকে বললেন—তোমরা রাজা দ্রুপদকে বন্ধন পূর্ব্বক আমার নিকট এনে দাও, সেই হবে তোমাদের গুরুদক্ষিণা।

আজ্ঞা পেয়ে সৈন্যবাহিনী সহ কুমারগণ পাঞ্চাল রাজ্য আক্রমণ করল। তুমুল যুদ্ধ হল। অর্জ্জুন রাজা দ্রুপদকে ধরে এনে আচার্য্যের নিকট দিলেন। দ্রোণ বললেন—আমি ব্রাহ্মণ; ক্ষমাই ব্রাহ্মণের স্বভাব। আমি তোমাকে মুক্তি দিচ্ছি; কিন্তু, তোমার রাজ্যের দক্ষিণাংশ অহিচ্ছত্র রাজ্য আমি নিলাম, যাতে তুমি আমাকে ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বলে সখ্যের অযোগ্য না মনে কর। দ্রুপদ স্বীকৃত ও মুক্ত হয়ে স্বীয় রাজ্যে ফিরে গেলেন।

শিষ্য—দ্রোণ ও দ্রুপদের বিবাদ থেকে কী শিক্ষা পাই?

গুরু—বন্ধুত্ব স্থায়ী ও কল্যাণপ্রসূ হয়—সমকক্ষ ব্যক্তিগণের মধ্যে। যুগাচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দের অভ্রান্ত নির্দ্দেশবাণী—"মিত্রতা হয়

সমানে সমানে, সবলে সবলে ; সবলে দুর্ব্বলে কদাচ নয়। বাঘে মেষে, সিংহে শৃগালে কদাচ মিত্রতা হয় না।"

শিষ্য—পরাজিত, হতমান দ্রুপদ কী করলেন ?

গুরু—অপমানিত দ্রুপদ দ্রোণবধের নিমিত্ত যাজ ও উপযাজ নামক দুই পুরোহিতকে দিয়ে এক যজ্ঞ করালেন। সেই যজ্ঞ থেকে এক কন্যা ও এক পুত্রের উৎপত্তি হয়। পুত্রের নাম **ধৃষ্টদ্যুম্ন** ও কন্যার নাম **কৃষ্ণা।** দৈববাণী হয়েছিল—ধৃষ্টদ্যুম্নের হাতে দ্রোণ নিহত হবেন ; আর কৃষ্ণা হতে কুরুকুল ক্ষয় হবে। গায়ের রং নীলোৎপল শ্যামবর্ণা, এজন্য কন্যাটির নাম হল **কৃষ্ণা** ; দ্রুপদের কন্যা বলে তিনি **দ্রৌপদী** নামে সমধিক প্রসিদ্ধা ; দ্রুপদের অপর এক নাম ছিল **যজ্ঞসেন,** এজন্য দ্রৌপদীকে **যাজ্ঞসেনী** বলা হত। দ্রুপদের পিতার নাম **পৃষত** ; এজন্য দ্রৌপদীকে **পার্ষতী** বলা হয়। পাঞ্চাল দেশের রাজকন্যা, এজন্য দ্রৌপদীর এক নাম **পাঞ্চালী।**

শিষ্য—যজ্ঞ থেকে পুত্রকন্যার উৎপত্তি হয় কীরূপে ?

গুরু—যজ্ঞের প্রসাদ ভক্ষণে দেবতার আশীর্ব্বাদে পুত্রকন্যা লাভ হয়েছিল ; যেমন যজ্ঞের পায়স ভক্ষণ করে রাজা দশরথের তিন রাণীর চারি পুত্র লাভ হয়েছিল।

শিষ্য—কুরুপাণ্ডব কুমারগণের মধ্যে যুবরাজ হলেন কে ?

গুরু—যুধিষ্ঠির সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ব'লে কৌলিক নিয়মানুসারে যুধিষ্ঠির রাজ্যাধিকারী হলেন ; ধার্ম্মিকশিরোমণি যুধিষ্ঠিরের পালনে এবং পাণ্ডবগণের গুণ ও চরিত্র মাধুর্য্যে মুগ্ধ প্রজাগণ ও পৌরজনগণ শত মুখে প্রশংসা করতে লাগল। পাণ্ডবগণ দিগ্বিজয় করে রাজ্যের সীমা ও ধনকোষ বর্দ্ধিত করলেন। চারিদিকে পাণ্ডবগণের বীরত্ব ও মহত্ত্বের সৌরভ ছড়িয়ে পড়ল। এমনি ভাবে হস্তিনাপুরে পাণ্ডবগণের বারোটি বৎসর কেটে গেল।

শিষ্য—দুর্য্যোধনাদি কীরূপ কী করল ?

গুরু—পাণ্ডবদের প্রতি দুর্য্যোধনাদি ঈর্ষ্যাপন্ন তো ছিলই। যুধিষ্ঠির যুবরাজ হওয়ায় সেই ঈর্ষ্যানল শতগুণ বেড়ে গেল। এমন কি পাণ্ডবদের অভ্যুদয়ে ধৃতরাষ্ট্রেরও গাত্রদাহ আরম্ভ হল। অন্ধ হওয়ায় রাজসিংহাসনে বঞ্চিত ছিলেন ধৃতরাষ্ট্র ; কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডু হয়েছিলেন রাজা ; এখন আবার পাণ্ডুর পুত্রই বসল রাজসিংহাসনে। অধিকন্তু দুর্য্যোধনাদি পুত্রগণের পাণ্ডববিদ্বেষ ধৃতরাষ্ট্রের অন্তরেও সংক্রামিত হল।

এক ধূর্ত্ত মন্ত্রী কনিক তাঁকে কূটনৈতিক উপদেশ দিল—"কাল না আসা পর্য্যন্ত অ-মিত্রকে কলসীর ন্যায় কাঁধে বইবেন। পরে সুযোগ বুঝে পাথরের উপর আছড়ে ভাঙবেন। শত্রুর প্রতি বিনীত ভাবে হাস্যমুখে কথা কইবেন, কিন্তু অন্তরে ক্ষুরধার রাখবেন। মৎস্যজীবী যেমন বিনা অপরাধে মৎস্য হত্যা করে, তেমনি পরের মর্ম্মচ্ছেদ ও নিষ্ঠুর কার্য্য না করলে ঐশ্বর্য্য লাভ করা যায় না।"

শিষ্য—মন্ত্রীর কূটনৈতিক উপদেশের ফল কী হল ?

গুরু—দুর্য্যোধন, কর্ণ ও **শকুনি** ধৃতরাষ্ট্রের সহিত পরামর্শ করে পাণ্ডবগণকে **বারণাবতে** নির্বাসিত করবার সিদ্ধান্ত করল। সেখানে তাদের পুড়িয়ে মারবার জন্য **জতুগৃহ** নির্ম্মাণেরও ব্যবস্থা হল। **পুরোচন** নামক এক কুটবুদ্ধি সচিবের উপর ভারার্পণ করা হল। এদিকে প্রত্যহ রাজসভায় পাণ্ডবগণের সমক্ষে বারণাবত নগরের মহত্ত্ব, সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্যপ্রদ জলবায়ুর গুণগান চলতে লাগল। ষড়যন্ত্র বুঝতে না পেরে সরলচিত্ত যুধিষ্ঠির প্রথমতঃ তথায় যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ধৃতরাষ্ট্র সাগ্রহে তাঁকে যাবার আদেশ দিলেন। তারপরে ষড়যন্ত্রের বিষয় জেনেও পাণ্ডবগণের না গিয়ে উপায় রইল না।

শিষ্য—ধৃতরাষ্ট্রাদির ষড়যন্ত্রের কথা পাণ্ডবগণ কার কাছ থেকে জানলেন ?

গুরু—পাণ্ডবগণের পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্রের অন্যতম ভ্রাতা বিদুর ছিলেন অত্যন্ত ধার্ম্মিক ও প্রাজ্ঞ এবং পাণ্ডবগণের একান্ত হিতৈষী। বারণাবত যাবার সময়ে তিনি সঙ্কেতে* ম্লেচ্ছ ভাষায় যুধিষ্ঠিরকে ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দান পূর্ব্বক আত্মরক্ষার উপায় নির্দ্দেশ ও ব্যবস্থা করেছিলেন। বস্তুতঃ বিদুরের সহায়তা না পেলে পাণ্ডবগণ সে যাত্রা রক্ষা পেতেন কিনা সন্দেহ।

শিষ্য—বিদুর যুধিষ্ঠিরকে কীরূপ কী ইঙ্গিত দিয়েছিলেন ?

গুরু—(১) শত্রুর অভিসন্ধি যে জানে, সে যেন বিপদ থেকে আত্মরক্ষার উপায় করে ; (২) লৌহ ভিন্ন অন্যবিধ অস্ত্রেও প্রাণনাশ হয় ; (৩) অগ্নিতে শুষ্ক বন দগ্ধ হয়, কিন্তু গহ্বরবাসীর কোন অনিষ্ট হয় না ; (৪) মানুষ সজারুর ন্যায় গর্ত্তপথে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারে ; (৫) যে নক্ষত্র দেখে দিক্ নির্ণয় করতে পারে ও পথ চিনে রাখে সে আপনাকে ও পাঁচজনকে রক্ষা করতে পারে। বিদুর এই পাঁচটি কথা ম্লেচ্ছ ভাষায় বলেছিলেন ; যুধিষ্ঠির ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে পারেন নি।

শিষ্য—পাণ্ডবগণ জতুগৃহে কী ভাবে বাস করতে লাগলেন ?

গুরু—পাণ্ডবগণ বুঝলেন, ঘৃত, লাক্ষা, শন প্রভৃতি দাহ্যবস্তু দ্বারা গৃহখানি নির্ম্মিত হয়েছে তাদের দগ্ধ করে মারবার জন্য। তাঁরা সাবধান হয়ে রইলেন ; মৃগয়াছলে বেরিয়ে চারদিকের পথ ঘাট চিনে

---

* যো জানাতি পরপ্রজ্ঞাং নীতিশাস্ত্রানুসারিণীম্।
বিজ্ঞায়েহ তথা কুর্য্যাদাপদং নিস্তরেদ্ যথা ॥
অলোহং নিশিতং শস্ত্রং শরীরপরিকর্ত্তনম্।
যো বেত্তি ন তু তং ঘ্নন্তি প্রতিঘাতবিদং দ্বিষঃ ॥ আদি ১৩৯।২১-২২ ॥

নিতে লাগলেন। ইতিমধ্যে বিদুর যুধিষ্ঠিরের নিকট একজন খনককে পাঠিয়ে দিলেন। সে বিদুরের ম্লেচ্ছ ভাষায় কথিত সাঙ্কেতিক সাবধান বাণীর কথা উল্লেখ করায় যুধিষ্ঠির তাকে বিদুরের লোক বলে চিনতে পারেন। সেই খনকের সাহায্যে গৃহের অভ্যন্তরে একটি প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গ নিম্মাণপূর্ব্বক রাত্রিকালে পাণ্ডবগণ তার মধ্যে বাস করতে লাগলেন। এইভাবে একটি বৎসর কেটে গেল।

শিষ্য—পাণ্ডবগণ কী ভাবে আত্মরক্ষা করলেন ?

গুরু—৺শিবচতুর্দ্দশীর দিবস বারণাবতে বহু জনসমাগম হত। পুরোচন ঐ দিনই পাণ্ডবগণকে পুড়িয়ে মারবার পরামর্শ করেছিল। পাণ্ডবগণ বিদুরের প্রেরিত খনকের কাছে তা জানতে পারেন। দেবী কুন্তী উক্ত দিবস বহু দরিদ্রকে ভোজন দান করলেন। পঞ্চপুত্র সহ এক নিষাদী এত বেশী খেয়েছিল যে সেখানেই তারা ঘুমিয়ে পড়লো। গভীর রাত্রিতে ভীম প্রথমে পুরোচনের গৃহে তৎপরে জতুগৃহের চতুর্দ্দিকে অগ্নিপ্রদানপূর্ব্বক সুড়ঙ্গ পথে পলায়ন করলেন। ভীম কুন্তীদেবীকে স্কন্ধে, নকুল সহদেবকে কোলে এবং যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনকে হাতে ধরে

কক্ষঘ্নঃ শিশিরঘ্নশ্চ মহাকক্ষে বিলৌকসঃ।
ন দহেদিতি চাত্মানং যো রক্ষতি স জীবতি ॥
নাচক্ষুর্বেত্তি পন্থানং নাচক্ষুর্বিন্দতে দিশঃ।
নাধৃতির্ভূতিমাপ্নোতি বুধ্যস্বৈবং প্রবোধিতঃ।
অনাপ্তৈর্দত্তমাদত্তে নরঃ শস্ত্রমলোহজম্।
শ্বাবিচ্ছরণমাসাদ্য প্রমুচ্যেত হুতাশনাৎ ॥
চরন্ মার্গান্ বিজানাতি নক্ষত্রৈর্বিন্দতে দিশঃ।
আত্মনা চাত্মনঃ পঞ্চ পীড়য়ন্নানুপীড্যতে ॥

—আদি ১৩৯।২৩-২৬

নিয়ে সেই অন্ধকার রাত্রিতে নক্ষত্র দেখে দিক নির্ণয় করে পাৰ্ব্বত্য পথে বেগে চলতে লাগলেন। বিদুর একখানি যন্ত্রচালিত নৌকা রেখেছিলেন; তাতে তাঁরা গঙ্গা পার হলেন।

শিষ্য—জতুগৃহ অগ্নিদগ্ধ হতে থাকলে স্থানীয় লোকেরা কী করল?

গুরু—তারা তো ষড়যন্ত্রের বিষয় কিছু জানত না। লাক্ষার গন্ধে তারা বুঝল, পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারবার জন্যই ধৃতরাষ্ট্রের এই কাণ্ড। ভস্মীভূত গৃহ মধ্যে নিষাদী ও তার পঞ্চপুত্রের মৃতদেহ দেখতে পেয়ে, তারা বুঝল পঞ্চপুত্র সহ কুন্তীই নিহত হয়েছেন। এই সংবাদ তারা হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট প্রেরণ করল।

শিষ্য—সংবাদ পেয়ে ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি কী করলেন?

গুরু—পাণ্ডবগণের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনাদি আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত হল। কিন্তু, বাইরে শোকের ভাণ দেখিয়ে গঙ্গায় গিয়ে তাদের তর্পণ করল। ধুমধামের সহিত শ্রাদ্ধাদিও সম্পন্ন হল। বিদুর লোকদেখানো কিছু শোক প্রকাশ করলেন।

শিষ্য—পাণ্ডবেরা কোন দিকে কোথায় গেলেন?

গুরু—পাণ্ডবগণ ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে চলতে লাগলেন। সেই রাত্রি ও পরবর্ত্তী সমস্ত দিন চলার পর সন্ধ্যাকালে শ্রান্ত, ক্লান্ত, ক্ষুৎপিপাসার্ত হয়ে ভীষণ হিড়িম্বের অরণ্যে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ভীম জলের সন্ধানে গেলেন। পাত্রের অভাবে কাপড় ভিজিয়ে জল নিয়ে এসে দেখেন সবাই নিদ্রায় অচৈতন্য। ভীম তাঁদের না জাগিয়ে পাহারা দিতে লাগলেন।

শিষ্য—হিড়িম্ব কে? পাণ্ডবগণের সহিত সে কীরূপ ব্যবহার করল?

গুরু—হিড়িম্ব একজন রাক্ষস; সে যেখানে রাজত্ব করত, তার নাম

হিড়িম্বের বন। রাক্ষসেরা নরমাংস-ভোজী। কুন্তী সহ পঞ্চ পাণ্ডবকে দেখতে পেয়ে নরমাংসের লোভে তার জিহ্বায় জল ঝরতে লাগল। সে ভগিনী হিড়িম্বাকে পাঠিয়ে দিল মানুষগুলোকে তার কাছে ধরে নিয়ে যেতে। ভ্রাতার আদেশে হিড়িম্বা পাণ্ডবদের কাছে গেল। ভীমকে দেখে সে মোহিত হয়ে পতিত্বে বরণ করতে ইচ্ছা করল এবং হিড়িম্ব কী উদ্দেশ্যে তাকে পাঠিয়েছে, তাও বলে সত্বর পালিয়ে যাবার পরামর্শ দিল। ভীম সে কথা গ্রাহ্য করলেন না। ওদিকে বিলম্ব দেখে হিড়িম্ব এসে দেখে, হিড়িম্বা ভীমের সহিত আলাপ করছে। ক্রুদ্ধ হয়ে সে ভীমকে আক্রমণ করল। ভীম তখন মাতা ও ভ্রাতৃগণের নিদ্রাভঙ্গ না হয় সেজন্য হিড়িম্বকে ধরে দূরে টেনে নিয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। ভীষণ যুদ্ধের পর হিড়িম্ব নিহত হল। ইতিমধ্যে কুন্তী ও চারি ভাই জেগে উঠে দেখেন, ভীম হিড়িম্বের সহিত যুদ্ধ করছেন, আর একটি মেয়ে তাদের কাছে বসে আছে। হিড়িম্ব নিহত হলে ভীম হিড়িম্বাকেও বধ করতে উদ্যত হল। তখন হিড়িম্বা স্বীয় পরিচয় দিয়ে কুন্তীর শরণাগতা হল এবং ভীমকে বিবাহ করতে চাইল। কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরের অনুমতিক্রমে ভীম হিড়িম্বাকে বিবাহ করলেন। পাণ্ডবেরা কিছুকাল নিকটবর্ত্তী নগরে বাস করতে লাগলেন। হিড়িম্বার গর্ভে ভীমের ঘটোৎকচ নামক এক পুত্র হল।[১]

শিষ্য—পাণ্ডবেরা আর্য্য ক্ষত্রিয়; হিড়িম্বা অনার্য্যা রাক্ষসী। ভীমের সহিত তার বিবাহ হল কীরূপে?

গুরু—ক্ষত্রিয়গণের বিবাহের কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম ছিল না। তাঁরা

১। মাথা ছিল ঘটের মত, আর চুলগুলি খাড়া; এজন্য নাম রাখা হয়েছিল ঘটোৎকচ।

যে কোন মনোমত কন্যাকে বিবাহ করতে পারতেন। জাতি গোত্র বিচার করতেন না। তা ছাড়া, মহাভারতীয় যুগে আর্য্যদের সহিত অনার্য্যদের বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল ; আর্য্যানার্য্য ভেদ ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়ে আসছিল।

শিষ্য—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের বিবাহ না হতে ভীমের বিবাহ হয় কীরূপে ?

গুরু—প্রাচীন যুগে কী নিয়ম ছিল জানা যায় না। এখনকার মত জ্যেষ্ঠের বিবাহ না হলে কনিষ্ঠ বিবাহ করবে না, করতে পারবে না, এমনতর বাঁধাবাঁধি নিয়ম হয়তো ছিল না। তা ছাড়া, মহাভারতে জানা যায় যুধিষ্ঠিরের এক পত্নী ছিলেন শৈব্যা। হয়তো বারণাবতে গমনের পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির বিবাহিত ছিলেন।

শিষ্য—হিড়িম্বের রাজ্য থেকে পাণ্ডবেরা কোন দিকে কোথায় গেলেন ?

গুরু—পাণ্ডবগণ ক্রমে ক্রমে মৎস্য, ত্রিগর্ত্ত, পাঞ্চাল ও কীচকদেশ অতিক্রম করে চললেন। পথে পিতামহ মহর্ষি ব্যাসদেবের সহিত দেখা হল। তিনি বললেন আমি তোমাদের সমস্ত বৃত্তান্ত জানি। তোমরা নিকটস্থ একচক্রা নগরে ছদ্মবেশে বাস কর। আবার আমার সহিত দেখা হবে। পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণবেশে, এক ব্রাহ্মণগৃহে বাস পূর্ব্বক ভিক্ষান্নের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করতে লাগলেন।

শিষ্য—একচক্রানগরে বাসকালে উল্লেখযোগ্য কী ঘটেছিল ?

গুরু—একদিন চার ভাই ভিক্ষায় বেরিয়েছেন। দেবী কুন্তী ও ভীম গৃহে আছেন। ভীমের বিরাট শরীর ; ভিক্ষায় গেলে লোকে হয়ত চিনে ফেলবে ; এজন্য ভীম গৃহে থাকতেন। এমন সময়ে ব্রাহ্মণগৃহে করুণ ক্রন্দন ধ্বনি শুনে কুন্তী গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কী হয়েছে ? ব্রাহ্মণ

বললেন—'এই নগরের রাজা দুর্ব্বল, আত্মরক্ষায় ও রাজ্যরক্ষায় অক্ষম। বক নামক এক মহাবল রাক্ষসের সাহায্যে রাজা রাজ্য রক্ষা করেন। তার মূল্য স্বরূপ রাক্ষসকে প্রতিদিন দুইটি মহিষ, একটি মানুষ ও একগাড়ি খাদ্য দিতে হয়। রাজ্যের গৃহস্থগণকে পালাক্রমে এই মূল্য যোগাতে হয়। আজ আমার পালা। পতি, পত্নী, কন্যা ও শিশুপুত্র এই চারজনের মধ্যে কে যাবে? কেউ কাউকে ছেড়ে বাঁচতে পারবো না। তাই নিরুপায় ও শোকাকুল হয়ে কাঁদছি।' দেবী কুন্তীর দয়ালু হৃদয় ব্রাহ্মণের বিপদে ও দুঃখে বিগলিত হল। তিনি বললেন—আপনি শোক করবেন না; আমার পাঁচটি পুত্র আছে, তাদের একজনকে পাঠাবো। ব্রাহ্মণ আপত্তি করে বললেন—আপনারা আমার গৃহে অতিথি। অতিথিকে রাক্ষসের মুখে আমি দিতে পারি না। কুন্তী বললেন—ভয় করবেন না, আমার পুত্রগণ তেজস্বী ও মন্ত্রসিদ্ধ; তারা রাক্ষসকে বধ করবে। কুন্তীর আশ্বাসবাক্যে ব্রাহ্মণ যেন মৃতদেহে প্রাণ পেলেন।

কুন্তী ভীমকে একথা জানাতেই ভীম উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু, যুধিষ্ঠির এসে সব কথা শুনে আপত্তি করলেন—ভীমকে আশ্রয় করেই মহাবিপদে আমরা জীবিত আছি; সেই ভীমকে মা হয়ে তুমি রাক্ষসের মুখে দেবে? কুন্তী বললেন—যুধিষ্ঠির! ভয় পেয়োনা, ভীমের বিক্রম আমি জানি; সে রাক্ষসকে বধ করবে।

শিষ্য—ভীম বক রাক্ষসের নিকট কী ভাবে গেল? বক ভীমের হাতে কীরূপে নিহত হল?

গুরু—সন্ধ্যাকালে ভীম জোড়া মহিষের গাড়ীতে খাদ্য বোঝাই করে নিয়ে বক রাক্ষসের বনে চললেন। বকের আড্ডায় পৌঁছে রাক্ষসকে আহ্বান পূর্ব্বক স্বয়ং খাদ্যগুলি খেতে লাগলেন। বক এসে ভীমকে তার খাদ্য খেতে দেখে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে একটা প্রকাণ্ড শালগাছ এনে

মারতে লাগল। ভীম তার হাত থেকে শালগাছটা কেড়ে নিয়ে পুনঃ খাবার খেতে থাকলেন। খাওয়া শেষ করে রাক্ষসের সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। কিছুক্ষণ ভীষণ যুদ্ধের পর বককে ভূপাতিত করে দেহের মধ্যখান ভেঙ্গে ফেললেন। রাক্ষসের পরিজনবর্গ ক্ষমা প্রার্থনা করে পালিয়ে গেল।

শিষ্য—বকরাক্ষস-বধ ঘটনার মধ্য দিয়ে দেবী কুন্তীর কী মহত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছিল ?

গুরু—(১) দেবী কুন্তীর হৃদয় কোমল ও পরদুঃখ-কাতর ছিল। ব্রাহ্মণ-পরিবারের বিপদকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেন নি। কাতর ও বিচলিত হয়ে প্রতিকারের পন্থা গ্রহণ করেছিলেন।

(২) **কুন্তী ক্ষত্রিয়া কন্যা ও রাজমহিষী। শরণাগত বিপন্নকে রক্ষা করা, শত্রুবধ পূর্ব্বক সমাজকে নিরাপদ করা, এই ক্ষত্রিয়োচিত দায়িত্ব-কর্ত্তব্যবোধ ও তেজস্বিতা দেবী কুন্তীর ছিল।** তাই ভীমকে দিয়ে বকের নিধনে তিনি প্রতিজ্ঞারূঢ়া হয়েছিলেন।

(৩) পান্ডবগণ ব্রাহ্মণ পরিবারের আশ্রয়ে স্বচ্ছন্দে বাস করছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ পরিবারের এত বড় বিপদে অকৃতজ্ঞের ন্যায় উদাসীন থাকা কর্ত্তব্য নয়। **দেবী কুন্তী প্রকৃতিগত উদারতার বশে ব্রাহ্মণ পরিবারের নিকট স্বীয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন।**

শিষ্য—বক রাক্ষস নিধনের পর পাণ্ডবরা কী করলেন ? কোথায় গেলেন ?

গুরু—এই ঘটনার পর একদা এক ব্রাহ্মণ পাণ্ডবগণের বাসস্থানে এসে দেশ বিদেশের বহু ঘটনার আলোচনা প্রসঙ্গে পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের কন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের আয়োজনের কথা বললেন। পাণ্ডবগণ স্বয়ম্বর উপলক্ষে পাঞ্চালদেশে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। এমন সময়ে একদিন

ব্যাসদেব পুনরায় দর্শন দিলেন। পাণ্ডবগণকে পাঞ্চাল দেশে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হবার নির্দ্দেশ দিয়ে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করে গেলেন —তোমরাই দ্রৌপদীকে লাভ করবে। ব্যাসদেবের নির্দ্দেশে উৎসাহিত হয়ে তাঁরা পাঞ্চালাভিমুখে যাত্রা করলেন।

শিষ্য—পাঞ্চালের পথে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা কি ঘটেছিল ?

গুরু—পথে এক রাত্রিকালে গঙ্গাতীরে **অঙ্গারপর্ণ** নামক এক গন্ধর্ব্বের সহিত অর্জ্জুনের **সংঘর্ষ** হয়। যুদ্ধে গন্ধর্ব্ব পরাজিত হ'য়ে অর্জ্জুনের সহিত মিত্রতা করে। গন্ধর্ব্ব অর্জ্জুনকে **চাক্ষুষী বিদ্যা** এবং গন্ধর্ব্বদেশীয় একশত অশ্ব দান করল ; অর্জ্জুনও তাকে আগ্নেয় অস্ত্র শিক্ষা দিলেন। অর্জ্জুনের আগ্নেয়াস্ত্রে গন্ধর্ব্বরাজের রথ ভস্মীভূত হয়েছিল। অতঃপর তার নাম হল **চিত্ররথ**।

গন্ধর্ব্বরাজ পাণ্ডবগণকে উপদেশ দিলেন—পুরোহিত ছাড়া শুধু বীরত্বের দ্বারা জয়লাভ হয় না। তোমরা **দেবল** ঋষির ভ্রাতা **ধৌম্যকে** পুরোহিত রূপে বরণ কর। তিনি **উৎকোচক** তীর্থে বাস করেন। পাণ্ডবেরা অশ্বগুলি গন্ধর্ব্বের কাছে গচ্ছিত রেখে, ধৌম্যকে পুরোহিত বরণ করে সাথে নিয়ে পাঞ্চাল নগরে গিয়ে **ভার্গব** নামক এক কুম্ভকারের কর্ম্মশালে বাস করতে লাগলেন।

শিষ্য—স্বয়ম্বরের কীরূপ আয়োজন হয়েছিল ? কোন্ কোন্ রাজা এসেছিলেন ?

গুরু—যজ্ঞকুণ্ড হতে দ্রৌপদীর জন্ম এবং অপরূপ সৌন্দর্য্যের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। সুতরাং, রাজা দ্রুপদ যখন কন্যার স্বয়ম্বর ঘোষণা করলেন, তখন নানা দিগ্‌দেশ থেকে বীরাগ্রগণ্য ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ পাঞ্চাল নগরে সমবেত হলেন। তার মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণ, বলরাম, শল্য, জরাসন্ধ, শিশুপাল, কর্ণ, দুর্য্যোধন, শকুনি, ভগদত্ত, পৌণ্ড্রক বাসুদেব

প্রভৃতি। সুবিস্তৃত সভাক্ষেত্রের মধ্যস্থলে সু-উচ্চ লক্ষ্য স্থাপিত হল। উৎসবের ষোড়শ দিবসে দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ভগিনী দ্রৌপদীকে সভাক্ষেত্রে এনে একে একে সমস্ত রাজগণের পরিচয় দিলেন। তারপর রাজগণকে বললেন—এই ধনু, এই বাণ, ঐ লক্ষ্য; লক্ষ্যের নিম্নে ঘূর্ণ্যমান চক্রের ছিদ্রপথে পাঁচটি শর চালিয়ে লক্ষ্যটাকে বিদ্ধ করতে হবে। যিনি সমর্থ হবেন, কৃষ্ণা তাঁকেই বরণ করবেন।

শিষ্য—রাজগণ লক্ষ্যভেদের জন্য কে কীরূপ চেষ্টা করলেন?

গুরু—বীর ক্ষত্রিয় রাজগণ স্পর্দ্ধা করে লক্ষ্যভেদের চেষ্টা করতে লাগলেন। লক্ষ্যভেদে উদ্যত কর্ণকে দেখে কৃষ্ণা বললেন—আমি সূতপুত্রকে বরণ করব না। কর্ণ ধনুত্যাগ করলেন। শিশুপাল, জরাসন্ধ, শল্য ও অন্যান্য রাজগণ চেষ্টা করলেন; ধনুকে গুণ দেবার সামর্থ্য কারো হল না। অনেকে ধনুকে গুণ পরাতে গিয়ে আহত হলেন।

শিষ্য—পাণ্ডবরা কোথায় ছিলেন, কী করলেন? লক্ষ্যভেদ করল কে?

গুরু—পাণ্ডবগণ স্বয়ম্বর সভায় ব্রাহ্মণবেশে ব্রাহ্মণগণের মাঝে বসেছিলেন। একমাত্র কৃষ্ণই তাঁদের চিনতে পেরেছিলেন। রাজগণ লক্ষ্যভেদে অসমর্থ ও নিরস্ত হলে, ব্রাহ্মণসভার মধ্য হতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে অর্জ্জুন উঠলেন। ব্রাহ্মণগণ বিস্মিত হয়ে নিষেধ করলেন; পরে যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে অনুমতি দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন। অর্জ্জুন ধনুক প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক বরদাতা মহাদেবকে প্রণাম করে, কৃষ্ণের কৃপা প্রার্থনা করে ধনুক ধরলেন এবং অনায়াসে গুণ পরিয়ে পাঁচটি শর সন্ধান করে লক্ষ্য ভেদ করলেন। ব্রাহ্মণগণ উল্লসিত ও ক্ষত্রিয়গণ অপ্রতিভ হলেন। দ্রৌপদী অর্জ্জুনের গলায় বরমাল্য দিলেন।

শিষ্য—ব্রাহ্মণবেশী অর্জ্জুন লক্ষ্য ভেদ করে দ্রৌপদীকে লাভ করলেন। তখন ক্ষত্রিয় রাজগণ কী করলেন?

গুরু—অপমানিত ক্ষত্রিয় রাজগণ অর্জ্জুনকে বধ পূর্ব্বক দ্রৌপদীকে হরণে উদ্যত হলেন; কিন্তু, অর্জ্জুন ও ভীমের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নিরস্ত হলেন। কৃষ্ণ রাজগণকে অনুরোধ করে শান্ত করলেন।

শিষ্য—পাণ্ডবেরা তারপর কী করলেন? দ্রৌপদী কী করলেন?

গুরু—যুদ্ধ থেমে গেলে ব্রাহ্মণগণ দ্বারা অভিনন্দিত পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে সকলের অজ্ঞাতে স্বীয় বাসস্থান ভার্গবের গৃহে গেলেন। কুন্তী দেবী উদ্বিগ্নচিত্তে গৃহমধ্যে পুত্রগণের আগমন আশায় বসেছিলেন। বাড়ী পৌঁছে তাঁরা মাকে বললেন—মা! আজ আমরা ভিক্ষায় অপূর্ব্ব জিনিষ পেয়েছি। গৃহমধ্য থেকে কুন্তী বললেন—যা পেয়েছ তা সকল ভ্রাতা মিলে ভোগ কর। পরে বাইরে এসে দ্রৌপদীকে দেখে বিস্মিতা ও বিব্রতা হয়ে বললেন—আমি অন্যায় বলে ফেলেছি, এখন উপায় কি? যুধিষ্ঠির বললেন—মায়ের আজ্ঞা লঙ্ঘন করে আমরা তাঁকে সত্যভ্রষ্ট করতে পারি নে। দ্রৌপদী আমাদের সকলের ভার্য্যা হবেন।

শিষ্য—লক্ষ্যভেদে রাজগণের অক্ষমতা ও অর্জ্জুনের কৃতকার্য্যতার মধ্যে শিক্ষণীয় কিছু আছে কি?

গুরু—আছে বৈ কি! বিশ্বজগতে যাবতীয় কার্য্য ও ঘটনা পুরুষকার ও দৈবের সংযোগে হচ্ছে। মানুষ পুরুষকারকে আশ্রয় করে চেষ্টা করে; কিন্তু, দৈব অনুকূল না হলে পুরুষকারও ব্যর্থ হয়। দৈবের অর্থাৎ ভগবদিচ্ছার অনুকূলে যে চলে সে সর্ব্বত্র বিজয়ী হয়। অহঙ্কার ও দর্পের বশে যে দৈবকে অস্বীকার করে চলে, প্রতিপদে আসে তার ব্যর্থতা।

রাজগণ সকলেই স্বীয় স্বীয় শক্তি ও অহঙ্কারে লক্ষ্য ভেদ করতে গিয়ে অকৃতকার্য্য হলেন। কিন্তু, অর্জ্জুন ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুমতি নিয়ে, শ্রীকৃষ্ণের কৃপা প্রার্থনা করে লক্ষ্যভেদ করতে গেলেন। ধনুকখানাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করলেন ; বরদাতা মহাদেবকে প্রণাম করলেন। অন্যান্য রাজগণের সহিত অর্জ্জুনের ভাবে ও আচরণে কত পার্থক্য লক্ষ্য কর। অর্জ্জুনের স্বভাবসিদ্ধ শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিনয়, প্রীতি, সৌজন্য প্রভৃতি সদ্‌গুণের জন্য জগতের সকলের শুভেচ্ছা ও ঈশ্বরের কৃপা তাঁর অনুকূলে ছিল। তাই সর্ব্বত্র তিনি বিজয়ী ছিলেন। এজন্য তাঁর এক নাম ছিল বিজয়।

শিষ্য—পাণ্ডবেরা বাসায় এসে কী করলেন ? দৌপদীই বা নূতন পরিবেশে গিয়ে কী করলেন ?

গুরু—দৌপদী স্বচ্ছন্দে সপ্রতিভ ভাবে নূতন স্থানে নূতন পরিবেশের মধ্যে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের বলে নিজেকে মানিয়ে নিলেন। পাণ্ডবগণ ভিক্ষা করে আনলেন। দ্রৌপদী পাক করে সকলকে পরিবেশন করলেন। আহার্য্য দ্রব্যের অর্দ্ধভাগ ভীমকে দিয়ে অপরার্দ্ধ ছয় ভাগ করে ছয় জনে নিলেন। তার পরে মৃগচর্ম্মের শয্যা রচনা করে পাঁচ ভাইকে শুতে দিলেন। দেবী কুন্তীর শয়নের স্থান মাথার দিকে করে নিয়ে স্বয়ং পায়ের দিকে শয়ন করলেন।

শিষ্য—দৌপদীর কী কী বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে লক্ষ্য করা যায় ?

গুরু—(১) রাজকন্যা ও পিতার আদরিণী হলেও দৌপদী বিলাসিনী ও কর্ম্মকুণ্ঠা ছিলেন না। তিনি ছিলেন সর্ব্বদা কর্ম্মতৎপরা।

(২) গার্হস্থ্যাশ্রমের যাবতীয় কর্ম্মে তিনি অভিজ্ঞা গৃহিণীর ন্যায় নিপুণা ছিলেন।

(৩) সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় যে কোনো পরিবেশের মধ্যে যথাযোগ্য

স্থান ও কর্ত্তব্য নির্ণয় করে নেবার মত প্রত্যুৎপন্নমতি ও সপ্রতিভ ভাব তাঁর ছিল।

(৪) যেরূপ বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তিনি একাকিনী পাণ্ডবদের সঙ্গে চলে এলেন, তাতে প্রমাণিত হয় যে তিনি নির্ভীকা ও তেজস্বিনী ছিলেন।

(৫) "আমি সূতপুত্রকে বরণ করব না"—তাঁর এই উক্তির মধ্যে তাঁর উদগ্র ব্যক্তিত্ব ও অসাধারণ তেজস্বিতার পরিচয়।

শিষ্য—দ্রৌপদী কোন্ অচেনা লোকের সঙ্গে চলে গেল, তার খোজ কি তাঁর পিতৃগৃহের কেহ নিল না?

গুরু—শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম পাণ্ডবদের চিনেছিলেন। ভীমার্জ্জুনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁরা কুম্ভকার-গৃহে এসে মাতা কুন্তী ও পঞ্চভ্রাতার সহিত আলাপ পরিচয় করে গেলেন। দ্রৌপদীর ভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্নও সন্ধ্যার অন্ধকারে গোপনে অনুসরণক্রমে কুম্ভকার-গৃহে গিয়ে যা দেখলেন ও কথাবার্ত্তা শুনলেন, তাতে বুঝলেন যে লক্ষ্যভেদকারী ব্যক্তি ব্রাহ্মণ নয়, ক্ষত্রিয়। এই সংবাদ পেয়ে রাজা দ্রুপদ পরদিন রথ পাঠিয়ে কুন্তী ও দ্রৌপদী সহ পঞ্চপাণ্ডবকে মহাসমাদরে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গেলেন।

শিষ্য—দ্রৌপদী কি পাঁচজনকেই বিবাহ করলেন? দ্রুপদ কী এই বিবাহে সম্মত হলেন?

গুরু—আলাপ-পরিচয়ক্রমে দ্রুপদ যখন জানলেন যে পঞ্চপাণ্ডব জীবিত আছেন এবং এঁরাই জননী কুন্তী সহ পঞ্চপাণ্ডব—তখন তাঁর আনন্দের সীমা রইল না। কারণ, দ্রুপদের মনোগত আকাঙ্ক্ষা ছিল যে অর্জ্জুনের সহিত দৌপদীর বিবাহ দিবেন। অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদ করায় তিনি কৃতার্থ বোধ করলেন। কিন্তু, যখন তিনি যুধিষ্ঠিরের নিকট জানলেন যে মায়ের আদেশ পালনার্থ তাঁরা পাঁচজনেই দ্রৌপদীকে বিবাহ করবেন,

তখন দ্রুপদ মহা সমস্যায় পড়ে গেলেন। কারণ, অতি প্রাচীনকালে প্রচলিত থাকলেও* মহাভারতের যুগে নারীর বহুপতির বিধান ছিল না। অশাস্ত্রীয় কার্য্য করলে ধর্ম্মলোপ হয়। সেই সময়ে মহর্ষি বেদব্যাস এসে যোগবলে পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর অতীত জন্মের ইতিহাস বললেন ও দৃশ্য দেখালেন। তাতে প্রমাণিত হল যে দ্রৌপদীই পঞ্চপাণ্ডবের পূর্ব্বজন্মের প্রার্থিত, বিধাতৃ নির্দিষ্ট পতি ; তখন দ্রুপদের আর কোন দ্বিধা রইল না। দ্রুপদ সম্মত হলে ব্যাসদেব স্বয়ং পৌরোহিত্য করে বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন করলেন।

শিষ্য—পঞ্চপতির সেবা করেও দ্রৌপদী কেন নিন্দিতা হবেন না? কেন তিনি পতিব্রতা, সতী, সাধ্বী-পদবাচ্যা হবেন ?

গুরু—পাতিব্রত্য ও সতীত্বের আক্ষরিক অর্থ ও বাহ্য রীতি দেখলে তাই মনে হতে পারে। কিন্তু, ভাব, উদ্দেশ্য, জীবন ও আচরণকে লক্ষ্য ও বিচার করলে সিদ্ধান্ত হবে যে দ্রৌপদী যথার্থ পতিব্রতা, সতী, সাধ্বী।

পতির প্রতি অনুরাগ, পতির সেবা, শান্তি ও কল্যাণ বিধান এবং পতির সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে অংশভাগিনী হওয়া পাতিব্রত্য ধর্ম্ম। দ্রৌপদীর জীবন এই পাতিব্রত্য সাধনার মহোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বিবাহের দিন থেকে মহাপ্রস্থানের পথে দেহত্যাগ পর্য্যন্ত এক দিনের জন্যও তিনি স্বামিগণকে ছেড়ে থাকেন নি। ছায়ার ন্যায় সর্ব্বত্র, **সর্ব্বাবস্থায়** তাঁদের অনুসরণ ও সেবা করেছেন। শাস্ত্র বলছেন :—

আর্ত্তার্ত্তে মুদিতা হৃষ্টে প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে যা ম্রিয়তে পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা॥

যথার্থ পতিব্রতা কে ? যিনি পতির দুঃখে দুঃখিতা, পতির আনন্দে

---

* গোতম বংশীয়া জটিলা সাতজন ঋষির পত্নী ছিলেন। মুনিকন্যা বার্ক্ষী'র দশজন পতি ছিলেন।

যিনি প্রফুল্লিতা, পতির বিদেশগমনে যিনি বিলাসভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃচ্ছ্রজীবন যাপন রূপ ব্রতাচরণ করেন, পতির মৃত্যুতে যিনি দেহধারণে বিমুখা, তিনিই যথার্থ পতিব্রতা। দ্রৌপদীর জীবনে পাতিব্রত্যের এই আদর্শ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত।

কির্মীর, জটাসুর, জয়দ্রথ ও কীচকের হস্তে লাঞ্ছিতা এবং রাজসভা-মাঝে দুঃশাসন কর্ত্তৃক অপমানিতা হয়েও তিনি পতিগণের প্রতি বিন্দুমাত্র বিরাগ বা অপ্রসন্নতা পোষণ করেন নি; বরং তিনি শত্রু কর্ত্তৃক বঞ্চিত ও উৎপীড়িত ধর্ম্মপ্রাণ পতিগণকে বহু বিপদ থেকে স্বীয় ধর্ম্মানুরাগ, ভগবদ্ভক্তি, প্রত্যুৎপন্নমতি ও প্রতিভাবলে রক্ষাবিধান, উৎসাহদান ও শক্তি-সঞ্চার করেছেন। বস্তুতঃ পঞ্চপাণ্ডব থেকে দ্রৌপদীকে বিচ্ছিন্না কল্পনা করা যায় না। দ্রৌপদী বিযুক্ত পঞ্চপাণ্ডব কিরণশূন্য চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় নিষ্প্রভ, আবার পঞ্চপাণ্ডব-বিযুক্তা দ্রৌপদী প্রাণহীন দেহ।

পঞ্চপাণ্ডব বস্তুতঃ এক ব্যক্তিই ছিলেন। বাহিরে পাঁচটি দেহ থাকলেও তাঁরা অন্তরে ছিলেন এক, অবিভাজ্য—ইচ্ছায়, চিন্তায়, আদর্শে, সঙ্কল্পে। সুতরাং, সংস্কারমূলক দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যাবে—সীতা যেমন রামগতপ্রাণা ছিলেন, দ্রৌপদীও তেমনি পাণ্ডবগতপ্রাণা, সুতরাং যথার্থতঃ একভর্ত্তৃকা ছিলেন। দ্রৌপদীর চিত্তসংযম কীরূপ ছিল, তিনি কতদূর জিতেন্দ্রিয়া ছিলেন, তা অসিপত্র ব্রতে সিদ্ধিলাভে প্রমাণিত হয়েছিল।*

প্রচলিত সামাজিক বিধির ব্যতিক্রম দেখা গেলেও দ্রৌপদীর ন্যায় সতী, সাধ্বী, পতিব্রতা ভারতের ইতিহাসে বিরল।

---

* অশ্বমেধ যজ্ঞের সময়ে ব্যাসদেবের আদেশে যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী সম্বৎসরকাল সর্ব্বক্ষণ একত্র আহার বিহারাদি করেও ক্ষণেকের তরে সংযমচ্যুত হননি। এই সময়ে উভয়ের মধ্যে একখানি আসন রক্ষিত হত। সংযমহারা হলে অসির আঘাতে দেহত্যাগ করতে হত।

শিষ্য—পাণ্ডবেরা মরেন নি ; অধিকন্তু লক্ষ্যভেদ করে দ্রৌপদীকে বিবাহ করেছেন জেনে ধৃতরাষ্ট্র তথা দুর্যোধন কী করল ?

গুরু—মৃত শত্রু ফিরে এসেছে ; শুধু তাই নয়, তারা দ্রুপদ ও পাঞ্চালগণকে এবং কৃষ্ণ, বলরাম ও বৃষ্ণি বংশীয়গণকে সহায় স্বরূপ পেয়েছে শুনে কৌরবগণ বিষম বিব্রত হয়ে পড়ল। ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে ঈর্ষ্যাদগ্ধ ও আতঙ্কিত হলেও বাইরে প্রসন্নতা ও আগ্রহ দেখাতে লাগলেন, আর দুর্যোধনাদি পাণ্ডবগণের ধ্বংস সাধনের মন্ত্রণা করতে লাগল।

শিষ্য—কীরূপ মন্ত্রণা করল ?

গুরু—দুর্যোধন প্রস্তাব করল—(ক) দ্রুপদকে বিস্তর অর্থ দিয়ে বশ করব, যাতে পাণ্ডবগণকে তিনি ত্যাগ করেন ; (খ) বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ দিয়ে পাণ্ডবদের মধ্যে ভেদ জন্মাব ; (গ) ভীমকে চতুর লোক দিয়ে হত্যা করাব ; (ঘ) দ্রৌপদীকে অন্য পুরুষে আসক্তা করাব।

কর্ণ বলল—(ক) দ্রুপদ অর্থশালী ; ঐশ্বর্য্যের দ্বারা তাকে বশীভূত করতে পারবে না ; (খ) গুপ্তচেষ্টাও পূর্বে বহুবার করেছ, ভীমকে হত্যা করতে পারনি, পারবে না ; (গ) পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে ভেদ জন্মান অসম্ভব ; (ঘ) যে পঞ্চপাণ্ডবকে পতি বরণ করেছে, সেই দ্রৌপদীকে অন্য পুরুষে আসক্তা করা যাবে না। সুতরাং, একমাত্র উপায় হচ্ছে—অতর্কিত আক্রমণ পূর্বক দ্রুপদকে পরাজিত ও পঞ্চপাণ্ডবকে বন্দী করে নিয়ে আসা। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, ভীষ্ম-দ্রোণকে জিজ্ঞাসা না করে কিছু করা যাবে না।

শিষ্য—ভীষ্ম দ্রোণ কী বললেন ?

গুরু—ভীষ্ম বললেন—আমার নিকট ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু উভয়ই সমান। এ রাজ্যকে দুর্যোধন যেমন পৈতৃক রাজ্য মনে করে, পাণ্ডবেরাও তেমনি মনে করে। তাদের সাদরে ডেকে এনে অর্দ্ধরাজ্য দাও। দ্রোণাচার্য্যও ভীষ্মের কথা সমর্থন করলেন। কর্ণ প্রতিবাদ করল ; কিন্তু, তা শেষ

পর্য্যন্ত টিঁকল না। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে হিতবাক্য বললেন—মহারাজ! ভীষ্ম ও দ্রোণ ধর্ম্মজ্ঞ, প্রাজ্ঞ ও আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী। কর্ণ ও শকুনি অধার্ম্মিক দুর্ব্বৃত্ত; তাদের কথায় কান দেবেন না। তারা যে বলপ্রয়োগের কথা বলছে, তাও প্রলাপ। বলরাম ও সাত্যকি যাদের সহায়, শ্রীকৃষ্ণ যাদের মন্ত্রণাদাতা, দ্রুপদ যাদের শ্বশুর, ধৃষ্টদ্যুম্নাদি শ্যালক, সেই পাণ্ডবগণকে পরাজিত করতে পারে কে? ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে আদেশ দিলেন, পাঞ্চালী সহ পাণ্ডবগণকে সাদরে হস্তিনাপুরে নিয়ে আসতে।

শিষ্য—বিদুরের মুখে ধৃতরাষ্ট্রের আমন্ত্রণ পেয়ে পাণ্ডবেরা কী করলেন?

গুরু—বিদুরের প্রস্তাব শুনে দ্রুপদ বললেন—যদি যুধিষ্ঠির ইচ্ছা করেন আর কৃষ্ণ-বলরাম মত দেন তবে পাণ্ডবেরা অবশ্যই যাবেন। কৃষ্ণ বললেন, দ্রুপদের যদি মত হয়, তবে এঁদের যাওয়াই উচিত মনে করি। দ্রুপদ ও কৃষ্ণের অনুমতি পেয়ে দ্রোণ, কৃপ, বিকর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে পাণ্ডবগণ কুন্তী ও দ্রৌপদী সহ সানন্দে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করলেন।

শিষ্য—পাণ্ডবগণ কতকাল হস্তিনাপুরে ছিলেন? তৎপরে কী করলেন?

গুরু—পাণ্ডবগণ পাঁচ বৎসর কৌরবগণের সহিত সানন্দে হস্তিনায় বাস করলেন। তারপর ভীষ্মাদির সমক্ষে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে বললেন—তোমরা অদ্ধর্রাজ্য গ্রহণ কর এবং **খাণ্ডবপ্রস্থে** রাজধানী করে বাস কর। তদনুসারে পাণ্ডবেরা অদ্ধর্রাজ্য গ্রহণ পূর্ব্বক কৃষ্ণকে অগ্রবর্ত্তী করে খাণ্ডবপ্রস্থে গিয়ে রাজধানী স্থাপন ও এক ঐশ্বর্য্যশালী নগর নির্ম্মাণ করে নাম দিলেন—**ইন্দ্রপ্রস্থ**। বর্ত্তমান দিল্লী সহরই প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ।

শিষ্য—ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবগণ কতকাল রাজত্ব করলেন?

গুরু—পাণ্ডবগণ একাদিক্রমে তেইশ বৎসর কাল ইন্দ্রপ্রস্থে সুখে

রাজত্ব করলেন। কেবল অর্জ্জুনকে একটা ঘটনায় দ্বাদশ বৎসর নির্বাসনে থাকতে হয়েছিল।

শিষ্য—কী কারণে অর্জ্জুন নির্ব্বাসিত হন ?

গুরু—দেবর্ষি নারদ নিয়ম করে দিয়েছিলেন যে দ্রৌপদী এক এক বৎসর ধরে এক এক পাণ্ডবের সহিত বাস করবেন। সেই সময়ে যদি অন্য কোনো ভ্রাতা কোনো কারণে সেখানে আসেন তবে তাকে দ্বাদশ বর্ষ নির্বাসনে থাকতে হবে।

একদা চোরেরা এক ব্রাহ্মণের গরু চুরি করে নিয়ে পলায়ন করল। ব্রাহ্মণ এসে অর্জ্জুনকে গোধন উদ্ধার করে দিতে বললেন। অস্ত্র আনয়নের জন্য অস্ত্রগৃহে গিয়ে অর্জ্জুন দেখেন, দ্রৌপদী ও যুধিষ্ঠির সেই ঘরে বসে আছেন। অর্জ্জুন ব্রাহ্মণের গোধন উদ্ধার করে দিলেন। পরে যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণের নিকট বিদায় নিয়ে নির্বাসনে গেলেন। যুধিষ্ঠির তাঁকে নিষেধ করে বলেছিলেন, পত্নী সহ অবস্থান কালে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট গেলে কনিষ্ঠের কোন অপরাধ হয় না। কিন্তু, সত্যসাধক অর্জ্জুন বললেন—আপনিই তো শিক্ষা দিয়েছেন—**ছল ক'রে ধর্ম্মাচরণ করা উচিত নয়।**

শিষ্য—দ্বাদশবর্ষ নির্ব্বাসনে অর্জ্জুন কোথায় কোথায় ছিলেন ? কী কী করেছিলেন ? অর্জ্জুন কি একা গিয়েছিলেন ?

গুরু—না, অনেক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, পুরাণপাঠক প্রভৃতি তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন। অর্জ্জুনকে একাকী থাকতে হবে,—এমন কোনো ব্রত তো ছিল না! প্রথমতঃ অর্জ্জুন নানাস্থানে পর্যটন করে গঙ্গাদ্বারে (হরিদ্বারে) গেলেন। তখন ঐরাবত কুলজাত কৌরব্য নাগের কন্যা উলুপী অর্জ্জুনকে পতিত্বে বরণ করল। তার গর্ভে অর্জ্জুনের এক পুত্র হয়, তার নাম ইরাবান্। উলুপীর বরে অর্জ্জুন জলে নিরাপদ ও অজেয় হয়েছিলেন।

উলুপীর নিকট বিদায় নিয়ে নানাতীর্থ ভ্রমণ করে মহেন্দ্র পর্ব্বত

দর্শন করে অর্জ্জুন মণিপুরে এলেন। তথাকার রাজা **চিত্রবাহনের** সুন্দরী কন্যা **চিত্রাঙ্গদাকে** বিবাহ করলেন। **সর্ত্ত** রইল যে চিত্রাঙ্গদার গর্ভে অর্জ্জুনের যে সন্তান হবে সে মণিপুরের সিংহাসনে রাজত্ব করবে। অর্জ্জুন তিন বৎসর তথায় বাস করলেন। তাঁর এক পুত্র হল, নাম **বভ্রুবাহন।**

অর্জ্জুন পুনরায় তীর্থপর্য্যটনে গেলেন। **অগস্ত্য, সৌভদ্র, পৌলম** ও **কারন্ধম** এই চারিটি তীর্থ তপস্বীরা বর্জ্জন করেছিলেন। অর্জ্জুন চারিটি তীর্থে গিয়ে স্নানকালে চারিটি কুম্ভীরিণীর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সেগুলিকে বধ করেন। তারা ছিল দেবরাজ ইন্দ্রের শাপগ্রস্তা অপ্সরা। অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হয়ে তারা শাপমুক্ত হল।

তারপর অর্জ্জুন **সমুদ্রতীরস্থ** সকল তীর্থ দর্শন করে প্রভাসে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ এসে অর্জ্জুনকে রৈবতকে নিয়ে গেলেন। সেখান থেকে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দ্বারকায় গেলেন। দ্বারকাবাসিগণ তাঁকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করল। অর্জ্জুন **বসুদেব-কন্যা সারণের** ভগিনী **সুভদ্রাকে** দেখে তার প্রতি অনুরক্ত হলেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরামর্শ করে তদানীন্তন কালের ক্ষত্রিয় সমাজে প্রচলিত রীতি অনুসারে অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ করলেন। সংবাদ পেয়ে ক্রুদ্ধ বলরামের আদেশে **সাত্যকি প্রদ্যুম্নাদি** যদুবীরগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু, শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে যুদ্ধ বন্ধ করে যদুবীরগণ অর্জ্জুনকে সাদরে দ্বারকায় এনে সুভদ্রার সহিত বিবাহ দিলেন। অতঃপর অর্জ্জুন এক বৎসর দ্বারকায় বাস করেন। নির্ব্বাসনের অবশিষ্ট কাল পুষ্কর তীর্থে কাটিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে আসেন।

শিষ্য—পঞ্চপাণ্ডবের পুত্রগণের নাম কী কী ?

গুরু—ভীম-হিড়িম্বার পুত্র **ঘটোৎকচ**। অর্জ্জুন-উলুপীর পুত্র **ইরাবান্‌**। অর্জ্জুন-চিত্রাঙ্গদার পুত্র **বভ্রুবাহন**। অর্জ্জুন-সুভদ্রার পুত্র

অভিমন্যু। দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র জ্যেষ্ঠানুক্রমে প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকর্ম্মা, শতানীক, শ্রুতসেন।

শিষ্য—পাণ্ডবদের ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্বকালে উল্লেখযোগ্য ঘটনা কী কী?

গুরু—(১) খাণ্ডবদাহন, (২) রাজসূয় যজ্ঞ, (৩) দ্যূতক্রীড়ায় রাজ্যনাশ।

শিষ্য—খাণ্ডবদাহন ঘটনাটি কীরূপ?

গুরু—শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন একদা যমুনাতীরে বিচরণ করছিলেন; এমন সময়ে দীর্ঘশ্মশ্রু পিঙ্গলবর্ণ বিরাটবপু একজন ব্রাহ্মণ এসে বললেন, আমি অগ্নি, খাণ্ডব বনটিকে ভোজন করতে চাই। কিন্তু, দেবগণ সহ ইন্দ্র এই বনের রক্ষক। তিনি জল বর্ষণ করে বাধা দিলে তোমরা দুজনে আমাকে সহায়তা ক'রো। অর্জ্জুন বললেন, আমার উপযুক্ত শরাসন নাই। শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্র নাই। আপনি তার ব্যবস্থা করুন। অগ্নিদেব বরুণের নিকট থেকে চন্দ্রপ্রদত্ত গাণ্ডীব[১] ধনু, কপিধ্বজ রথ, অক্ষয় তূণ-যুগম অর্জ্জুনকে এবং সুদর্শন চক্র ও কৌমুদকী গদা শ্রীকৃষ্ণকে এনে দিলেন। অগ্নি খাণ্ডববন দগ্ধ করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন বনরক্ষক দেব, দানব ও নাগগণকে নিবারণ পূর্ব্বক অরণ্যের প্রাণিগণকে অস্ত্রাঘাতে বধ করতে লাগলেন; পনের দিন ধরে এই দাহন কার্য্য চলল। দৈত্যশিল্পী ময়দানব, তক্ষকপুত্র অশ্বসেন ও পত্নীপুত্র সহ মন্দপাল ঋষি ভিন্ন আর কেহ নিষ্কৃতি পেল না।

শিষ্য—অগ্নিদেব খাণ্ডব বনটিকে খেতে চাইলেন কেন?

গুরু—শ্বেতকি রাজার অনুষ্ঠিত অবিরাম যজ্ঞে অজস্র ঘৃত পান করে অগ্নিদেবের মন্দাগ্নি হয়েছিল। তাই ব্রহ্মার পরামর্শে ব্যাধিমুক্ত হবার জন্য খাণ্ডববন ভোজনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

১। গণ্ডারের পৃষ্ঠবংশ দ্বারা নির্ম্মিত বলে গাণ্ডীব নাম ছিল।

শিষ্য—খাণ্ডবদাহনের মধ্যে কী ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে?

গুরু—সম্ভবতঃ খান্ডববনাঞ্চলটি সে যুগে স্বভাব-দুর্ব্বৃত্ত (born criminal) দস্যু আদিম অধিবাসীদের আড্ডা ছিল। সমাজবিরোধী ও রাষ্ট্রবিরোধী বহু অনিষ্টকর ব্যাপার ঘটত। তাই ব্রাহ্মণগণের পরামর্শে ও অনুরোধে খান্ডববনটিকে দগ্ধ ও তথাকার দুর্ব্বৃত্ত দলের ধ্বংস সাধন করা হয়েছিল। এই ইতিহাস রূপকে ছদ্মবেশে মনোরঞ্জক ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

আদিপৰ্ব্ব সমাপ্ত

সভাপর্ব্ব

শিষ্য—এই পর্ব্বের নাম 'সভাপর্ব্ব' রাখা হয়েছে কেন ?

গুরু—খাণ্ডব দাহনের পর ইন্দ্রপ্রস্থে এক অত্যাশ্চর্য্য সভাগৃহ নির্ম্মিত হয়; সেই সভায় রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত সভাগৃহে যুধিষ্ঠির রাজচক্রবর্ত্তী রূপে অভিষিক্ত হন। দুর্য্যোধন হস্তিনাপুরে এক সুন্দর সভাগৃহ নির্ম্মাণ করে; সেই সভাগৃহ দুর্য্যোধনের পক্ষে তদীয় মাতুল শকুনি দ্যূতক্রীড়ায় পাণ্ডবগণের রাজ্যৈশ্বর্য্য হরণ পূর্ব্বক নির্ব্বাসনে প্রেরণ করে। পাণ্ডবগণের অভ্যুদয় ও পতন এবং কৌরবগণের পাপমূলক উন্নতি ও সবংশ ধ্বংসের সূত্রপাত উক্ত দুই সভাগৃহকে উপলক্ষ্য ক'রে; তা-ই এই পর্ব্বের আলোচ্য বিষয়। এজন্য এ পর্ব্বের নাম সভাপর্ব্ব।

শিষ্য—ইন্দ্রপ্রস্থের রাজসভাগৃহ কার আদেশে কে, কখন নির্ম্মাণ করেছিল ?

গুরু—খাণ্ডব দাহনের সময়ে দানব শিল্পিরাজ **ময়** অর্জ্জুনের কৃপায় প্রাণদান পেয়ে কিছু প্রতিদান দিতে চেয়েছিলেন। অর্জ্জুন বললেন—আমি প্রত্যুপকারের আশায় উপকার করিনে। যদি ইচ্ছা কর, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য কিছু কর। শ্রীকৃষ্ণ বললেন—ময়! তোমার অতুলনীয় শিল্পপ্রতিভা দিয়ে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জন্য মানুষের অসাধ্য এক অদ্ভুত সভাগৃহ নির্ম্মাণ করে দাও। ময়দানব তাতে স্বীকৃত হয়ে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজসভাগৃহ নির্ম্মাণ করেন।

শিষ্য—দানবশিল্পী ময় কী দিয়ে কীভাবে এই সভাগৃহ নির্ম্মাণ করেছিলেন ?

গুরু—রাজসভাগৃহ নির্ম্মাণের আদেশ পেয়ে ময় বললেন, প্রাচীনকালে **কৈলাস** পর্ব্বতের উত্তরস্থ **মৈনাক** পর্ব্বতের নিকট **বিন্দু সরোবরের** তীরে

দানবগণ এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করে। সেখানে অনেক মণিময় দ্রব্য সংগ্রহ করেছিলাম দানবরাজ **বৃষপর্ব্বার** সভাগৃহের জন্য ; আমি সেই সব নিয়ে আসব।

সেই সব দ্রব্য ময় নিয়ে এলেন, আরও নিয়ে এলেন এক স্বর্ণবিন্দু বিচিত্রিত লৌহগদা এবং **দেবদত্ত** নামক এক মহাশঙ্খ। ভীমকে গদা এবং অর্জ্জুনকে শঙ্খ দিলেন। আর সেই স্ফটিক ও মণিরত্নাদির দ্বারা এক অপূর্ব্ব বিচিত্র সভাগৃহ নির্ম্মাণ করলেন।

শিষ্য—সভার আয়তন কত ছিল ? সৌন্দর্য্য, শোভা ও নির্ম্মাণশিল্প কীরূপ ছিল ?

গুরু—সভাগৃহটি ছিল চতুষ্কোণ ; চারিদিকে দশহাজার হাত পরিমাণ। আট সহস্র **কিঙ্কর** নামক রাক্ষস সেই সভা রক্ষা করত। সভার প্রাচীর ও তোরণ রত্নময়, অভ্যন্তর ভাগ বহুবিধ উত্তম দ্রব্য ও চিত্রে সুসজ্জিত ; সভার এক প্রান্তে এক আশ্চর্য্য সরোবর, তার সোপান স্ফটিকের ; বিবিধ মণিরত্নখচিত স্বর্ণময় পদ্ম, মৎস্য ও কূর্ম্মে শোভিত, সভাস্থানের চতুর্দ্দিকে পুষ্করিণী-শোভিত সুন্দর পুষ্পোদ্যান। চৌদ্দ মাসে সভাগৃহটি নির্ম্মিত হয়েছিল।

শিষ্য—পাণ্ডবেরা রাজসূয় যজ্ঞ করবার নির্দেশ পেলেন কার নিকট কী ভাবে ?

গুরু—রাজা যুধিষ্ঠির নানাবিধ মাঙ্গলিক কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক নব নির্ম্মিত সভাগৃহে প্রবেশ করলেন। এমনি সময়ে একদিন দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত। দেবর্ষি প্রশ্নচ্ছলে নানাবিধ রাজনীতি যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিলেন। পরে কথাপ্রসঙ্গে ব্রহ্মলোকের ও স্বর্গের ব্রহ্মা, ইন্দ্র, যম, কুবের বরুণ প্রভৃতি দেবগণের বিচিত্র সভার বর্ণনা করলেন। আরও বললেন—"মহারাজ **হরিশ্চন্দ্র** রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করে পুণ্যবলে

দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় স্থানলাভ করেছেন। তোমার পিতা পাণ্ডুর সহিত দেখা হয়েছিল ; তিনি তোমাকে এই কথা বলতে অনুরোধ করেছেন— পুত্র ! তুমি পৃথিবী জয়ে সমর্থ, ভ্রাতারা তোমার অনুরক্ত ; তুমি রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর ; তাহলে আমি হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় সভায় স্থান পাব। কারণ, যে রাজা রাজসূয় যজ্ঞ করেন, যিনি সংগ্রামে পলায়ন করেন না, আর যিনি তীব্র তপস্যায় দেহত্যাগ করেন, তিনি ইন্দ্রের সভায় স্থানলাভ করেন।

শিষ্য—দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে কী কী রাজনীতি উপদেশ করেছিলেন ?

গুরু—নারদ-প্রদত্ত বহু উপদেশের মধ্যে চতুর্দ্দশটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ—

(১) তোমার দুর্গসকল যেন ধন, ধান্য, জল, অস্ত্র, বস্ত্র, যোদ্ধা ও শিল্পিগণে পরিপূর্ণ থাকে। (২) কঠোর দণ্ড দিয়ে প্রজাগণের অবজ্ঞা-ভাজন হ'য়ো না। (৩) বীর, বুদ্ধিমান, সচ্চরিত্র, অনুরক্ত ব্যক্তিকে সেনাপতি করবে। (৪) সৈন্যগণকে যথাকালে খাদ্য ও বেতন দেবে। (৫) শরণাগত শত্রুকে পুত্রবৎ রক্ষা করবে। (৬) রাজ্যজয় করে যে অর্থ পাবে, যথাযোগ্যভাবে তার ভাগ প্রধান যোদ্ধাগণকে দেবে। (৭) আয়ের এক-তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশে স্বীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করবে। (৮) লোভী, চোর, বিদ্বেষী, অল্পবয়স্ককে কার্য্যভার দেবে না। (৯) রাজ্যের মধ্যে জলপূর্ণ জলাশয় রাখবে যাতে কৃষির জন্য বৃষ্টির উপর নির্ভর করতে না হয়। (১০) কৃষকের যেন বীজ ও খাদ্যের অভাব না হয়, তাহারা যেন অল্প সুদে ঋণ পায়। (১১) নারীদের নিকট কোনো গোপন কথা বলবে না। (১২) অমাত্যগণ যেন ধনীর নিকট থেকে ঘুষ নিয়ে দরিদ্রের প্রতি অবিচার না করে। (১৩) অন্ধ, আতুর ও অক্ষমগণকে

পুত্রের ন্যায় পালন করবে। (১৪) নিদ্রা, আলস্য, ভয়, ক্রোধ, মৃদুতা, দীর্ঘসূত্রতা, এই ছয়টি দোষ পরিত্যাগ করবে।

শিষ্য—যুধিষ্ঠিরের রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা কীরূপ ছিল ?

গুরু—যুধিষ্ঠির ধর্ম্মানুসারে অপক্ষপাতে সকল প্রজার হিতসাধন করতেন ; ক্রোধ ও গর্ব্ব পরিত্যাগ করে তিনি বলতেন—**ধর্ম্মই গৌরবের, ধর্ম্মই প্রশংসার বস্তু। যার যা প্রাপ্য আছে, তাকে তা দাও।** প্রজারা যুধিষ্ঠিরকে পিতার তুল্য জ্ঞান করত ; তাঁর কোনো শত্রু ছিল না, এজন্য তিনি অজাতশত্রু বলে খ্যাত হয়েছিলেন। তিনি ভ্রাতাদের উপর কার্য্যভার দিয়ে তাঁদের সাহায্যে রাজ্য পালন করতেন। বাধুর্ষী (তেজারতি), যজ্ঞকার্য্য, গোরক্ষা, কৃষি ও বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। রাজকরের অনাদায়, করের জন্য প্রজাপীড়ন, ব্যাধি ও অগ্নিভয় ছিল না। রাজকর্ম্মচারীদের মিথ্যাচার শোনা যেত না।

শিষ্য—নারদের মুখে পিতার আদেশ শুনে যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ সম্বন্ধে কী করলেন ?

গুরু—পিতার আদেশ জেনে যুধিষ্ঠির চিন্তান্বিত হলেন। ভ্রাতৃগণ ও মন্ত্রিগণের পরামর্শ চাইলে, তাঁরা সকলেই বললেন—আপনি সম্রাট হবার যোগ্য। পুরোহিত ও মন্ত্রিগণও এ প্রস্তাব সমর্থন করলেন। কিন্তু, যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রণা না নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত করতে সাহসী হলেন না ; কৃষ্ণকে আনবার জন্য দূত সহ রথ পাঠালেন দ্বারকায়।

শিষ্য—শ্রীকৃষ্ণ এসে কি বললেন ?

গুরু—শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন—মহারাজ ! মগধরাজ **জরাসন্ধই** এখন ভারতের **সম্রাট**, প্রতাপশালী **শিশুপাল** তার সেনাপতি। রাজা **দন্তবক্র, করভ, মেঘবাহন, যবনরাজ ভগদত্ত, পৌণ্ড্রক বাসুদেব,**

ভীষ্মক[১] প্রভৃতি জরাসন্ধের অনুগত। বলমদ-দর্পিত জরাসন্ধের ভয়ে যাদবগণ মথুরা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদ্র মধ্যে দ্বারাবতীতে রাজধানী স্থাপন করে বাস করছেন। সে ছিয়াশিজন রাজাকে কারারুদ্ধ করে রেখেছে। একশত সংখ্যক হ'লে দেব পশুপতির নিকট বলিদান করবে। জরাসন্ধ জীবিত থাকতে আপনি রাজসূয় যজ্ঞ করতে পারবেন না।

শিষ্য—জরাসন্ধ কে? তার এরূপ নাম হ'ল কেন?

গুরু—মগধের রাজা **বৃহদ্রথ**; তিনি কাশীরাজের দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। সন্তান না হওয়ায় তিনি **চণ্ডকৌশিক** নামক এক মুনির শরণাপন্ন হলেন। মুনি পুত্রপ্রদ একটি আম্রফল আশীর্ব্বাদ স্বরূপ প্রদান করেন। দুই রাণী তাহার অর্দ্ধ অর্দ্ধ ভাগ ভোজন পূর্ব্বক গর্ভবতী হয়ে অর্দ্ধ অর্দ্ধ সন্তান প্রসব করেন। প্রত্যেক ভাগে একখানি পা, একখানি হাত, একটা চোখ, একটা কান, মস্তকের ও শরীরের অর্দ্ধাংশ ছিল। মনোদুঃখে রাণীরা দেহখণ্ড দুটি নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে পরিত্যাগ করেন। **জরা** নাম্নী এক রাক্ষসী কৌতূহল বশে সেই খণ্ড দুটি একত্র সংযোজিত করতেই একটি অখণ্ডদেহ পুত্রসন্তান রূপে জীবিত হয়ে ওঠে। রাক্ষসী রাজাকে নিঃসন্তান জেনে পুত্রটিকে রাজাকে সমর্পণ করে। জরা রাক্ষসী দ্বারা সন্ধিপ্রাপ্ত অর্থাৎ সংযোজিত, এজন্য পুত্রটির নাম রাখা হয় জরাসন্ধ। চণ্ডকৌশিকের বর ছিল যে এই সন্ধিস্থান বিশ্লিষ্ট না হলে জরাসন্ধের মৃত্যু হবে না।

শিষ্য— শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রণায় যুধিষ্ঠির কী করলেন? জরাসন্ধকে বধের কী উপায় নির্দ্ধারিত হল?

গুরু—যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—জরাসন্ধকে নিধনের উপায় কি? রাজসূয় যজ্ঞই বা কি ক'রে হবে? শ্রীকৃষ্ণ বললেন জরাসন্ধের সৈন্য

১ ভীষ্মক রুক্মিনীর পিতা, শ্রীকৃষ্ণের শ্বশুর।

সংখ্যা তেইশ অক্ষৌহিণী। সম্মুখ যুদ্ধে সসৈন্য তাকে পরাস্ত করা অসম্ভব। এক উপায় আছে। ভীম ও অর্জ্জুনকে আমার সঙ্গে দিন। আমরা গুপ্তভাবে গিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে জরাসন্ধকে নিধন করব। মহাবল ভীম নিশ্চয়ই তাকে বধ করতে পারবেন।

শিষ্য—কী কৌশলে ভীমার্জ্জুন ও কৃষ্ণ জরাসন্ধকে নিধন করেন?

গুরু—কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুন স্নাতক[১] ব্রাহ্মণের বেশে **মগধ** যাত্রা করলেন। তাঁরা রাজধানী **গিরিব্রজপুরে**[২] গুপ্তপথে প্রবেশ করলেন। ব্রাহ্মণ জেনে কেউ রাজপ্রাসাদে প্রবেশে বাধা দিল না। আকৃতি দেখে সন্দিগ্ধ হলেও জরাসন্ধ তাঁদের সম্বর্দ্ধনা করে পরিচয় ও আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন কৃষ্ণ বললেন—আমি কৃষ্ণ, এই দুই জন পাণ্ডুপুত্র ভীম ও অর্জ্জুন। রাজগণকে কারারুদ্ধ করে রেখেছ, রুদ্রের নিকট বলিদানের জন্য। আমরা তোমাকে শাসন ও ধর্ম্মরক্ষা করতে এসেছি। হয় রাজগণকে কারামুক্ত কর, নতুবা দ্বন্দ্বযুদ্ধ বরণ করে মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর। তিন জনের মধ্যে যার সহিত ইচ্ছা যুদ্ধ কর।

জরাসন্ধ ভীমের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ বরণ করল। কার্ত্তিক মাসের প্রথম দিবস থেকে ক্রমাগত চতুর্দ্দশ দিবস রাত্রি পর্য্যন্ত অনাহারে অনিদ্রায় বাহুযুদ্ধ চলেছিল। অবশেষে জরাসন্ধ ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ভীম তাকে দুহাতে তুলে শত বার ঘূর্ণিত ও ভূমিতে নিষ্পিষ্ট করে দুখানি পা টেনে জরাসন্ধের দেহকে দ্বিধা বিভক্ত করলেন। জরাসন্ধ নিহত ও রাজগণ কারামুক্ত হলেন। জরাসন্ধের পুত্র **সহদেবকে** মগধের রাজ-সিংহাসনে স্থাপন করা হল। কৃষ্ণ মুক্ত রাজগণকে নির্দ্দেশ দিলেন—মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করবেন, আপনারা সেই যজ্ঞে উপস্থিত থাকবেন।

---

(১) শিক্ষান্তে গুরুগৃহ থেকে যাঁরা সমাবর্ত্তন করেন, তাঁরাই স্নাতক (২) বর্ত্তমান বিহারের অন্তর্গত রাজগীর।

শিষ্য—জরাসন্ধ বধের পর যুধিষ্ঠির কী করলেন ?

গুরু—রাজসূয় যজ্ঞের উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্রাট পদবী বা রাজচক্রবর্ত্তিত্ব লাভ। তজ্জন্য সকল রাজগণকে বশীভূত করা প্রয়োজন। সাম, দান ভেদ, দণ্ড, এই চারি প্রকার রাজনীতি প্রয়োগ পূর্ব্বক সমস্ত রাজগণকে বশে আনবার জন্য যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণকে দিগ্বিজয়ে পাঠালেন।

শিষ্য—কে কে কোন্ কোন্ দিকে দিগ্বিজয়ে গেলেন ?

গুরু—অর্জ্জুন উত্তর দিকে কুলিঙ্গ, আনর্ত্ত, শাকল দ্বীপ প্রভৃতি জয় করে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর গেলেন। তথায় রাজা ভগদত্তের সহিত আট দিন যুদ্ধ হল। তাকে জয় পূর্ব্বক কর আদায় করে অর্জ্জুন কাশ্মীর, লোহিতদেশ, ত্রিগর্ত্ত, সিংহপুর, চোল, বাহ্লীক, কম্বোজ, দরদ প্রভৃতি জয় করলেন। তারপর কিম্পুরুষবর্ষ, হাটক ও গন্ধর্ব্বদেশ জয় করে হরিবর্ষে গেলেন। এইরূপে সমগ্র উত্তর দিক জয়পূর্ব্বক কর আদায় করে অর্জ্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এলেন।

ভীম সৈন্যবাহিনী নিয়ে গেলেন পূর্ব্বদিকে। তিনি পাঞ্চাল, গণ্ডকী, বিদেহ, দশার্ণ, পুলিন্দনগর, চেদি, কুমার দেশ, কোশল, অযোধ্যা, গোপাল কচ্ছ, উত্তর সোমক, মগধ, অঙ্গ, পুণ্ড্র দেশ, বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, কর্বট, সুহ্ম, ব্রহ্মপুত্র ও পূর্ব সাগরের তীরবর্ত্তী ম্লেচ্ছদেশ জয় করে করস্বরূপ বহু ধনরত্ন আদায় করে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এলেন।

সহদেব দক্ষিণ দিকে বেরিয়ে শূরসেন, মৎস্য, অবন্তী, কুন্তীভোজ, ভোজকট, পাণ্ড্য, কিষ্কিন্ধ্যা জয় করে মাহিষ্মতীপুরে গেলেন। তথাকার রাজা নীলের জামাতা অগ্নিদেবের সহিত যুদ্ধ হল। তৎপরে তিনি কর্ণপ্রাবরক, কালমুখ, একপাদ পুরুষগণকে জয় করে দূত পাঠিয়ে পাণ্ড্য, দ্রাবিড়, ওড্র ও কেরল, অন্ধ্র, কলিঙ্গ প্রভৃতি রাজ্য থেকে কর আদায় করলেন। লঙ্কারাজ বিভীষণও বশ্যতা স্বীকার করে কর

দিলেন। বহু ধনরত্ন, মহার্ঘ্য দ্রব্যাদি নিয়ে সহদেব ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন।

নকুল পশ্চিম দিকে গিয়ে শৈরীষক, মহোত্থ, দশার্ণ, ত্রিগর্ত্ত, মালব, পঞ্চনদ, দ্বারপালপুর জয় করলেন। তৎপরে তিনি মদ্ররাজপুর, শাকল হয়ে সাগরতীরবর্ত্তী ম্লেচ্ছ, পহ্লব ও বর্ব্বরগণকে জয় করে দশ হাজার উষ্ট্রের পিঠে ধনরত্ন ও মহার্ঘ্য বস্তু বোঝাই করে নিয়ে ফিরে এলেন।

এইরূপে চতুর্দ্দিকের যাবতীয় রাজ্যের রাজগণ বিজিত ও রাজসূয় যজ্ঞে আমন্ত্রিত হয়ে কর প্রদান পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের বশ্যতা স্বীকার করলেন।

শিষ্য—যজ্ঞের আরম্ভ ও কার্য্য ব্যবস্থাদি কীরূপ হ'ল ?

গুরু—স্বয়ং ব্যাসদেবের নেতৃত্বে সুসামা, যাজ্ঞবল্ক্য, পৈল্য, ধৌম্য প্রভৃতি ব্রতী হয়ে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে যজ্ঞে দীক্ষিত করলেন। চারিদিক থেকে ব্রাহ্মণগণ ও রাজারা এলেন। অজস্র অন্নদান, ধনরত্নাদি দান, ধেনু, শয্যা, দাসদাসী দান চলতে লাগল।

ভীষ্ম ও দ্রোণ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণায়ক ; বাহ্লীক, ধৃতরাষ্ট্র, সোমদত্ত, জয়দ্রথ হলেন তত্ত্বাবধায়ক ; বিদুরের উপর রইল ব্যয়ের ভার ; দুর্য্যোধনের উপর দেওয়া হল উপহার গ্রহণের কার্য্যভার ; দুঃশাসনের উপর খাদ্য-দ্রব্যের, অশ্বত্থামার উপর ব্রাহ্মণদের সম্বর্দ্ধনার, কৃপের উপর ধনরত্নের ও দক্ষিণা দানের দায়িত্ব এবং রাজাদের সেবাশুশ্রূষার ভার সঞ্জয়ের উপর অর্পিত হল। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নিলেন ব্রাহ্মণগণের পরিচর্য্যা—পাদপ্রক্ষালনের কাজ।

শিষ্য—রাজসূয় যজ্ঞে কোন বিঘ্ন ঘটেনি ?

গুরু—রাজসূয় যজ্ঞের প্রথা ছিল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে অর্ঘ্যপ্রদান। গুরু, পুরোহিত, সম্বন্ধী, স্নাতক, সুহৃৎ ও রাজা এই ছয় ব্যক্তি অর্ঘ্য পাওয়ার যোগ্য। ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে বললেন—এঁদের সকলকে

অথবা এঁদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁকে অর্ঘ্য দিতে পার। ভীষ্মদেবকে যুধিষ্ঠির বললেন, আপনি এঁদের মধ্যে এক জনের নাম করুন, যিনি অর্ঘ্যনীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্ববিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ। ভীষ্ম বললেন —

অসূর্য্যমিব সূর্য্যেণ নির্বাতমিব বায়ুনা।

ভাসিতং হ্লাদিতঞ্চৈব কৃষ্ণেনেদং সদো হি নঃ॥ সভা ৩৫।২৯

সূর্য্য যেমন অন্ধকারময় স্থান উদ্ভাসিত করেন, বায়ু যেমন বায়ুশূন্য স্থানকে আহ্লাদিত করেন, কৃষ্ণ সেইরূপ আমাদের এই সভা আলোকিত, আনন্দিত করে আছেন। ভীষ্ম আরও বললেন—জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে যেমন ভাস্কর, সমাগত সকল লোকের মধ্যে তেমনি তেজঃ, বল ও পরাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ।

তখন যুধিষ্ঠিরের আদেশে সহদেব যথাবিধি শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য দান করলেন। এতে চেদিরাজ **শিশুপাল** ক্রোধে জ্বলে উঠে ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণের নিন্দা করতে লাগল। শিশুপালের বাক্যে রাজগণের মধ্যেও উত্তেজনার ভাব ছড়িয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে একদল শিশুপালের পক্ষ অবলম্বন করল।

শিষ্য—কৃষ্ণকে অর্ঘ্যদানের বিরুদ্ধে শিশুপাল কী কী যুক্তি উত্থাপন করল ?

গুরু—শিশুপাল বলল—কৃষ্ণ রাজা নয়, সে অর্ঘ্য পাবে কেন ? যদি বৃদ্ধ বিচার কর, তবে বসুদেবকে অর্ঘ্য দাও। যদি হিতৈষী বিচার কর, তবে দ্রুপদকে দাও। যদি আচার্য্যকে দিতে চাও, তবে দ্রোণকে দাও। যদি পুরোহিতকে দিতে হয়, তবে দ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে দাও। ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্ম, বীর অশ্বত্থামা, আচার্য্য কৃপ, মহারথ কর্ণ, মহাবল ভীষ্মক—এঁদেরকে অর্ঘ্য দিলে না কেন ?

শিষ্য—শিশুপাল কৃষ্ণের নিন্দা প্রসঙ্গে কী কী বলল ?

গুরু—যে দুরাত্মা জরাসন্ধকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে, তাকে অর্ঘ্য প্রদান করায় যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মাত্মা খ্যাতি নষ্ট হল। কৃষ্ণ! পাণ্ডবেরা অর্ঘ্য দিলেও তুমি অযোগ্য হয়ে তা নিলে কেন? কুকুর যেমন নির্জ্জন স্থানে মৃত দেহ পেয়ে ভোজন করে, তুমি সেরূপ পূজা পেয়ে গৌরব বোধ করছ। নপুংসকের যেমন বিবাহ, অন্ধের যেমন রূপদর্শন, রাজা না হয়েও রাজ-পূজা নেওয়া তোমার পক্ষে তদ্রূপ।

শিষ্য—শিশুপালের নিন্দার উত্তরে কে কী বললেন?

গুরু—ভীষ্ম বললেন—দুই কারণে গোবিন্দ সকলের পূজ্য। বেদ-বেদাঙ্গের জ্ঞান এবং অমিত বিক্রম। দান, দক্ষতা, জ্ঞান, শৌর্য্য, শালীনতা, কীর্ত্তি, উত্তম বুদ্ধি, বিনয়, শ্রী, ধৈর্য্য, ঋদ্ধি, তুষ্টি সমস্তই নিত্য কৃষ্ণে বর্ত্তমান। তিনি ঋত্বিক, গুরু, সম্বন্ধী, স্নাতক, নৃপতি, সুহৃৎ—একাধারে সবই। আমরা এঁর পূজা করেছি। যুধিষ্ঠির! শিশুপাল অনুনয়ের যোগ্য নয়, সে যা ইচ্ছা করুক।

শিষ্য—আর কে কী বললেন?

গুরু—সহদেব বললেন যাঁর পরাক্রম অপ্রমেয়, সেই কেশবকে আমি পূজা করেছি। ওহে রাজগণ! যে তা সইতে পারবে না, তার মাথায় আমি বাম পা রাখছি। রাজারা চুপ করে রইলেন। শিশুপাল কৃষ্ণ ও ভীষ্মের কুৎসিত নিন্দা করতে লাগল। ভীম ক্রুদ্ধ হয়ে শিশুপালকে বধ করতে উদ্যত হলে, ভীষ্ম তাকে নিষেধ করে বললেন, শিশুপাল তোমার বধ্য নয়, কৃষ্ণই ওর নিহন্তা।

শিষ্য—কৃষ্ণই শিশুপালের নিহন্তা কেন?

গুরু—শিশুপালের মাতা কৃষ্ণের মাসী; তিন চক্ষু ও চার হস্ত নিয়ে শিশুপাল জন্মেছিল এবং জন্মকালে গর্দ্দভের ন্যায় চীৎকার করেছিল। দৈববাণী হয়েছিল—যাকে দেখে এর দুখানি অতিরিক্ত হস্ত খসে পড়বে

এবং তৃতীয় নয়নটি বিলুপ্ত হবে, তিনিই হবেন এর নিহন্তা। কৃষ্ণের স্পর্শে তা হয়েছিল। শিশুপালের মা তখন কৃষ্ণের নিকট শিশুপালের প্রাণ রক্ষার জন্য অনুনয় করলে, কৃষ্ণ প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি শিশুপালের এক শত অপরাধ ক্ষমা করবেন। রাজসূয় যজ্ঞে কৃষ্ণবিদ্বেষ ও নিন্দায় তার শতসংখ্যা অতিক্রম করে। তাই কৃষ্ণ তাকে বধ করেন।

শিষ্য—কীরূপে শিশুপাল বধ হ'ল?

গুরু—সমাগত নৃপতিবৃন্দের মধ্যে অনেকেই শিশুপালের পক্ষ সমর্থন করলেন। কৃষ্ণ শিশুপালের বহু অপরাধের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে রাজগণের সমক্ষেই চক্রদ্বারা তার শিরশ্ছেদ করলেন। শিশুপালের দেহ থেকে তেজঃ বেরিয়ে এসে কৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করল। রাজারা স্তব্ধ হয়ে গেলেন। রাজসূয় যজ্ঞ অতঃপর নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হ'ল।

শিষ্য—তৎপরে কী হল?

গুরু—রাজগণ স্বীয় স্বীয় রাজ্যে ফিরে গেলেন। কৃষ্ণ স্বজনগণ সহ দ্বারকায় গেলেন। কিন্তু, দুর্যোধনের হৃদয় ঈর্ষা ও আক্রোশে দগ্ধ বিদগ্ধ হতে লাগল।

শিষ্য—দুর্যোধনের ঈর্ষা ও আক্রোশের কারণ কি?

গুরু—পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য ও পরাক্রম দর্শনে দুর্যোধনের প্রাণে ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হল। উদ্‌ভ্রান্ত মনে স্ফটিক নির্মিত সভাগৃহে ইতস্ততঃ বিচরণ কালে জলকে স্থল ভ্রমে বাপী মধ্যে পতিত হ'ল; প্রাচীরকে দ্বার ভ্রমে ললাটে আঘাত প্রাপ্ত হল; স্থলকে জল ভ্রমে পরিধেয় বস্ত্র উঠিয়ে চলতে লাগল; দর্শকগণ বিশেষতঃ ভীম ও দ্রৌপদী উপহাস করলেন। এইরূপে লাঞ্ছিত হয়ে নিদারুণ মনোদুঃখে সে বিদ্বেষ প্রজ্বলিত হৃদয়ে হস্তিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করল।

শিষ্য—সেখানে গিয়ে দুর্যোধন কী করল?

গুরু—কর্ণ ও শকুনিকে ডেকে দুর্যোধন বলল—আমি আপনাদের সাহায্যে পৃথিবী জয় করব, পাণ্ডবদেরও জয় করে পাণ্ডবসভাও আমি নেব।

শিষ্য—দুর্য্যোধনের প্রস্তাব শুনে কে কী বলল ?

গুরু—শকুনি বলল—পঞ্চপাণ্ডব, বাসুদেব ও সপুত্র দ্রুপদ—এদের তুমি জয় করতে পারবে না। এক উপায় আছে—যুধিষ্ঠির পাশা খেলতে জানে না ; অথচ দ্যূতক্রীড়ায় সখ আছে ; ডাকলেই আসবে। তুমি তাকে দ্যূতক্রীড়ায় আমন্ত্রণ কর। দ্যূতক্রীড়ায় আমার তুল্য নিপুণ কেউ নেই। আমি দ্যূতযুদ্ধে পাণ্ডবদের সর্ব্বস্ব হরণ করে তোমায় দেব। পণই আমার ধনু, অক্ষই আমার বাণ, ক্রীড়া-কৌশলই ধনুর্গুণ, আসনই আমার রথ।

শিষ্য—শকুনির পরামর্শে দুর্য্যোধন কী করল ?

গুরু—কর্ণ ও শকুনির সাহায্যে ধৃতরাষ্ট্রকে নানাভাবে বুঝিয়ে অনুমতি নিয়ে এক বিরাট মনোরম সভাগৃহ নির্ম্মাণ করল। যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে না পেরে মাতা, ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী সহ হস্তিনাপুরে গেলেন।

শিষ্য—যুধিষ্ঠির ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ, তিনি জুয়াখেলার আমন্ত্রণ স্বীকার করলেন কেন ? সত্যই কি দ্যূতক্রীড়ায় তাঁর নেশা ছিল ?

গুরু—ক্ষত্রিয় রাজাদের নিয়ম ছিল—পাশা খেলায় কেহ আমন্ত্রণ করলে তা প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন না। তদুপরি, যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম-নীতিতে অটুট ছিলেন ; জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে তিনি তাঁর অমর্য্যাদা করতে পারেন নি। তাই পাশা খেলায় তিনি যোগদান করতে বাধ্য হলেন। তিনি যে স্বেচ্ছায় সাগ্রহে দ্যূতক্রীড়া স্বীকার করেন নি তা বোঝা যায় তখন, যখন দেখি তিনি হস্তিনার রাজসভায় উপস্থিত হয়ে বলছেন—দ্যূতক্রীড়া শঠতাময় ও পাপজনক, তাতে ক্ষত্রোচিত পরাক্রম

নেই, দ্যূতে কলহ উৎপন্ন হয়, তা নীতিসঙ্গতও নয়। বিশেষতঃ, ধূর্ত্ত শকুনির সহিত তিনি আদৌ খেলতে চাননি ; দুর্য্যোধনের নির্ব্বন্ধে ধূর্ত্ত ধৃতরাষ্ট্রের নির্দ্দেশকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেন নি।

শিষ্য—দ্যূতখেলা কীরূপ হল ? ফলাফলই বা কী হল ?

গুরু—ধূর্ত্ত শকুনির সহিত খেলায় পণ রেখে যুধিষ্ঠির ক্রমাগত হারতে লাগলেন। চারিদিক থেকে দুর্য্যোধনের দল ও শকুনি নানা কথায় যুধিষ্ঠিরকে বিভ্রান্ত ও দ্যূতে উত্তেজিত করতে লাগল। ক্রমে ক্রমে ঐশ্বর্য্য, রাজ্য, রাজধানী, ভ্রাতৃগণ, নিজেকে ও দ্রৌপদী—সকলকে পণ রেখে হেরে গেলেন। সর্ব্বনাশের সূচনা দেখে বিদুর পুনঃ পুনঃ নিষেধ করলেও অগ্রাহ্য হল। দুর্যোধন বিদুরকে বলল—দ্রৌপদীকে নিয়ে এসো, সে আমার গৃহে দাসী বৃত্তি করুক, সে এখন আমাদের দাসী। বিদুর তাকে তিরস্কার পূর্ব্বক এই কার্য্য থেকে নিবৃত্ত করতে চাইলেন। তখন দুর্য্যোধন প্রাতিকামীকে আদেশ করল দ্রৌপদীকে নিয়ে আসতে। তিনি এলেন না। তখন দুর্য্যোধনের আদেশে দুরাত্মা দুঃশাসন অন্তঃপুরে গমন পূর্ব্বক সবলে কেশাকর্ষণ করে একবস্ত্রা রজঃস্বলা দ্রৌপদীকে রাজসভায় নিয়ে এল।

শিষ্য—রাজসভায় কেউ কি এই দুষ্কার্য্যের প্রতিবাদ করল না ?

গুরু—বিদুর প্রারম্ভ থেকে প্রতিবাদ ও তিরস্কার করে পুনঃ পুনঃ বাধা দিচ্ছিলেন। দ্রৌপদী সভায় আনীতা হয়ে দুষ্কার্য্যের প্রতিকার প্রার্থনা করলেন। দুর্য্যোধনের ভ্রাতা বিকর্ণ দ্রৌপদীর পক্ষ সমর্থন করল —দ্রৌপদী জিতা নন, যুধিষ্ঠির আগে নিজেকে পণ রেখে হেরেছেন। তিনি কী প্রকারে দ্রৌপদীকে পণ রাখতে পারেন ? কর্ণ বিকর্ণকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল। অন্য কেহ কোনো কথাই বলল না। ভীষ্ম দ্রৌপদীর প্রশ্নের উত্তরে বললেন—ধর্ম্মের গতি অতি সূক্ষ্ম, আমি কিছু স্থির করতে পারছি নে ; ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা কর।

পাণ্ডবরা পণবদ্ধ অবস্থায় নীরব ; ভীম মধ্যে মধ্যে অসহিষ্ণু হয়ে উঠলে অর্জ্জুন তাঁকে শান্ত করতে লাগলেন। কর্ণের আদেশে দুঃশাসন দ্রৌপদীর পরিধেয় বস্ত্র হরণের চেষ্টা করতে লাগল। কর্ণ পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদীকে নানা দুর্ব্বাক্য বলল—পঞ্চপতি যার সে তো বারবনিতা ! পাণ্ডবগণ এখন তো ষণ্ডতিল[১], তাদেরকে ভয় কীসের ? দুঃশাসন ! তুমি পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ কর। দুর্যোধন পরিহাস করে দ্রৌপদীকে স্বীয় উরুদেশ প্রদর্শন করল ; ভীম ক্রোধোন্মত্ত হয়ে ভীষণ গর্জ্জন পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করল—আমি যদি রণক্ষেত্রে দুষ্ট দুর্যোধনের উরুদ্বয় গদাঘাতে চূর্ণ এবং দুরাত্মা দুঃশাসনের বক্ষোরক্ত পান না করি, তবে যেন আমার পিতৃপিতামহের গতি না হয়। দ্রৌপদী নিরুপায় ও বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হয়ে—হে গোবিন্দ ! হে মধুসূদন ! বলে আর্ত্তনাদ করতে লাগলেন। বিস্ময়ের সহিত সকলে দেখল—দুঃশাসনের আকর্ষণে দ্রৌপদীর শরীর থেকে শ্বেত, নীল, পীত ও রক্তবর্ণের বস্ত্র অজস্র নির্গত হতে লাগল। রাজসভায় বস্ত্র স্তূপীকৃত হয়ে গেল। দুঃশাসন শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল। সভাস্থ জনগণ বিস্মিত ও ভীত হ'ল। চারিদিকে গর্দ্দভ শৃগালাদি ডেকে উঠল। নানাবিধ অশুভ লক্ষণ দেখা গেল। ধৃতরাষ্ট্র ভীত হয়ে দ্রৌপদীকে নানাবিধ মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করে বর দিতে চাইলেন। দ্রৌপদীর প্রার্থনায় ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে রাজ্যৈশ্বর্য্য সহ মুক্তিদান পূর্ব্বক রাজধানীতে ফিরে যেতে অনুমতি দিলেন।

শিষ্য—অতঃপর পাণ্ডবরা কী করলেন ?

গুরু—পাণ্ডবরা ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে যাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে দুর্যোধনাদির পরামর্শ ও অনুরোধে বিচলিত ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় দূত পাঠিয়ে পাণ্ডবগণকে পাশাখেলায় আহ্বান করলেন। পাণ্ডবরা পুনরায় হস্তিনায়

(১) ষণ্ডতিল—বীজশূন্য তিলের খোসা।

এলেন। এবার পণ রইল—পরাজিতের দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বর্ষ অজ্ঞাতবাস। অজ্ঞাতবাস কালে জ্ঞাত হলে পুনরায় দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বর্ষ অজ্ঞাতবাস। যুধিষ্ঠির হেরে গেলেন। পাণ্ডবগণ রাজ্য ত্যাগ করে দ্রৌপদীকে নিয়ে বনবাসে গেলেন।

শিষ্য—দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার সময়ে ভীষ্ম নীরব ছিলেন কেন? তিনি বাধা দিলে কি দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি দ্রৌপদীকে নির্য্যাতনে সাহসী হত?

গুরু—এক্ষেত্রে ভীষ্মের নীরবতা, তথা 'ধর্মের গতি অতি সূক্ষ্ম' 'ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বলুন', 'আমি দুর্যোধনের অন্নদাস'—ইত্যাদি বলে এড়িয়ে যাওয়া সত্যই দুর্বোধ্য। দুটি কারণ অনুমান করা যেতে পারে:—(১) ভীষ্ম মহাপ্রাজ্ঞ ব্যক্তি; তিনি হয়ত জানতেন—এই পাশাখেলা তথা দ্রৌপদীর লাঞ্ছনাকে সূত্র করেই পাপিষ্ঠ ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস হবে। সুতরাং, বিধাতৃবিধান জেনে নিশ্চেষ্ট ছিলেন। (২) নিয়তির বাধ্য জগৎ, নিয়তির হাতের পুতুল ভীষ্মও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। নিয়তির বশে একদিন পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রও স্বর্ণমৃগের মোহে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। আরও একটা কারণ অনুমান করা যায়। (৩) ভীষ্ম কৌরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষের অভিভাবক। রাজসভায় দ্রৌপদীর অপমান নিয়ে উভয় পক্ষ উত্তেজিত, এরূপ ক্ষেত্রে তিনি যদি পাণ্ডবপক্ষ সমর্থন করেন, দুর্য্যোধনের নিন্দা করেন তবে তো সভাক্ষেত্রই কুরুক্ষেত্রে পরিণত হয়ে যেত। সেজন্যেই তিনি নীরব থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন।

শিষ্য—দ্রৌপদীর প্রতীকার প্রার্থনায় যুধিষ্ঠির কোনো উত্তর দিলেন না কেন?

গুরু—তিনি তো পণ রেখে দ্রৌপদীকে হেরেছেনই। দ্বিতীয়তঃ—

ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি অভিভাবকগণ সভায় উপস্থিত। তাঁদের সামনেই তো তাঁদেরই কুলবধূ লাঞ্ছিতা হচ্ছে ; তাঁরা যদি প্রতিবিধান না করেন, তবে যুধিষ্ঠিরের বলবার বা করবার কী আছে ?

শিষ্য—পাণ্ডবরা দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা বিনা প্রতিবাদে সহ্য করলেন কেন ?

গুরু—রাজসূয় যজ্ঞের পরে এক দিন মহর্ষি বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় গিয়ে বলেছিলেন—(১) অদ্যাবধি **ত্রয়োদশ বর্ষান্তে তোমাকে উপলক্ষ্য করে সমগ্র ক্ষত্রিয়কুল কুরুক্ষেত্রে মহাসমরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।** এই মহা সর্ব্বনাশের সংবাদে যুধিষ্ঠিরের কোমল প্রাণ অতিমাত্র শোকগ্রস্ত হয়। তিনি ভ্রাতৃগণের নিকট প্রতিজ্ঞা করেন, **আমি কায়মনোবাক্যে কদাচ কারো বিরুদ্ধাচরণ করব না।** এই প্রতিজ্ঞার বশেই পাণ্ডবগণ যাবতীয় অপমান নীরবে সয়েছিলেন। (২) ভীম ক্রুদ্ধ ও দণ্ডদানে উদ্যত হলেও বস্তুতঃ সেখানে পাণ্ডবগণ নিঃসহায়। (৩) বিশেষতঃ পাণ্ডবগণের নিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে ও অননুমোদনে তাঁরা কিছু করতে পারেন না।

সভাপর্ব্ব সমাপ্ত

বনপর্ব্ব

প্রথম অধ্যায়

শিষ্য—পাণ্ডবগণ কি পরিবারবর্গ সহ বনে গেলেন? তাঁদের বনবাসে গমন কালে হস্তিনাপুর ও ইন্দ্রপ্রস্থের পৌরবর্গ কি ক'রল?

গুরু—বৃদ্ধা মাতা কুন্তীকে বিদুরের নিকট রেখে পাণ্ডবগণ বনে গেলেন। পাপরাজ্যে বাস করব না, বলতে বলতে শোকার্ত্ত পুরবাসিগণ তাঁদের সঙ্গে যেতে চাইল। যুধিষ্ঠির মধুর ও বিনয় বাক্যে তাঁদের প্রতিনিবৃত্ত করলেন। কিন্তু, শিষ্য ও পরিজন সহ কতক ব্রাহ্মণ তাঁদের সঙ্গ কিছুতেই ত্যাগ করতে চাইলেন না। যুধিষ্ঠির চিন্তিত হলেন, কীরূপে তাঁদের ভরণ পোষণ করবেন। ব্রাহ্মণগণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, আপনি চিন্তা করবেন না; আমাদের খাদ্য আমরাই সংগ্রহ করে নেব। কিন্তু যুধিষ্ঠির বললেন—আমি গৃহাশ্রমী, অনুগত জনকে কীরূপে পালন না করে পারি? তৃণাসন, ভূমি, জল ও মধুর বাক্য—এই চারিটির অভাব সজ্জনের গৃহে কদাচ হয় না। (১) আর্ত্ত ব্যক্তিকে শয্যা, শ্রান্তকে আসন, তৃষিতকে জল, ক্ষুধিতকে আহার দিতে হবে। গৃহস্থের পক্ষে এরূপ আচরণ পরম ধর্ম্ম।

শিষ্য—অনুগত ব্রাহ্মণগণের খাদ্য সংস্থানের জন্য যুধিষ্ঠির কী করলেন?

গুরু—যুধিষ্ঠিরকে চিন্তিত দেখে পুরোহিত ধৌম্য তাঁকে সূর্য্যের আরাধনা শিখিয়ে দিলেন। যুধিষ্ঠির তপস্যায় সূর্য্যকে প্রসন্ন করলেন।

---

(১) তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সুনৃতা।
সতামেতানি গেহেষু নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন ॥—বন ২।৫২

সূর্য্য তাঁকে এক তাম্রপাত্র দিলেন। সেই পাত্রে খাদ্য পাক করলে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত দ্রৌপদী ভোজন না করতেন, ততক্ষণ যত লোকই ভোজন করুক না কেন, খাদ্য নিঃশেষিত হত না। বনবাসকালে প্রতিদিন বিশ সহস্র ব্রাহ্মণগণকে ও ঋষিগণকে ভোজন করিয়ে পরিশেষে দ্রৌপদী ভোজন করতেন।

শিষ্য—সূর্য্যদেব পাত্র দিলেন, পাত্রের গুণে খাদ্য প্রয়োজন মত যথেচ্ছ বৃদ্ধি পেত দ্রৌপদীর না খাওয়া পর্য্যন্ত—এ বিশ্বাস করি কীরূপে ?

গুরু—দৈবশক্তির প্রভাবে এই সবই সম্ভব ; অবিশ্বাসের কিছু নাই। তথাপি যদি বিশ্বাস না কর, তবে রূপক ভেবে নাও। পাণ্ডবগণ মৃগয়া ক'রে যথেষ্ট পশু ও ফলমূল আনতেন। আর দ্রৌপদী তাঁদের পাচক ও পরিচারকগণ সহ রন্ধন পূর্ব্বক সহস্র সহস্র লোককে আহার্য্যদানে তৃপ্ত করতেন। সর্ব্বশেষে দ্রৌপদী ভোজনান্তে যখন বিশ্রাম করতেন তখন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকত না। এই ব্যাপারকেই হয়ত রূপকে বলা হয়েছে।

শিষ্য—পাণ্ডবগণ বনে গেলে ধৃতরাষ্ট্র কী করলেন ?

গুরু—পাশাখেলার কালে বিদুরই একমাত্র এর কু-পরিণামের চিত্র দেখিয়ে দুষ্কার্য্যের প্রতিবাদ করেছিলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র চাইলেন বিদুরকে স্বীয় অনুগত করে নিতে, যাতে পাণ্ডবগণের প্রতি তাঁর সস্নেহ পক্ষপাত না থাকে। হিত-পরামর্শ চাইলে তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, যদি মঙ্গল চান তবে পাণ্ডবদের রাজ্য তাদের ফিরিয়ে দিন ; দুঃশাসন সভার মধ্যে দ্রৌপদী ও ভীমের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুক। বিদুরের বাক্যে ধৃতরাষ্ট্র রুষ্ট হয়ে বললেন—বিদুর ! তুমি পাণ্ডবদের হিতকারী, আমার পুত্রগণের অহিত-চিন্তক ; তোমাকে আমি চাই না, তুমি যথা

ইচ্ছা চলে যেতে পার। এমন ভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে বিদুর হস্তিনাপুর ত্যাগ করে সরস্বতী নদীর তীরে কাম্যক বনে পাণ্ডবদের কাছে চলে গেলেন।

শিষ্য—ভীষ্মাদি যেখানে প্রতিবাদ করেন নি সেখানে বিদুর কীরূপে প্রতিবাদ পূর্ব্বক সত্য ও ন্যায় বিচারের কথা শুনিয়েছিলেন?

গুরু—বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের ভ্রাতা ও মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু, তিনি ধৃতরাষ্ট্র বা দুর্য্যোধনের নিকট কোনো কিছুর প্রার্থী ছিলেন না। তাদের অন্নও গ্রহণ করতেন না। ভিক্ষা দ্বারা সংগৃহীত অন্নই ছিল তাঁর জীবিকা। শাস্ত্রে তাকে বলে অপরিগ্রহ সাধনা। সাদা কথায় বলে—"নুন খেলে গুণ গাইতে হয়।" কারো নিকট থেকে কিছু গ্রহণ করলে বা কারো নিকট উপকৃত হলে বাধ্যবাধকতা এসে যায়। তখন তার অন্যায় জেনে দেখেও নির্ভীক ও নিরপেক্ষ ভাবে সত্য, ন্যায় ও হিত কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় না। বিদুরের কোনো বাধ্যবাধকতা না থাকায় তিনি সত্য, ন্যায় ও হিত কথা নির্ভীক ও অসঙ্কুচিত ভাবে বলতে পারতেন। ভীষ্ম স্বীকার করেছিলেন—আমি দুর্য্যোধনের অন্নদাস; আমার বুদ্ধি মলিন; আমি তার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারি না। শাস্ত্রে বলে—দুর্জ্জনের অন্ন গ্রহণ করলে বুদ্ধি মলিন ও তমোভাবাপন্ন হয়।

শিষ্য—বিদুর পাণ্ডবদের কাছে চলে গেলে ধৃতরাষ্ট্র কী করলেন?

গুরু—দুর্য্যোধনাদি খুসী হল—আপদ গেছে ভেবে। ধৃতরাষ্ট্র ভীত হলেন। ধৃতরাষ্ট্র জানতেন—বিদুরের ন্যায় বিচক্ষণ মন্ত্রী দুর্লভ। পরাক্রান্ত ও জাতক্রোধ পাণ্ডবগণ যদি বিদুরের ন্যায় বিচক্ষণ মন্ত্রীর সহায়তা প্রাপ্ত হয়, তবে দুর্য্যোধনাদির মহাভয়ের কারণ হবে। কিন্তু, বাইরে সে কথা প্রকাশ না করে, বিদুরের বিচ্ছেদে দারুণ শোকের ভাণ দেখিয়ে বললেন—সঞ্জয়! বিদুরের বিচ্ছেদে প্রাণ যায়, তুমি সত্বর ভাই

বিদুরকে এনে আমার প্রাণ রক্ষা কর। সঞ্জয় পাণ্ডব সন্নিধানে গিয়ে বিদুরকে ধৃতরাষ্ট্রের অবস্থা জানাতেই বিদুর পাণ্ডবদের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন।

শিষ্য—বিদুর পাণ্ডবগণকে কোনো হিতকর উপদেশ দিয়েছিলেন কি?

গুরু—বিদুর যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিলেন—(১) **শত্রু কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত হয়েও যে সহিষ্ণুভাবে কাল প্রতীক্ষা করে, সে সমস্ত পৃথিবী ভোগ করে। (২) সহায়দের সঙ্গে যে সমভাবে বিষয় ভোগ করে, সহায়রা তার দুঃখেরও অংশভাগী হয়। সহায় সংগ্রহের এই উপায়; তাতেই রাজ্যলাভ। (৩) অনর্থক কথা বলবে না, আত্মশ্লাঘা করবে না। এরূপ আচরণেই রাজারা সমৃদ্ধি লাভ করেন।**

শিষ্য—বিদুর হস্তিনায় ফিরে গেলে ধৃতরাষ্ট্র-দুর্য্যোধনাদি কী করল?

গুরু—বিদুর ফিরে এলে ধৃতরাষ্ট্র নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁকে আদর করে সান্ত্বনা দিলেন। কিন্তু, দুর্য্যোধনাদি ভাবল—অপদার্থ আবার এসেছে; আবার হয়ত পাণ্ডবদের পক্ষ সমর্থন করে কোন মন্ত্রণা দিয়ে অন্ধের মতি বিভ্রান্ত করে দিতে পারে। তাই দুর্য্যোধন কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসনকে বলল—যদি পাণ্ডবেরা ফিরে আসে তবে আমি বিষ খেয়ে, গলায় দড়ি বেঁধে, জলে ডুবে বা আগুনে পুড়ে মরব। শকুনি বলল—কোনো ভয় নেই। পাণ্ডবরা সত্যসন্ধ, ধার্ম্মিক; তারা তোমার পিতার অনুরোধেও ফিরে আসবে না। কর্ণ বললো—পাণ্ডবরা এখন সহায়-সম্বলহীন। আমরা সশস্ত্র, সবাহিনী গিয়ে তাদের বধ করব। কর্ণের প্রস্তাবে তারা যুদ্ধের আয়োজন করতে লাগল।

শিষ্য—সত্যই দুর্য্যোধন-কর্ণাদি কি পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য গিয়েছিল?

গুরু—না। তারা যখন প্রস্তুত হচ্ছে, এমন সময়ে সব কথা জানতে পেরে বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রের নিকট এসে বললেন—তোমার পুত্রগণ পাণ্ডবদের আক্রমণ করতে উদ্যোগী হয়েছে ; তাদের নিষেধ কর। নতুবা পাণ্ডবদের প্রতি দুর্যোধনের এই বিদ্বেষ যদি তুমি উপেক্ষা কর, তবে তোমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হবে।

শিষ্য—বেদব্যাস দুর্য্যোধনকে স্বয়ং কিছু বলেছিলেন ?

গুরু—অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র ব্যাসদেবকে বলেছিলেন যে তিনি যেন স্বয়ং দুর্যোধনকে উপদেশ দেন। ব্যাসদেব বললেন—আমি কিছু বলব না ; মৈত্রেয় ঋষি আসবেন, তিনি দুর্যোধনকে উপদেশ দেবেন।

শিষ্য—মৈত্রেয় এসে কী বললেন ?

গুরু—ঋষি মৈত্রেয় এসে মিষ্টবাক্যে দুর্যোধনকে বললেন—রাজা ! তোমার হিতের জন্য বলছি—তুমি পাণ্ডবদের সহিত বিরোধ ক'রো না। পাণ্ডবরা তেজস্বী, সত্যব্রত, বিক্রমশালী। ভীম কির্মীর রাক্ষসকে ক্ষুদ্র পশুর ন্যায় বধ করেছে। সে জরাসন্ধকেও বধ করেছিল। বাসুদেব যাদের আত্মীয়, ধৃষ্টদ্যুম্নাদি যাদের শ্যালক, তাদের সহিত যুদ্ধে কে পারবে ? দুর্যোধন স্বীয় উরুতে চপেটাঘাত করতে করতে অধোবদনে ভূমিতে পদাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে রেখা আঁকতে লাগল। ঋষি মৈত্রেয় ক্রোধে রক্তলোচন হয়ে জল স্পর্শ করে অভিশাপ দিলেন—এই অহংকারের ফল শীঘ্রই পাবে। ভীম মহাযুদ্ধে গদাঘাতে তোর উরু ভগ্ন করবেন। ধৃতরাষ্ট্র ঋষিকে প্রসন্ন করবার চেষ্টা করলে তিনি বললেন—দুর্যোধন যদি পাণ্ডবদের সহিত সদ্ব্যবহার করে ও শান্তভাবে চলে, তবে আমার শাপ ফলবে না।

শিষ্য—কিৰ্ম্মীর কে ? পাণ্ডবেরা কোথায় তাকে কীজন্য বধ করেছিলেন ?

গুরু—কির্মীর বক রাক্ষসের ভ্রাতা এবং হিড়িম্ব রাক্ষসের আত্মীয়।

পাণ্ডবগণ কাম্যক বনে প্রবেশ করলে, সেখানে দলবল সহ কির্ম্মীর তাঁদের আক্রমণ করে। ভীম তাকে ভীষণ যুদ্ধে নিহত করলেন। সবাহিনী কির্ম্মীরের নিধনে বন নিষ্কণ্টক হলে পাণ্ডবগণ দ্রৌপদী সহ তথায় বাস করতে লাগলেন।

শিষ্য—পাণ্ডবগণ রাজ্য হারিয়ে যখন বনে গেলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ, ধৃষ্টদ্যুম্নাদি আত্মীয়গণ কী করলেন ?

গুরু—পাণ্ডবদের বনবাস-বার্ত্তা শুনে ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয়-গণ, পাঞ্চালরাজের পুত্রগণ, চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু এবং কেকয়রাজপুত্রগণও কাম্যক বনে পাণ্ডবদের দেখতে এলেন। বাসুদেবকে পুরোবর্ত্তী করে তাঁরা যুধিষ্ঠিরের চতুর্দ্দিকে বসলেন। কৃষ্ণ ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে বললেন, আমি দ্বারকায় উপস্থিত ছিলাম না; শাল্ব দৈত্যের সহিত যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলাম। নতুবা, দ্যূতক্রীড়া হতে দিতাম না। যারা তোমার এই দুর্দ্দশা করেছে, যুদ্ধভূমি সেই দুরাত্মা দুর্য্যোধনাদির শোণিত পান করবে। আমরা যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে অভিষিক্ত করব। অর্জ্জুন বহু স্তবস্তুতি করে ক্রুদ্ধ কৃষ্ণকে শান্ত করলেন। তখন কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বললেন—অর্জ্জুন! তুমি আমারই, আমি তোমারই। তোমাকে যে দ্বেষ করে, সে আমাকেও করে। যে তোমার অনুগত, সে আমারও অনুগত।

শিষ্য—দ্রৌপদী কৃষ্ণকে কী বললেন ?

গুরু—দ্রৌপদী কৃষ্ণকে বললেন, তুমি স্বয়ং ঈশ্বর; কিন্তু প্রণয়বশে আমি তোমাকে বলছি—আমি পাণ্ডবদের ভার্য্যা, তোমার সখী, ধৃষ্ট-দ্যুম্নের ভগিনী, তথাপি দুঃশাসন আমার কেশাকর্ষণ ক'রে রাজসভায় টেনে নিয়ে গেল! আমি একবস্ত্রা, লজ্জায় কাঁপছি দেখে দুরাত্মগণ হেসে উঠল। পাণ্ডবগণ, পাঞ্চালগণ, বৃষ্ণিগণ বেঁচে থাকতে আমার এই লাঞ্ছনা! দ্রৌপদী উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ ক'রে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—মধুসূদন! আমার পতি নেই, পুত্র নেই, বান্ধব, ভ্রাতা, পিতা নেই, তুমিও নেই!

শিষ্য—দ্রৌপদীর কাতর ক্রন্দন শুনে কৃষ্ণ তাঁকে কী বলে সান্ত্বনা দিলেন ?

গুরু—কৃষ্ণ বিচলিত হ'য়ে বললেন—ভাবিনি ! তুমি যাদের উপর ক্রুদ্ধা হয়েছ, অর্জ্জুনের শরে নিহত হ'য়ে তারা রণক্ষেত্রে শৃগাল গৃধ্রাদির খাদ্য হবে। তুমি শোক ক'রো না। কৃষ্ণে ! আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করছি, তুমি রাজগণের রাজ্ঞী হবে। যদি আকাশ পতিত হয়, হিমালয় শীর্ণ হয়, পৃথিবী খণ্ড বিখণ্ড হয়, সমুদ্র শুষ্ক হয়, তথাপি আমার বাক্য ব্যর্থ হবে না।

শিষ্য—শাল্ব কে ? সে দ্বারকা আক্রমণ করেছিল কেন ? শ্রীকৃষ্ণ তাকে কিভাবে নিহত করেন ?

গুরু—শাল্ব এক মহাপরাক্রান্ত দৈত্য, সৌভপুরীর রাজা। পশ্চিম সমুদ্র মধ্যস্থ দ্বীপে তার রাজধানী ছিল। শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালকে বধ করেছেন শুনে শাল্ব চতুরঙ্গিনী সেনা ও বিমানবাহিনী নিয়ে দ্বারকা আক্রমণ ও অবরোধ করে। কৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে উগ্রসেন সেনাপতি-গণের সহায়তায় পুরীরক্ষার জন্য সুরাপান ও নৃত্যগীত বন্ধ করলেন ; সমস্ত সেতু ভেঙে দিলেন ; নৌকায় যাতায়াতও বন্ধ করে দেওয়া হল ; সৈন্যদের বেতন ও পরিচ্ছদ দিয়ে সন্তুষ্ট করা হল। বিমান-আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য অবরুদ্ধ দ্বারকাবাসী মাটির নীচে সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক রাত্রিকালে বাস করতে লাগল। শাল্বের সহিত যুদ্ধে যদুবীরগণ পরাস্ত হলেন। রাজসূয় যজ্ঞ থেকে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে না যাওয়া পর্য্যন্ত দ্বারকাপুরী এমনি ভাবে অবরুদ্ধ ও উপদ্রুত ছিল।

শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে শাল্বের চতুরঙ্গিণী সেনা বিধ্বস্ত করে দ্বারকাপুরীকে মুক্ত করলেন। কিন্তু, বিমানবাহিনীর আক্রমণ বন্ধ করতে পারলেন না। তখন দেবর্ষি নারদের পরামর্শে শ্রীকৃষ্ণ শাল্বের রাজধানী সৌভপুরী

আক্রমণ পূর্ব্বক সৌভবিমানগুলি ধ্বংস করে শাল্বকে সুদর্শন চক্রে নিহত করেন।

শিষ্য—শ্রীকৃষ্ণই কি দ্বারকার রাজা ছিলেন ?

গুরু—না, দ্বারকা রাজ্য রাজতন্ত্র ছিল না ; দ্বারকা ছিল প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র। শাসন পরিষদের সর্ব্বাধ্যক্ষ বা প্রেসিডেণ্ট ছিলেন উগ্রসেন, কংসের পিতা। তথাপি, শ্রীকৃষ্ণই ছিলেন যথার্থতঃ সর্ব্বাধিনায়ক।

শিষ্য—বনবাসকালে পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর মন কি কৌরবদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হ'ত না ? তাদের মধ্যে কীরূপ আলাপ আলোচনা হ'ত ?

গুরু—লাঞ্ছিতা, অপমানিতা দ্রৌপদীর অন্তর সর্ব্বদা ক্রোধানলে দগ্ধ বিদগ্ধ হত। দ্বৈতবনে বাসকালে তিনি স্বীয় লাঞ্ছনা ও পতিগণের দুর্দ্দশার চিত্র দেখিয়ে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে উত্তেজিত করতে চাইতেন ; বলতেন ক্ষাত্রিয়ের ক্রোধশূন্য হওয়া উচিত নয়। বলির প্রশ্নের উত্তরে প্রহ্লাদ বলেছিলেন—সর্ব্বদা তেজঃ ভাল নয়, সর্ব্বদা ক্ষমাও ভাল নয়। ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেরা যা করেছে, তা কি ক্ষমার যোগ্য ?

যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে অতিমাত্র উত্তেজিত দেখে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ক্রোধ থেকে শুভাশুভ দু-ই হয় ; ক্রোধ স'য়ে থাকলে মঙ্গল হয়। ক্রুদ্ধ লোকের অকার্য্য কিছুই নেই। ক্রোধ মহাপাপ। ক্রোধবশে লোকে অবধ্যকে বধ করে, বধ্যকে পূজা করে, আত্মহত্যা করে, গুরুজনকে হত্যা করে।

"ক্রোধ সম পাপ দেবি না আছে সংসারে।
প্রত্যক্ষ শুনহ ক্রোধ কত পাপ ধরে॥
ক্রোধে পাপ ক্রোধে তাপ ক্রোধে কুলক্ষয়।
ক্রোধে সর্ব্বনাশ হয় ক্রোধে অপচয়॥

থাকুক অন্যের কার্য্য আত্মা হয় বৈরী।
বিষ খেয়ে মরে লোক অস্ত্র অঙ্গে মারি ॥
হেন ক্রোধ যেইজন জিনিবারে পারে।
ইহকাল পরকাল অনায়াসে তরে ॥" —কাশীরাম দাস

এর পরেও দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে বললেন—মহারাজ! আপনি যে সমগ্র জীবন ধ'রে দান, যজ্ঞ, ধর্ম্মকর্ম্মাদি করলেন, তাতে হ'ল কী? দুষ্টেরা আপনার সর্ব্বস্ব হরণ করে নিয়ে ভোগ করছে, আর আপনি ভ্রাতৃগণ ও পত্নী সহ বনবাসে দুঃখ ভোগ করছেন! এই কি ধর্ম্মের ফল? এই কি বিধাতার ন্যায়বিচার?

যুধিষ্ঠির বললেন—দ্রৌপদি! তুমি মাত্রা ছাড়িয়ে তর্ক করছ। ধর্ম্মের প্রতি সন্দেহ ক'রো না, তাতে পশুগতি লাভ হয়। তুমি মূঢ়তার বশে বিধাতার নিন্দা ক'রো না। আমি ধর্ম্মের ফল অন্বেষণ করিনে। দাতব্য বলেই দান করি, কর্ত্তব্য বলেই যজ্ঞ করি, ফলের আকাঙ্ক্ষা না করেই আমি গার্হস্থ্যাশ্রমের কর্ত্তব্য পালন করি। যে লোক ধর্ম্মকে দোহন ক'রে ফল পেতে চায়, সে নাস্তিক ও সংশয়বাদী; সে ধর্ম্মের ফল পায় না।

মহাবল ভীমসেন মধ্যে মধ্যে অতিমাত্র উত্তেজিত হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বহু কটুকাটব্য বলতেন, মহারাজ! পণ্ডিতমূর্খের ন্যায় অবিরত শাস্ত্রের অনুসরণ ক'রে আপনার বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে। ক্ষত্রিয় হয়েও আপনি ব্রাহ্মণের মত দয়ালু হয়ে গেছেন। ভীম যুক্তি দিয়ে বললেন, সোমলতার বিকল্পে যেমন পুঁইয়ের লতা ব্যবহৃত হতে পারে, তেমনি আমরা তেরো মাসকে তেরো বছরের বিকল্প করে নিতে পারি। তার পরেই বাহুবলে আমরা শত্রুগণকে পরাজিত করে রাজ্য পুনরধিকার করতে পারি।

যুধিষ্ঠির তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন—উত্তমরূপে মন্ত্রণা আর বিচার না করে শুধু বিক্রমের দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয় না। দৈবও তাতে অনুকূল হয় না। কেবল বলদর্পে চঞ্চল হয়ে কাজ আরম্ভ করা উচিত নয়, দুর্য্যোধনের সামরিক বল যথেষ্ট। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ পক্ষপাতহীন হলেও, তাঁরা অন্নদাতা ধৃতরাষ্ট্রের জন্য প্রাণপাত করবেন। কর্ণ অভেদ্য কবচকুণ্ডলে অজেয়। দিগ্বিজয় কালে যারা বশীভূত হয়েছিল, সেই সকল রাজারা এখন তাদের পক্ষে। এই সব মহাপরাক্রান্ত অজেয় বীরগণকে জয় না করে দুর্য্যোধনকে পরাজিত করতে পারবে না। ভীম বিষণ্ন মনে স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

শিষ্য—পাণ্ডবেরা সামরিক বল বৃদ্ধির জন্য কীরূপ কী চেষ্টা করলেন ?

গুরু—ব্যাসদেব এক দিন গিয়ে যুধিষ্ঠিরকে "প্রতিস্মৃতি" নাম্নী বিদ্যা শিখিয়ে দিয়ে বললেন—এই বিদ্যার প্রভাবে অর্জ্জুন ইন্দ্র, রুদ্র, বরুণ, কুবের ও যমের নিকট যাক। এক বনে অধিক দিন বাস করা উচিত নয় ; তোমরা এখন কাম্যক বনে যাও।

শিষ্য—অর্জ্জুন প্রতিস্মৃতি বিদ্যা শিখে কোথায় গিয়ে কী করলেন ?

গুরু—কাম্যক বনে গিয়ে একদা যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে বললেন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ ও অশ্বত্থামা ধনুর্বেদ-বিশারদ অজেয় বীর দুর্য্যোধনের পক্ষে। সমস্ত পৃথিবীই এখন তার বশ। আমাদের নির্ভরস্থল তুমি। আমি ব্যাসদেবের নিকট মন্ত্র লাভ করেছি। তুমি সেই মন্ত্র শিক্ষা পূর্ব্বক উত্তর দিকে গিয়ে কঠোর তপস্যা কর। সমস্ত দিব্যাস্ত্র ইন্দ্র, রুদ্র, যম, বরুণ ও কুবেরের নিকট থেকে লাভ করতে পারবে। অর্জ্জুন প্রতিস্মৃতি বিদ্যা শিক্ষা পূর্ব্বক হিমালয়ে আরোহণ করে গন্ধমাদন পার হয়ে

ইন্দ্রকীল পর্ব্বতে উপস্থিত হলেন ; দেখলেন—এক জটাধারী তপস্বী বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট। তিনি বললেন—এই শান্ত তপোবনে অস্ত্রধারী হয়ে কেন এসেছ ? অর্জ্জুন নিজের বৃত্তান্ত জানালেন। তপস্বী আত্মপরিচয় দিয়ে সহাস্যে বললেন—আমি ইন্দ্র, তুমি তপঃপ্রভাবে যখন ভূতনাথ ত্রিলোচনের দর্শন পাবে তখন তোমাকে সমস্ত দিব্যাস্ত্র দেব।

শিষ্য—অর্জ্জুন কীরূপে মহাদেবের দর্শন পেলেন ? কীরূপেই বা বর লাভ করলেন ?

গুরু—অর্জ্জুন এক মহাবনে উপস্থিত হয়ে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলেন। তা দেখে মহর্ষিগণ মহাদেবকে অর্জ্জুনের বিষয় জানালেন। একদিন **মহাদেব** দেবী পার্ব্বতী সহ কিরাত-কিরাতিনীর বেশে অর্জ্জুনের তপস্যার স্থানে উপস্থিত হলেন। এমন সময়ে মূক নামক এক দানব বরাহরূপে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবিত হল। অর্জ্জুন শরাঘাত করতে গেলে, কিরাত বলল—আমি একে মারবার ইচ্ছা আগেই করেছি। অর্জ্জুন নিরস্ত হলেন না। একই সময়ে উভয়ে বরাহের প্রতি শরাঘাত করলেন। উভয়ের মধ্যে বচসা হয়ে যুদ্ধ আরম্ভ হল। অর্জ্জুন তাঁর সমস্ত অস্ত্র প্রয়োগ করেও কিরাতের কিছুই করতে পারলেন না। কিরাত তাঁর ধনু কেড়ে নিল। তখন দুজনে বাহুযুদ্ধ হতে লাগল। কিরাতের মুষ্ট্যাঘাতে অর্জ্জুন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে চৈতন্য পেয়ে তিনি মহাদেবের মৃন্ময়ী মূর্ত্তি গড়ে পূজা করতে লাগলেন। তাঁর নিবেদিত মাল্য কিরাতের মাথায় সংলগ্ন হ'ল। তখন অর্জ্জুন কিরাতরূপী মহাদেবের চরণে পতিত হয়ে স্তুতি করতে লাগলেন।

মহাদেব অর্জ্জুনকে বললেন, অভীষ্ট বর চাও। অর্জ্জুন বললেন, দেবাদিদেব ! আমাকে আপনার **ব্রহ্মশিরঃ** নামক পাশুপত অস্ত্র দিন। মহাদেব অর্জ্জুনের প্রার্থনা পূর্ণ করে অন্তর্হিত হলেন। তখন ইন্দ্র,

কুবের, যম, বরুণ প্রভৃতি দেবতারা আবির্ভূত হয়ে স্বীয় স্বীয় অস্ত্র অর্জ্জুনকে দিলেন। ইন্দ্র অর্জ্জুনকে দেবলোকে যাবার আমন্ত্রণ জানালেন।

শিষ্য—অর্জ্জুন দেবলোকে গিয়ে কী করলেন? কতকাল ছিলেন?

গুরু—ইন্দ্রের সঙ্গে অর্জ্জুন অমরাবতী গেলেন, তথায় তিনি পাঁচ বৎসর থেকে ইন্দ্রের নিকট থেকে নানাবিধ অস্ত্র শিক্ষা করলেন; গন্ধর্ব্ব-রাজ চিত্রসেনের কাছে গীতবাদ্য শিখলেন। একদা উর্ব্বশী নির্জ্জনে অর্জ্জুনকে সেবা করতে চাইল। অর্জ্জুন অস্বীকার করে বললেন—আপনি দেবী শচী ও জননী কুন্তীর ন্যায় আমার পূজনীয়া; আমি আপনার সেবা গ্রহণ করতে পারি না। তাতে ক্রুদ্ধা হয়ে উর্ব্বশী শাপ দিল, তুমি নপুংসক নর্ত্তক হয়ে নারীদের মধ্যে বাস করবে।

শিষ্য—উর্ব্বশীর শাপে অর্জ্জুন কেমন করে নপুংসক হলেন?

গুরু—উর্ব্বশী শাপদান ছলে বরদান করেছিলেন। যাঁরা জিতেন্দ্রিয়, কামক্রোধাদিকে জয় করেছেন, জগতে কেউ তাঁদের অনিষ্ট করতে পারে না; অনিষ্টকারীর অনিষ্টচেষ্টাও তাঁদের তপঃশক্তির প্রভাবে মঙ্গলে পরিণত হয়। উর্ব্বশীর শাপ অর্জ্জুনের পক্ষে বরে পরিণত হয়েছিল। অজ্ঞাতবাস কালে বৃহন্নলা নামে নপুংসকের ছদ্মবেশে বিরাট রাজার গৃহে কন্যাগণকে নৃত্যগীত শিখাতেন।

শিষ্য—অর্জ্জুন কি সত্যই নপুংসক হয়েছিলেন?

গুরু—না। অর্জ্জুন তপস্যার প্রভাবে জিতেন্দ্রিয়, ঊর্দ্ধ্বরেতা হয়েছিলেন। বাহ্যতঃ তিনি নপুংসকের ন্যায়ই ছিলেন। উর্ব্বশীকে অর্জ্জুনের জিতেন্দ্রিয়ত্ব পরীক্ষার জন্যই ইন্দ্র পাঠিয়েছিলেন। অর্জ্জুন যে সম্পূর্ণ কামজয়ী, ঊর্দ্ধ্বরেতা হয়েছিলেন, তার প্রমাণ পাই, যখন অজ্ঞাতবাস কালে একটি বৎসর বিরাটরাজ-গৃহে কন্যাগণ পরিবৃত থেকেও, তাঁর চিত্তবিকার হয়নি। আর ক্রোধকে যে তিনি জয় করেছিলেন তার প্রমাণ

পাই, যখন দেখি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অভিমন্যুর মৃত্যুতেও ধৈর্যহারা হয়ে তিনি পাশুপত অস্ত্র প্রয়োগ করে সামগ্রিক ধ্বংস আনয়ন করেন নি।

শিষ্য—অর্জ্জুন যখন স্বর্গে অস্ত্রবিদ্যা শিখছিলেন, তখন অন্য ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী কীভাবে দিন কাটাচ্ছিলেন ?

গুরু—একে তো পাণ্ডবগণ বনবাসে দুঃখিত মনে ছিলেন। শত সান্ত্বনা ও হিতবাক্য সত্ত্বেও ভীমের ও দ্রৌপদীর হৃদয়ের ক্ষত আরোগ্য হয়নি ; প্রাণের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে তাঁরা যুধিষ্ঠিরকে নানা বাক্য ও যুক্তিজালে বিব্রত করে তুলেছিলেন। তদুপরি দীর্ঘ পাঁচটি বৎসর অর্জ্জুনের বিচ্ছেদে তাঁদের উৎসাহ-উদ্যম যেন স্তিমিত হয়ে আসছিল। এমন সময়ে এক দিন বৃহদশ্ব নামক এক মুনিরাজ যুধিষ্ঠিরের আবাসে এলেন। যুধিষ্ঠির শত্রুদের কূটকৌশলে স্বীয় রাজ্যনাশ, দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা, অর্জ্জুনবিরহে দুঃখ ইত্যাদি নিবেদন করে বললেন—মুনিবর! জগতে আমার চেয়ে হতভাগ্য ও দুঃখার্ত্ত কোনো রাজা ছিল, না আছে ? বৃহদশ্ব তখন তাঁকে তাঁর চেয়ে শতগুণে অধিক মন্দভাগ্য রাজা নল, তৎপত্নী দময়ন্তী, তাঁদের রাজ্যনাশ, বনবাস এবং পরস্পর বিচ্ছেদের উপাখ্যান বললেন।

শিষ্য—নল কে ছিলেন ? কীরূপে দময়ন্তীকে লাভ করলেন ?

গুরু—নিষধ দেশের রাজা বীরসেনের পুত্র নল। নল সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, বীর্য্যবান্‌, অশ্বতত্ত্বজ্ঞ ও অদ্বিতীয় রূপবান ছিলেন। দ্যূতক্রীড়ায়ও তাঁর অনুরাগ ছিল। সেই সময়ে বিদর্ভ দেশে ভীম নামক রাজা ছিলেন। মহর্ষি দমনের বরে তাঁর এক কন্যা জন্মে। এজন্য নাম তার দময়ন্তী। দময়ন্তীর ন্যায় সুন্দরী তৎকালে মনুষ্যলোকে কেউ ছিল না।

রাজা নলের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। দময়ন্তীর রূপগুণের কথাও প্রচারিত হ'য়েছিল। নলের প্রতি দময়ন্তী এবং দময়ন্তীর

প্রতি নল অনুরক্ত হলেন। এক দিন সরোবরে ক্রীড়ারত একটি স্বর্ণবর্ণ হংসকে নল ধরে ফেললেন। হংস বলল—আমাকে ছেড়ে দিন, আমি দময়ন্তীর কাছে গিয়ে আপনার গুণের কথা বলব, যাতে তিনি আপনাকে ছাড়া অন্য কোনো পুরুষকে বরণ না করেন। নল হংসটিকে ছেড়ে দিলেন।

দময়ন্তীর স্বয়ম্বরের আয়োজন হ'ল। নানাদেশ থেকে সহস্র সহস্র রাজা কন্যার পাণিপ্রার্থী হয়ে এলেন। রাজা নলও যাচ্ছিলেন। পথি-মধ্যে দেবরাজ **ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, যমের** সঙ্গে তাঁর দেখা। তাঁরাও দময়ন্তীকে লাভের আশায় স্বয়ম্বর সভায় যাচ্ছিলেন। তাঁরা নলকে দেখে নিজ নিজ পরিচয় দিয়ে বললেন—রাজা! তুমি আমাদের দূত হয়ে দময়ন্তীর কাছে গিয়ে বল, তিনি যেন আমাদের একজনকে বরণ করেন। দেবতাদের বরে অদৃশ্য ভাবে নল দময়ন্তীর অন্তঃপুরে গিয়ে দেবতাদের প্রস্তাব জানালেন। দময়ন্তী বললেন—আমি তো তোমাকেই মনে মনে বরণ করেছি; আমি আর কাউকে বরণ করতে পারি না, করবও না। নল ফিরে গিয়ে সেই কথা দেবগণকে জানালেন।

এদিকে স্বয়ম্বর সভায় দময়ন্তী গিয়ে দেখেন—অন্যান্য রাজার মধ্যে পাঁচ জন নল বসে আছেন। দেবতারা নলের রূপ ধারণ করেছেন। দময়ন্তী বিপদে পড়লেন। তিনি মনে মনে দেবগণের স্তুতি করলেন, দেবগণ! আপনাদের চরণে প্রণাম। নলই আমার অভীষ্ট পতি। আমি যেন সত্য ও সতীত্ব হতে ভ্রষ্টা না হই। দেবতারা খুসী হয়ে স্বরূপ ধারণ করলেন। দময়ন্তী সহর্ষে নলকেই বরমাল্য দান করলেন। নলদময়ন্তীর বিবাহ হয়ে গেল।

শিষ্য—নল-দময়ন্তীর মিলনে কি দেবতারা রুষ্ট হলেন?

গুরু—না। দেবতারা প্রসন্ন হলেন। ইন্দ্র বর দিলেন—তুমি

যজ্ঞকালে আমাকে প্রত্যক্ষ করবে। অগ্নিদেব বললেন—তুমি যেখানেই ইচ্ছা করবে, সেখানেই আমার আবির্ভাব হবে। যম বর দিলেন, তুমি যে খাদ্য পাক করবে, তা-ই সুস্বাদু হবে, তুমি চিরকাল ধর্ম্মপথে থাকবে। বরুণ বর দিলেন, তুমি যেখানে জল চাইবে, সেখানেই জল পাবে।

শিষ্য—নল-দময়ন্তীর রাজ্যনাশ, বনবাস, পরস্পর বিচ্ছেদ, কেন কীরূপে হ'ল ?

গুরু—স্বয়ম্বর থেকে ফিরবার পথে দেবতাগণের সহিত কলির দেখা। দেবগণকে অবজ্ঞা করে দময়ন্তী নলকে বরণ করেছেন শুনে কলি ক্রুদ্ধ হয়ে বললে, আমি একে কঠোর দণ্ড দেব; আমি নলের দেহে অধিষ্ঠান করে তাকে রাজ্যভ্রষ্ট করাবো। সে দ্বাপরকে বলল, পাশার মধ্যে প্রবেশ কর।

শিষ্য—নল কী প্রকারে রাজ্যভ্রষ্ট হলেন ?

গুরু—কলি নলের ছিদ্রানুসন্ধান করতে লাগল। একদা নল অশুচি অবস্থায় সন্ধ্যা-বন্দনায় বসলে সেই অবসরে কলি নলের দেহে প্রবেশ করল। তারপর সে গিয়ে নলের ভ্রাতা পুষ্করকে নলের সহিত পাশা খেলতে প্ররোচিত করল। পুষ্কর নলকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করলে নল সম্মত হলেন। খেলা চলল। নল দ্যূতক্রীড়ায় একে একে পণ রেখে সর্ব্বস্ব হারালেন। পরিশেষে দময়ন্তীকে পণ রাখার প্রস্তাব উঠলে তিনি পাশাখেলা পরিত্যাগ করে একবস্ত্রে দময়ন্তীকে নিয়ে রাজ্য ত্যাগ করে গেলেন। নলের মোহমত্ত অবস্থা দেখে দময়ন্তী সারথি বার্ষ্ণেয়কে দিয়ে পূর্ব্বেই পুত্র ইন্দ্রসেন এবং কন্যা ইন্দ্রসেনাকে তদীয় পিতার নিকট বিদর্ভ নগরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

শিষ্য—নলের দেহে কলি অশুচিতার ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করল, এর তাৎপর্য্য কি ?

গুরু—কলি হচ্ছে পাপবুদ্ধি বা পাপবৃত্তি। মানুষ যদি সদাচার পালন করে, তবে শরীর মন পবিত্র থাকে। সদাচার-ভ্রষ্ট হয়ে অনাচারে প্রবৃত্ত হলেই মানুষের শরীর ও মনে রজস্তমোগুণ প্রবল হয়ে তার বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে। বিভ্রান্ত বুদ্ধিই মানুষের দ্যূতক্রীড়াদি ব্যসন-প্রবৃত্তি ও অন্যান্য পাপ প্রবৃত্তির জননী।

শিষ্য—রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে নলের কী অবস্থা হ'ল ?

গুরু—পুষ্করের শাসনে রাজ্যে কেউ নল-দময়ন্তীকে আশ্রয় দিল না। নিরাশ্রয়, ক্ষুধাতৃষ্ণায় ম্রিয়মান নল বনমধ্যে যেতে যেতে এক ঝাঁক স্বর্ণবর্ণ হংস দেখে, স্বীয় বস্ত্র দ্বারা ধরতে গেলে পাখীরা বস্ত্র নিয়ে পালিয়ে গেল ; বলে গেল—আমরাই পাশা হয়ে তোমাকে সর্ব্বস্বান্ত করেছি, আমরাই তোমাকে বিবস্ত্র করলাম।

নল দময়ন্তীকে পিতৃগৃহে যেতে বললেন। দময়ন্তী ভয়ে কম্পিত হৃদয়ে নলকে এরূপ অবস্থায় ফেলে যেতে রাজী হলেন না। বললেন—তুমিও আমার সঙ্গে সেখানে চল। আমার পিতা তোমাকে সাদরে স্থান দেবেন। নল বললেন—পূর্ব্বে সমৃদ্ধ অবস্থায় যেখানে গিয়েছিলাম, এখন সর্ব্বস্বান্ত অবস্থায় তথায় কী করে যাব ? নল ও দময়ন্তী একই বস্ত্র পরিধান করে ভ্রমণ করতে লাগলেন। একদা উভয়ে ভূতলে শয়ন করেছেন ; দময়ন্তী নিদ্রিতা ; নলের চোখে নিদ্রা নেই। বিভ্রান্ত চিত্তে নল চিন্তা করলেন—আমি যদি দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করে যাই, তাহলে তিনি অবশ্যই পিতৃগৃহে যাবেন। একই বস্ত্র উভয়ের পরিধানে ছিল ; ঠিক সেই সময়ে সামনে একখানা খড়্গ দেখতে পেয়ে তদ্দ্বারা বস্ত্র দ্বিখণ্ডিত করে নিদ্রিতা পত্নীকে পরিত্যাগ করে নল চলে গেলেন।

শিষ্য—নল চলে গেলে, দময়ন্তীর কী হ'ল ? তিনি কী করলেন ?

গুরু—নিদ্রাভঙ্গ হলে নলকে না দেখে দময়ন্তী ভীতা, উদ্‌ভ্রান্তা হয়ে

স্বামীর অন্বেষণে বনে বনে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এক অজগর তাঁকে আক্রমণ করলে এক ব্যাধ অজগরকে মেরে তাঁকে রক্ষা করল। ব্যাধ আবার তাঁকে হরণ করতে উদ্যত হলে দময়ন্তীর সতীত্বের তেজে সে নিহত হল। দিবারাত্র অনাহারে অনিদ্রায় বিচরণ করতে করতে একদা অকস্মাৎ এক তপোবনে তপস্বিগণকে দেখলেন। জিজ্ঞাসিতা হয়ে স্বীয় জীবনের ইতিহাস বললেন। তপস্বীরা আশীর্ব্বাদ ও সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—ভীতা হয়োনা, তুমি শীঘ্রই পতি সহ মিলিতা হবে ; রাজ্যৈশ্বর্য্য ফিরে পাবে। যেতে যেতে একদল বণিকের সঙ্গ পেলেন। তারা রাত্রিতে নিদ্রিত থাকা কালে হস্তিযূথ এসে তাদের কতক সংখ্যক বণিককে নিহত করল। তারা দময়ন্তীকে এই দুর্দৈবের কারণ মনে করে তাড়িয়ে দিল। বহু ভ্রমণ করে দময়ন্তী এক রাজার রাজধানীতে এসে উপস্থিত হলেন।

এক পাগলিনী নারীকে বালকগণ তাড়া করছে দেখে রাজমাতা ধাত্রীকে পাঠিয়ে দময়ন্তীকে প্রাসাদে আনালেন। দময়ন্তী স্বীয় ইতিহাস বললেন। রাজমাতা তাঁকে আশ্রয়দান করতে স্বীকৃতা হলে তিনি বললেন—আমি আপনার কাছে থাকব, কিন্তু আমি কারো উচ্ছিষ্ট খাব না, কারো পায়ে হাত দেব না, পা ধুইয়ে দেব না। পতির সন্ধানের জন্য ব্রাহ্মণদের সহিত দেখা করব, কিন্তু অন্য কোনো পুরুষের সহিত কথা বলব না। যদি কোনো পুরুষ আমাকে অপমান করতে চায় তবে আপনি তাকে বধ দণ্ড দেবেন। রাজমাতা সম্মতা হয়ে স্বীয় কন্যা সুনন্দার সহিত তাঁকে সখী রূপে অবস্থানের ব্যবস্থা করে দিলেন।

শিষ্য—নল কোথায় গেলেন ? কী করলেন ?

গুরু—নল বনে বিচরণ করতে লাগলেন। একদা দাবাগ্নি-বেষ্টিত **কর্কোটক** নাগের মিনতিতে নল তাকে উদ্ধার করলেন। সে দংশন করে নলের রূপ বিকৃত করে দিয়ে বলল—এখন আপনাকে কেউ চিনতে

পারবে না। আপনি অযোধ্যার রাজা ঋতুপর্ণের নিকট গিয়ে তাঁর সারথি হয়ে বাস করুন। আপনি ঋতুপর্ণকে অশ্বতত্ত্ব শিক্ষা দেবেন; তিনি আপনাকে অক্ষহৃদয় দান করবেন। আপনি শীঘ্র রাজ্য ও পত্নী ফিরে পাবেন। যখনই আপনার পূর্ব্ব রূপ ফিরে পেতে ইচ্ছা হবে, এই বস্ত্রখানি পরিধান করবেন, এই বলে একখানি বস্ত্র নলকে দিলেন। নল ঋতুপর্ণের রাজধানীতে বাহুক নামে পরিচয় দিয়ে তাঁর নিকট সমাদরে বাস করতে লাগলেন।

শিষ্য—নল ও দময়ন্তীর পুনর্মিলন কী প্রকারে হ'ল ?

গুরু—বিদর্ভরাজ ভীম জামাতা ও কন্যার অন্বেষণে নানাদেশে ব্রাহ্মণগণকে পাঠালেন। **সুদেব** নামক এক ব্রাহ্মণ চেদিরাজ্যে গিয়ে রাজপ্রাসাদে দময়ন্তীর দেখা পেলেন। তখন রাজমাতা দময়ন্তীর পরিচয় পেয়ে জানলেন যে দময়ন্তী তাঁর ভগিনীর কন্যা। দময়ন্তী পিতৃগৃহে যেতে চাইলে, চেদিরাজ-মাতা তাঁকে সাদরে পাঠিয়ে দিলেন।

পিতৃগৃহে গিয়ে দময়ন্তী ব্রাহ্মণগণকে নলের সন্ধানে নানা দেশে পাঠালেন। একজন অযোধ্যায় ঋতুপর্ণের প্রাসাদে গিয়ে নল সম্বন্ধে বাহুকের সহিত আলাপ করে তাকেই নল বলে সন্দেহ করল। এই সংবাদ পেয়ে দময়ন্তী পিতাকে না জানিয়ে সুদেবকে পাঠিয়ে ঋতুপর্ণকে সংবাদ দিলেন যে পরদিনই বিদর্ভ নগরে দময়ন্তীর পুনঃ স্বয়ম্বর হবে। অযোধ্যা থেকে বিদর্ভ বহু দূর। কী প্রকারে এক দিনে যাবেন, ভেবে ঋতুপর্ণ চিন্তিত হলেন। বাহুক বললে আমি অশ্বতত্ত্বজ্ঞ, আমি যথাসময়ে আপনাকে রথে নিয়ে বিদর্ভে পৌঁছতে পারব। বাহুক ঋতুপর্ণকে রথে নিয়ে বিদ্যুৎবেগে চলল। বিদর্ভে পৌঁছে নল দেখেন, স্বয়ম্বরের কোনো আয়োজন নেই। অবশ্য বিদর্ভরাজ ভীম ঋতুপর্ণকে সাদর অভ্যর্থনা করলেন।

এদিকে পরিচারিকার দ্বারা উত্তমরূপে সন্ধান নিয়ে দময়ন্তী যখন বুঝলেন বাহুকই নল, তখন পুত্রকন্যা সহ তিনি বাহুকের নিকট গিয়ে মিলিতা হয়ে আনন্দাশ্রুতে পরিপ্লুতা হলেন। বাহুক কর্কোটক প্রদত্ত বস্ত্র পরিধান করে পূর্ব্ব রূপ প্রাপ্ত হলেন। নলের পরিচয় পেয়ে বিদর্ভরাজ ও ঋতুপর্ণ উভয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। কলি নলের দেহ পরিত্যাগ করল।

শিষ্য—কী কী লক্ষণ দেখে দময়ন্তী বাহুককে নল বলে চিনতে পেরেছিলেন ?

গুরু—(১) অগ্নিতে নলের অঙ্গ দগ্ধ হয় না ; ইচ্ছামত তিনি অগ্নি সৃষ্টি করতে পারেন। (২) ইচ্ছামত পাত্র জলপূর্ণ করতে পারেন। (৩) পুষ্প মর্দ্দন করলে গন্ধ নষ্ট হয় না ; অধিকতর সুগন্ধ নির্গত হয়। (৪) নীচু দ্বার দিয়ে প্রবেশ কালে নল মাথা নত করেন না, দ্বারই উঁচু হয়ে যায়।

শিষ্য—নল কীরূপে স্বরাজ্য ফিরে পেলেন ?

গুরু—নল সৈন্যসামন্ত নিয়ে নিষধ রাজ্যে গিয়ে পুষ্করকে বললেন, আমার সহিত যুদ্ধ কর, অথবা অক্ষক্রীড়া কর। অক্ষক্রীড়ায় নল পুষ্করকে পরাজিত করে স্বীয় রাজ্য উদ্ধার করলেন।

শিষ্য—নল-দময়ন্তীর উপাখ্যান থেকে আমরা কী কী শিক্ষা পেতে পারি ?

গুরু—(১)—সদাচারই ধর্ম্মের ভিত্তি, অনাচারই পাপের মূল। পরম ধার্ম্মিক ব্যক্তির চরিত্রেও যদি কোনো অনাচার প্রশ্রয় পায়, সেই অবসরে কলি তার মধ্যে প্রবেশ করে মতিবিভ্রম ঘটিয়ে তাকে শ্রীভ্রষ্ট করে। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ও নলের দ্যূতক্রীড়াসক্তিই তাঁদের জীবনের যাবতীয় দুঃখের কারণ হইয়াছিল। (২) দুঃখকষ্ট, মানসম্মান বিপদাপদ

রোগশোক মনুষ্য জীবনের সহচর। কিন্তু, যে ব্যক্তি ধৈর্য্য সহকারে ধর্ম্মপথে থেকে সমস্ত কিছু অবিচলিত ভাবে সহ্য ক'রে, সুসময়ের অপেক্ষা পূর্ব্বক স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করে, সে পরিণামে জয়ী ও সুখী হয়। পঞ্চ পাণ্ডব ও নলের জীবন তার দৃষ্টান্ত। (৩) **সতী স্ত্রী স্বীয় পাতিব্রত্যের তেজে আত্মরক্ষায় ও পতির রক্ষা ও কল্যাণ বিধানে সমর্থা।** দ্রৌপদী ও দময়ন্তীর চরিত্রেই তা জ্বলন্ত রূপে প্রত্যক্ষ।

বনপর্ব্ব

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিষ্য—বৃহদশ্ব মুনি চলে গেলে যুধিষ্ঠিরাদি কী করলেন ?

গুরু—পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদী অর্জ্জুন-বিচ্ছেদে বিষণ্ণ হয়ে কাম্যক বন ত্যাগ করে অন্যত্র যেতে উদ্যত হলে দেবর্ষি নারদ এসে তাঁদের তীর্থযাত্রার মাহাত্ম্য ও বিবরণ ব'লে উৎসাহিত করলেন এবং বললেন, লোমশ মুনি ও অন্যান্য ঋষিরা আসছেন ; তাঁদের সহিত তোমরা তীর্থ-ভ্রমণে যাও।

লোমশ মুনি এসে অর্জ্জুনের সংবাদ দিলেন এবং তাঁদের আনন্দ সঞ্চার করে বললেন—অর্জ্জুন স্বর্গে আনন্দে আছেন। মহাদেবের নিকট থেকে পাশুপত অস্ত্র এবং অন্যান্য দেবগণের নিকট থেকে দিব্যাস্ত্র লাভ করেছেন, চিত্রসেনের নিকট নৃত্যগীত শিখেছেন ; তিনি দেবগণের একটি প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করে শীঘ্রই তোমাদের সঙ্গে মিলিত হবেন আমি ইন্দ্রের আদেশে তোমাদের সহিত তীর্থ ভ্রমণ করব।

শিষ্য—সঙ্গের যাবতীয় লোক সবাইকে নিয়েই কি পাণ্ডবগণ তীর্থযাত্রা করলেন ?

গুরু—না। যারা দুর্গম পথে ভ্রমণ, অনশন ও শীতের ক্লেশ সহ্য করতে পারে না, তাদের হস্তিনাপুরে ও পাঞ্চাল নগরে পাঠিয়ে দিলেন। ঋষি ও ব্রাহ্মণগণ পাণ্ডবদের সঙ্গে চললেন। বহু রথ, অস্ত্রশস্ত্র, পাচক ও পরিচারকগণ সহ নারদ, ব্যাসদেব প্রভৃতির অনুমতি নিয়ে পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদী তীর্থযাত্রায় বহির্গত হলেন।

শিষ্য—ধাম্মিক বিষয় ছাড়া তীর্থযাত্রার অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল কি ?

গুরু—নিশ্চয় ছিল। পাণ্ডবরা জানতেন—তাঁদের নির্ব্বাসন কালে দুর্য্যোধন সমগ্র সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে সুদৃঢ় ভাবে বসবে; বিনাযুদ্ধে স্বেচ্ছায় রাজ্য প্রত্যর্পণ করবে না। সুতরাং, পাণ্ডবগণও শক্তি সংগ্রহের চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলেন। এজন্যই অর্জ্জুনের অস্ত্রলাভার্থ তপস্যা। তীর্থভ্রমণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল—দুর্য্যোধনের বিরুদ্ধে জনমত গঠন ও জনসমর্থন লাভ। অনুগত, বন্ধুস্থানীয় রাজগণের সহিত সংযোগ স্থাপন, সামরিক শক্তির আয়োজন ইত্যাদি। ঋষি ও ব্রাহ্মণগণ পাণ্ডবগণের উক্ত সব কার্য্যে সহায় ছিলেন।

শিষ্য—তীর্থযাত্রায় পাণ্ডবগণ কোথায় গেলেন?

গুরু—**নৈমিষারণ্য, প্রয়াগ** প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করে পাণ্ডবগণ **অগস্ত্যের** আশ্রম **মণিপুরীতে,** তৎপরে **ভৃগুতীর্থে** গেলেন। তার পরে তাঁরা **নন্দা, অপরনন্দা** নদী এবং **ঋষভকূট** পর্ব্বত অতিক্রম করে **কৌশিকী** নদীর তীরে এলেন। সেখান থেকে তাঁরা **গঙ্গাসাগর-সঙ্গম,** কলিঙ্গ দেশস্থ **বৈতরণী নদী** প্রভৃতি দেখে **মহেন্দ্র** পর্ব্বতে এলেন। তৎপরে তাঁরা **গোদাবরী** নদী, **দ্রাবিড় দেশ,** অগস্ত্য **তীর্থ, সূর্পারক তীর্থ** দর্শন পূর্ব্বক **প্রভাস তীর্থে** উপস্থিত হলেন। সংবাদ পেয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম সসৈন্য যুধিষ্ঠিরের নিকট এলেন। বলরাম, সাত্যকি প্রভৃতি যদুবীরগণ যুধিষ্ঠিরের দুর্দ্দশা এবং দুর্য্যোধনের অন্যায় আলোচনা করে উত্তেজিত হলেন। কিন্তু, শ্রীকৃষ্ণ বললেন—নিজ ভুজবলে বিজিত হয়নি, এমন রাজ্য যুধিষ্ঠির চান না। যুধিষ্ঠির বললেন—**সত্যই রক্ষণীয়, রাজ্য নয়।** একমাত্র কৃষ্ণই আমাকে যথার্থ ভাবে জানেন, আমিও তাঁকে জানি। কৃষ্ণ যখন মনে করবেন—শত্রুজয়ের সময় এসেছে তখন তোমরা দুর্য্যোধনকে জয় ক'রো।

সেখান থেকে **পয়োষ্ণী** নদী পেরিয়ে **নর্ম্মদাতীরে বৈদূর্য্য** পর্ব্বতে

এলেন। তৎপরে নানা তীর্থ দর্শন করে যমুনা তীরে সোমক রাজার যজ্ঞস্থলে এলেন। তৎপরে প্রসর্পণ, প্লক্ষাবতরণ তীর্থ, সরস্বতী নদী, কুরুক্ষেত্র, সিন্ধুনদ, কাশ্মীর মণ্ডল, মানস সরোবর, দ্বারক্রৌঞ্চ রন্ধ্র, ভৃগুতুঙ্গ, বিতস্তা নদী দেখে জলা উপজলা নদীর তীরে এলেন।

অতঃপর তাঁরা উশীর বীজ, মৈনাক পর্ব্বত, শ্বেতগিরি ও কালশৈল দর্শন করে সপ্তধারা গঙ্গার নিকট এলেন। লোমশ বললেন—এখন আমরা মণিভদ্র ও কৈলাসে যাব। পুলিন্দরাজ সুবাহুর রাজ্যে সমস্ত দ্রব্যাদি ও লোকজন রেখে পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী লোমশের সহিত পদব্রজে হিমালয়ে আরোহণ করলেন। গন্ধমাদন পর্ব্বতে উপস্থিত হলে প্রবল ঝড় বৃষ্টিতে পথ চলা দুষ্কর হয়ে ওঠায় ভীমপুত্র ঘটোৎকচ সর্বাহিনী এসে তাঁদের বহন করে নিয়ে চলল। এই ভাবে তাঁরা বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হয়ে কিছু দিন বাস করলেন।

শিষ্য—ভ্রমণকালে তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে ব্রহ্মর্ষি লোমশ পাণ্ডবগণকে কী কী কাহিনী ও উপাখ্যান বলেছিলেন ?

গুরু—লোমশ বহু পৌরাণিক আখ্যান ও ইতিহান বলেছিলেন। যথা—অগস্ত্য-লোপামুদ্রা, দধীচি ও বৃত্রবধ, সগর রাজা ও ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন, ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান, পরশুরাম ও কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, চ্যবন-সুকন্যা-অশ্বিনীকুমারযুগল, মান্ধাতা, সোমক, উশীনর-কপোত-শ্যেন, উদ্দালক-শ্বেতকেতু-কহোড়-অষ্টাবক্র-বন্দী, ভরদ্বাজ-রৈভ্য-পরাবসু-অষ্টাবসু, নরকাসুর-বরাহরূপী বিষ্ণু, বদরিকাশ্রম ইত্যাদি।

শিষ্য—উক্ত কাহিনী ও ইতিহাসের মূল ঘটনাগুলি কী কী ?

গুরু—১। মহর্ষি অগস্ত্য মহা তপঃশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি বিন্ধ্যপর্ব্বতের উদ্ধত শিরঃ অবনত করে দেন ; দৈত্য কালকেয়গণের আশ্রয় সমুদ্র শোষণ করেন ; ব্রাহ্মণবধকারী ইল্বল ও বাতাপী

দৈত্যদ্বয়কে বধ করেন। বিদর্ভরাজকন্যা **লোপামুদ্রাকে** পত্নীরূপে গ্রহণ করেন।

২। **ত্বষ্টার** পুত্র **বৃত্রাসুর** ইন্দ্র সহ দেবগণকে পরাজিত করে স্বর্গের সিংহাসন অধিকার করে। কোনো অস্ত্রে সে নিহত হল না। তখন ইন্দ্র **মহামুনি দধীচির** নিকট থেকে তদীয় অস্থি চেয়ে এনে তা দিয়ে বজ্র নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বৃত্রাসুরকে বধ করলেন। দধীচি জগৎ-কল্যাণের জন্য আত্মোৎসর্গ করে অমর হয়ে রইলেন।

৩। সগর রাজার অশ্বমেধের অশ্ব হরণ করে দেবরাজ ইন্দ্র **মহামুনি কপিলের** আশ্রমে রাখেন। সগরসন্তানগণ অন্বেষণক্রমে মুনির আশ্রমে অশ্ব আছে দেখে চোর সাব্যস্ত করে অপমানিত করে; ফলে, কপিলের শাপে তারা ভস্মীভূত হয়। পুরুষানুক্রমিক চেষ্টার ফলে সগরের প্রপৌত্র **ভগীরথ** তপঃপ্রভাবে গঙ্গা দেবীকে মর্ত্ত্যে আনয়ন পূর্ব্বক সগরসন্তানগণকে উদ্ধার করেন।

৪। **অঙ্গদেশের রাজা লোমপাদ** স্বীয় রাজ্যে অনাবৃষ্টি প্রতিকারের জন্য **বিভাণ্ডক** মুনির পুত্র **ঋষ্যশৃঙ্গকে** ছলে ভুলিয়ে স্বীয় রাজধানীতে আনলে সুবৃষ্টি হয়। ঋষ্যশৃঙ্গের অনুষ্ঠিত পুত্রেষ্টি যজ্ঞের প্রসাদী পায়স ভক্ষণে রাজা দশরথের তিন মহিষী **রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন** চারি পুত্র লাভ করেন।

৫। **পরশুরাম** নারায়ণের অন্যতম অবতার মহর্ষি **জমদগ্নির** কনিষ্ঠ পুত্র। পিতৃভক্তির আতিশয্যে তিনি স্বীয় সদাচার-ভ্রষ্টা জননীকে পিতার আদেশে হত্যা করেন। হৈহয়রাজ **কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন কামধেনুকে** সবলে হস্তগত করলে, মহর্ষির সহিত বিরোধে জমদগ্নি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের হস্তে নিহত হন। ক্রোধ-প্রজ্জ্বলিত পরশুরাম পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের সঙ্কল্প নিয়ে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন সহ সমগ্র ক্ষত্রিয় সমাজকে পর পর একুশ বার ধ্বংস করেন।

৬। **ভৃগুর** পুত্র মহর্ষি **চ্যবন** বৈদুর্য্য পর্ব্বতে তপস্যা করতেন ; দীর্ঘ কাল তপোমগ্ন থাকা কালে তাঁর দেহ উইয়ের ঢিপিতে ঢেকে গিয়েছিল। শুধু চক্ষু দুটি বাকি ছিল। **শর্য্যাতি** রাজার কন্যা **সুকন্যা** সখীগণ সহ ভ্রমণে এসে উইয়ের ঢিপির মধ্যে চ্যবনের চোখ দুটিতে কৌতূহল বশে কাঁটা বিঁধিয়ে দিতে রক্তপাত হল। সুকন্যা ভয়ে পালিয়ে গেল। ওদিকে মহর্ষির ক্রোধে রাজার সমস্ত পরিজনবর্গ ও সৈন্যগণের মলমূত্র রুদ্ধ হলে সকলে মরণাপন্ন হয়ে পড়ল। কোনো মুনিঋষির নিকট কেহ অপরাধ করেছে ভেবে রাজা শর্য্যাতি সন্ধানক্রমে চ্যবন মুনিকে দেখতে পেলেন। সুকন্যাকে দান করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে মহর্ষিকে প্রসন্ন করলে, সকলে সুস্থ হয়ে গেল। চ্যবন সুকন্যাকে বিবাহ করলেন। সুকন্যাও কায়মনোবাক্যে মহর্ষির সেবা করতে লাগল। তপস্যায় মহর্ষির শরীর জীর্ণ হয়েছিল। দেববৈদ্য **অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের** কৃপায় মহর্ষির শরীর নবযৌবন-সম্পন্ন হয়। **"চ্যবন-প্রাশ"** ঔষধটি এখনও মহর্ষির নাম বহন করে আসছে।

৭। সূর্য্যবংশীয় রাজা যুবনাশ্ব ভ্রমক্রমে তদীয় পুত্রার্থিনী ভার্য্যার জন্য রক্ষিত তপঃসিদ্ধ জল পান করেন ; তাঁর গর্ভে এক পুত্রের জন্ম হয়। কুক্ষি ভেদ করে সন্তানকে বের করা হয়। শিশুর জীবন রক্ষা হবে কি করে ? দেবরাজ ইন্দ্র শিশুর মুখে তাঁর তর্জ্জনীটি দিলে শিশু তা চুষতে লাগল ; তাতেই তাঁর প্রাণ রক্ষা হ'ল। মান্ধাতা ত্রিভুবন জয় করেছিলেন। ইন্দ্র বলেছিলেন—**মাং ধাস্যতি** অর্থাৎ আমাকে পান করবে। এজন্য নাম হয়েছিল **মান্ধাতা**।

৮। **উশীনর** বংশীয় রাজা **শিবি** মহা দাতা ও আশ্রিতপালক ছিলেন। রাজার ধর্ম্মপ্রাণতা পরীক্ষার জন্য এক দিন **অগ্নিদেব কপোত** রূপে ভীত হয়ে উড়ে এসে তাঁর কোলে আশ্রয় নিলেন, দেবরাজ ইন্দ্র **শ্যেন** পক্ষীর রূপ ধারণ করে কপোতকে ধরবার জন্য তাড়া করে এলেন। শ্যেন

শিবিকে বলল—আমার ভক্ষ্য কপোতকে ছেড়ে দাও। শিবি বললেন, আশ্রিত কপোতকে ত্যাগ করলে আমার অধর্ম্ম হবে। শ্যেন বললে, আমি অনাহারে প্রাণত্যাগ করলে আপনার অধর্ম্ম হবে না? রাজা স্বীয় শরীর থেকে কপোতের সমান ওজনের মাংস দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অস্ত্র দ্বারা স্বীয় দেহ কাটতে লাগলেন। রাজার ধর্ম্মের জন্য আত্মবলিদান দেখে অগ্নি ও ইন্দ্র স্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক আত্মপরিচয় দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে গেলেন।

৯। **উদ্দালক ঋষি তাঁর শিষ্য কহোড়ের** সঙ্গে স্বীয় কন্যা **সুজাতার** বিবাহ দেন। সুজাতা গর্ভবতী হলে তাঁর গর্ভস্থ শিশু এক দিন কহোড়কে বলল, পিতা! তোমার বেদপাঠ শুদ্ধ হচ্ছে না। কহোড় ক্রুদ্ধ হয়ে পত্নীর গর্ভস্থ স্বীয় পুত্রকে শাপ দিলেন—তোর শরীরের অষ্টস্থান বক্র হবে। এই শিশুই ভবিষ্যৎ জীবনে ব্রহ্মজ্ঞ মুনি অষ্টাবক্র নামে কীর্ত্তিত হয়েছিলেন।

জনক রাজার সভাপণ্ডিত বন্দী। কহোড় ধনলাভের আশায় জনক রাজার সভায় গিয়ে বন্দীর সহিত তর্কে পরাস্ত হলে বন্দী সর্ত্তানুযায়ী কহোড়কে জলে ডুবিয়ে দেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে বালক অষ্টাবক্র পিতার মৃত্যুসংবাদ জানতে পেরে জনকের রাজসভায় গিয়ে তর্কযুদ্ধে দ্বারপালকে ও রাজা জনককে পরাস্ত করে বন্দীর সহিত শাস্ত্রযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। বন্দী পরাস্ত হ'লে তাকে জলে ডুবিয়ে দেওয়া হ'ল। বন্দী বললেন, আমি **বরুণের পুত্র**, অষ্টাবক্রের পিতা কহোড়কে আমি পিতার যজ্ঞে পাঠিয়েছি, তিনি এখনই আসবেন। কহোড়ের আশীর্ব্বাদে অষ্টাবক্র নদীতে স্নান করে ঋজু ও সুঠাম দেহ প্রাপ্ত হন।

১০। সত্যযুগে জীবকুলের অত্যাধিক বৃদ্ধি হেতু অসহ ভারে বসুমতী রসাতলে শত যোজন নেমে যান। বিষ্ণু তখন ভয়ঙ্কর **বরাহমূর্ত্তি** ধারণ

পূর্ব্বক দন্তাগ্রে বসুমতীকে উত্তোলন করেছিলেন। সেই সময়ে বিষ্ণুবীর্য্যে পৃথিবীর গর্ভে **নরকাসুরের** জন্ম হয়। শ্রীকৃষ্ণাবতারে দুর্দ্ধর্ষ নরকাসুরকে নিধন পূর্ব্বক তার কবল থেকে অপহৃতা ষোড়শ সহস্র দেবকন্যাকে উদ্ধার করেন।

শিষ্য—বদরিকাশ্রমে বাসকালে কী কী ঘটনা হয়েছিল ?

গুরু—১। একদা বায়ুবেগে একটি অতি সুগন্ধ সহস্রদল পদ্ম পেয়ে দ্রৌপদী ভীমকে অনুরোধ করলেন—এই প্রকার বহু পদ্ম আমাকে সংগ্রহ করে দাও। ভীম পদ্মের অন্বেষণে গিয়ে গন্ধমাদন পর্ব্বতের পাদদেশে কদলী বনে প্রবেশ করে দেখেন, সংকীর্ণ পথ রোধ করে একটি মহাকায় বানর শুয়ে আছে। ভীম পথ ছেড়ে দিতে বললে সে অস্বীকার করে বলল —আমি রোগে অচল ; হয় ডিঙিয়ে যাও, নতুবা আমাকে এক পাশে সরিয়ে রেখে যাও। ভীম ক্রোধে ও অবজ্ঞায় বানরের লেজ ধরে প্রাণপণ টানাটানি করেও নড়াতে না পেরে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে বানর বলল, আমি পবননন্দন **হনুমান্**। হনুমান্ ভীমকে আদর করে আলিঙ্গন করলেন এবং স্বীয় বিরাট স্বরূপ দেখালেন। পদ্মপূর্ণ সরোবর দেখিয়ে দিলেন এবং বললেন—শত্রুর সহিত যুদ্ধকালে আমি অর্জ্জুনের রথের অগ্রভাগে অবস্থান পূর্ব্বক মহাশব্দ করে শত্রুগণকে মৃতপ্রায় করব। ভীম জিজ্ঞাসা করলেন—এত বড় বিরাট দেহ ও শক্তিধর আপনি থাকতে রাবণকে বধ করতে রামের যুদ্ধ করতে হ'ল কেন ? হনুমান্ বললেন—আমি যদি রাবণকে বধ করতাম, তবে তো রামের কীর্ত্তি নষ্ট হ'ত।

পদ্মসংগ্রহের জন্য সরোবরে প্রবেশ করতেই রাক্ষসগণ বাধা দিয়ে বলল—**কুবেরের** অনুমতি ভিন্ন সরোবরে কেউ যেতে পারে না। নিষেধ অগ্রাহ্য করে অগ্রসর হতেই যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। ভীম যুদ্ধে যক্ষ ও রাক্ষসদের বধ করতে লাগলেন। সংবাদ পেয়ে কুবের এসে যুদ্ধ থামিয়ে

দিলেন এবং পদ্ম সংগ্রহের অনুমতি দিলেন। ভীম রক্ষক-সৈন্যগণকে ধ্বংস করে সরোবরে নেমে পদ্ম সংগ্রহ করলেন। এদিকে ভীমের সন্ধানে ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী তথায় এসে উপস্থিত। কুবের যুধিষ্ঠিরকে বললেন, তুমি সর্ব্বপ্রাণীর হিতে রত। কিন্তু ভীম বালবুদ্ধি, অসহিষ্ণু, ভয়শূন্য, তুমি একে সামলে রেখো। দেবকার্য্যান্তে অর্জ্জুন শীঘ্রই তোমাদের সহিত মিলিত হবেন। কুবেরের ইচ্ছায় যুধিষ্ঠির সেখানে অর্জ্জুনের প্রতীক্ষায় কিছু কাল বাস করতে লাগলেন।

২। **জটাসুর** নামক এক রাক্ষস স্বীয় দলবল সহ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে পাণ্ডবদের সঙ্গে থাকত। যুধিষ্ঠির অসন্দিগ্ধ মনে তাদের পালন করতেন। এক দিন ভীম ও অন্য সকলের অনুপস্থিতিতে জটাসুর বিকট রূপ ধারণ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীকে তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র সহ হরণ করে নিয়ে চলল। সহদেব ভীমকে ডাকতে লাগলেন। অনতিবিলম্বে গদাহস্তে ভীম উপস্থিত হলেন। তিনি ভীষণ যুদ্ধে দলবল সহ জটাসুরকে বধ করলেন।

শিষ্য—জটাসুরের বধের পর পাণ্ডবেরা কোথায় গেলেন ?

গুরু—পূর্ব্বের নির্দ্দেশ মত **কৈলাস** পর্ব্বতে অর্জ্জুন তাঁদের সহিত মিলিত হবেন, এই আশায় যুধিষ্ঠিরাদি গন্ধমাদন পর্ব্বতে **বৃষপর্ব্বা** ঋষির আশ্রমে সঙ্গের দ্রব্যাদি রেখে মহর্ষি **আর্ষ্টিসেনের** আশ্রমে গেলেন। মহর্ষির আদেশে সেখানেই তাঁরা অর্জ্জুনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

শিষ্য—স্বর্গে অর্জ্জুন দেবতাদের কী প্রিয় কার্য্য সাধন করেছিলেন ?

গুরু—অস্ত্রশিক্ষা সমাপ্ত হলে দেবরাজ ইন্দ্র এক দিন বললেন, অর্জ্জুন! দেবতাদের অবধ্য শত্রু **নিবাতকবচ** নামক দৈত্যগণকে যুদ্ধে বধ করতে হবে। ইন্দ্রের রথে আরোহণ করে অর্জ্জুন যুদ্ধে বজ্রাস্ত্র

প্রয়োগ করে নিবাতকবচগণকে নিহত করলেন। প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে **হিরণ্যপুরের** অধিবাসী **কালকেয়** দৈত্যগণের সহিত মহাসমরে **মহারৌদ্র** নামক পাশুপত অস্ত্র দ্বারা অর্জ্জুন তাদের সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করলেন। ইন্দ্র প্রসন্ন হয়ে অর্জ্জুনকে অভেদ্য কবচ, হিরণ্ময়ী মাল্য, দিব্য কিরীট, মহারব শংখ এবং বহুবিধ দিব্য বস্ত্র ও আভরণ দান করলেন। অর্জ্জুন গন্ধমাদনে এসে ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর সহিত মিলিত হলেন।

শিষ্য—গন্ধমাদন থেকে পাণ্ডবগণ কোথায় গেলেন ও কী করলেন ?

গুরু—তীর্থযাত্রা উপলক্ষ্যে সমগ্র ভারত প্রদক্ষিণ ও পরিভ্রমণ পূর্ব্বক নির্ব্বাসনের সপ্তম বর্ষে অর্জ্জুনের দর্শনাশায় যুধিষ্ঠিরাদি ও দ্রৌপদী ছয় মাস বনবাসে কাটিয়ে তারপরে গন্ধমাদনে উপস্থিত হয়ে অর্জ্জুনের সহিত মিলিত হন। তথায় কুবের-উদ্যানে চারি বৎসর কালযাপন করেন। নির্ব্বাসনের একাদশ বর্ষে ভীমার্জ্জুন নকুল সহদেব শত্রুজয়ের জন্য প্রস্তুত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করায় যুধিষ্ঠির তাঁদের নিয়ে কুবের উদ্যান পরিত্যাগ করলেন এবং বৃষপর্ব্বার আশ্রমে এক রাত্রি এবং বদরিকায় এক মাস অবস্থান পূর্ব্বক কিরাতরাজ সুবাহুর দেশে গিয়ে পরিবার পরিজন ও রথাদি নিয়ে যমুনার উৎপত্তি-স্থানের নিকট **বিশাখযূপ** নামক বনে এসে একটি বৎসর বাস করলেন।

শিষ্য—এই সময়ে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল কি ?

গুরু—মৃগয়াকালে ভীম একদা এক বিরাট অজগরের কবলে পড়েন। অজগর ভীমের শরীর জড়িয়ে ধরে তাকে গ্রাস করতে উদ্যত হ'ল এবং পরিচয় দিল—আমি তোমারই পূর্ব্বপুরুষ **নহুষ** ; অগস্ত্যের অভিশাপে সর্পদেহ প্রাপ্ত হয়েছি। এমন সময়ে ভীমের সন্ধানে যুধিষ্ঠির তথায় এলেন। তিনি সর্পকে মিনতি করলেন ভীমকে মুক্তি দেবার জন্য।

সর্প বলল—আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে ভীমকে ছেড়ে দেব, কারণ, তাতেই আমার শাপমুক্তি হবে। যুধিষ্ঠির সর্পের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিলে অজগররূপী নহুষ ভীমকে মুক্ত করে দিল।

শিষ্য—অজগররূপী নহুষ যুধিষ্ঠিরকে কী কী প্রশ্ন করেছিল ?

গুরু—বহুপ্রকার প্রশ্ন করেছিল। তন্মধ্যে একটি বলছি। অজগর বলল—**ব্রাহ্মণ** কে ? যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন—**সত্য, দান, ক্ষমা, সচ্চরিত্র, অহিংসা, তপস্যা ও দয়া যাঁর** আছে, তিনিই ব্রাহ্মণ। অজগর বলল—**জ্ঞাতব্য** কি ? যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন—**সুখদুঃখহীন পরব্রহ্ম, যাঁকে লাভ করলে শোক থাকে না, তিনিই জ্ঞাতব্য।**

সর্প বললে—শূদ্রদের মধ্যেও তো উক্ত সব ব্রাহ্মণের গুণ থাকে ; আর এমন কাউকে দেখা যায় না যে সুখদুঃখের অতীত। যুধিষ্ঠির বললেন—**যে শূদ্রে ব্রাহ্মণোচিত গুণ আছে তিনি ব্রাহ্মণ ; আর যে ব্রাহ্মণে উক্ত গুণের অভাব, সে ব্রাহ্মণ হলেও তাকে শূদ্র বলাই উচিত***। আর আপনি যা-ই বলুন, সুখদুঃখের অতীত ব্রহ্ম আছেন।

শিষ্য—নহুষ কী পাপের জন্য অভিশপ্ত হয়ে সর্পদেহ প্রাপ্ত হন ?

গুরু—নহুষ পুণ্যবলে স্বর্গের ইন্দ্রত্ব লাভ করেন। কিন্তু, অহঙ্কারে তিনি কাউকে গ্রাহ্য করতেন না। ঋষিদের দ্বারা শিবিকা বহন করাতেন।

---

* সত্যং দানং ক্ষমা শীলমানৃশংস্যং তপো ঘৃণা।
দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র ! স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ ॥—বন ১৫১।২১
শূদ্রে চ তদ্ভবেল্লক্ষ্ম দ্বিজে চেচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ ॥—বন ১৫১।২৫
যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প ! বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প ! তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ ॥—বন ১৫১।২৬

এক দিন শিবিকাবাহী মহর্ষি অগস্ত্যের মস্তকে পদাঘাত করলে, অগস্ত্য তাঁকে অভিশাপ দেন—তুমি মহাসর্প হয়ে ভূতলে পতিত হও।

শিষ্য—বিশাখযূপ থেকে পাণ্ডবরা কোথায় গেলেন? কী করলেন?

গুরু—সেখান থেকে পাণ্ডবগণ দ্রৌপদী ও অন্যান্য লোকজন সহ কাম্যক বনে এলেন। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের দেখতে এলেন, অভিমন্যু, সুভদ্রা, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের কুশল জানালেন। সেই সময়ে চিরজীবী মহামুনি **মার্কণ্ডেয়** সেখানে এলেন। মার্কণ্ডেয় শ্রীকৃষ্ণ ও নারদের অনুরোধে যুধিষ্ঠিরাদিকে বহু উপাখ্যান ও ইতিহাস শোনালেন।

শিষ্য—মার্কণ্ডেয় কথিত কাহিনীগুলি সংক্ষেপে বলুন।

গুরু—১। হৈহয় বংশের এক রাজকুমার মৃগয়া করতে গিয়ে কৃষ্ণাজিনধারী এক ব্রাহ্মণকুমারকে বধ করেন এবং অনুতপ্ত হ'য়ে তার পিতা **অরিষ্টনেমার** নিকট গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত প্রার্থনা করেন। অরিষ্টনেমা বললেন—আমার পুত্র নিহত হয়নি, জীবিতই আছে। যে ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্ম পালন করেন, অতিথি সেবা ও পরিচারকদের পোষণ করেন, যাঁরা শান্ত, সংযতেন্দ্রিয়, ক্ষমাশীল, তীর্থপর্য্যটক ও দানপরায়ণ পবিত্রাত্মগণের সঙ্গে বাস করেন, তাঁদের অকাল মৃত্যুর ভয় থাকে না।

২। মহর্ষি অত্রি অর্থার্থী হয়ে বৈণ্য রাজার নিকট গিয়ে রাজাকে নানা ভাবে স্তুতি করেন। তাতে গৌতম ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন—তুমি অন্যায় স্তুতি করছ। মীমাংসার জন্য **সনৎকুমারের** নিকট গেলে তিনি বললেন—রাজাই ইন্দ্র, ধাতা, প্রজাপতি ব'লে স্তুত হন। অত্রি শাস্ত্রসম্মত কথাই বলেছেন।

৩। মনু দশ হাজার বছর বদরিকাশ্রমে তপস্যা করেন। একদা চিরিণী নদীতে এক মৎস্য এসে মনুর আশ্রয় প্রার্থনা করল। মনু

মৎস্যটিকে একটি পাত্রে রাখলেন। মৎস্য বড় হতে লাগল। মনু তাকে পুকুরে, পরে নদীতে এবং শেষে সমুদ্রে ছেড়ে দিলেন। মৎস্য স্বীয় পরিচয় দিয়ে বলল—অচিরে জগৎ প্রলয় পয়োধি জলে নিমজ্জিত হবে। আমি মৎস্যাবতার; তুমি **সপ্তর্ষি** ও সৃষ্টির বীজ সহ এসে নৌকায় আরোহণ কর এবং সেটিকে আমার শৃঙ্গে বেঁধে দাও; আমি তোমাকে রক্ষা করব। মনু তাই করলেন। বহু কাল পর প্লাবন থেমে গেলে মনু **হিমালয়শৃঙ্গে** নৌকা বাঁধলেন। সেই শৃঙ্গের নাম **নৌবন্ধন**।

৪। একদা প্রলয়কালে মার্কণ্ডেয় সমুদ্রতরঙ্গে ভাসছিলেন। তখন দেখলেন—একটি বটবৃক্ষের একটি পত্রে এক জ্যোতির্ম্ময় শ্যামসুন্দর শিশু ভাসছে। শিশুটি মুখব্যাদান করলে মার্কণ্ডেয় তার উদর মধ্যে প্রবেশ করে দেখলেন—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তথায় বর্ত্তমান। বহু কাল তথায় যাপন করবার পর পুনরায় নিঃশ্বাসের সহিত বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয়ে দেখলেন, সেই বটপত্রে ভাসমান শিশু—নারায়ণ। শিশু মার্কণ্ডেয়কে বললেন, এ সবই আমার মায়া। জলের নাম **নারা**, আমি মহাপ্রলয়ে জলকে আশ্রয় করে থাকি, এজন্য আমার নাম **নারায়ণ**।

৫। অযোধ্যায় **পরীক্ষিৎ** নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি **মণ্ডুকরাজ আয়ুর** কন্যা **সুশোভনাকে** বিবাহ করেন। তাঁর তিন পুত্র জন্মে—**শল, দল ও বল**। শল বামদেবের দুইটি দ্রুতগামী অশ্ব চেয়ে আনেন হরিণ শিকারের জন্য। বামদেব অশ্ব ফেরৎ চাইলে শল দিল না। বামদেবের আদেশে চার জন রাক্ষস শলকে বধ করল। তারপর দল রাজা হয়েও অশ্ব দিল না। বামদেবকে হত্যার জন্য বাণ মারলে তাতে তার নিজ পুত্রই নিহত হ'ল। দলের মহিষী রাজাকে বুঝিয়ে বামদেবের নিকট ক্ষমা চেয়ে বললেন—আমি নৃশংস রাজাকে প্রতিদিন সদুপদেশ দিই, সত্য ও পুণ্যবাক্য বলি। রাজা দল অশ্ব ফিরিয়ে দিল। বামদেবও দলকে পাপমুক্তির আশীর্বাদ করলেন।

৬। একদা ইন্দ্র তদীয় সখা দীর্ঘায়ু **বকের** নিকট চিরজীবী হওয়ার দুঃখ কী, প্রশ্ন করলে বক বলল—অপ্রিয় লোকের সহিত বাস, প্রিয় লোকের বিরহ, অসাধুর সহিত মিলন, পুত্রদারাদির বিনাশ, পরাধীনতার কষ্ট, দারিদ্র্যজনিত অবমাননা, অকুলীনের কুলমর্য্যাদা, কুলীনের কুলক্ষয় ; —এই সব চিরজীবীর দুঃখ। চিরজীবীদের সুখ কী, এই প্রশ্নের উত্তরে বক বলল, কুমিত্রের নিকট প্রার্থী না হয়ে দিবসের অষ্টম ভাগে সামান্য শাকভক্ষণ—এর চেয়ে সুখকর কী আছে ? লোভ পরিত্যাগ ক'রে নিজ গৃহে নিজ শক্তিতে আহৃত ফল ও শাক ভোজনই শ্রেয় ; পরগৃহে অপমানিত হ'য়ে সুস্বাদু ভোজনও নিন্দনীয়। অতিথি, ভৃত্য ও পিতৃগণকে অন্নদান ক'রে অবশিষ্ট যে ভোজন করে, তার চেয়ে সুখী আর কে ?

৭। একদা রাজা **শিবি** ও রাজা **সুহোত্র** একই রাস্তায় মুখোমুখী এসে পড়লেন। কেউ কাউকে রাস্তা ছেড়ে দিচ্ছিলেন না। তখন নারদ এসে বললেন—

জয়েৎ কদর্য্যং দানেন সত্যেনানৃতবাদিনম্।
ক্ষময়া ক্রূরকর্ম্মাণমসাধুং সাধুনা জয়েৎ ॥—বন ১৬৪।১০

দান দ্বারা কৃপণকে, সত্য দ্বারা মিথ্যাবাদীকে, ক্ষমা দ্বারা ক্রূরকর্ম্মাকে এবং সাধুতার দ্বারা অসাধুতাকে জয় করবে।

৮। একদা এক ব্রাহ্মণ যযাতি রাজার নিকট গাভী প্রার্থনা করলে, রাজা তাকে সহস্র ধেনু দান প্রসঙ্গে বললেন—আমি দান ক'রে তা প্রচার করি না ; যা দান করা অসম্ভব তার জন্য প্রতিশ্রুতি দিই না ; যা দানের যোগ্য, তা' দান করে আমি সুখী হই ; দান ক'রে কদাচ অনুতাপ করি না।

৯। **বিশ্বামিত্রের** পুত্র **অষ্টক** ভ্রাতা **প্রতর্দ্দন, বসুমনা ও শিবির** সহিত রথারোহণে যাচ্ছিলেন। তাঁরা নারদকে জিজ্ঞাসা করলেন— আমরা চার জনই স্বর্গে যাব, কিন্তু নরলোকে আগে কে ফিরে আসবে? নারদ বললেন—অষ্টক আগে ফিরে আসবে, কারণ সে সহস্র গরু দান ক'রে আত্মশ্লাঘা করেছিল।

তারপর প্রতর্দ্দন ফিরে আসবে। কারণ, প্রতর্দ্দন ব্রাহ্মণদের প্রার্থনায় এক এক ক'রে রথের চারিটি অশ্ব দান করে ও নিজে রথ টানতে টানতে বলে—এখন আর ব্রাহ্মণদের চাইবার কিছু নেই। দান ক'রে প্রতর্দ্দন ব্রাহ্মণদের প্রতি বিরক্ত হয়েছিল।

তারপর পতন হবে বসুমনার। কারণ, আমার আশীর্ব্বাদে পুষ্পক রথের অধিকারী হ'লেও, আমার প্রয়োজনের জন্য রথ পর পর তিন বার চাওয়ায় প্রথম ও দ্বিতীয় বার সে বলেছিল—এ রথ আপনারই। তৃতীয় বার রথ না দিয়ে কপটতা করে বলেছিল—আপনার আশীর্ব্বাদ সত্য হয়েছে। এই কথা ব'লে রথ দেয়নি।

শিবির পতন হবে না। কারণ, তিনি ব্রাহ্মণদের আদেশে স্বীয় পুত্রকে বধ ক'রে মাংস রন্ধন ক'রে খেতে দেন। ব্রাহ্মণ রাজার কোষাগার ইত্যাদি অগ্নিদগ্ধ করে দেন। তথাপি, ব্রাহ্মণের প্রতি শিবির অবজ্ঞা ও ক্রোধ হয়নি। স্বয়ং বিধাতা ব্রাহ্মণ বেশে তাঁকে পরীক্ষা করেছিলেন।

১০। পাণ্ডবগণের প্রশ্নের উত্তরে মার্কণ্ডেয় বলেছিলেন—আমি প্রাচীন হলেও, আমার চেয়ে প্রাচীন **প্রাবারকর্ণ** নামক পেচক; তদপেক্ষা প্রাচীন **নাড়ীজঙ্ঘ** নামক বক; তার চেয়ে প্রাচীন **অকূপার** নামক কচ্ছপ। সেই কচ্ছপ বললে, **ইন্দ্রদ্যুম্ন** রাজা তার চেয়েও প্রাচীন। ইন্দ্রদ্যুম্ন যজ্ঞের দক্ষিণা স্বরূপ যে অসংখ্য গোদান করেছিলেন তাদের ক্ষুরাঘাতে এই সরোবরের উৎপত্তি।

দিবং স্পৃশতি ভূমিঞ্চ শব্দঃ পুণ্যস্য কর্ম্মণঃ।
যাবৎ স শব্দো ভবতি তাবৎ পুরুষ উচ্যতে॥
অকীর্ত্তিঃ কীর্ত্ত্যতে লোকে যস্য ভূতস্য কস্যচিৎ।
স পতত্যধমাল্লোঁকান্ যাবচ্ছব্দঃ প্রকীর্ত্ত্যতে॥
—বন ১৬৯।১৩-১৪

পুণ্যকর্ম্মের যশঃ স্বর্গ ও পৃথিবী স্পর্শ করে; যত কাল সে শব্দ থাকে, তত কালই লোকে পুরুষ পদবাচ্য হয়। যত কাল কোনো লোকের অকীর্ত্তি প্রচারিত হয়, তত কাল সে নরকে পতিত থাকে।

১১। মহর্ষি উতঙ্কের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু তাঁকে বর দিতে চাইলে উতঙ্ক প্রার্থনা করলেন—আমার ধর্ম্মে, সত্যে, ইন্দ্রিয়-সংযমে মতি এবং তোমার সান্নিধ্যলাভ হোক। উতঙ্কের এই প্রার্থনায় বিষ্ণু রাজা কুবলাশ্বের দেহে প্রবেশ পূর্ব্বক মধুকৈটভ দৈত্যের পুত্র ধুন্ধুকে সদলবলে নিহত করেন। তখন কুবলাশ্বের নাম হল ধুন্ধুমার।

১২। কৌশিক নামক ব্রাহ্মণ যুবক পিতৃমাতৃসেবা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তপস্যায় গমন করে। বেদপাঠ কালে এক দিন তার মস্তকে এক বলাকা বিষ্ঠাত্যাগ করলে সে ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাকালে বলাকা ভস্ম হয়ে পড়ে গেল। এতে ব্রাহ্মণ কুমারের তপস্যার অহংকার বেড়ে গেল। সে এক গৃহস্থের বাড়ীতে ভিক্ষা করতে গেলে গৃহিণী অপেক্ষা করতে বললেন। ভিক্ষা দিতে দেরী হওয়ায় ব্রাহ্মণ কুমার ক্রুদ্ধ হল; তখন গৃহিণী বললেন—স্বামী পরম দেবতা, তিনি শ্রান্ত, ক্ষুধিত থাকায় তাঁর সেবায় আমার বিলম্ব হল। কিন্তু, আমি তো কাকী বকী নই যে ভস্ম করবেন! ব্রাহ্মণ কুমার বলল, আমি যে বক ভস্ম করেছি, তা আপনি কি করে জানলেন? গৃহিণী বললেন, আমি কায়মনোবাক্যে পতিসেবা-রূপ তপস্যার দ্বারাই সব জানি। আপনি মিথিলায় ধর্ম্মব্যাধের কাছে যান।

ব্রাহ্মণ কুমার ধর্ম্মব্যাধের নিকটে গিয়ে দেখেন, সেই ব্যাধ পিতামাতাকে সাক্ষাৎ দেবতার ন্যায় সেবা করছেন। তাঁর নিকট ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করে ব্রাহ্মণ বুঝলেন যে বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য ধর্ম্মানুষ্ঠান বৃথা। **পুত্রের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম পিতৃমাতৃসেবা ; নারীর উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম পতিসেবা।**

১৩। পাণ্ডবগণ যখন মার্কণ্ডেয়ের নিকট উক্ত সব উপাখ্যান শুনছিলেন, তখন কৃষ্ণমহিষী **সত্যভামা** ও দ্রৌপদী পরস্পর আলাপ করছিলেন। সত্যভামা বললেন, সখি! তোমার পাঁচটি লোকপাল তুল্য স্বামীকে তুমি কিরূপে বশীভূত করে রেখেছ? তাঁরা তো সর্ব্বদা তোমার মুখাপেক্ষী হয়ে আছেন। কোনো ব্রতচর্য্যা, মন্ত্র, বা ঔষধের দ্বারা কি এরূপ করতে সমর্থা হয়েছ?

দ্রৌপদী বললেন, সখি! আমি কোনো ব্রতচর্য্যা, মন্ত্র বা ঔষধ জানি না। আমি সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে অনলস ভাবে পতিগণের সেবা করি। অন্য কোনো পুরুষের চিন্তাও কদাপি মনে জাগে না। পতিগণ স্নান, শয়ন, ভোজন না করা পর্য্যন্ত আমিও করি না। আমি গৃহের সব কিছু তত্ত্বাবধান করি। স্বয়ং পাক করে পতিগণকে ভোজন করাই, পরিজনবর্গকে সযত্নে পালন করি। যখন ইন্দ্রপ্রস্থে ছিলাম, তখন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সমস্ত আয়ব্যয়ের হিসাব রাখতাম। গোপাল, মেষপাল, অশ্বপাল ও হস্তিপাল প্রভৃতি ভৃত্যদের সংবাদ আমি নিতাম। সমস্ত পোষ্যবর্গের ভার আমার উপর ছিল। আমি সকলের আগে উঠি, সকলের শেষে শুই। সখি! এ ছাড়া আমার বশীকরণের অন্য কিছু নেই।

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণাদি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

শিষ্য—পাণ্ডবগণ তার পর কোথায় গেলেন? কী হল?

গুরু—পাণ্ডবগণ কাম্যক বন পরিত্যাগ ক'রে দ্বৈত বনে গিয়ে এক সরোবর তীর্থে বাস করতে লাগলেন। তখন এক দিন শকুনি ও কর্ণের পরামর্শে, ভীষ্মদ্রোণাদির অজ্ঞাতে ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝিয়ে সম্মত করিয়ে, দুর্যোধন সপরিবারে সসৈন্যে দুর্দশাগ্রস্ত বনবাসী পাণ্ডবগণকে স্বীয় ঐশ্বর্য্য দেখাবার জন্য ঘোষযাত্রার ছলে দ্বৈত বনে গেল। দ্বৈত বনে শিবির স্থাপন নিয়ে গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেনের সহিত বিবাদ হল। মহাযুদ্ধ সুরু হ'ল। দুর্যোধনের বাহিনী বিপর্য্যস্ত হ'ল। কর্ণ মহাবিক্রমে কিছুক্ষণ যুদ্ধ করে পলায়ন করল। দুর্যোধন ও তার ভ্রাতাগণ সপরিবারে বন্দী হ'ল।

দুর্যোধনের মন্ত্রীরা পাণ্ডবগণের শরণ নিল। এই সংবাদে ভীম হৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু, যুধিষ্ঠির বুঝিয়ে দিলেন যে দুর্যোধনের সঙ্গে ভ্রাতৃবিরোধ থাকলেও সে আমাদের ভাই। আমরা বর্ত্তমান থাকতে আমাদের কুলবধূগণকে হরণ করে নিয়ে গেলে কি আমাদের নিন্দা হবে না? যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভীমার্জ্জুন গিয়ে চিত্রসেনকে বললেন, ভাল চাও তো এদের ছেড়ে দাও। চিত্রসেন অসম্মত হওয়ায় যুদ্ধ হল। চিত্রসেন পরাজিত হয়ে যুধিষ্ঠিরের নিকট এসে ক্ষমা প্রার্থনা করল। যুধিষ্ঠিরের আদেশে দুর্যোধনাদি মুক্ত হ'ল। যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে বললেন, এরূপ সাহসের কাজ আর ক'রো না। দুর্যোধন অপমানে, লজ্জায়, দুঃখে মৃতপ্রায় হয়ে হস্তিনাপুরে যাত্রা করল।

শিষ্য—ঘোষযাত্রায় লাঞ্ছিত দুর্যোধন কী করল?

গুরু—দুর্যোধন হস্তিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করব না বলে প্রায়োপবেশন ক'রে বলল, কর্ণ! তুমি দুঃশাসনকে রাজা ক'রে রাজ্য শাসন কর। আমি এই ঘৃণিত জীবন চাই না। শকুনি, কর্ণ, দুঃশাসন প্রভৃতি সকলে বহু ভাবে প্রবোধ দিয়ে তাকে হস্তিনাপুরে নিয়ে এল।

শিষ্য—হস্তিনাপুরে এসে দুর্য্যোধন কি করল ?

গুরু—দুর্য্যোধন প্রস্তাব করল, আমি পাণ্ডবদের মত রাজসূয় যজ্ঞ করব। ব্রাহ্মণগণ বললেন, ধৃতরাষ্ট্র ও যুধিষ্ঠির থাকতে আপনি রাজসূয় যজ্ঞ করতে পারেন না। তবে রাজসূয় যজ্ঞের ন্যায় **বৈষ্ণব যজ্ঞ আছে** আপনি তাই করুন। অধীনস্থ করদ রাজাদের দত্ত সুবর্ণ দিয়ে লাঙ্গল নির্ম্মাণ করে যজ্ঞক্ষেত্র কর্ষণ করতে হবে। যজ্ঞের আয়োজন হল। দূতগণ দেশবিদেশে প্রেরিত হল। দুঃশাসন এক দূতকে দ্বৈত বনে পাণ্ডবদের নিমন্ত্রণ করতে পাঠাল। দূতের বার্ত্তা শুনে যুধিষ্ঠির বললেন, আমরা হস্তিনাপুরে যাব ; তবে এখন নয়, বনবাসের ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ণ হ'লে।

ভীম বললেন, ত্রয়োদশ বর্ষ পরে যখন যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হবে, দুর্য্যোধনকে সবংশে তাতে নিক্ষেপ করা হবে, পাণ্ডবদের ক্রোধরূপ হবি তাতে অর্পিত হবে, তখন আমি যাব।

যজ্ঞান্তে কর্ণ এক আসুর ব্রত গ্রহণ করল—যত দিন অর্জ্জুনকে বধ না করতে পারব, তত দিন আমি পা ধোব না, মাংস খাব না, মদ খাব না, কোনো প্রার্থীকে বিমুখ করব না।

শিষ্য—পাণ্ডবদের বিনষ্ট করবার জন্য দুর্য্যোধন কোনো চেষ্টা করেছিল কি ?

গুরু—করেছিল বৈ কি।

১। **দুর্ব্বাসা** ঋষি দশ হাজার শিষ্য নিয়ে দুর্য্যোধনের অতিথি হয়ে কিছু কাল হস্তিনাপুরে ছিলেন। দুর্য্যোধন মহর্ষির অন্যায় আবদার ও ভৎর্সনা সহ্য করে সর্ব্বপ্রকার সেবায় তাঁকে তুষ্ট ক'রে এক বর প্রার্থনা করলেন, প্রভো ! আপনি কাম্যক বনে আমার ধার্ম্মিক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের অতিথি হবেন—দ্রৌপদীর আহারের পরে অর্দ্ধ রাত্রি কালে।

দুর্ব্বাসা স্বীকার করে এক দিন অযুত শিষ্য নিয়ে যুধিষ্ঠিরের আশ্রমে অতিথি হলেন। যুধিষ্ঠির তাঁকে স্নানাহ্নিক করে আসতে বললেন। তখন দ্রৌপদীর আহার হয়ে গেছে। গৃহে খাদ্য দ্রব্য কিছুই নাই। পাণ্ডবগণ অকুল পাথারে পড়লেন। দ্রৌপদী নিরুপায়ের উপায় শ্রীকৃষ্ণকে আকুল প্রাণে স্মরণ করলেন। হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণ এসে উপস্থিত হ'য়ে বললেন—কৃষ্ণে ! আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত, খেতে দাও। দ্রৌপদী বললেন, কিছুই নাই যে। কৃষ্ণ বললেন, পাকের থালিটি আন। দ্রৌপদী তা আনলেন। তার মধ্যে এক কণিকা শাকান্ন পেয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাই মুখে দিয়ে বললেন—বিশ্বাত্মা তৃপ্ত হ'ল। তার পর পাণ্ডবদের বললেন, এইবার আহারের জন্য মুনি ঠাকুরকে ডাকুন। এদিকে স্নান কালে দুর্ব্বাসা এবং তদীয় শিষ্যগণ দেখলেন, তাঁদের উদর পূর্ণ। ক্ষুধা বোধই নাই। তাঁরা আর পাণ্ডবদের আশ্রমে গেলেন না। তাড়াতাড়ি সে স্থান ত্যাগ করলেন।

দুর্য্যোধন ভেবেছিল—যুধিষ্ঠির অযুত শিষ্য সহ দুর্ব্বাসাকে ভোজন দিতে না পারলে, তাঁর অভিশাপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। দুর্য্যোধনের সে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হল।

২। দ্রৌপদীই পাণ্ডবগণকে পুনঃ পুনঃ বিপদে রক্ষা করছিল। দুর্য্যোধন ভাবল—যদি দ্রৌপদীকে হরণ করে নেওয়া যায়, তবে পাণ্ডবরা তার অভাবে ও শোকে নিশ্চয় মরবে। সে জয়দ্রথকে কাম্যক বনে পাঠালো দ্রৌপদীকে হরণ করবার জন্য। একদা যখন পাণ্ডবগণ মৃগয়া করতে গেছেন, পুরোহিত ধৌম্য ছাড়া কেউ নেই, সেই সময়ে জয়দ্রথ সৈন্যবাহিনী সহ পাণ্ডবদের আশ্রমে উপস্থিত হল। দ্রৌপদী আত্মীয় জেনে সমাদরে বসালেন ও খাদ্যাদি দিলেন। তখন জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে স্বীয় রথে উঠিয়ে নিয়ে পলায়ন করতে লাগল। পাণ্ডবগণ মৃগয়ান্তে

ফিরে আসছিলেন। ধৌম্য ও দ্রৌপদীর চীৎকার শুনে তাঁরা জয়দ্রথের রথধ্বজা দেখলেন। বুঝলেন—দ্রৌপদীকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে দুষ্ট জয়দ্রথ। তাঁরা যুদ্ধে সৈন্যগণকে নিহত করে জয়দ্রথকে ধরে ফেললেন। তাকে মৃতপ্রায় ও পঞ্চঝুটিযুক্ত করে যুধিষ্ঠিরের পায়ে এনে ফেললেন। যুধিষ্ঠির তাকে মুক্তি দিলেন। জয়দ্রথ নির্জিত হয়ে শিবের আরাধনা করতে চলে গেল।

শিষ্য—কর্ণের আসুর ব্রতের ফল কী হ'ল ?

গুরু—একদা ইন্দ্র ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে এসে কর্ণের নিকট প্রার্থনা করলেন—তোমার **অক্ষয় কবচকুণ্ডল** আমাকে দাও। কর্ণ অক্ষয় কবচ ও কুণ্ডল সহ মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হন। ঐ কবচ কুণ্ডল থাকা পর্যন্ত তাকে নিধন করা সম্ভব ছিল না। কর্ণের আসুর ব্রতের সুযোগে অর্জ্জুনের হিতাকাঙ্ক্ষী দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে এসে কবচ কুণ্ডল হরণ করেন। সূর্য্যের বরে কর্ণের জন্ম। সূর্য্য পুত্রহিতার্থী হয়ে আগেই কর্ণকে জানিয়েছিলেন যে ইন্দ্র তার কবচ কুণ্ডল প্রার্থনা করবেন। কর্ণ ইন্দ্রকে বললেন, দেবরাজ! আমি আপনাকে চিনেছি। আমি আপনাকে বিমুখ করব না, তবে কবচ কুণ্ডলের বিনিময়ে আমাকে **একপুরুষঘাতিনী** অস্ত্র দিতে হবে। ইন্দ্র তাই দিয়ে কবচ কুণ্ডল নিয়ে গেলেন।

শিষ্য—মার্কণ্ডেয় আর কী কী উপাখ্যান বলেছিলেন ?

গুরু—রামসীতার ও সাবিত্রী-সত্যবানের উপাখ্যান বলেছিলেন।

শিষ্য—সাবিত্রী কে ? সত্যবান্ কে ? তাঁদের জীবনের ঘটনা কী ?

গুরু—মদ্র দেশের রাজা **অশ্বপতি** সন্তান লাভের জন্য **সাবিত্রী** দেবীর উপাসনা ক'রে এক কন্যা লাভ করেন; তার নাম রাখেন **সাবিত্রী**। সাবিত্রী বয়ঃপ্রাপ্তা হ'লে তার বিবাহের উপযুক্ত পাত্র পাওয়া

গেল না। সাবিত্রীর অপূর্ব্ব দেবীমূর্ত্তি দর্শনে রাজকুমারগণ ভক্তিভাবে প্রণাম জানিয়ে চলে যেত। তখন পিতার আদেশে তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে এক তপোবনে রাজ্যচ্যুত অন্ধ রাজা **দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবানকে** পতিত্বে বরণ করেন। দেবর্ষি নারদ বললেন, সত্যবান্ অদ্যাবধি বৎসরান্তে মরবেন ; সুতরাং, সাবিত্রী ! তুমি অন্য পতি নির্ব্বাচন কর। তখন সাবিত্রী বললেন, পৈতৃক ধনের অংশ এক বারই প্রাপ্য হয়, কন্যাদান এক বারই হয়, 'দিলাম'—এ কথাটি এক বারই উচ্চারিত হয়। **দীর্ঘায়ু, অল্পায়ু, গুণবান্ বা নির্গুণ, আমি সত্যবানকেই পতি বরণ করেছি, দ্বিতীয় কাউকে বরণ করব না।** লোকে আগে মনে মনে কর্ত্তব্য স্থির করে, তারপর বাক্যে প্রকাশ করে, তারপর কার্য্য করে। অতএব, আমার মনই প্রমাণ।* সাবিত্রী-সত্যবানের বিবাহ হয়ে গেল।

বিবাহের পর সাবিত্রী স্বামীর কল্যাণের জন্য ভগবানের আরাধনা করতে লাগলেন। প্রায় এক বৎসর অতীত হ'ল। সাবিত্রী গণনা করে দেখলেন যে আর চার দিন পরে সত্যবানের মৃত্যু হবে। তখন স্বামীর আয়ু-কামনায় ত্রিরাত্র উপবাসের সঙ্কল্প নিয়ে ব্রতাচরণ আরম্ভ করলেন। সত্যবানের মৃত্যুর দিনেও পূর্ব্বাহ্ণে সমস্ত গুরুজনের সেবা ক'রে সাবিত্রী সকলকে প্রণাম করলে তাঁরা সবাই আশীর্ব্বাদ করলেন—অ-বিধবা হও।

অপরাহ্ণে সত্যবান্ কুঠার কাঁধে নিয়ে কাষ্ঠ ও ফল আহরণে যাচ্ছেন

---

* সকৃদংশো নিপততি সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে।
সকৃদাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সকৃৎ সকৃৎ ॥
দীর্ঘায়ুরথবাল্পায়ুঃ সগুণোনির্গুণোঽপি বা।
সকৃদ্‌বৃতো ময়া ভর্ত্তা ন দ্বিতীয়ং বৃণোম্যহম্ ॥
মনসা নিশ্চয়ং কৃত্বা ততো বাচাভিধীয়তে।
ক্রিয়তে কর্ম্মণা পশ্চাৎ প্রমাণং মে মনস্ততঃ ॥—বন ২৪৮।২৬-২৮

দেখে সাবিত্রী বললেন, আমিও সঙ্গে যাব। কারও নিষেধ না শুনে সকলকে বুঝিয়ে সাবিত্রী সত্যবানের সঙ্গে গেলেন।

কাঠ কাটতে বৃক্ষে উঠে সত্যবান্ হঠাৎ দারুণ শিরঃপীড়া অনুভব করে নেমে এসে সাবিত্রীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁর মৃত্যু হল। সাবিত্রী মৃত পতি কোলে নিয়ে ঘোর অন্ধকার কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে বনমধ্যে পতিধ্যানে তন্ময়া হয়ে রইলেন। যমরাজ স্বয়ং এসে সত্যবানের দেহ থেকে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষ বের করে নিয়ে চললেন। সাবিত্রীও পিছনে পিছনে চলতে লাগলেন। যমরাজ সাবিত্রীকে নিষেধ করলে তিনি বললেন—স্বামী যেখানে যান বা থাকেন, পত্নীও সঙ্গে থাকবেন—এই সনাতন ধর্ম্ম। পণ্ডিতেরা বলেন, শত পা কারো সঙ্গে চললে মিত্রতা হয়; মিত্রতার উপর নির্ভর করেই আমি বলছি, সাধুজন গার্হস্থ্য ধর্ম্মকেই প্রধান বলেন। পতির অভাবে গার্হস্থ্য ধর্ম্মপালন হয় না।

যমরাজ বর দিতে চাইলেন। সাবিত্রী অন্ধ শ্বশুরের অন্ধত্ব-মোচন প্রার্থনা করলেন। যমরাজ "তথাস্তু" বলে চলতে লাগলেন। তথাপি সাবিত্রী তাঁর পশ্চাৎ যেতে লাগলেন। যমরাজ সাবিত্রীকে অনুসরণে নিষেধ করে পুনরায় বর দিতে চাইলে সাবিত্রী শ্বশুরের রাজ্যপ্রাপ্তি প্রার্থনা করলেন। এইরূপে আর এক বরে সাবিত্রী স্বীয় পিতার শত পুত্র প্রার্থনা করলেন। পুনরায় পশ্চাদনুসরণে নিষেধ করে যমরাজ বললেন, সত্যবানের জীবন ছাড়া তুমি অন্য যে কোনো বর প্রার্থনা কর। তখন সাবিত্রী বর চাইলেন, আমার গর্ভে সত্যবানের শত পুত্র লাভ হোক। তখন যমরাজ বাধ্য হয়ে সত্যবানের পুনর্জ্জীবন দান করলেন। সাবিত্রীর পাতিব্রত্য সাধনার অপূর্ব্ব সাফল্যে পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল পরম কল্যাণ ও ঐশ্বর্য্য লাভ করল।

শিষ্য—বনবাসের দ্বাদশ বর্ষ শেষে পাণ্ডবদের কী হ'ল ? তাঁরা কী করলেন ?

গুরু—এক দিন এক ব্রাহ্মণ পাণ্ডবদের জানালেন যে একটি হরিণ তার শৃঙ্গে বাধিয়ে তাঁর অরণিকাষ্ঠ * নিয়ে গেছে। পঞ্চপাণ্ডব মৃগের অনুসরণ করে শ্রান্ত ক্লান্ত হ'য়ে এক গাছের তলায় বসে পড়লেন ; মৃগের সন্ধান পেলেন না। এমন ব্যর্থতার কারণ কী—ভেবে ভীম বললেন, দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীর অপমান করে, তখন তাকে বধ করিনি বলে আজ এমন হ'ল ; অর্জ্জুন বললেন, সূতপুত্র কর্ণের তীক্ষ্ণ কটু বাক্য সহ্য করেছিলাম ব'লে এরূপ হ'ল ; সহদেব বললেন, পাশা খেলার সময়ে শকুনিকে হত্যা করিনি, সেই পাপেই এমন ব্যর্থতা।

পিপাসার্ত্ত যুধিষ্ঠির নকুলকে জল আনতে পাঠালেন। নকুল সরোবরে জল স্পর্শ করতে গেলে কে যেন বলল, আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে জল খাও। নকুল নিষেধ না শুনে জলস্পর্শ করে নিহত হলেন। এমনি ভাবে পর পর সহদেব, অর্জ্জুন, ভীম সকলেই জল আনতে গিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। পরিশেষে ভ্রাতৃগণের সন্ধানে যুধিষ্ঠির সরোবরে গেলে এক বক বললে, আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে জল পান কর। এ জলাশয় আমার। আমায় আদেশ অমান্য করায় তোমার ভ্রাতৃগণ নিহত হয়েছে। যুধিষ্ঠির সবিস্ময়ে বললেন, এই সমস্ত মহাবীরকে বধ করা সামান্য বকের কাজ নহে। আপনি কে, সত্য করে বলুন। তখন সে বিরাট এক যক্ষের রূপ ধারণ করে বললে—আমি যক্ষ, আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে জল পান কর।

যুধিষ্ঠির একে একে যক্ষের যাবতীয় প্রশ্নের সদুত্তর দিলে যক্ষ সন্তুষ্ট হ'য়ে বললেন, তুমি তোমার যে কোন এক জন ভ্রাতার

---

* যজ্ঞাগ্নি-উৎপাদক কাষ্ঠদ্বয়।

জীবন প্রার্থনা কর। যুধিষ্ঠির বললেন, তাহ'লে নকুলকে বাঁচিয়ে দিন। যক্ষ বললেন, ভীম অর্জ্জুনের জীবন না চেয়ে নকুলের জীবন চাইলে কেন? যুধিষ্ঠির বললেন, **আমি যদি ধর্ম্ম না করি তবে ধর্ম্মই আমাকে নষ্ট করবেন।** কুন্তী ও মাদ্রী উভয়েই আমার মাতা। আমি চাই, উভয়েরই পুত্র থাকুক। মাতা কুন্তীর পুত্র আমি জীবিত আছি। নকুল বেঁচে উঠলে মাতা মাদ্রীরও এক পুত্র জীবিত থাকে। এই জন্যই আমি নকুলের জীবন চেয়েছি। যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মজ্ঞানে খুসী হয়ে যক্ষ সকলের প্রাণ দান পূর্ব্বক বললেন, আমি ধর্ম্ম, হরিণের রূপ ধারণ করে আমিই ব্রাহ্মণের অরণি হরণ করেছি। আমিই তোমার ধর্ম্মবল পরীক্ষার জন্য এই মায়া সরোবরের সৃষ্টি করেছি। তুমি বর প্রার্থনা কর। যুধিষ্ঠির বললেন, আমার সর্ব্বদা যেন ধর্ম্মে মতি থাকে। ধর্ম্ম বললেন, তোমার তো ধর্ম্মে মতি আছেই। এখন থেকে আরও বেশী হবে। তুমি অন্য বর চাও। তখন যুধিষ্ঠির বললেন, আমাদের বনবাস শেষ হয়েছে। এখন অজ্ঞাতবাস আরম্ভ হবে। আমরা যেখানেই থাকি, আমাদের কেউ যেন জানতে না পারে। ধর্ম্ম বললেন, তাই হবে। তোমরা বিরাটনগরে গিয়ে থাক।

শিষ্য—যক্ষরূপী ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরকে কী কী প্রশ্ন করেছিলেন? যুধিষ্ঠিরই বা তার কীরূপ উত্তর দিয়েছিলেন?

গুরু—(১) প্রঃ—কে সূর্য্যকে উর্ধ্বে রেখেছে? কে সূর্য্যের চারি দিকে ভ্রমণ করে? কে তাকে অস্তে পাঠায়? কোথায় তিনি প্রতিষ্ঠিত?

উঃ—ব্রহ্ম সূর্য্যকে উর্ধ্বে রেখেছেন। দেবগণ সূর্য্যের চারি দিকে ভ্রমণ করেন। ধর্ম্ম সূর্য্যকে অস্তে পাঠান। সত্যে তিনি প্রতিষ্ঠিত।

(২) প্রঃ—ব্রাহ্মণের দেবত্ব কিসে? কোন ধর্ম্মের জন্য তাঁরা সাধু? তাঁদের মানুষভাব কেন হয়? তাঁদের অসাধু ভাব কিসে হয়?

উঃ—বেদাধ্যয়নের ফলে ব্রাহ্মণের দেবত্ব। তপস্যার ফলে তাঁদের সাধুত্ব। তাঁদের মৃত্যু হয়, এজন্য তাঁরা মানুষ। পরনিন্দা করলে হয় অসাধু।

(৩) প্রঃ—ক্ষত্রিয়ের দেবত্ব কী? তার সাধুধর্ম্ম কী? মানুষ ভাব তার কী? তার অসাধু ভাব কিসে?

উঃ—অস্ত্রনিপুণতাই ক্ষত্রিয়ের দেবত্ব। যজ্ঞই তার সাধু ধর্ম্ম। ভয় তার মানুষ ভাব। শরণাগতকে ত্যাগ করাই তার অসাধু ভাব।

(৪) প্রঃ—পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতর কে? আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর কে? বায়ু অপেক্ষা দ্রুতগামী কে? তৃণাপেক্ষা বহুতর কী?

উঃ—মাতা পৃথিবীর চেয়ে গুরুতর। পিতা আকাশের চেয়ে উচ্চতর। মন বায়ুর চেয়েও দ্রুততর। চিন্তা তৃণের চেয়েও বহুতর।

(৫) প্রঃ—চোখ চেয়ে কে ঘুমায়? জন্মগ্রহণ ক'রে কে নড়ে না? কার হৃদয় নেই? বেগের দ্বারা কে বর্দ্ধিত হয়?

উঃ—মৎস্য চোখ না বুজে ঘুমায়। ডিম জন্মগ্রহণ ক'রে নড়ে না। পাষাণের হৃদয় নাই। নদী বেগের দ্বারা বর্দ্ধিত হয়।

(৬) প্রঃ—প্রবাসী, আতুর, গৃহবাসী ও মুমূর্ষু, এদের মিত্র কারা?

উঃ—প্রবাসীর মিত্র সঙ্গী, গৃহবাসীর মিত্র ভার্য্যা, আতুরের মিত্র চিকিৎসক, মুমূর্ষুর মিত্র দান।

(৭) প্রঃ—কী ত্যাগ করলে প্রিয় হওয়া যায়? কী ত্যাগ করলে শোক হয় না? কী ত্যাগ করলে মানুষ ধনী হয়? কী ত্যাগ করলে সুখী হয়?

উঃ—অভিমান ত্যাগ করলে লোকপ্রিয় হওয়া যায়। ক্রোধ ত্যাগ করলে শোক হয় না। কামনা ত্যাগ করলে লোক ধনী হয়। লোভ ত্যাগ করলে সুখী হয়।

(৮) প্রঃ—বার্ত্তা কী? আশ্চর্য্য কী? পন্থা কী? সুখী কে?

উঃ—অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে সূর্য্যাগ্নিনা রাত্রিদিনেন্ধনেন।
মাসর্ত্তুদর্ব্বীপরিঘট্টনেন ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা॥

মহামোহরূপ কটাহে কাল প্রাণিগণকে পাক করছে ; সূর্য্য, অগ্নি, রাত্রিদিন তার ইন্ধন ; মাস, ঋতু আলোড়নের হাতা—এই বার্ত্তা।

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্॥

প্রাণিগণ প্রতিদিন যমালয়ে যাচ্ছে। অবশিষ্ট যারা, তারা চিরজীবী হয়ে থাকতে চায়—ইহাই আশ্চর্য্য।

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

বেদ বিভিন্ন, স্মৃতি বিভিন্ন, নানা মুনির নানা মত। ধর্ম্মের তত্ত্ব অতি গহন। মহাজনেরা যে পথে গেছেন, তাহাই পথ।

দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি যো নরঃ।
অনৃণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর ! মোদতে॥

—বন ২৬৭।৮২-৮৩-৮৪-৮৫

যে লোক অনৃণী ও অপ্রবাসী, দিবসের অষ্টম ভাগে (সন্ধ্যাকালে) শাকান্ন খায়—সেই সুখী।

(৯) প্রঃ—পুরুষ কে ? সর্ব্বধনেশ্বর কে ?

উঃ—দিবং স্পৃশতি ভূমিঞ্চ শব্দঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা।
যাবৎ স শব্দো ভবতি তাবৎ পুরুষ উচ্যতে॥—বন ২৬৭।৮৭

পুণ্যকর্ম্মের শব্দ পৃথিবী ও স্বর্গ স্পর্শ করে। যত কাল পর্য্যন্ত সেই শব্দ থাকে, তত কালই সে পুরুষ বলে গণ্য হয়।

তুল্যে প্রিয়াপ্রিয়ে যস্য সুখদুঃখে তথৈব চ।
অতীতানাগতে চোভে স বৈ সর্ব্বধনেশ্বরঃ॥—বন ২৬৭।৮৮

প্রিয় অপ্রিয়, সুখ দুঃখ, অতীত ও অনাগত যিনি তুল্য জ্ঞান করেন, তিনি সর্ব্বধনেশ্বর।

বনপর্ব্ব সমাপ্ত

বিরাট পৰ্ব্ব

শিষ্য—এই পর্ব্বের নাম বিরাটপর্ব্ব কেন? অজ্ঞাতবাস পর্ব্ব হ'ল না কেন?

গুরু—বিরাটরাজ-গৃহেই অজ্ঞাতবাস হয়েছিল। বিরাটরাজার রাজসভাতেই পঞ্চপাণ্ডব অজ্ঞাতবাসান্তে প্রকাশিত এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় অপহৃত রাজ্যের রাজারূপে পুনরভিষিক্ত হন। বিরাটরাজ আত্ম-পরিজন সহ সর্ব্বস্ব পাণ্ডবগণের কল্যাণার্থ উৎসর্গ ক'রে তাঁদের বিরাট সহায়রূপে স্বীয় জীবন দান করেছিলেম। এজন্য পর্ব্বটির নাম বিরাট পর্ব্ব হওয়া সকল দিক দিয়েই সঙ্গত হয়েছে।

শিষ্য—পাণ্ডবেরা অজ্ঞাতবাসের জন্য কোন্ দেশে গেলেন?

গুরু—যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে বললেন, অর্জ্জুন! এমন কোনো দেশের নাম কর, যেখানে আমরা স্বচ্ছন্দে অজ্ঞাতবাস করতে পারব। অর্জ্জুন বললেন, কুরুদেশের চারি দিকে **পাঞ্চাল, চেদি, মৎস্য, শূরসেন, পটচ্চর, দশার্ণ, মল্ল, শাল্ব, যুগন্ধর, কুন্তিরাষ্ট্র, সুরাষ্ট্র,** অবন্তি প্রভৃতি রাজ্য আছে। এর মধ্যে কোনটি আপনার ভাল মনে হয়? যুধিষ্ঠির বললেন, মৎস্য দেশের রাজা বিরাট বৃদ্ধ ও বদান্য; তাঁর রাজ্যে আমরা কর্ম্মচারী হয়ে বাস করব।

শিষ্য—মৎস্য রাজ্যে কী ভাবে তাঁরা গেলেন?

গুরু—যমুনার দক্ষিণ তীর দিয়ে তাঁরা পদব্রজে পর্ব্বত অরণ্যাদি অতিক্রম করে দশার্ণের উত্তর, পাঞ্চালের দক্ষিণ, শূরসেনের মধ্য দিয়ে মৎস্য দেশে চললেন। দ্রৌপদী চলতে অসমর্থা হয়ে পড়লে অর্জ্জুন তাঁকে স্কন্ধে বহন করলেন। তাঁদের বর্ণ মলিন, মুখ শ্মশ্রুময়, হস্তে ধনু, কটিদেশে খড়্গ। কেউ পরিচয় চাইলে বলতেন—আমরা ব্যাধ।

শিষ্য—তাঁদের সঙ্গে যে সব লোকজন ও ব্রাহ্মণগণ ছিলেন, তাঁরা কোথায় গেলেন ?

গুরু—সারথি, পাচক, পরিচারক-পরিচারিকাদের রথগুলি সহ ইন্দ্রসেনের সাথে দ্বারকায় পাঠিয়ে দিলেন। পুরোহিত ধৌম্যকে অগ্নিহোত্র রক্ষার জন্য দ্রুপদ রাজার গৃহে পাঠালেন।

শিষ্য—ধৌম্য বিদায়ের সময়ে পাণ্ডবদের কী হিতোপদেশ দিয়েছিলেন ?

গুরু—ধৌম্য বললেন, তোমরা বিরাটরাজ ভবনে অজ্ঞাতবাস করবে। সেখানে বাসকালীন রাজার যানবাহন, পর্য্যঙ্ক ও আসনে আরোহণ অনুচিত। রাজপত্নী বা অন্তঃপুরিকাদের সহিত বা রাজার অপ্রিয় ব্যক্তিদের সহিত মেলামেশা করবে না। যে কোনো সামান্য কার্য্যও রাজার অজ্ঞাতসারে করবে না। মতামত প্রকাশের সময়ে রাজার হিতকর ও প্রিয় কথাই বলবে ; প্রিয় অপেক্ষা হিতকরই বলবে। রাজার সামনে বসবে না ; বাক্‌সংযম ক'রে রাজার দক্ষিণ বা বাম পার্শ্বে বসবে। রাজার সামনে বাচালতা করবে না, উচ্চৈঃস্বরে হাসবে না, কর-পদ-জানু সঞ্চালন করবে না, থুথু ফেলবে না। সৰ্ব্বদা রাজার প্রিয় কার্য্য করবে।

শিষ্য—পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী কে কী ভাবে আত্মগোপন ক'রে বিরাটরাজগৃহে কার্য্যে নিযুক্ত হ'লেন ?

গুরু—পাশাখেলার সরঞ্জাম কাপড়ে বেঁধে বগলে নিয়ে মেঘাবৃত সূর্য্যের ন্যায় যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণবেশে প্রথমে রাজসভায় উপস্থিত হলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে ? যুধিষ্ঠির বললেন, আমি ব্রাহ্মণ, নাম কঙ্ক। আমি পূৰ্ব্বে সম্রাট যুধিষ্ঠিরের প্রাণপ্রিয় সখা ছিলাম। জীবিকার জন্য আপনার কাছে এসেছি। রাজা বললেন, আপনি কী চান ? যুধিষ্ঠির বললেন, আমি দ্যূতকার ও মন্ত্রী হয়ে আপনার সভায় থাকব ;

কিন্তু, নীচ লোকের সঙ্গে যেন আমার বিবাদ না হয়। পাশাখেলায় যে ধন আমি জয় করব, তা কেউ আটকে রাখতে পারবে না। মৎস্যরাজ বললেন, তাই হবে।

তার পরে এলেন সিংহবিক্রান্ত ভীমসেন। পরিধানে কৃষ্ণ বস্ত্র, হাতে হাতাখুন্তি এবং কোষমুক্ত অসি। রাজার কাছে এসে বিনীত ভাবে বললেন, মহারাজ! আমি পাচক, নাম বল্লভ, আমি উত্তম রন্ধন করতে জানি; সম্রাট যুধিষ্ঠিরের সূপকার ছিলাম। আমি বাহুযুদ্ধেও পটু। আমায় কর্ম্মে নিযুক্ত করুন। বিরাট তাঁকে সূপকারগণের নেতারূপে পাকশালার কর্ম্মে নিযুক্ত করলেন।

মলিন বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক দ্রৌপদী রাজপ্রাসাদের নিকট বিচরণ করছেন দেখে বিরাটমহিষী রাণী সুদেষ্ণা তাঁকে ডাকিয়ে নিয়ে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন, ভদ্রে! তুমি কে, কী চাও? দ্রৌপদী বললেন, আমি সৈরিন্ধ্রী। যিনি আমাকে পোষণ করবেন, আমি তাঁর কর্ম্ম করব। আমি পূর্ব্বে কৃষ্ণের প্রিয়া মহিষী সত্যভামার ও পাণ্ডবমহিষী কৃষ্ণার পরিচর্য্যা করতাম। সুদেষ্ণা বললেন, ভদ্রে! তোমাকে আমি সাদরে রাখব; কিন্তু, আমার ভয় হচ্ছে, তোমার অপরূপ রূপ দেখলে রাজা তোমার প্রতি আসক্ত হবেন, আমাকে ত্যাগ করবেন। দ্রৌপদী বললেন, আমার পাঁচ জন গন্ধর্ব্ব স্বামী আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করেন। আমাকে যে কামনা করবে, সে সেই রাত্রিতেই পরলোকে যাবে। আমি কারো পা ছোঁব না, উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করব না। সুদেষ্ণা বললেন, আনন্দদায়িনি! তুমি যা বললে, তাই হবে।

তারপর এলেন সহদেব, গোপবেশে। রাজা বললেন, তুমি কী চাও? সহদেব বললেন, আমি বৈশ্য, নাম অরিষ্টনেমি। আমি সম্রাট যুধিষ্ঠিরের গো-পালক ছিলাম। আমাকে লোকে বলত তন্ত্রিপাল। আমি সুলক্ষণ

বৃষ চিনতে পারি, যার মূত্র আঘ্রাণ করলে বন্ধ্যা নারীও পুত্রবতী হয়। রাজা বললেন, তোমার উপর আমার এক লক্ষ গরুর ভার দিলাম।

তারপর অর্জ্জুন দেখা দিলেন, হস্তপ্রকোষ্ঠে শঙ্খ ও সুবর্ণের বলয়, কর্ণে কুণ্ডল, উন্মুক্ত কেশরাজি। রাজা বললেন, তোমার বেশ ক্লীবের ন্যায়; কিন্তু আমার সন্দেহ হয়, এমন মত্ত হাতীর ন্যায় বলবান ও রূপবান ব্যক্তি নপুংসক হতে পারে না। অর্জ্জুন বললেন, আমি নপুংসক, পিতৃমাতৃহীন, গীতবাদ্যনৃত্য-নিপুণ। আমাকে আপনি আপনার পুত্র বা কন্যা জ্ঞান করবেন। আপনার রাজপ্রাসাদে কুমারীগণের গীতবাদ্যাদি শিক্ষায় আমাকে নিযুক্ত করুন। রাজা বিরাট অর্জ্জুনের ক্লীবত্ব সম্বন্ধে পরীক্ষার দ্বারা নিঃসন্দেহ হয়ে অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দিলেন।

পরম রূপবান নকুল অশ্বগণকে লক্ষ্য করতে করতে আসছেন দেখে রাজা ভাবলেন, এ ব্যক্তি নিশ্চয় অশ্বতত্ত্বজ্ঞ। পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে নকুল বললেন, আমার নাম গ্রন্থিক। আমি সম্রাট যুধিষ্ঠিরের অশ্বদলের তত্ত্বাবধান করতাম। অশ্বের স্বভাব, চিকিৎসা-প্রণালী, শিক্ষাপদ্ধতি এবং দুষ্ট অশ্বের সংশোধন আমার জানা আছে। রাজা বিরাট বললেন, তোমাকে আমার যাবতীয় অশ্ব ও সারথি প্রভৃতির অধ্যক্ষ নিযুক্ত করলাম। এইরূপে পাণ্ডবগণ বিরাটগৃহে বাস করতে লাগলেন।

শিষ্য—দুর্য্যোধন কী করছিল?

গুরু—বনবাসের বারো বছর শেষ হলো। এবার অজ্ঞাতবাস আরম্ভ। দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণকে খুঁজে বের করবার জন্য দলে দলে গুপ্তচর নানা রাজ্যে পাঠালেন; তারা সর্ব্বত্র সন্ধান করতে লাগল।

শিষ্য—বিরাটরাজগৃহে পাণ্ডবগণকে তাদের আকৃতি ভাবগতিক দেখে কারো কি সন্দেহ হয় নি?

গুরু—"ধর্ম্ম রক্ষতি রক্ষিতঃ"—ধর্ম্মকে যে রাখে, ধর্ম্ম তাকে রক্ষা

করে। পাণ্ডবগণ শত দুঃখ-বিপদ-লাঞ্ছনাতেও ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন নি। সেই ধর্ম্মবলে এবং মূর্ত্তিমান যক্ষরূপী ধর্ম্মের আশীর্ব্বাদে তাঁরা অনায়াসে অজ্ঞাত জীবন যাপন করতে সমর্থ হলেন। পঞ্চ ভ্রাতা ও দ্রৌপদী পরস্পরকে দেখাশুনা করতেন; কিন্তু, এমন ব্যবহার করতেন যেন কেউ তাঁদের পরস্পরের মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে এমন সন্দেহ না করে। ভীম যুধিষ্ঠিরাদির নিকট খাদ্যাদি এবং অর্জ্জুন ভ্রাতৃগণের নিকট বস্ত্রাদি, যা অন্তঃপুরে পেতেন বিক্রয় করতেন; সহদেবও দধিদুগ্ধাদি বিক্রয় করতেন। পঞ্চপাণ্ডব কেশ শ্মশ্রু প্রভৃতি রেখে বেশভূষা পরিবর্ত্তন ক'রে আকৃতিরও পরিবর্ত্তন এনে ফেলেছিলেন। ভীম, অর্জ্জুন ও দ্রৌপদী এই তিন জন, যাঁদের আকৃতি লক্ষ্যণীয়, তাঁরা তো অন্তঃপুরেই থাকতেন।

শিষ্য—বিরাটগৃহে অজ্ঞাতবাস কালে প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা কী?

গুরু—প্রথম চার মাস কেটে গেল গতানুগতিক ভাবে। পরে রাজধানীতে ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে মহাসমারোহে এক জনপ্রিয় উৎসবের আয়োজন হ'ল। তদুপলক্ষ্যে নানা রাজ্য থেকে বহু বলবান বিজয়ী মল্লগণ এল। তাদের মধ্যে এক জন মহামল্ল ছিল। সে যুদ্ধে আহ্বান করলে, কোনো মল্লই অগ্রসর হ'ল না। তখন রাজাজ্ঞায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভীম রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন। মহামল্ল জীমূতের সহিত ভীমের ভীষণ মল্ল যুদ্ধ আরম্ভ হল। অবশেষে ভীম জীমূতকে তুলে শত বার ঘুরিয়ে ভূমিতে ফেলে পেষণ করে বধ করলেন। রাজা খুসী হয়ে ভীমকে বহু পুরস্কার দিলেন।

শিষ্য—অলোকসামান্যা রূপবতী দ্রৌপদীর জীবন কি নির্বিঘ্নে কাটল?

গুরু—দশ মাস দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রীর কাজ করে স্বচ্ছন্দে যাপন

করলেন। দৈবাৎ রাজসেনাপতি ও রাজশ্যালক দুর্ম্মতি কীচক তদীয় ভগিনী সুদেষ্ণার গৃহে দ্রৌপদীকে দেখল এবং তাকে হস্তগত করবার জন্য উন্মত্ত হয়ে নির্লজ্জের মত দ্রৌপদীর নিকট প্রস্তাব করল।

শিষ্য—দ্রৌপদী তার প্রস্তাব শুনে কী বললেন?

গুরু—দ্রৌপদী বললেন, আমি নিম্নবর্ণের সৈরিন্ধ্রী, কেশ-সংস্কার-রূপ হীন কার্য্য করি। আমাকে কামনা করা উচিত নয়। আমি পরপত্নী, গন্ধর্ব্ব বীরগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিতা। আমাকে পাবার চেষ্টা করলে আমার গন্ধর্ব্ব পতিগণের হাতে আপনার মৃত্যু হবে। অবোধ শিশু যেমন নদী পার হতে চায়, রোগার্ত্ত যেমন কালরাত্রির প্রার্থনা করে, মাতৃক্রোড়স্থ শিশু যেমন চাঁদ ধরতে চায়, তেমনি আপনি আমাকে চাচ্ছেন।

শিষ্য—দ্রৌপদী কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে কীচক কী করল?

গুরু—কীচক ভগিনী সুদেষ্ণার কাছে গিয়ে বলল, এই রমণীকে না পেলে আমার জীবন রক্ষা হবে না। যেমন করে হোক সৈরিন্ধ্রীকে আমি চাই। সুদেষ্ণা বললেন, আমি কিছু কাজ উপলক্ষ্য করে তাকে তোমার গৃহে পাঠাব, তুমি তাকে বুঝিয়ে বশ করো। দ্রৌপদীর পুনঃপুনঃ প্রতিবাদ সত্ত্বেও সুদেষ্ণা তাঁকে সুরা আনবার ছলে কীচকের গৃহে পাঠালেন।

শিষ্য—দ্রৌপদী কী করলেন? কীচকের গৃহে গেলে কী ঘটল?

গুরু—দ্রৌপদী শঙ্কিত মনে ক্ষণ কাল কাতর ভাবে সূর্য্যের আরাধনা করলেন। সূর্য্যের আদেশে এক রাক্ষস অদৃশ্য ভাবে দ্রৌপদীর রক্ষার্থ গেল। দ্রৌপদীকে দেখে কীচক আনন্দে আত্মহারা হয়ে তার হস্ত ধারণ করল। দ্রৌপদী কম্পিত দেহে কীচককে ধাক্কা দিলে সে পড়ে গেল। দ্রৌপদী দ্রুতপদে বিরাটের রাজসভায় গেলেন। দুর্বৃত্ত কীচক রাজার সামনেই দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করে তাঁকে পদাঘাত করল। তখন

সূর্য্য-নিযুক্ত রাক্ষসের আঘাতে কীচক ঘুরতে ঘুরতে ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পড়ে গেল।

ভীম ও যুধিষ্ঠির রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন। ভীম ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলে যুধিষ্ঠির পায়ের অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা ইঙ্গিত করে তাকে থামালেন। বিরাট রাজার নিকট বিচার চাইলে রাজা বললেন, তোমাদের মধ্যে পরস্পর কী ব্যাপার ঘটেছে, কিছুই না জেনে আমি কী বিচার করব ?

দ্রৌপদী আরক্ত নয়নে রাজাকে বললেন, যাদের শত্রু বহু দূর দেশে বাস করেও ভয়ে নিদ্রা যায় না, আমি তাদেরই মানিনী ভার্য্যা ; সেই আমাকে সূতপুত্র কীচক পদাঘাত করেছে। রাজা ! আপনি কীচকের প্রতি রাজবৎ আচরণ করছেন না, আপনার ধর্ম্ম দস্যুর ধর্ম্ম। অপমানে যুধিষ্ঠিরের ললাট ঘর্মাক্ত হ'ল। তিনি বললেন, সৈরিন্ধ্রি ! তুমি এখানে থেকো না, অন্তঃপুরে যাও। আমার মনে হয়, তোমার গন্ধর্ব্ব পতিদের বিবেচনায় এই কাল ক্রোধের যোগ্য নয়। যথা সময়ে গন্ধর্ব্বগণ তোমার দুঃখ দূর করবেন।

শিষ্য—পদাহতা, লাঞ্ছিতা দ্রৌপদী অতঃপর কী করলেন ?

গুরু—দ্রৌপদীর জ্বালাদগ্ধ হৃদয়ে লাঞ্ছনার প্রতিশোধ প্রতিকারে সঙ্কল্প জেগেছিল—কীচকের নিধন চাই। তিনি দেখলেন, ভীম ছাড়া কারো দ্বারা এ কাজ হবে না। তিনি নিশীথ রাত্রিতে নিদ্রিত ভীমকে জাগিয়ে বললেন, পাপিষ্ঠ কীচক আমাকে পদাঘাত ক'রে এখনো বেঁচে আছে ! তুমি কি করে নিদ্রা যাচ্ছ ? দ্যূতসভায় দুঃশাসন আমার কেশাকর্ষণ করে দাসী বলেছিল, সেই স্মৃতি আমায় দগ্ধ করছে। বনবাস কালে জয়দ্রথ আমার চুল ধরে টেনেছিল ; কে তা সইতে পারে ? বিরাট রাজার সমক্ষেই কীচক আমায় পদাঘাত করেছে ; সেই অপমানের পর কোন নারী জীবিত থাকতে পারে ? আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।

অভাগিনী ব'লে বেঁচে আছি। কীচক জীবিত থাকতে যদি সূর্য্যোদয় হয় তবে আমি বিষপান করব। পাপিষ্ঠ কীচককে বধ কর, প্রস্তরের উপর মাটির কলসের মত তার মস্তক চূর্ণ কর।

শিষ্য—ভীম কী বললেন? কীচকবধের কী মন্ত্রণা হ'ল?

গুরু—ভীম বললেন, যাজ্ঞসেনি! তুমি যা চাও তাই হবে; আমি কীচককে সবান্ধবে বধ করব। তুমি তাকে বল, সে যেন সন্ধ্যার পরে নির্জ্জনে নৃত্যশালায় পর্য্যঙ্কের উপর তোমার জন্য অপেক্ষা করে। সেখানেই আমি তাকে যমালয়ে পাঠাব। ভীমের নির্দ্দেশ মত দ্রৌপদী কীচককে সেইরূপ বললে, কীচক পরমানন্দে স্বীকৃত হ'ল।

শিষ্য—কীরূপে কীচক বধ হ'ল?

গুরু-সিংহ যেমন মৃগের সন্ধানে প্রতীক্ষায় থাকে, ভীম তেমনি রাত্রিকালে নৃত্যশালায় গিয়ে কীচকের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। কীচক সৈরিন্ধ্রীর সহিত মিলনের আনন্দে আত্মহারা হয়ে ভীমকেই দ্রৌপদী জ্ঞানে সম্ভাষণ করল। ভীম সহসা উঠে কীচকের কেশ ধারণ করলেন কীচকও ভীমের বাহু ধারণ করল। বালী ও সুগ্রীবের ন্যায় তাদের যুদ্ধ চলল। কীচক দুর্ব্বল হয়ে পড়ল। ভীম তাকে ভূমিতে পেষণ ক'রে, হস্তপদমস্তক দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে কূর্ম্মাকৃতি ক'রে নিহত করলেন। দ্রৌপদীকে ডেকে দেখিয়ে ভীম বললেন, কামুকটাকে কী করেছি দেখ। দ্রৌপদী নৃত্যশালার রক্ষকদের কাছে বললেন, পরস্ত্রীলোভী কীচক আমার গন্ধর্ব্ব পতিদের হস্তে নিহত হয়েছে।

শিষ্য—কীচকের নিধনের প্রতিক্রিয়া কীরূপ হ'ল?

গুরু—উপকীচকগণ শোকার্ত্ত হয়ে কীচকের দেহ সৎকারের জন্য শ্মশানে নিয়ে যাবার সময়ে দ্রৌপদীকে দেখতে পেয়ে সবলে তাকে বন্ধন

ক'রে নিয়ে চলল—এই অসতীটাকে কীচকের সঙ্গে দগ্ধ কর, তাতে কীচকের প্রেতাত্মার তৃপ্তি হবে। বিপন্না দ্রৌপদী তারস্বরে জয়, জয়ন্ত ইত্যাদি নাম ধ'রে চীৎকার করতে লাগলেন। দ্রৌপদীর আর্ত্তস্বর শুনে পাকশালা হতে ভীম বিকৃত বেশে বেরিয়ে সকলের অজ্ঞাতে প্রাচীর লঙ্ঘন করে শ্মশানের দিকে ছুটলেন এবং দ্রৌপদীকে অভয় দিলেন। একটি শুষ্ক বৃক্ষ হাতে নিয়ে এক শত পাঁচ জন উপকীচককে আক্রমণ করলেন। গন্ধর্ব্বভয়ে ভীত উপকীচকগণ দ্রৌপদীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজধানীর দিকে ধাবিত হ'ল। ভীম অচিরে তাদের নিহত ক'রে দ্রৌপদীকে বন্ধনমুক্ত করলেন এবং অ-দ্বার দিয়ে পুরে প্রবেশ করলেন। দ্রৌপদীও সিংহদ্বার পথে প্রাসাদে গেলেন।

শিষ্য—উপকীচকগণ দ্রৌপদীকে বন্ধন করে নিয়ে যাওয়ার সময়ে দ্রৌপদী জয়, জয়ন্ত বলে চীৎকার করেছিলেন কেন?

গুরু—ঐগুলি পাণ্ডবদের গোপন নাম। বিরাটনগরে আসার পূর্ব্বে তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র এক শমীবৃক্ষের উপর বেঁধে রেখে প্রত্যেকের একটি করে গোপন নাম ঠিক করেন।

যুধিষ্ঠিরের গোপন নাম জয়, ভীমের জয়ন্ত, অর্জ্জুনের বিজয়, নকুলের জয়ৎসেন এবং সহদেবের জয়দ্বল। দ্রৌপদী ঐ গোপন নাম ধরে চীৎকার করে তাঁর বিপদের সংবাদ পাণ্ডবদের জানিয়ে দিয়েছিলেন। লোকে ভাবলো সৈরিন্ধ্রী তার গন্ধর্ব্ব স্বামীদের ডাকছে।

শিষ্য—গন্ধর্ব্বের হাতে উপকীচকগণের মৃত্যু-সংবাদের প্রতিক্রিয়া রাজপ্রাসাদে কীরূপ হ'ল?

গুরু—দ্রৌপদী রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলে, তাঁকে দেখে সবাই পলাতে লাগল। রাজা স্বয়ং রাণী সুদেষ্ণাকে বললেন সৈরিন্ধ্রীকে বল যেন সে অন্যত্র চলে যায়। রাণী দ্রৌপদীকে বললেন, তুমি যুবতী ও রূপে

অনুপমা, রাজাও গন্ধর্ব্বগণকে ভয় করেন; তুমি শীঘ্র যেখানে ইচ্ছা চলে যাও। দ্রৌপদী বললেন, আর তেরো দিনের জন্য আমাকে ক্ষমা করুন। তারপর আমার গন্ধর্ব্ব পতিগণ আমাকে নিয়ে যাবেন।

শিষ্য—অজ্ঞাতবাসের সময় শেষ হয়ে এল। এমতাবস্থায় দুর্য্যোধন কী করল?

গুরু—দুর্য্যোধন নানা রাজ্যে গুপ্তচর পাঠিয়েছিল। তারা সব ফিরে এসে জানাল যে বহু অন্বেষণ করেও তারা পাণ্ডবদের সন্ধান পায় নাই। তবে একটি প্রিয় সংবাদ তারা দিল যে বিরাট রাজার সেনাপতি মহাবীর কীচক সবান্ধবে গন্ধর্ব্বের হাতে নিহত হয়েছে।

দুর্য্যোধন সভাস্থ সকলকে বলল, পাণ্ডবদের ফিরে আসবার সময় হয়ে এল; শীঘ্র কর্ত্তব্য স্থির করুন। কর্ণ বলল, আর একদল ধূর্ত্ত গুপ্তচর বিভিন্ন দিকে পাঠাও। দুঃশাসন বলল, পাণ্ডবরা সমুদ্রের অপর পারে গেছে, হয়ত মহারণ্যে হিংস্র পশুগণ তাদের হত্যা করেছে। দ্রোণাচার্য্য বললেন, পাণ্ডবদের মত বীর, ধার্ম্মিক, বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা কখন নষ্ট হন না। তাঁরা আসন্ন কাল প্রতীক্ষা করছেন। ভীষ্ম বললেন, পাণ্ডুপুত্রগণ ধর্ম্মবলে ও নিজবীর্য্যে রক্ষিত। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যে দেশেই থাকুন, সে দেশের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হবে। কৃপাচার্য্য বললেন, সময় উত্তীর্ণ হলেই পাণ্ডবরা আসবেন। দুর্য্যোধন! তোমার কোষ ও বল বৃদ্ধি কর; পরে অবস্থা বুঝে সন্ধি বা বিগ্রহ করো। ত্রিগর্ত্ত দেশের রাজা সুশর্ম্মা বললেন, কীচকের মৃত্যুতে রাজা বিরাট দুর্ব্বল। এই সময়ে আমরা যুদ্ধযাত্রা করে তার রাজ্য, সম্পদ ও গোধনসমূহ অধিকার করব। সুশর্ম্মার প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমীর দিন সুশর্ম্মা মৎস্য রাজ্যের দক্ষিণপূর্ব্ব প্রান্তে উপস্থিত হল। পরদিন কৌরবগণ রাজ্যের উত্তর প্রান্ত আক্রমণ করল।

সুশর্ম্মা দক্ষিণ গোগৃহের গোধনসমূহ হরণ করল। সংবাদ পেয়ে বিরাট রাজা ভ্রাতা, পুত্র এবং কঙ্ক, বল্লভ প্রভৃতি সহ সৈন্যবাহিনী নিয়ে সুশর্ম্মার সহিত যুদ্ধ করলেন। প্রথমে বিরাটরাজ পরাজিত হলেন। পরে যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভীম সুশর্ম্মাকে পরাজিত ও বন্দী করেন। বিরাট ও যুধিষ্ঠিরের সামনে আনলে যুধিষ্ঠির তাকে মুক্ত করে দিলেন।

শিষ্য—সুশর্ম্মার সহিত যখন যুদ্ধ হচ্ছিল, তখন উত্তর প্রান্তে কৌরবরা কী করল? কে তাদের সহিত যুদ্ধ করল?

গুরু—কৌরববাহিনী বিরাটের উত্তর গোগৃহ আক্রমণ করল। গোপগণ এসে সংবাদ দিল। রাজকুমার উত্তর ছাড়া কেউই রাজপুরীতে ছিল না। উত্তর অন্তঃপুরে নারীদের সামনে দম্ভ করে বলতে লাগল, কি করব, আমার এক জনও সারথি নেই; নতুবা আমি একাই অর্জ্জুনের ন্যায় যুদ্ধ করে কৌরবগণকে পরাজয় করতে পারতাম। তা শুনে দ্রৌপদী বললেন, বৃহন্নলাই উত্তম সারথি, সে পূর্ব্বে অর্জ্জুনের সারথ্য করত। তাকে বললে, সে অবশ্যই তোমার সারথি হবে। উত্তরের ভগিনী উত্তরা গিয়ে বৃহন্নলাকে সারথি হবার কথা বললে, বৃহন্নলা প্রথমতঃ অনভিজ্ঞতার অজুহাত দিল; পরে স্বীকৃত হয়ে রথ সাজিয়ে উত্তরকে নিয়ে উত্তর গোগৃহে কৌরববাহিনীর সহিত যুদ্ধে গেল। বিশাল কৌরববাহিনী দেখেই উত্তর ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে পালিয়ে আসতে চাইল। অর্জ্জুন তাকে আশ্বাস দিয়ে পরিচয় দিলেন, ভয় পেয়ো না, আমিই অর্জ্জুন; যুদ্ধ আমিই করব, তুমি সারথি হও। তারপর শমীবৃক্ষ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে নিয়ে, কপিধ্বজ রথ এনে, তাতে চ'ড়ে স্বীয় বেশভূষা ধারণ করে অর্জ্জুন কুরুসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করলেন।

শিষ্য—কৌরবরা অর্জ্জুনকে চিনতে পেরেছিল কি?

গুরু—ক্লীববেশধারী অর্জ্জুনকে ভীষ্ম ও দ্রোণ ভিন্ন আর কেউ চিনতে

পারে নি। তা নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক হ'ল। পরে যখন অর্জ্জুন স্ব-স্বরূপে দেখা দিলেন, তখন আর কারো সন্দেহ রইল না। দুর্য্যোধন বলল, অজ্ঞাতবাস শেষ হবার পূর্ব্বে অর্জ্জুন জ্ঞাত হয়েছে; সুতরাং, পাণ্ডবরা আবার বনে যাবে। ভীষ্ম বললেন, পাণ্ডবরা এত লোভী ও অবিবেচক নয়। জ্যোতিষ গণনা করে বললেন, অজ্ঞাতবাস অতিক্রান্ত হয়েছে। কর্ণ বলল, অর্জ্জুনকে রথ থেকে নিপাতিত করে আমি দুর্য্যোধনের হৃদয়শল্য উৎপাটিত করব। কৃপাচার্য্য বললেন, কর্ণ! তুমি অর্জ্জুনের তুল্য কোন্ কর্ম্ম করেছ? তাদের প্রতারণা করে বনবাসে পাঠিয়েছিলে, সেই সিংহ এখন পাশমুক্ত হয়েছে। অশ্বত্থামা বললেন, কর্ণ! কোন্ যুদ্ধে তুমি কৃষ্ণাকে জয় করেছিলে? যাও, তুমি আর দ্যূতকার শকুনি অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ কর। কিন্তু, জেনো অর্জ্জুনের গাণ্ডীব অক্ষ ক্ষেপণ করে না, নিশিত শর বর্ষণ করে, আর তা মধ্য পথে থেমে যায় না। দুর্য্যোধন বলল, পিতামহ! আমি পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে দেব না, যুদ্ধ করব। ভীষ্ম বললেন, তা হলে তুমি এক দল সৈন্য সহ গোধন নিয়ে হস্তিনাপুর যাত্রা কর। আমরা অন্য সৈন্যদল নিয়ে ব্যূহ রচনা করে যুদ্ধ করি।

শিষ্য—অর্জ্জুন কি ভাবে গোধন উদ্ধার ও যুদ্ধ করলেন?

গুরু—দুর্য্যোধন গরুর পাল নিয়ে পালাচ্ছে দেখে অর্জ্জুন প্রথমে তাকে পরাজিত করে গোধনসমূহকে মুক্ত করে দিলেন। পরে এসে প্রথমে কর্ণকে আক্রমণ করলে কিছুক্ষণ যুদ্ধ করে কর্ণ আহত হয়ে পলায়ন করল। কর্ণের ভ্রাতা সংগ্রামজিৎ নিহত হল। কৃপাচার্য্যের রথ, অশ্ব, কবচ, ধনু—সব নষ্ট হলে অর্জ্জুন তাঁকে পলায়নের সুযোগ দিলেন। দ্রোণাচার্য্যের পায়ের কাছে দুইটি শর নিক্ষেপ করে অর্জ্জুন তাঁকে প্রণাম জানালেন এবং সুদীর্ঘ তের বৎসর পর দেখা হওয়ায় কাণের পাশ দিয়ে

দুইটি শর নিক্ষেপ করে তাঁর কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন। দ্রোণাচার্য্য পরম প্রীত হলেন। অর্জ্জুন যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। অর্জ্জুনের বাণে দ্রোণাচার্য্য আচ্ছন্ন হলেন। অশ্বত্থামা পিতার সাহায্যার্থে এলেন। অশ্বত্থামা ও কর্ণ উভয়েই বাণবিদ্ধ হয়ে পলায়ন করল। তারপর ভীষ্মের সহিত তুমুল যুদ্ধ হল। ভীষ্ম শরাঘাতে অচেতন হয়ে সরে গেলেন। তারপর দুর্য্যোধন বাণাঘাতে রক্ত বমন করতে করতে চলে গেল। পুনরায় সকলে এসে অর্জ্জুনকে আক্রমণ করল। যুধিষ্ঠিরের বিনানুমতিতে যুদ্ধে নরহত্যা অকর্ত্তব্য মনে করে অর্জ্জুন সম্মোহন অস্ত্র প্রয়োগ করলে সমস্ত কৌরববাহিনী সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল। অর্জ্জুনের আদেশে উত্তর দ্রোণ, কর্ণ, দুর্য্যোধন প্রভৃতির সুন্দর উত্তরীয়গুলি উত্তরার পুতুল খেলার জন্য নিয়ে এল। অর্জ্জুন বাণ দ্বারা গুরুজনগণকে অভিবাদন পূর্ব্বক আর এক বাণে দুর্য্যোধনের মুকুট ছেদন করে জয়শঙ্খ বাজিয়ে রাজধানীতে ফিরে এলেন। পথে যোদ্ধৃবেশ ত্যাগ করে পুনরায় বৃহন্নলাবেশ ধারণ করলেন। অস্ত্রশস্ত্রগুলি সেই শমীবৃক্ষে পূর্ব্ববৎ বেঁধে রেখে এলেন।

শিষ্য—দক্ষিণ গো-গৃহে জয়ী হয়ে এসে বিরাট কী করছিলেন?

গুরু—বিরাট রাজা যখন এসে শুনলেন যে কৌরববাহিনী তাঁর উত্তর গোগৃহ আক্রমণ করেছে, আর বৃহন্নলাকে সারথি করে কুমার উত্তর যুদ্ধে গেছে, তখন তিনি শোকার্ত্ত হয়ে পড়লেন। কঙ্ক তাঁকে আশ্বাস দিলেন যে বৃহন্নলা যখন সারথি আছে, তখন ভয়ের কারণ নেই, জয় হবেই। এমন সময়ে দূত এসে সংবাদ দিল যে কুমার উত্তর জয়ী হয়ে ফিরে আসছেন। অমনি রাজা আনন্দে উন্মত্ত হয়ে আদেশ দিলেন কুমার উত্তরের অভ্যর্থনার আয়োজন করতে মহাসমারোহে। আনন্দে রাজা কঙ্কের সহিত পাশা খেলতে বসলেন। রাজার মুখে অবিরত কুমার উত্তরের সুখ্যাতি। কঙ্ক বললেন—বৃহন্নলা যেখানে সারথি সেখানে জয়

হবেই। রাজা কঙ্কের মুখে বার বার ক্লীব বৃহন্নলার প্রশংসা শুনে ক্রোধান্ধ হয়ে পাশা ছুঁড়ে মারলেন কঙ্কের মুখে। কঙ্কের নাক দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। তাঁর ইঙ্গিতে জল সহ একটি স্বর্ণপাত্র এনে ধরলেন সৈরিন্ধ্রী। এমন সময়ে বৃহন্নলা ও কুমার উত্তর দ্বারে এসে উপস্থিত, দৌবারিক সংবাদ দিল। কঙ্ক ইঙ্গিত করলেন, কুমার রাজসভায় আসুক, বৃহন্নলা অন্তঃপুরে যাক।

শিষ্য—সৈরিন্ধ্রী জল সহ স্বর্ণপাত্রে রক্ত ধরল কেন? কঙ্ক বৃহন্নলাকে রাজসভায় আসতে কেন নিষেধ করলেন?

গুরু—অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা ছিল, যুদ্ধ বিনা অন্য কোনো কারণে যদি যুধিষ্ঠিরের অঙ্গে আঘাত ক'রে কেহ রক্তপাত করে, তবে অর্জ্জুন তাকে বধ করবেন। দ্রৌপদী তা জানতেন। এজন্য সৈরিন্ধ্রীরূপিণী দ্রৌপদী কঙ্করূপী যুধিষ্ঠিরের রক্ত মাটিতে পড়তে দেন নি, কঙ্কও বৃহন্নলারূপী অর্জ্জুনকে সভায় আসতে নিষেধ করে পাঠালেন।

শিষ্য—কুমার উত্তর রাজসভায় এসে কী বলল?

গুরু—উত্তর এসে রাজাকে প্রণাম করে দেখলে কঙ্ক ভূতলে বসে আছেন, তাঁর নাসিকা রক্তাক্ত। উত্তর বলল, মহারাজ! কে এ পাপ কার্য্য করেছে? বিরাট বললেন, আমি যখন তোমার প্রশংসা করছিলাম, তখন এই কুটিল ব্রাহ্মণ বৃহন্নলারই সুখ্যাতি করছিল, তাই আমি এই শাস্তি দিয়েছি। উত্তর বললেন, মহারাজ! শীঘ্র এঁকে প্রসন্ন করুন; নতুবা, ব্রহ্মশাপে সবংশে ধ্বংস হবেন। রাজা ক্ষমা চাইলে কঙ্ক বললেন, আমি আগেই ক্ষমা করেছি। রাজা তারপর উত্তরকে জিজ্ঞাসা করলেন, পুত্র! তুমি ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতিকে জয় করলে কীরূপে? কুমার বলল, আমি যুদ্ধ করিনি। এক জন দেবকুমার এসে যুদ্ধে কৌরববাহিনী বিপর্য্যস্ত করে আমাদের গোধন উদ্ধার করে দিয়েছেন।

শিষ্য—অজ্ঞাতবাস শেষ হয়েছিল। পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী কবে কোথায়, কীভাবে আত্মপ্রকাশ করলেন ?

গুরু—উত্তর গোগৃহে যুদ্ধজয়ের তিন দিন পরে পঞ্চপাণ্ডব স্নানান্তে শুক্ল বসন প'রে রাজাভরণে ভূষিত হলেন এবং যুধিষ্ঠির সকলকে নিয়ে রাজসভায় গিয়ে সিংহাসনে বিরাজিত হলেন। দ্রৌপদীও সালঙ্কারা ও বস্ত্রাভরণে ভূষিতা হয়ে যুধিষ্ঠিরের বামে বসলেন। বিরাট রাজা সভায় এসে বিস্মিত ও বিরক্ত হয়ে বললেন, কঙ্ক! তুমি রাজাসনে কেন বসেছ ? অর্জ্জুন সহাস্যে বললেন, মহারাজ! ইনি ইন্দ্রের আসনেও বসবার যোগ্য। যিনি মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম, রাজর্ষি, ধৈর্য্যশীল, জিতেন্দ্রিয়; যাঁর গমন কালে দশ সহস্র হাতি, বিশ সহস্র অশ্বযুক্ত রথ পশ্চাদনুসরণ করত; বৃদ্ধ বিকলাঙ্গ, অনাথ, অন্ধ প্রভৃতিকে যিনি পুত্রবৎ পালন করতেন; যাঁর ঐশ্বর্য্য ও প্রতাপে কর্ণ, শকুনি, দুর্য্যোধন নিরন্তর সন্তপ্ত হ'ত, ইনি সেই রাজ চক্রবর্ত্তী যুধিষ্ঠির। বিরাট পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করলেন—ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব কোথায় এবং কারা ? যশস্বিনী দ্রৌপদীই বা কে ? অর্জ্জুন বললেন, মহারাজ! সন্তান যেমন মাতৃগর্ভে বাস করে, তেমনি আমরা আপনার ভবনে সুখে বাস করেছি।

কুমার উত্তর তখন একে একে সকলকে দেখিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন, মত্ত গজেন্দ্রের ন্যায় যাঁর গতি, মহাবাহু বৃষস্কন্ধ, তপ্তকাঞ্চন-বর্ণ, এই সেই বৃকোদর। এই শ্যামবর্ণ, সিংহস্কন্ধ, আয়তলোচন মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের দুইপার্শ্বে রূপে ও বলে অতুলনীয় যে দু'জন আছেন এঁরা হচ্ছেন নকুল ও সহদেব। আর নীলোৎপলকান্তি, মস্তকে স্বর্ণাভরণ, মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী যিনি ধর্ম্মরাজের পার্শ্বে উপবিষ্টা, ইনিই কৃষ্ণা।

শিষ্য—পরিচয় পেয়ে বিরাট কী করলেন ?

গুরু—বিরাটরাজ ভয়ে, লজ্জায়, বিস্ময়ে, আনন্দে অবাক। তিনি বললেন, পুত্র! আমি যুধিষ্ঠিরকে প্রসন্ন করতে চাই। অর্জ্জুনকে আমার কন্যা উত্তরাকে দান করব। অর্জ্জুন বললেন, উত্তরা আমার কন্যা-স্থানীয়া, সে আমার শিষ্যা তো বটেই। সে নিঃসঙ্কোচে আচার্য্য রূপে আমাকে বরণ ক'রে সঙ্গীত বা নৃত্যাদি শিক্ষা করেছে। উত্তরা আমার যোগ্যা নয়। আমার পুত্র, শ্রীকৃষ্ণের ভাগিনেয় অভিমন্যু তার যোগ্য পাত্র। অর্জ্জুনের প্রস্তাব বিরাট ও যুধিষ্ঠির অনুমোদন করলেন।

বিবাহের আয়োজন হ'ল। দ্বারকা থেকে কৃষ্ণ, বলরাম, সাত্যকি, কৃতবর্ম্মা, অভিমন্যু ও সুভদ্রাকে নিয়ে এলেন। ইন্দ্রসেন প্রভৃতি সারথিগণ পাণ্ডবদের রথ নিয়ে এল। এক অক্ষৌহিণী সৈন্য সহ রাজা দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন এলেন। মহা সমারোহে বিবাহোৎসব সুসম্পন্ন হল—বিরাট রাজার উপপ্লব্য নগরে।

বিরাটপর্ব্ব সমাপ্ত

উদ্যোগপর্ব্ব

শিষ্য—অভিমন্যুর বিবাহের পর পাণ্ডবরা কী করলেন ?

গুরু—বিবাহের পরদিন প্রভাতে বিরাটের রাজসভায় পাণ্ডবগণের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য দ্রুপদ, বসুদেব, বলরাম, কৃষ্ণ, সাত্যকি, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব প্রভৃতি সকলে সমবেত হলেন।

কৃষ্ণ বললেন, পাণ্ডবগণ বহু কষ্ট করে তাঁদের প্রতিজ্ঞা পালন করেছেন। এখন যদি ন্যায্য ব্যবহার না পান, তবে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণকে বধ করে নিজ রাজ্য উদ্ধার করবেন। যুধিষ্ঠির ধর্ম্মবিরুদ্ধ উপায়ে সুররাজ্যও চান না ; বরং, ধর্ম্মসম্মত উপায়ে একটি মাত্র গ্রামের স্বামিত্বই তাঁর বাঞ্ছনীয়। দুর্যোধনের অভিপ্রায় কি জানুন।

বলরাম বললেন, কৃষ্ণের বাক্য যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধন উভয়ের পক্ষেই হিতকর। শান্তির উদ্দেশ্যে দুর্যোধনের নিকট দূত পাঠান হোক। দুর্যোধন যেন কোনো মতেই ক্রুদ্ধ না হন। মিষ্ট বাক্যে দুর্যোধনকে প্রসন্ন করুন। সাম্যনীতিতে যা পাওয়া যায় তাই অর্থকর ; যুদ্ধ অন্যায় ও অনর্থকর। সাত্যকি বললেন, যার যেমন স্বভাব, তেমন কথা বলে। দুর্যোধনকে অনুনয় করতে হবে কেন ? কৌরবগণ অন্যায় করে যুধিষ্ঠিরের রাজ্য হরণ করেছে ; শত ভাবে তাঁদের লাঞ্ছিত করেছে ; তথাপি তাঁরা পণ রক্ষা করেছেন। এখন উচিত, তাদের অন্যায় স্বীকার করে প্রণিপাত পূর্ব্বক রাজ্য ধর্ম্মরাজকে ফিরিয়ে দেওয়া। নতুবা, নিহত হয়ে তারা যমালয়ে যাবে। দ্রুপদ বললেন, দুর্যোধন ভাল কথায় রাজ্য ফিরিয়ে দেবে না। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের বশ ; ভীষ্ম ও দ্রোণ দুর্যোধনের অন্নদাস ; কর্ণ ও শকুনি দুর্যোধনের মন্ত্রণাদাতা। মৃদুভাষীকে দুর্যোধন দুর্ব্বল মনে করে। অতএব, সৈন্য সংগ্রহের জন্য দ্রুত সমস্ত রাজাদের কাছে আমন্ত্রণ পাঠান হোক।

কৃষ্ণ বললেন, কৌরব ও পাণ্ডবদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ সমান, আমরা বিবাহে এসেছি। বিবাহান্তে এখন দ্বারকায় ফিরে যাব। দ্রুপদরাজ ! আপনি বয়সে ও জ্ঞানে বৃদ্ধতম, ধৃতরাষ্ট্র আপনাকে মানেন, আপনি আচার্য্য দ্রোণ ও কৃপের সখা। অতএব, পাণ্ডবদের যাতে হিত হয় এরূপ বার্ত্তা পুরোহিত দ্বারা পাঠিয়ে দিন। যদি দুর্য্যোধন ন্যায় পথে না চলে তবে সকল রাজাদের নিকট যুদ্ধের আমন্ত্রণ পাঠিয়ে পরে আমাদের আহ্বান করবেন। কৃষ্ণ সবান্ধবে দ্বারকায় চলে গেলেন।

শিষ্য—কৃষ্ণ চলে গেলে পাণ্ডবরা কী করলেন ?

গুরু—দ্রুপদের পরামর্শে পাণ্ডবরা স্থির করলেন, দ্রুপদের পুরোহিত পাঠিয়ে ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতিকে বুঝান হোক। বিদুর আমাদের সমর্থন করবেন। দুর্য্যোধনের মতি পরিবর্ত্তন না হলেও যদি সন্ধি প্রস্তাবের দ্বারা তাকে কিছুকাল ঠেকিয়ে রাখা যায়, তবে সেই অবকাশে পাণ্ডবগণ সৈন্য ও অর্থ সংগ্রহ করতে পারবেন।

শিষ্য—পাণ্ডবগণ যে দূত প্রেরণ করলেন, সে কৌরব সভায় গিয়ে কী বলল ?

গুরু—দ্রুপদের পুরোহিত পাণ্ডবদের দূত হয়ে হস্তিনাপুরে রাজসভায় গিয়ে বলল, আপনারা সনাতন রাজধর্ম্ম জানেন। পাণ্ডবদের পৈতৃক রাজ্য শকুনির সাহায্যে দ্যূতক্রীড়ার দ্বারা হরণ করে রেখেছেন দুর্য্যোধন। পাণ্ডবগণ অশেষ ক্লেশ স'য়ে পণ রক্ষা করেছেন। পাণ্ডবরা বিবাদ করতে চান না, লোকক্ষয় না করেই নিজেদের প্রাপ্য চান। অতএব, কালক্ষেপ না করে, ধর্ম্ম ও নিয়মানুসারে যা পাণ্ডবদের প্রাপ্য, তা দিন।

ভীষ্ম বললেন, পাণ্ডবগণ কুশলে আছেন এবং ধর্ম্মানুসারে সন্ধি কামনা করছেন। আপনি যা বলেছেন, সবই সত্য। কর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, দুর্য্যোধন ধর্ম্মানুসারে শত্রুকে সমস্ত পৃথিবী দান করতে পারেন,

কিন্তু ভয় পেয়ে পাদ পরিমিত ভূমিও দেবেন না। ভীষ্ম বললেন, সূতপুত্র ! অহঙ্কার করে লাভ কি ? উত্তর গোগৃহের যুদ্ধে অর্জুন একাকী আমাদের ছয় জনকে পরাজিত করেছিলেন, তা স্মরণ কর। কর্ণকে ভর্ৎসনা করে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, ভীষ্ম যা বলেছেন, তা সকলের পক্ষেই হিতকর। আমি চিন্তা করে পাণ্ডবগণের নিকট সঞ্জয়কে পাঠাব। পুরোহিত বিদায় নিলেন।

শিষ্য—ধৃতরাষ্ট্র কী করলেন ? সঞ্জয় গিয়ে পাণ্ডবসভায় কী বলল ?

গুরু—ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বললেন, আমি পাণ্ডবদের সূক্ষ্ম দোষও দেখতে পাই না, মন্দবুদ্ধি দুর্যোধন ও ততোধিক ক্ষুদ্রমতি কর্ণ ভিন্ন এখানে এমন কেউ নেই যে পাণ্ডবদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। সঞ্জয় ! তুমি যুধিষ্ঠিরকে কুশল প্রশ্ন করে যাতে তিনি প্রীত হন, এমন কথা বলো। সঞ্জয় পাণ্ডবসভায় গিয়ে সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করে বলল, রাজা ধৃতরাষ্ট্র শান্তিকামী হয়ে আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। তাঁর বাক্য আপনাদের রুচিকর হোক। শান্তি স্থাপিত হোক। উভয় পক্ষে সমকক্ষ বীরগণ আছেন। যুদ্ধে উভয় পক্ষই বিনষ্ট হবে। ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্র চান যে আপনারা শান্তি স্থাপন করুন।

যুধিষ্ঠির বললেন, সঞ্জয় ! আমি যে যুদ্ধ করতে চাই, একথা তোমাকে কে বলল ? বিনা যুদ্ধে অল্প পেলেও আমি যথেষ্ট মনে করি। আমরা কত কষ্ট পেয়েছি, তা তুমি জান ; তোমার অনুরোধে সমস্ত ক্ষমা করতে প্রস্তুত আছি ; কৌরবদের সহিত আমাদের ভ্রাতৃসম্বন্ধও অব্যাহত থাকবে ; তোমার প্রস্তাবানুসারে শান্তিও স্থাপিত হবে ; কিন্তু দুর্যোধন আমাদের রাজ্য প্রত্যর্পণ করুক ; ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য আমার হোক।

সঞ্জয় বলল, যদি দুর্যোধন রাজ্য ফিরিয়ে না দেয়, তথাপি আত্মীয়-স্বজন বধ করে পাপের ভাগী হওয়া অপেক্ষা ভিক্ষা করে জীবন যাপন

করাও কি আপনাদের ভাল নয় ? আপনার পক্ষে ক্ষমাই ভাল ; ভোগের ইচ্ছা ভাল নয়। যুধিষ্ঠির বললেন, যদি সাম্যনীতি অর্জ্জন করি, তবে আমি নিন্দনীয় হব, যদি যুদ্ধে ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে জ্ঞাতি বধ করি, তা হলেও দোষ ; আমার কী কর্ত্তব্য তা বাসুদেব কৃষ্ণ বলুন।

কৃষ্ণ বললেন আমি উভয় পক্ষের হিতাকাঙ্ক্ষী। যুধিষ্ঠির শান্তি-পরায়ণ, তা দেখিয়েছেন। ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর পুত্ররা লোভের বশে তা দেখাচ্ছেন না। যুধিষ্ঠির বাহুবলে নিজরাজ্য অধিকার করবেন, এতে অধর্ম্ম কোথায় ? দস্যু বধ করলে পুণ্য হয়। দুর্য্যোধনের সঙ্গে দস্যু চোরের কী পার্থক্য আছে ? পাণ্ডবগণ শান্তিকামী, যুদ্ধ করতেও সমর্থ, এই ব'লে ধৃতরাষ্ট্রকে আমাদের মত যথাযথ জানায়ো। সঞ্জয় ফিরে এসে ধৃতরাষ্ট্রকে বলল, রাজা ! আপনি পুত্রদের বশবর্ত্তী হয়ে পাণ্ডবদের রাজ্য ভোগ করতে চাচ্ছেন ; এতে পৃথিবী ব্যাপী আপনার অখ্যাতি হয়েছে। যদি যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য ফিরিয়ে না দেন, তবে অগ্নি যেমন শুষ্ক তৃণকে দগ্ধ করে, তেমনি অর্জ্জুন কৌরবগণকে ধ্বংস করবেন।

শিষ্য—ধৃতরাষ্ট্র কী বললেন বা করলেন ?

গুরু—ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে ডেকে নিয়ে বললেন, সঞ্জয়ের মুখে পাণ্ডবদের কথা শুনে আমি উৎকণ্ঠায় দগ্ধ হচ্ছি। আমার নিদ্রা আসছে না। মনের শান্তি পাচ্ছি না। বিদুর ! তুমি সৎপরামর্শ দাও। বিদুর বললেন, মহারাজ ! যুধিষ্ঠির রাজোচিত লক্ষণযুক্ত। আপনি পাণ্ডবগণকে তাদের পিতৃরাজ্য দান করুন, আপনি সুখী হবেন, আপনার অখ্যাতি দূর হবে। বিদুর **বিরোচন সুধন্বা কেশিনীর** উপাখ্যান শুনিয়ে বললেন, প্রহ্লাদ যেমন নিরপেক্ষ ভাবে স্বীয় পুত্রের বিরুদ্ধে ন্যায় বিচার করেছিলেন, আপনিও তাই করুন। পুত্রের বশবর্ত্তী হবেন না।

শিষ্য—বিরোচন সুধন্বা কেশিনীর উপাখ্যানটি কী ?

গুরু—রূপবতী কন্যা কেশিনীর স্বয়ম্বরে দৈত্য বিরোচন ও ব্রাহ্মণ সুধন্বা উপস্থিত। কেশিনী বললেন, আপনাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ, তাকে বরণ করব। বিরোচন বলল, **কশ্যপের** পুত্র দৈত্যগণ শ্রেষ্ঠ। সুধন্বা বললেন, ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ। এই তর্কের মীমাংসার জন্য উভয়ে গেলেন **প্রহ্লাদের** কাছে। বিরোচন পিতা প্রহ্লাদকে বলল, আমি ও সুধন্বা জীবন পণ রেখে আপনার নিকট বিচারপ্রার্থী, আমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? প্রহ্লাদ বললেন, বিরোচন! সুধন্বার পিতা **অঙ্গিরা** আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সুধন্বার মা তোমার মায়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠা। বিরোচন! তুমি পরাজিত হয়েছ, তোমার প্রাণ এখন সুধন্বার অধীন। সুধন্বা! আমার প্রার্থনায় তুমি বিরোচনের প্রাণ দান কর। প্রহ্লাদ স্বীয় পুত্র বিরোচনের প্রাণ রক্ষার্থেও অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন নি।

শিষ্য—ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি কী সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন?

গুরু—বিদুরের উপদেশ শুনে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, আমি তোমার কথার সারবত্তা বুঝি। কিন্তু, দুর্যোধন কাছে এলেই সব ভুলে যাই। বিদুর বললেন, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ **সনৎ সুজাত** আপনাকে বুঝাবেন। সনৎ সুজাত এসে সমস্ত রাত্রি নানা ভাবে উপদেশ দিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝালেন;

শিষ্য—সনৎ সুজাতের উপদেশে কিছু ফল হ'ল?

গুরু—পরদিন রাজসভায় বহু বাদানুবাদ হল। সঞ্জয় পাণ্ডবদের সমস্ত কথা বিবৃত করলে পর ভীষ্ম বললেন, সত্যযুগের নর-নারায়ণ ঋষিই বর্ত্তমানে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন। বৎস দুর্যোধন! ধর্ম্ম ও অর্থ থেকে তোমার বুদ্ধি চ্যুত হয়েছে। তুমি আমাদের হিতোপদেশ গ্রাহ্য কর না। কেবল তিন জনের মতেই তুমি চল—নিকৃষ্ট জাতীয় সূতপুত্র কর্ণ, যাকে পরশুরাম অভিশাপ দিয়েছিলেন, সুবলপুত্র দুর্ব্বুদ্ধি শকুনি, আর ক্ষুদ্রাশয় পাপমতি দুঃশাসন। কর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, পিতামহ! আমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম

পালন করি। ধর্ম্ম থেকে ভ্রষ্ট হইনি, আমার কী দুষ্কর্ম্ম দেখে আমাকে নিন্দা করছেন? ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, এই দুর্ম্মতি সূতপুত্রের জন্যই তোমার দুরাত্মা পুত্রেরা বিপদে পড়বে। বিরাট রাজ্যের যুদ্ধে ভ্রাতা নিহত হ'লে কর্ণ কী করেছিলেন? ঘোষযাত্রায় তোমার পুত্র ও পুত্রবধূগণকে যখন গন্ধর্ব্বেরা হরণ করেছিল, তখন কর্ণ কোথায় ছিল? এখন বৃষের ন্যায় আস্ফালন করছে। দ্রোণ বললেন, রাজা! মহামতি ভীষ্ম যা বললেন, আপনি তাই করুন, গর্ব্বিত লোকের কথা শুনবেন না। যুদ্ধের পূর্ব্বেই সন্ধি করা ভাল মনে করি। অর্জ্জুনের ন্যায় বীর ত্রিলোকে নাই।

ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের মুখে পাণ্ডবদের বলাবল শুনে বললেন, আমি ভীমকে সর্ব্বাপেক্ষা ভয় করি। সে ক্ষমা জানে না, শত্রুকে ভোলে না, পরিহাস কালেও হাসে না। আমাদের বিপক্ষে তিন তেজঃ একই রথে মিলিত হবে—কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও গাণ্ডীব ধনু। যুদ্ধ করা আমি ভাল মনে করি না।

দুর্য্যোধন বলল, মহারাজ! ভয় পাবেন না। যুধিষ্ঠির ভীত হয়েছেন, তাই মাত্র পাঁচখানি গ্রাম চেয়েছেন। রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থও চান নি। গদাযুদ্ধে আমার সমান কেউ নেই; আমি এক আঘাতে ভীমকে যমালয়ে পাঠাব। ভীষ্মাদির ভরসায় আমি বল সংগ্রহ করিনি। আমি, কর্ণ ও দুঃশাসন, এই তিন জনেই পাণ্ডবদের বধ করব। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, দুর্য্যোধন প্রলাপ বকছে। আমি তাকে ত্যাগ করলাম, সে যমালয়ে যাবে। দুর্য্যোধন বললে, আমি মন্ত্রবলে অগ্নি নির্ব্বাপণ করতে পারি; ভূমি বা পর্ব্বতশিখর বিদীর্ণ হ'লে আমি পূর্ব্ববৎ স্থাপন করতে পারি; আমি শিলাবৃষ্টি ও প্রবল বায়ু রোধ করতে পারি; আমি জল স্তম্ভিত ক'রে তার উপর দিয়ে রথ পদাতিক নিয়ে যেতে পারি।

কর্ণ বলল, আমি পরশুরামের কাছে অস্ত্র পেয়েছি, তা দিয়ে আমি সবান্ধব পান্ডবগণকে সংহার করব। ভীষ্ম বললেন, কৃতান্ত তোমার বুদ্ধি অভিভূত করেছে, তাই গর্ব্ব করছ। কর্ণ বলল, ভীষ্ম আমাকে কটুবাক্য বলছেন। সেজন্য আমি অস্ত্র ত্যাগ করলাম। ইনি যুদ্ধে বা এই সভায় আমাকে দেখতে পাবেন না। এঁর মৃত্যুর পর সকলে আমার পরাক্রম দেখবে। কর্ণ সভা ত্যাগ করল। ধৃতরাষ্ট্র অনেক উপদেশ দিলেও দুর্য্যোধন নীরব রইল। রাজারা সভা থেকে উঠে গেলেন।

শিষ্য—শ্রীকৃষ্ণ তথা বৃষ্ণিবংশীয়গণ কোন পক্ষে কীভাবে সহায়তা করলেন ?

গুরু—অন্যান্য সকল দেশে দূত পাঠাবার পর অর্জ্জুন গেলেন দ্বারকায়। গুপ্তচরদের নিকট সংবাদ নিয়ে দুর্য্যোধনও দ্রুত সেখানে গেলেন। অর্জ্জুন ও দুর্য্যোধন উভয়ে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্রাম কক্ষে গিয়ে দেখেন, শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রিত। দুর্য্যোধন কৃষ্ণের শিয়রে স্থিত সিংহাসনে বসলেন। অর্জ্জুন কৃতাঞ্জলি হয়ে পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন। জাগরিত হয়ে কৃষ্ণ প্রথম অর্জ্জুনকে পরে পিছনে ফিরে দুর্য্যোধনকে দেখে উভয়ের কুশল প্রশ্নাদি করলেন। উভয়ে নিজ পক্ষে সহায় রূপে কৃষ্ণকে আমন্ত্রণ করলে কৃষ্ণ বললেন, আমি উভয় পক্ষে সহায়তা করব। এক পক্ষে নিরস্ত্র যুদ্ধবিমুখ আমি ; অপর পক্ষে, আমার সমান পরাক্রমশালী দশ কোটি নারায়ণী সেনা ; এর মধ্যে যিনি যেটি চাইবেন তাই পাবেন। অর্জ্জুন ছোট এবং তাকেই আমি প্রথমে দেখেছি। সুতরাং, তাকেই আমি প্রথমে জিজ্ঞাসা করছি।

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকেই বরণ করলেন। দুর্য্যোধন দশ কোটি সেনা নিয়ে মনে করল যে তারই জিত হ'ল। বলরাম বললেন, আমি কৃষ্ণ ছাড়া নই। কাজেই আমি কোনো পক্ষেই সহায়তা করব না। কৃতবর্ম্মা এক

অক্ষৌহিণী সৈন্য সহ দুর্যোধনের পক্ষে যোগদান করল। সাত্যকি প্রভৃতি বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ পাণ্ডবদের পক্ষে যোগদান করলেন। বলরাম যেমন নিরপেক্ষ রইলেন, শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণও তেমনি নিরপেক্ষ রইলেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকে নিরস্ত্র, যুদ্ধবিমুখ জেনেও তুমি আমাকে বরণ করলে কেন? অর্জ্জুন বললেন, কৃষ্ণ! তুমি একাকীই সমস্ত শত্রু সংহারে সমর্থ; আমিও শত্রু সংহারক্ষম। আমার চির কালের ইচ্ছা, তুমি আমার রথে সারথি হবে। তাই, আমি তোমাকে বরণ করেছি।

শিষ্য—যুধিষ্ঠিরের আমন্ত্রণ পেয়েও মাতুল মদ্ররাজ শল্য দুর্যোধনের পক্ষে গেলেন কেন?

গুরু—যুধিষ্ঠিরের আমন্ত্রণ পেয়ে স্বীয় বিরাট সৈন্যদল নিয়ে শল্য উপপ্লব্য নগরে পাণ্ডবদের কাছেই আসছিলেন। দুর্যোধন কূট ষড়যন্ত্র করে শল্যরাজের অভ্যর্থনার জন্য পথিমধ্যে স্থানে স্থানে রাজোচিত সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করল। শল্য মনে করলেন, এসব ব্যবস্থা যুধিষ্ঠিরের। কিন্তু, খোঁজ নিয়ে জানলেন যে দুর্যোধন এসব ব্যবস্থা করেছে। তখন দুর্যোধনের অনুরোধে শল্য তার পক্ষেই যাবেন, এইরূপ কথা দিয়ে যুধিষ্ঠিরের নিকট দেখা করতে গেলেন।

শিষ্য—যুধিষ্ঠির ও শল্যের কীরূপ আলাপ হ'ল?

গুরু—শল্য দুর্যোধনের পক্ষে যোগ দিয়েছেন জেনে যুধিষ্ঠির তাঁকে বললেন, আপনাকে আমার একটি উপকার করতে হবে। কর্ণ ও অর্জ্জুনের যখন দ্বৈরথ যুদ্ধ হবে, তখন আপনি নিশ্চয়ই কর্ণের সারথি হবেন; তখন আপনি কর্ণের তেজঃ নষ্ট করে অর্জ্জুনকে সহায়তা করবেন। শল্য সাগ্রহে তা স্বীকার করলেন।

শিষ্য—উভয় পক্ষে কীরূপ সেনা-সংগ্রহ হ'ল?

গুরু—নদীসমূহ যেমন সমুদ্রে লীন হয়, তেমনি নানা দেশের রাজারা স্বীয় স্বীয় সৈন্যবাহিনী নিয়ে পাণ্ডব বা কৌরব পক্ষে যোগদান করতে লাগলেন। পাণ্ডব পক্ষে যোগ দিলেন মহারথ সাত্যকি, চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু, জরাসন্ধ-পুত্র মগধরাজ জগৎসেন, সাগরতটবাসী বহু যোদ্ধা সহ পাণ্ড্যরাজ, কেকয়রাজবংশীয় পঞ্চ সহোদর, পুত্রগণ সহ পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ, পার্ব্বতীয় রাজগণ সহ মৎস্যরাজ বিরাট এবং আরও বহু দেশের রাজারা। যুধিষ্ঠিরের মোট সৈন্যসংখ্যা হল সাত অক্ষৌহিণী।

দুর্য্যোধনের পক্ষে যোগ দিলেন চীন ও কিরাত সৈন্য সহ ভগদত্ত, ভূরিশ্রবা, শল্য, ভোজ ও অন্ধক সৈন্যগণ সহ কৃতবর্ম্মা, জয়দ্রথ, শক ও যবন সৈন্যগণ সহ মাহিষ্মতীরাজ নীল, অবন্তীরাজ ও অন্যান্য বহু রাজা। কৌরব পক্ষে সৈন্যসংখ্যা হ'ল একাদশ অক্ষৌহিণী।

শিষ্য—সন্ধির দৌত্য যখন বিফল হ'ল তখন পাণ্ডবগণ কী করলেন?

গুরু—যুদ্ধে ভরত বংশের তথা ক্ষত্রিয় কুলের নিশ্চিত ধ্বংস জেনে পাণ্ডবরা তথা কৃষ্ণ শেষ চেষ্টা করতে চাইলেন। এবার স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে যাবেন, এই কথা বললেন। যুধিষ্ঠির প্রথমতঃ প্রস্তাব উপেক্ষিত হবে বলে আপত্তি জানালেন। কিন্তু, শ্রীকৃষ্ণ বললেন, এই শান্তি প্রস্তাব স্বীকৃত হোক বা নাই হোক, তবু লোকে আপনাকে যুদ্ধপ্রিয় বলে দোষ দিতে পারবে না।

শিষ্য—শ্রীকৃষ্ণ যখন সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে যান, তখন কে কী বললেন?

গুরু—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন ও নকুল কৃষ্ণকে বললেন, যাতে যুদ্ধ না হয়, উভয় পক্ষ ধ্বংস না হয়, এরূপ ভাবে মিষ্ট কথায় চেষ্টা করতে। যুধিষ্ঠির পঞ্চগ্রাম নিয়েও শান্তি স্থাপন করতে প্রস্তাব করলেন। শ্রীকৃষ্ণ

বিদ্রূপ করে ভীমকে বললেন, ভীমসেন ! তুমি না প্রতিজ্ঞা করেছিলে—পূর্ব্ব দিকে সূর্য্যোদয় এবং পশ্চিম দিকে সূর্য্যাস্ত যেমন সত্য, আমি গদাঘাতে দুর্য্যোধনের উরুদ্বয় ভেঙে তাকে নিহত করব, এও তেমনি সত্য ? আজ বুঝি যুদ্ধে ভয় পেয়ে শান্তির কথা বলছ ? ভীম বললেন, যখন যুদ্ধ হবে, তখনই জানতে পারবে আমি কি করব। আমার দেহ অবসন্ন হয় না, মন কম্পিত হয় না, সর্ব্বলোক ক্রুদ্ধ হলেও আমি ভয় পাই না।

সহদেব বললেন, কৃষ্ণ ! যুদ্ধ যাতে হয়, তুমি তাই করবে। কৌরবরা শান্তি চাইলেও তুমি যুদ্ধ ঘটাবে। দ্যূতসভায় পাঞ্চালীর নিগ্রহের পরও যদি দুর্য্যোধন নিহত না হয়, তবে আমার ক্রোধ কি করে শান্ত হবে ?

সাত্যকি বললেন, সহদেব সত্য বলেছেন। রণকর্কশ বীর সহদেবের যা মত, সকল যোদ্ধারই সেই মত।

অশ্রুপূর্ণ নয়নে দ্রৌপদী বললেন, জনার্দ্দন ! যজ্ঞবেদী থেকে আমার উৎপত্তি, আমি দ্রুপদরাজের কন্যা, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, তোমার প্রিয় সখী, মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধূ ও ইন্দ্রতুল্য পঞ্চপাণ্ডবের মহিষী। কেশব ! তোমরা জীবিত থাকতে আমি দ্যূতসভায় পাণ্ডবদের সমক্ষেই নিগৃহীতা হয়েছি ! এঁদের নিশ্চেষ্ট দেখে আমি "গোবিন্দ ! রক্ষা কর !" বলে কেঁদেছি। কেশব ! তুমি যখন সন্ধির প্রস্তাব করবে, তখন আমার এই উন্মুক্ত বেণীর কথা স্মরণ ক'রো। দুঃশাসনের রক্ত না হলে এ বেণী বাঁধা হবে না। ভীমের মুখে শান্তির কথা শুনে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে। ভীমার্জ্জুন যদি সন্ধির কামনা করেন, তবে আমার বৃদ্ধ পিতা ও তাঁর মহারথ পুত্রগণ যুদ্ধ করবেন।

কৃষ্ণ বললেন, সখি ! যাদের উপর তুমি ক্রুদ্ধা হয়েছ, তারা সবান্ধবে নষ্ট হবে, তাদের ভার্য্যারা রোদন করবে। হিমালয় যদি বিচলিত হয়,

মেদিনী যদি শতধা বিদীর্ণা হয়, নক্ষত্র সমেত আকাশ যদি পতিত হয়, তথাপি আমার কথা ব্যর্থ হবে না।

শিষ্য—শ্রীকৃষ্ণ সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে আসছেন জেনে ধৃতরাষ্ট্রাদি কী করলেন?

গুরু—কৃষ্ণ আসছেন শুনে ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে মহাসমারোহে সম্বর্দ্ধনার আদেশ দিলেন এবং নানাবিধ ধনরত্নাদি এবং দাসদাসী প্রভৃতি উপঢৌকন দিয়ে তাঁকে স্বপক্ষে আনবার জন্য উদ্যোগী হলেন। বিদুর বললেন, মহারাজ ছল না ক'রে সরল পথে চলুন। পাণ্ডবরা পাঁচখানি গ্রাম চান, আপনি তাও দিতে প্রস্তুত নন। অথচ, অর্থ দিয়ে কৃষ্ণকে স্বপক্ষে আনতে চান। তিনি কুরুপাণ্ডবের মঙ্গল কামনায় আসছেন, আপনি তাঁর সেই কামনা পূরণ করুন। দুর্যোধন বলল, কৃষ্ণকে এখন মহার্ঘ উপহার দেওয়া উচিত নয়; তিনি মনে করবেন যে আমরা ভয় পেয়েছি। ভীষ্ম বললেন, কৃষ্ণকে সমাদর কর বা না কর, তাতে তিনি রুষ্ট হবেন না, কিন্তু, তাঁকে যেন অবজ্ঞা করা না হয়। দুর্যোধন বলল, আমি পাণ্ডবদের রাজ্য দেব না; কৃষ্ণকে বেঁধে রাখব। ভীষ্ম বললেন, ধৃতরাষ্ট্র! তোমার দুর্বুদ্ধি পুত্র কেবল অনর্থ বরণ করে। কৃষ্ণকে বন্ধন করবার চেষ্টা করলে ক্ষণমধ্যে সবান্ধবে ম'রবে; এই ব'লে ভীষ্ম অতি ক্রোধে সভা ত্যাগ করলেন।

শিষ্য—কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে উপস্থিত হয়ে কোথায় ছিলেন, কী করলেন?

গুরু—কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে পোঁছিলে ভীষ্ম প্রমুখ কৌরবেরা সকলে অগ্রবর্ত্তী হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের প্রাসাদে গেলেন। কিছুক্ষণ আলাপের পর তিনি বিদুরের গৃহে কুন্তীর সহিত দেখা করলেন। দেবী কুন্তী কৃষ্ণকে কোলে ক'রে কাঁদতে কাঁদতে

পুত্রগণের কুশল প্রশ্ন ক'রে বললেন, আমার সকল পুত্রগণের চেয়েও যিনি প্রিয়, সেই কল্যাণী দ্রৌপদী কেমন আছেন ? তারপর বললেন, কৃষ্ণ ! ভীম ও ধনঞ্জয়কে ব'লো, ক্ষত্রিয় নারী যে নিমিত্ত পুত্র প্রসব করে, তার কাল উপস্থিত হয়েছে ; উপযুক্ত কাল সমাগত হ'লে প্রাণত্যাগের জন্যও প্রস্তুত হতে হয়। নকুল সহদেবকে ব'লো, তোমরা বিক্রমার্জ্জিত সম্পদ ভোগ কর ; প্রাণের মায়া ক'রো না। অর্জ্জুনকে বলো, তুমি দৌপদীর নির্দ্দিষ্ট পথে চ'লবে। কৃষ্ণ কুন্তীকে সান্ত্বনা দিয়ে, বিশ্রামান্তে দুর্য্যোধনের গৃহে গেলেন। দুর্য্যোধন তাঁকে ভোজনের অনুরোধ করলে তিনি সম্মত হলেন না। কৃষ্ণ বললেন, দূত কৃতকার্য্য হ'লে ভোজন করে। দুর্য্যোধন বলল, কৃতকার্য্য হও বা না হও, আমরা তোমাকে আদর করছি, তুমি তা প্রত্যাখ্যান করবে কেন ? কৃষ্ণ বললেন, সম্প্রীতি থাকলে বা বিপদে পড়লে পরের অন্ন খাওয়া যায়। তুমি আমাদের উপর প্রীত নও, আমি বিপদেও পড়িনি। তুমি পাণ্ডবদের দ্বেষ কর, কিন্তু তারা আমার প্রাণস্বরূপ। দুরভিসন্ধির জন্য তোমার অন্ন দূষিত। আমি কেবল বিদুরের অন্নই গ্রহণ করতে পারি। কৃষ্ণ বিদুরের গৃহে গিয়ে ভোজন পূর্ব্বক রাত্রি যাপন করলেন।

শিষ্য—কৌরব সভায় শ্রীকৃষ্ণ কী ভাবে সন্ধির প্রস্তাব করলেন ? কীরূপ আলোচনা হ'ল ?

গুরু—প্রভাতে দুর্য্যোধন ও শকুনি এসে কৃষ্ণকে সমাদর দেখিয়ে সভায় নিয়ে গেলেন। কৃষ্ণের আগমন শুনে নারদাদি ঋষিরা এলেন। কৃষ্ণ মহার্ঘ আসনে বসলেন ; বিদুর কাছে বসলেন ; দুর্য্যোধন ও কর্ণ অদূরে একই আসনে বসল।

কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ! আমি প্রার্থনা নিয়ে এসেছি, যাতে কুরুপাণ্ডবদের শান্তি হয় এবং বীর ক্ষত্রিয়কুলের বিনাশ না হয়।

পিতৃহীন পাণ্ডবগণ আপনার আশ্রয়েই বর্দ্ধিত হয়েছিলেন, আপনি তাঁদের পুত্রের ন্যায় পালন করুন। পাণ্ডবগণ আপনাকে এই কথা বলেছেন—আপনার আজ্ঞায় আমরা বনবাস ও অজ্ঞাত বাসের প্রতিজ্ঞা পালন করেছি, এখন আপনিও আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন, আমাদের রাজ্য প্রত্যর্পণ করুন। মহারাজ! পৃথিবীর সকল ক্ষত্রিয় যুদ্ধার্থী হয়ে সমবেত হয়েছেন, আপনি প্রজাবর্গকে ত্রাণ করুন; আপনি প্রকৃতিস্থ হ'লে এঁরা বেঁচে যাবেন।

মহারাজ! জতুগৃহ দাহের পর পাণ্ডবরা আপনার আশ্রয়েই এসেছিলেন। আপনিই তাঁদের ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য দিয়েছিলেন। শকুনি কপট দ্যূতে সে রাজ্য হরণ করেছে, রাজসভায় দুঃশাসন দ্রৌপদীকে লাঞ্ছিতা করেছে; তাতেও যুধিষ্ঠির ধৈর্য্যচ্যুত হন নি। পাণ্ডবগণ আপনার সেবা করতে প্রস্তুত, যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত। আপনি যা হিতকর মনে করেন, তাই করুন। সভাস্থ সকলেই মনে মনে কৃষ্ণের বাক্যের প্রশংসা করলেও প্রকাশ্যে কিছু বললেন না।

জামদগ্ন্য পরশুরাম বললেন, নর ও নারায়ণ ঋষিই কৃষ্ণ ও অর্জুন। মহারাজ! আপনি সন্ধি করুন, যুদ্ধে মত দেবেন না। তিনি দম্ভোদ্‌ভব রাজার একটি উপাখ্যান বললেন। দম্ভোদ্‌ভব নামে এক রাজা বলবীর্য্যমদে মত্ত হ'য়ে, তাঁর চেয়ে কোনো শ্রেষ্ঠ বীর খুঁজে বেড়াতেন। এক তপস্বী ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে গন্ধমাদন পর্ব্বতে দুই ঋষির নিকট গিয়ে তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বললেন। রাজা নর ও নারায়ণ ঋষির নিকট গিয়ে যুদ্ধ প্রার্থনা করলে, নর ঋষি এক মুষ্টি ঈষীকা হাতে করে ছুঁড়ে দিলেন; সসৈন্যে দম্ভোদ্‌ভব ধ্বংস হয়ে গেল।

মহর্ষি কণ্ব বললেন, দুর্য্যোধন! নিজের বলের গর্ব্ব ক'রো না। বলবানের চেয়েও বলবান আছে। একটা ঘটনা বলছি শোনো। ইন্দ্রের

সারথি মাতলির এক রূপবতী কন্যা ছিল, নাম গুণকেশী। চিকুর নাগের পুত্র সুমুখের সহিত তার বিবাহ হয়। গরুড় চিকুরকে ভক্ষণ করে এবং এক মাস পরে সুমুখকেও ভক্ষণ করবে স্থির করে। বিষ্ণুর আদেশে ইন্দ্র সুমুখকে দীর্ঘায়ুঃ দিলেন। তখন গরুড় ক্রুদ্ধ হয়ে বিষ্ণুকে বলল, আমার খাদ্যের ব্যাঘাত করলেন কেন? আমি আমার পক্ষের একাংশ দিয়ে তোমাকে অক্লেশে বহন করতে পারি। তার দর্প দেখে বিষ্ণু তাঁর বাম হস্তখানা তার পিঠে স্থাপন করলেন; গরুড় নিষ্পিষ্ট ও অচেতন হয়ে পড়ে গেল। চেতনা পেয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে নিষ্কৃতি পেল।

দুর্যোধন মহর্ষির দিকে চেয়ে উচ্চ হাস্য করে স্বীয় উরুতে চপেটাঘাত করে বলল—ভবিষ্যতে আমার যা হবে, আমি সেই ভাবে চলছি, আপনি প্রলাপ বকছেন কেন?

নারদ বললেন, দুর্যোধন! সুহৃদ্‌গণের কথা তোমার শোনা উচিত। কোনো বিষয়ে অতিমাত্র জিদ ভাল নয়। এরূপ দর্প বশে তোমার পূর্ব্বপুরুষ মহারাজ যযাতি স্বর্গে গিয়ে দেবতা ও ঋষিগণকে অবজ্ঞা ক'রে স্বর্গচ্যুত হয়েছিলেন। তুমি অভিমান ও ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি কর।

শিষ্য—কৃষ্ণের সন্ধিপ্রস্তাবে ধৃতরাষ্ট্র কী বললেন? ভীষ্ম প্রভৃতি কী বললেন?

গুরু—ধৃতরাষ্ট্র বললেন, কৃষ্ণ! তুমি যা বলেছ, তা ন্যায্য ও ধর্ম্ম-সঙ্গত। কিন্তু, দুরাত্মা পুত্রেরা আমার আদেশ মানে না, গান্ধারী, বিদুর ও ভীষ্মের কথাও শোনে না। তুমিই তাদের বোঝাবার চেষ্টা কর।

কৃষ্ণ মধুর বাক্যে দুর্যোধনকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। ভীষ্ম ও দ্রোণ বহু ভাবে উপদেশ দিয়ে বললেন, দুর্যোধন! যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বেই শত্রুতার অবসান হোক। তুমি যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম কর; তিনি

তাঁর সুলক্ষণ বাহু তোমার গলদেশে স্থাপন করুন; ভীমসেন তোমাকে আলিঙ্গন করুন। কুরু পাণ্ডব ভ্রাতৃগণের মিলন দেখে রাজারা আনন্দাশ্রু মোচন করুন।

শিষ্য—সন্ধির প্রস্তাবের উত্তরে দুর্যোধন কৃষ্ণকে কী বললেন ?

গুরু—দুর্যোধন বলল, কৃষ্ণ! পাণ্ডবদের প্রতি প্রীতির বশে তুমি আমার নিন্দা কর। আমি তো আমার ক্ষুদ্র বৃহৎ কোনো দোষই দেখতে পাই না। পাণ্ডবরা দ্যূতক্রীড়া ভালবাসেন। তাই দ্যূতক্রীড়ার দ্বারা তাদের রাজ্য আমরা জয় করে নিয়েছি। আমাদের অপরাধ কোথায়? কেশব! আমি জীবিত থাকতে পাণ্ডবরা রাজ্যাংশ পাবেন না। আমি কঠোর বাক্যে ভয় পেয়ে ইন্দ্রের কাছেও নত হব না; বরং, রণক্ষেত্রে বীরশয্যা বরণ করব। **তীক্ষ্ণ সূচীর অগ্রভাগে যেটুকু ভূমি উঠে তাও বিনাযুদ্ধে দেব না।**[১]

শিষ্য—কৃষ্ণ দুর্যোধনের কথা শুনে কী বললেন ?

গুরু—কৃষ্ণ বললেন, তুমি সবান্ধবে যুদ্ধে বীরশয্যাই লাভ করবে। তুমি তোমার দোষ দেখতে পাও না। ভীমকে বিষের লাড়ু খাইয়ে মারবার চেষ্টা কে করেছিল? বারাণবতে জতুগৃহে পাণ্ডবগণকে পুড়িয়ে মারবার চেষ্টা কে করেছিল? তুমি ভিন্ন কে ভ্রাতৃজায়াকে রাজসভামাঝে এনে নির্যাতন করতে পারে? কুরুবংশের বৃদ্ধগণ একটা মূর্খের হাতে রাজ্যভার দিয়ে মহা অন্যায় করেছেন। আপনারা দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসনকে অথবা কেবলমাত্র দুর্যোধনকে বন্ধন করে পাণ্ডবদের হাতে দিন।[২]

১। যাবদ্ধি তীক্ষ্ণয়া সূচ্যা বিধ্যেদগ্রেণ মাধব!
তাবদপ্যপরিত্যাজ্যং ভূমের্নঃ পাণ্ডবান্ প্রতি॥ উদ্যোগ ১১৮।২৬

২। ত্যজেৎ কুলার্থে পুরুষং গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ॥—উদ্যোগ ১১৯।৪৯

দুঃশাসন দুর্যোধনকে বলল, রাজা ! আপনি যদি সন্ধি না করেন, তবে ভীষ্ম, দ্রোণ ও পিতা আপনাকে, আমাকে ও কর্ণকে বন্ধন করে পাণ্ডবদের হাতে দেবেন। এই কথা শুনে রোষভরে নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে করতে দুর্যোধন সভা ছেড়ে উঠে গেল।

শিষ্য—দুর্য্যোধন সভা থেকে চলে গেলে কী হ'ল ?

গুরু—কৃষ্ণের কথায় ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে আদেশ করলেন, মনস্বিনী গান্ধারীকে নিয়ে এস ; তিনি ও আমি একত্রে দুর্যোধনকে অনুনয় করব।

শিষ্য—গান্ধারী এসে কী কী বললেন ? দুর্য্যোধন কী উত্তর দিল ও করল ?

গুরু—গান্ধারী এলে ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে বললেন, তোমার দুরাত্মা অবাধ্য পুত্র প্রভুত্বের লোভে রাজ্য ও প্রাণ দুই-ই হারাচ্ছে। অশিষ্টের ন্যায় সভা থেকে চলে গেছে। গান্ধারী বললেন, অশিষ্ট, অবিনীত, ধর্ম্মনাশক লোকের রাজ্য পাওয়া অনুচিত, তবু সে তা পেয়েছে। মহারাজ ! তুমিই দোষী, স্নেহবশে তার মতে চলেছ, এখন তার ফল ভোগ করছ।

ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে বিদুর আবার দুর্যোধনকে সভায় নিয়ে এলেন। গান্ধারী তাকে বললেন, বৎস ! তোমার পিতা ও ভীষ্ম দ্রোণাদি সুহৃদ্-বর্গের কথা রাখ। ভীষ্ম দ্রোণ যা বলছেন, তা' সত্য ; কৃষ্ণার্জ্জুন অজেয়। তুমি কেশবের শরণাপন্ন হও, তা হ'লে তিনি উভয় পক্ষের মঙ্গল করবেন। যুদ্ধে কল্যাণ নেই, ধর্ম্ম বা অর্থ নেই, সর্ব্বদা জয়ও হয় না। তুমি তেরো বৎসর পাণ্ডবদের বহু অপকার করেছ। এখন লোভ ত্যাগ কর, শান্ত হও। দুর্যোধন মায়ের কথায় অনাদর দেখিয়ে শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসনের সঙ্গে মন্ত্রণা ক'রে কৃষ্ণকে বন্ধন করবার জন্য উদ্যত হ'ল। তাদের ষড়যন্ত্র জানতে পেরে সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে বললেন, সৈন্যদল ব্যূহবদ্ধ কর।

তারপর সাত্যকি সভায় গিয়ে ধৃতরাষ্ট্র, কৃষ্ণ ও বিদুরকে দুর্য্যোধনের অভিসন্ধির কথা জানিয়ে বললেন, বালক যেমন বস্ত্রদ্বারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নি আবৃত করতে চায়, এই মূর্খগণ তেমনি কৃষ্ণকে বন্ধন করতে যাচ্ছে।

কৃষ্ণ বললেন, রাজা ! এরা আমাকে সবলে বন্দী করতে চায় ; তবে আপনি অনুমতি দিন, আমি এদের সকলকে সবলে নিগৃহীত করে পাণ্ডবদের হাতে দিই, তাতে অনায়াসে যুদ্ধ বন্ধ হবে। ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় দুর্য্যোধনকে ডেকে আনিয়ে বললেন, পাপিষ্ঠ ! তুমি পাপাত্মাদের সাহায্যে পাপকর্ম্ম করতে যাচ্ছ। হস্ত দ্বারা বায়ুকে ধরা যায় না, চন্দ্রকেও স্পর্শ করা যায় না, মস্তকদ্বারা পৃথিবী ধারণ করা যায় না, তেমনি কৃষ্ণকেও সবলে গ্রহণ করা যায় না।

কৃষ্ণ বললেন, দুর্য্যোধন ! মোহবশে মনে করছ, আমি একাকী। এই দেখ—ব'লে কৃষ্ণ উচ্চ হাস্য করে তাঁর বিরাট বিশ্বরূপ প্রকাশ করলেন। সকলেই ভয়ে চোখ বুজলেন ; কেবল ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, সঞ্জয়, ঋষিগণ ও ধৃতরাষ্ট্র দিব্য দৃষ্টি পেয়ে কৃষ্ণের পরম রূপ দেখলেন। সকলে কৃতাঞ্জলি হ'য়ে স্তুতি করলেন। কৃষ্ণ বিশ্বরূপ সম্বরণ ক'রে সাত্যকি ও বিদুরের হাত ধ'রে সভা হ'তে চলে গেলেন। দারুকের আনীত রথে উঠে কৃষ্ণ যখন যাচ্ছিলেন তখন ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মদ্রোণাদিকে বললেন, কৌরব সভায় যা হ'ল তা আপনারা দেখলেন। দুর্য্যোধন আমাকে বন্দী করবার চেষ্টা করেছে, তাও জানেন। ধৃতরাষ্ট্রও বলছেন, তাঁর প্রভুত্ব নেই। এখন আজ্ঞা দিন, আমি ফিরে যাই। এই বলে কৃষ্ণ কুন্তীর সহিত দেখা করতে গেলেন।

শিষ্য—কুন্তীর সহিত কৃষ্ণের কী আলাপ হ'ল ?

গুরু—কুন্তী কৃষ্ণকে বললেন, যুধিষ্ঠিরকে ব'লো, মহাবাহু ! তুমি সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড রাজনীতির দ্বারা পৈতৃক রাজ্যাংশ উদ্ধার কর।

দুর্ব্বল বা অহিংসা-পরায়ণ রাজা প্রজাপালন করতে পারে না। তোমার জননী হয়ে আমাকে পরদত্ত অন্নপিণ্ডের প্রত্যাশায় থাকতে হচ্ছে—এর চেয়ে দুঃখ আর কী আছে? এই ব'লে কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে বলবার জন্য কৃষ্ণকে বিদুলা-সঞ্জয়ের উপাখ্যান শোনালেন।

শিষ্য—বিদুলা-সঞ্জয় উপাখ্যানটি কী?

গুরু—বিদুলা নাম্নী এক তেজস্বিনী ক্ষত্রিয়া রাজরাণী ছিলেন। তাঁর পুত্র সঞ্জয়। সিন্ধুরাজ কর্ত্তৃক পরাজিত, হতাশ, অবসন্ন ও নিরুদ্যম হয়ে সঞ্জয় শুয়ে আছেন দেখে রাণী বিদুলা বললেন, ক্রোধহীন, ক্লীব তুল্য তুমি যাবজ্জীবন নিরাশ হয়ে থাকতে চাও! তুমি আমার পুত্র নও! রে ক্লীব! তোর সকল কীর্ত্তি নষ্ট হয়েছে, রাজ্য পরহস্তগত হয়েছে, তবে বেঁচে আছ কেন? লোকে যার মহৎ চরিত্রের আলোচনা করে না, সে পুরুষ নয়, স্ত্রীও নয়; সে তার মাতার বিষ্ঠামূত্র মাত্র। পুত্র! নির্ব্বাপিত অগ্নির ন্যায় চিরকাল ধূমায়িত থেকো না; মুহূর্ত্ত কালের জন্যও জ্বলে উঠে শত্রুকে আক্রমণ কর।

সঞ্জয় বলল, মা! আমি যদি যুদ্ধে মরি, তবে সমস্ত পৃথিবী পেয়েও আপনার লাভ কী? বিদুলা বললেন, তুমি যদি নিজের পৌরুষ দেখাও, অন্য রাজাও তোমার সহায় হবেন। জয়-পরাজয়, লাভক্ষতি বিচার না করেই তুমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন অথবা শত্রুর বিনাশ, এ ছাড়া ক্ষত্রিয়ের শান্তিলাভ হতে পারে না।

সঞ্জয় আরও বলল, মা! আপনি আমার প্রতি নিষ্ঠুরা। আমার ধন নেই, সহায় নেই, কী করে রাজ্য উদ্ধার করব? বিদুলা বললেন, তুমি পূর্ব্বে যে বীরত্ব দেখিয়েছ, তা আবার দেখাও, তবেই রাজ্য উদ্ধার করতে পারবে। সিন্ধুরাজের শত্রুদের সহিত তুমি মিত্রতা কর। আমাদের রাজকোষে এখনো বহু ধন আছে। বিদুলার উত্তেজনায় সঞ্জয়ের

মোহ বিদূরিত হ'লে সে যুদ্ধে শত্রুজয় ক'রে রাজ্য উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিল।

শিষ্য—কুন্তীর নিকট বিদায় নিয়ে কৃষ্ণ কী করলেন ?

গুরু—কৃষ্ণ যেতে যেতে কর্ণকে স্বীয় রথে তুলে নিয়ে বললেন, কর্ণ ! তুমি কুন্তীর গর্ভে সূর্যের বরে জন্মেছ। তুমি পাণ্ডবদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তুমি পাণ্ডব পক্ষে চলো, পাণ্ডবরা তোমাকে রাজা করবেন। যুধিষ্ঠির যুবরাজ হয়ে তোমার আজ্ঞা পালন করবেন। তুমি সাগরান্ত পৃথিবীর অধীশ্বর হবে। কর্ণ বললেন, কৃষ্ণ ! তুমি যা বললে তা আমি জানি। কিন্তু, অধিরথের পত্নী রাধা স্তনদুগ্ধে আমায় বর্দ্ধিত করেছেন, আমি সূতকুলে বিবাহিত হয়ে পুত্রপৌত্রাদি লাভ করেছি। দুর্য্যোধন আমাকে আশ্রয় ও রাজ্য দান করেছে। আমার ভরসায় সে যুদ্ধে উদ্যোগী। এখন তাকে পরিত্যাগ করলে আমি হব বিশ্বাসঘাতক, মিত্রদ্রোহী। লোকে মনে করবে, আমি ভীত হয়ে পাণ্ডবদের শরণাপন্ন। সব জেনে শুনে কেন আমাকে ভোলাতে চাচ্ছ ? পৃথিবীর ধ্বংস আসন্ন। আমি, শকুনি, দুর্য্যোধন নিমিত্ত মাত্র। যুধিষ্ঠিরই জয়ী হয়ে রাজ্য পাবেন। কিন্তু, কেশব ! তুমি যুধিষ্ঠিরকে একথা কিছুতেই বলো না যে আমি তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তাহলে সে যুদ্ধই করবে না।

শিষ্য—কুন্তী কি জানতেন যে কর্ণ তাঁর পুত্র ? তিনি কি কর্ণকে অনুরোধ ক'রেছিলেন পাণ্ডব পক্ষে যোগদানের জন্য ?

গুরু—কুন্তী তো জানতেনই যে কর্ণ তাঁর পুত্র। কৃষ্ণ হস্তিনাপুর পরিত্যাগ করলে এক দিন কুন্তী গিয়ে কর্ণকে অনুরোধ করেছিলেন, তুমি আমারই গর্ভজাত পুত্র,, পাণ্ডবরা তোমার ভাই, দুর্য্যোধনের পক্ষ পরিত্যাগ করে তুমি যুধিষ্ঠিরের পক্ষে যোগদান কর ; তুমিই আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, তুমিই রাজা হবে। সূর্য্যও কর্ণকে পাণ্ডব পক্ষে যোগ দিতে

নির্দেশ দেন। কর্ণ কুন্তীকে বললেন, আপনি আমাকে শিশুকালে ত্যাগ করে ঘোর অন্যায় করেছেন, আমার যশঃ ও কীর্তি নষ্ট হয়েছে। আপনি যথাকালে আমাকে দয়া করেন নি। আজ কেবল নিজের হিতের জন্যই আমাকে উপদেশ দিচ্ছেন। আমি দুর্যোধনকে ত্যাগ করে অকৃতজ্ঞ হতে পারব না। তবে, আপনার আগমন ব্যর্থ হবে না। আমি কেবল অর্জ্জুনকে নিহত করে অভীষ্ট ফল লাভ করব, অথবা তার হাতে নিহত হয়ে স্বর্গলাভ করব। আমিই মরি, অথবা অর্জ্জুনই মরুক, আপনার পাঁচ পুত্রই থাকবে।

শিষ্য—কৃষ্ণ ফিরে গিয়ে পাণ্ডবদের কী বললেন ?

গুরু—উপপ্লব্য নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে জানালেন, দুর্য্যোধনকে মিষ্ট বাক্যে অনুরোধ করেছি। সভাস্থ রাজাদের তিরস্কার করেছি। দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনিকে ভয় দেখিয়েছি। পাণ্ডবদের অন্ততঃ পাঁচখানি গ্রাম দাও, একথাও বলেছি। সাম, দান, ভেদ নীতি অনুসারে বহু চেষ্টা করেছি। কোনো ফল হয়নি। এখন, চতুর্থ নীতি দণ্ড ছাড়া কোনো উপায় দেখি না।

শিষ্য—পাণ্ডবরা কীরূপ যুদ্ধসজ্জা করলেন ?

গুরু—পাণ্ডবদের পক্ষে সাত অক্ষৌহিণী সৈন্য সমবেত হয়েছিল। সর্ব্বসম্মতিক্রমে ধৃষ্টদ্যুম্ন হলেন প্রধান সেনানায়ক। তিনি বিরাট বাহিনী নিয়ে কুরুক্ষেত্র চললেন। সঙ্গে চলল শকট, বিপণি, বস্ত্রগৃহ, কোষ, যন্ত্রায়ুধ ও চিকিৎসকগণ এবং অন্যান্য আবশ্যক লোক। যুধিষ্ঠির শ্মশান, দেবালয়, ঋষিদের আশ্রম ও তীর্থস্থান পরিহার করলেন। যেখানে প্রচুর ঘাস ও কাঠ পাওয়া যায় এমন স্নিগ্ধ স্থানে পবিত্র হিরণ্বতী নদীতীরে সেনা সন্নিবেশ করলেন। শিবিরে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, মধু, ঘৃত, ধুনা, জল, ঘাস, তুষ, অঙ্গার রাখা হ'ল। দ্রুপদ, বিরাট, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন,

ধৃষ্টকেতু, শিখণ্ডী ও মগধরাজ সহদেব এই সাত জনকে যুধিষ্ঠির সেনাপতির পদ দিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নকে সর্ব্বসেনাপতি, অর্জ্জুনকে সেনাপতি এবং কৃষ্ণকে অর্জ্জুনের নিয়ন্তা ও সারথি নিযুক্ত করলেন।

শিষ্য—কৌরবেরা কীরূপ সমরসজ্জা করল? কাকে সেনাপতি ক'রল?

গুরু—দুর্য্যোধনের পক্ষে একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হ'ল। প্রত্যেক রথে চারি অশ্ব, দুই অশ্বরক্ষক এবং দুই পৃষ্ঠরক্ষক নিযুক্ত হ'ল। প্রত্যেক হস্তীতে দুই অঙ্কুশধারী, দুই ধনুর্ধারী এবং এক জন শক্তি ও পতাকাধারী রইল। দুর্য্যোধন ভীষ্মকে সেনাপতিত্ব করবার জন্য অনুরোধ করলে তিনি বললেন, আমার কাছে তোমরাও যেমন, পাণ্ডবরাও তেমন। তথাপি, আমি প্রতিজ্ঞানুসারে তোমার পক্ষেই যুদ্ধ করব। অর্জ্জুন ভিন্ন আমার সমান যোদ্ধা কেউ নেই। যত দিন আমি তার হাতে না মরি, তত দিন আমি প্রত্যহ পাণ্ডব পক্ষের দশ সহস্র রথীকে বধ করব। কর্ণ বলল, ভীষ্ম জীবিত থাকতে আমি যুদ্ধ করব না। ভীষ্মকে অগ্রবর্ত্তী ক'রে দুর্য্যোধনের সেনাবাহিনী কুরুক্ষেত্রের পশ্চিম দিকে শিবির স্থাপন করল। পাণ্ডব সৈন্যবাহিনী পূর্ব্ব দিকে সন্নিবিষ্ট হল।

শিষ্য—ভীষ্ম জীবিত থাকতে কর্ণ যুদ্ধ করল না কেন?

গুরু—দুর্য্যোধন ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করল, পিতামহ! উভয় পক্ষে রথী ও অতিরথ কে কে আছেন? ভীষ্ম বললেন, তুমি ও তোমার ভ্রাতারা সকলেই শ্রেষ্ঠ রথী। **কৃতবর্মা, শল্য, কৃপ, ভূরিশ্রবা**—এঁরা অতিরথ। জয়দ্রথ দুই রথীর সমকক্ষ। **সুদক্ষিণ, নীল, বিন্দ, অনুবিন্দ, সত্যরথ, লক্ষ্মণ, বৃহদ্বল, শকুনি, কৌরব, বৃষসেন, জলসন্ধ, অচল ও বৃষক**—এঁরা রথী। **অশ্বত্থামা** মহারথ। **দ্রোণাচার্য্য** শ্রেষ্ঠ

অতিরথ। **বাহ্লীক** অতিরথ। **সত্যবান্, অলম্বুষ, ভগদত্ত**—এঁরা মহারথ। **কর্ণ অর্দ্ধরথ**। দ্রোণও ভীষ্মের কথা সমর্থন করলেন। কর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে ভীষ্মকে বলল, আপনি নিরর্থক আমায় নিন্দা করছেন, আপনিই অর্দ্ধরথ। দুর্যোধন! ভীষ্মের অভিসন্ধি ভাল নয়; তুমি এঁকে ত্যাগ কর। বৃদ্ধের বচন শোনা উচিত, কিন্তু অতিবৃদ্ধের নয়। ভীষ্ম জীবিত থাকতে আমি যুদ্ধ করব না।

শিষ্য—ভীষ্ম পাণ্ডব পক্ষের কাকে রথী, কাকে মহারথ, কাকে অতিরথ বললেন ?

গুরু—যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব—প্রত্যেকে রথী, ভীম আট রথীর সমান। অর্জ্জুনের সমান বীর ও রথী উভয় পক্ষে কেউ নেই। কেবল আমি ও দ্রোণাচার্য্য তার সম্মুখীন হতে পারি। দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র মহারথ; উত্তর, **উত্তমৌজা, যুধামন্যু,** শিখণ্ডী—এঁরা উত্তম রথী। অভিমন্যু, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন এঁরা অতিরথ। দ্রুপদ ও বিরাট মহারথ। **ধৃষ্টকেতু, জয়ন্ত, অমিতৌজা, সত্যজিৎ, অজ, ভোজ, রোচমান**—এঁরা মহারথ। কেকয় দেশীয় পঞ্চ ভ্রাতা, কাশীরাজ-কুমার **নীল, সূর্য্যদণ্ড, শঙ্খ, মদিরাশ্ব, ব্যাঘ্রসেন, চন্দ্রদত্ত, সেনাবিন্দু, ক্রোধহন্তা, কাশ্য**—এঁরা রথী। **সত্যজিৎ, শ্রেণিমান, বসুদান, পুরুজিৎ ও ঘটোৎকচ** অতিরথ। তারপর ভীষ্ম বললেন, আমি শিখণ্ডীর সহিত যুদ্ধ করবো না; সে পূর্ব্বে স্ত্রী ছিল, পরে পুরুষ হয়েছে।

শিষ্য—শিখণ্ডী স্ত্রী হ'য়েও পুরুষ হ'ল কীরূপে ?

গুরু—মহাদেবের বরে রাজা দ্রুপদের এক কন্যা জন্মে। দ্রুপদ-মহিষী প্রচার করেন যে পুত্র জন্মেছেন, নাম দিলেন শিখণ্ডী। কন্যার যৌবনকাল উপস্থিত হলে, রাণী দ্রুপদকে বললেন, মহাদেবের বরে কন্যা পুরুষ হবেই; অতএব, একে কোনো কন্যার সহিত বিবাহ দেওয়া হোক।

দশার্ণরাজ **হিরণ্যবর্মার** কন্যার সহিত শিখণ্ডীর বিবাহ হ'ল। কিন্তু, শিখণ্ডী পুরুষ নয়, এই প্রতারণা ধরা পড়ায় হিরণ্যবর্ম্মা ক্রুদ্ধ হলেন; দ্রুপদ হিরণ্যবর্ম্মাকে সত্য নির্দ্ধারণের জন্য আহ্বান করলেন। পিতার অপমানের আশঙ্কায় শিখণ্ডী গৃহত্যাগ করে গভীর অরণ্যে চলে গেল। তথায় **স্থূনাকর্ণ** নামক এক যক্ষের সহায়তায় তার স্ত্রী-শরীর পরিবর্ত্তিত হয়ে পুরুষ-শরীর হল। ভীষ্ম এ সংবাদ জানতেন।

শিষ্য—মহারথ ও অতিরথদের বলাবলের কী আলোচনা হয়েছিল?

গুরু—ভীষ্ম বললেন, আমি প্রতি দিন দশ সহস্র সৈন্য ও এক সহস্র রথী বধ করব; এক মাসে সমস্ত বিনষ্ট হবে। দ্রোণ বললেন, আমিও এক মাসে পাণ্ডববাহিনী ধ্বংস করতে পারি। কৃপ বললেন, আমি দুই মাসে পারি। অশ্বত্থামা বললেন, আমি পারি দশ দিনে। কর্ণ বললেন, আমি পাঁচ দিনে পারি। অর্জ্জুন বলেছিলেন, পাশুপত অস্ত্র দ্বারা আমি একাকীই নিমেষ মধ্যে ত্রিলোক সংহার করতে পারি; কিন্তু, তা করা উচিত নয়। তাই আমি সরল উপায়েই যুদ্ধ করব।

উদ্যোগপর্ব্ব সমাপ্ত

ভীষ্মপর্ব্ব

শিষ্য—কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ ছিল ধর্ম্মযুদ্ধ, এই যুদ্ধের কী নিয়ম নির্দ্ধারিত হয়েছিল ?

গুরু—(১) যুদ্ধ নিবৃত্ত হলে উভয় পক্ষে পূর্ব্ববৎ প্রীতির সম্বন্ধ থাকবে। (২) যারা সৈন্যদল থেকে বেরিয়ে যাবে তাদের হত্যা করা চলবে না। (৩) রথীর সঙ্গে রথী, গজারোহীর সঙ্গে গজারোহী, অশ্বারোহীর সঙ্গে অশ্বারোহী, পদাতির সহিত পদাতি যুদ্ধ করবে। (৪) বিশ্বস্ত বা বিহ্বল লোককে প্রহার করা যাবে না। (৫) অন্যের সঙ্গে যুদ্ধে রত, শরণাগত, যুদ্ধবিমুখ, অস্ত্রহীন বা বর্ম্মহীন লোককে কখনো মারা হবে না। (৬) স্তুতিপাঠক, সূত, ভারবাহক, অস্ত্রসরবরাহকারী ও বাদ্যকারগণকে কদাচ প্রহার করা যাবে না।

শিষ্য—মহর্ষি বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে কী বলে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন ?

গুরু—ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের দুর্নীতি ও দুষ্পরিণাম চিন্তা করে শোকার্ত্ত ছিলেন, তখন বেদব্যাস এসে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, পুত্র! যদি যুদ্ধ দেখতে চাও, তবে আমি তোমার দৃষ্টিশক্তি দিতে পারি। অন্ধ বললেন, আমি আত্মীয়স্বজনের বিনাশ স্বচক্ষে দেখতে চাইনে। সঞ্জয়ের মুখে আমি যুদ্ধের বৃত্তান্ত শুনতে চাই। ব্যাসদেব বললেন—তাই হবে, আমার বরে সঞ্জয়ের দিব্যদৃষ্টি লাভ হবে। ইনি অস্ত্রে আহত ও শ্রমে ক্লান্ত হবেন না।

শিষ্য—মহর্ষি ব্যাসদেব যুদ্ধে লোকক্ষয়ের কী কী দুর্লক্ষণ দেখেছিলেন ?

গুরু—ব্যাসদেব বললেন, আমি লোকক্ষয়কর দুর্নিমিত্ত দেখতে পাচ্ছি। (১) উদয় ও অস্তকালে সূর্য্যমণ্ডল কবন্ধবেষ্টিত। (২) রাত্রে

বিড়াল ও শূকর যুদ্ধ করে। (৩) দেবপ্রতিমা হাস্য করে, কম্পিত হয়, রুধির বমন করে, স্বেদাক্ত ভূপাতিত হয়। (৪) অরুন্ধতী নক্ষত্র বশিষ্ঠের দিকে পিঠ ফিরিয়ে আছেন। (৫) কোন স্ত্রী চার পাঁচটি সন্তান প্রসব করছে, কন্যারা ভূমিষ্ঠ হয়েই নাচছে, গাইছে। (৬) বৃক্ষ ও চৈত্য পড়ে যাচ্ছে। (৭) হোমের দুর্গন্ধ শিখা বামাবর্ত্তে উঠছে। (৮) পক্ষীরা 'পকবা' 'পকবা' রবে রথধ্বজাগ্রে বসছে।

শিষ্য—যুদ্ধের প্রারম্ভে কী হ'ল উভয় পক্ষে ?

গুরু—কৌরব পক্ষে ভীষ্মের আদেশে সর্ব্বতোভদ্র ব্যূহ রচিত হল ; পাণ্ডব পক্ষে নির্ম্মিত হল বজ্রব্যূহ। শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশে অর্জ্জুন যুদ্ধে বিজয়লাভের জন্য দেবী দুর্গার স্তোত্রপাঠ ও আরাধনা করে শত্রু সংহার পূর্ব্বক বিজয়লাভের বর পেলেন।

শিষ্য—অর্জ্জুন যুদ্ধের জন্য যাত্রা করে যুদ্ধক্ষেত্রে এসেও প্রথমে যুদ্ধ করতে চাননি কেন ?

গুরু—কৌরবদের অন্যায়, অবিচার, অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ ও রাজ্য উদ্ধারের চিন্তা প্রবল থাকায় প্রথমতঃ যুদ্ধের জন্য মনে প্রবল উৎসাহ ছিল। কিন্তু, যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সৈন্য মুখোমুখী হলে তখন বাস্তব পরিস্থিতির জ্ঞান হল। ঘনিষ্ঠতম, পূজনীয় ও প্রেমাস্পদ আত্মীয় স্বজন সুহৃৎগণকে দেখে তাদের সংহার করতে হবে ভেবে অর্জ্জুন শোকার্ত্ত হয়ে যুদ্ধবিমুখ হলেন। যুদ্ধের ফলে, ব্যভিচার, বর্ণসঙ্কর, শ্রাদ্ধপিণ্ডলোপ প্রভৃতি কুলধর্ম্ম ও জাতিধর্ম্ম ধ্বংস হবে ; এই আশঙ্কায় অর্জ্জুন মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। হয়ত অর্জ্জুনের মনে যুদ্ধে জয় হবে না বলে সংশয়ও জেগেছিল।

শিষ্য—যুদ্ধবিমুখ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাবার জন্য কৃষ্ণ কী বললেন।

গুরু—অর্জ্জুনের শোক, অবসাদ, সংশয় বিদূরিত করে যুদ্ধোৎসাহ আনয়নের জন্য শ্রীকৃষ্ণ যে সব উপদেশ দিয়েছিলেন, তাহাই ভগবদ্গীতায় গ্রথিত। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে বুঝালেন—দেহ ও আত্মা পৃথক। দেহের নাশ হয়, আত্মা অবিনাশী। অস্ত্রের দ্বারা দেহ নষ্ট হয়, কিন্তু আত্মার কিছু হয় না। মানুষ দেহ নয়, আত্মাই যথার্থ মানুষ। মানুষ এক দেহ বিনষ্ট হলে অন্য দেহ গ্রহণ করে। সুতরাং, শোক করবার কী কারণ আছে ?

আমিই ভগবান, বিশ্বনিয়ন্তা, আমার ইচ্ছাতেই সব হয়। আমিই যুগে যুগে জগতে অবতীর্ণ হই—পাপীর বিনাশ, ধার্ম্মিক সজ্জনের রক্ষা এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য। মহাধ্বংস আসন্ন। আমি মহাকাল রূপে সব গ্রাস করব। তুমি যুদ্ধ কর বা না কর, এদের বিনাশ সুনিশ্চিত। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় বিশ্বরূপ দেখালেন। অর্জ্জুন দেখলেন ভীষ্মদ্রোণ সহ সমগ্র সেনাবাহিনী দন্তে চর্ব্বিত হয়ে ভগবানের বদনগহ্বরে প্রবেশ করছে। তখন অর্জ্জুনের মোহ দূর হল। অর্জ্জুন বললেন, আর আমার সন্দেহ নেই, বুঝেছি আমি নিমিত্ত মাত্র, তুমিই কর্ত্তা। আমি মোহমুক্ত, গতসন্দেহ, স্থিতপ্রজ্ঞ হয়েছি। এখন নির্ব্বিচারে তোমার আদেশ পালন করব—"স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব।"

শিষ্য—যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির কী করলেন ?

গুরু—যুধিষ্ঠির কাউকে কিছু না বলে একাকী কুরুসৈন্য মধ্যে চললেন। অর্জ্জুনাদি আতঙ্কিত হলেন। কিন্তু, কৃষ্ণ বললেন, যুধিষ্ঠির গুরুজনগণকে পূজা করে আশীর্ব্বাদ নিতে যাচ্ছেন। যুধিষ্ঠির একে একে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও শল্যকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করলেন। ভীষ্ম ও দ্রোণ বললেন, যুধিষ্ঠির ! তুমি যদি না আসতে তবে অভিশাপ দিতাম। কিন্তু, এখন আমরা আনন্দিত হয়েছি, তুমি জয়ী হও, রাজ্যলাভ কর।

কৃপ বললেন, আমি প্রত্যহ প্রাতে তোমাদের জয় কামনা করব। শল্য বললেন, যুধিষ্ঠির! তোমার প্রার্থনামতে আমি অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধকালে কর্ণের তেজঃ নষ্ট করব। প্রত্যাবর্ত্তন কালে তিনি আহ্বান করলেন, কুরুসৈন্যের মধ্য থেকে যে আমাদের পক্ষে আসতে প্রস্তুত, তাকে সাদরে আমন্ত্রণ করছি। আমন্ত্রণ পেয়ে ধৃতরাষ্ট্রপুত্র যুযুৎসু সদলবলে পাণ্ডব পক্ষে যোগ দিল। কৃষ্ণ কর্ণকে বললেন, কর্ণ! ভীষ্ম না মরলে তুমি যুদ্ধ করবে না। তৎপূর্ব্ব পর্য্যন্ত তুমি পাণ্ডব পক্ষে যুদ্ধ কর। কর্ণ বলল, আমি দুর্য্যোধনের বিপক্ষতা কদাচ করব না।

শিষ্য—প্রথম দিনের যুদ্ধে জয় হল কাদের ?

গুরু—প্রথম দিনের যুদ্ধে কৌরব পক্ষের জয় হল। ভীষ্ম যমদণ্ড তুল্য ধনুক নিয়ে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করতে লাগলেন। উভয় পক্ষের অন্যান্য বীরগণ পরস্পর মহাবিক্রমে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। ভীমসেনের সিংহনাদে সকলের গর্জ্জন ডুবে গেল। কিছুক্ষণ শৃঙ্খলার সহিত যুদ্ধ হল। পরে উন্মত্তের মত বিশৃঙ্খল ভাবে যুদ্ধ আরম্ভ হল। ভীষ্ম ও অভিমন্যুতে তুমুল যুদ্ধ হল। অভিমন্যু ভীষ্মের রথধ্বজ ভূপাতিত করল। বিরাট-পুত্র উত্তর শল্যের রথের অশ্ব নিহত করে তার শরাঘাতে নিহত হল। বিরাটের অপর পুত্র শ্বেতের শরাঘাতে শত শত যোদ্ধা নিহত হচ্ছে দেখে ভল্লের আঘাতে ভীষ্ম শ্বেতের অশ্ব ও সারথি নিহত করলেন। শ্বেত রথ থেকে লাফিয়ে পড়ে গদাঘাতে ভীষ্মের রথ, অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট করলে ভীষ্ম বাণাঘাতে শ্বেতকে বধ করলেন। পাণ্ডবগণের পরাজয় হল। দুঃশাসন বাদ্যতালে নৃত্য করতে লাগল।

শিষ্য—দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধ ও তার ফলাফল কী হ'ল ?

গুরু—প্রথম দিনের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে যুধিষ্ঠির আতঙ্কিত হলে কৃষ্ণ তাঁকে আশ্বাস ও উৎসাহ দিলেন। পাণ্ডবদের পক্ষে ধৃষ্টদ্যুম্ন

ক্রৌঞ্চারুণ ব্যূহ রচনা করলেন। অর্জ্জুন বহু সৈন্য ধ্বংস করছেন দেখে দুর্য্যোধন ভীষ্মকে বললেন, পিতামহ! আপনি থাকতে অর্জ্জুন আমার সৈন্যদল উচ্ছেদ করছে; অর্জ্জুন যাতে নিহত হয়, তার চেষ্টা করুন। ভীষ্মের সহিত অর্জ্জুনের দারুণ যুদ্ধ হতে লাগল। ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রোণের পরস্পর ভীষণ যুদ্ধ হল। ভীমসেন অসংখ্য সৈন্য বধ করছেন দেখে, ভীষ্ম এসে ভীমের অশ্বসকল বিনষ্ট করলেন। ভীমও ভীষ্মের সারথিকে বধ করলেন। সারথিশূন্য ভীষ্মের অশ্ব রথ দূরে নিয়ে গেল। **কলিঙ্গ, শ্রুতায়ু** ও তার দুই পুত্র ভীষ্মের হস্তে নিহত হল। অর্জ্জুনের বাণে কৌরবসৈন্য ছিন্নভিন্ন হয়ে পালাচ্ছে দেখে ভীষ্ম দ্রোণকে বললেন, কালান্তক তুল্য অর্জ্জুনকে আজ জয় করা যাবে না, আমাদের যোদ্ধারা শ্রান্ত ও ভীত হয়েছে। বিজয়ী পাণ্ডবগণ সিংহনাদ করে উঠল। সূর্য্যাস্ত হওয়ায় যুদ্ধ বন্ধ হল।

শিষ্য—তৃতীয় দিনের যুদ্ধে কোন্ পক্ষ জয়ী হ'ল? কিরূপ যুদ্ধ হ'ল?

গুরু—তৃতীয় দিনে ভীষ্ম করলেন **গরুড় ব্যূহ** আর পাণ্ডবরা করলেন **অর্দ্ধচন্দ্র ব্যূহ**। ভীষণ যুদ্ধে মৃত অগণিত অশ্ব, হস্তী ও মানুষের শোণিতে রণভূমি কর্দ্দমাক্ত হল। ভীমের শরাঘাতে দুর্য্যোধন অচেতন হয়ে পড়ল। চেতনা পেয়ে দুর্য্যোধন ভীষ্মকে বলল, পিতামহ! আপনি ও গুরু দ্রোণাচার্য্য বিদ্যমানে কৌরবসৈন্য পালাচ্ছে কেন? আপনি পাণ্ডবদের প্রতি দয়াবান। ভীষ্ম বললেন, আমি তোমাকে বহুবার বলেছি, পাণ্ডবরা ইন্দ্রাদি দেবগণেরও অজেয়। তথাপি, আমি পাণ্ডবগণকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করব। ভীষ্মের আক্রমণে পাণ্ডবসেনা ছিন্নভিন্ন হল। অর্জ্জুন চেষ্টা করেও নিবারণ করতে পারলেন না। সাত্যকি সৈন্যব্যূহ রক্ষার চেষ্টা করতে লাগলেন। বিষম ব্যাপার দেখে শ্রীকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে সুদর্শনচক্র হাতে নিয়ে লাফ দিয়ে ভীষ্মকে নিধন করতে ধাবিত হলেন। ভীষ্ম হাত জোড় করে স্তব পাঠ করতে লাগলেন।

অর্জ্জুন দ্রুতবেগে গিয়ে কৃষ্ণের চরণ ধারণ পূর্ব্বক তাঁকে নিবারণ করলেন। কৃষ্ণ প্রসন্ন হয়ে পুনরায় অর্জ্জুনের রথে উঠে বসলেন। অর্জ্জুন ভয়ঙ্কর মাহেন্দ্র অস্ত্র প্রয়োগ করলে অসংখ্য কৌরবসেনা অশ্বগজপদাতি সহ নষ্ট হল। সূর্য্যাস্ত হল। কৌরবগণ বলতে লাগল, অর্জ্জুন আজ দশ হাজার রথী, শত শত হাতী এবং সমগ্র প্রাচ্য, সৌবীর, ক্ষুদ্রক ও মালবসৈন্য নিপাতিত করেছেন।

শিষ্য—চতুর্থ দিনের যুদ্ধে কে কে নিহত হল? কাদের জয় হল?

গুরু—ভীষ্ম ও অর্জ্জুনের পরস্পর ভীষণ যুদ্ধ হল। অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা, শল্য, শল্যপুত্রের সহিত অভিমন্যুর যুদ্ধ হল। ধৃষ্টদ্যুম্ন শল্য-পুত্রকে বধ করলেন। ভীম মহাবিক্রমে **জলসন্ধ, সুষেণ, বীরবাহু, ভীম, ভীমরথ, সুলোচন** প্রভৃতি দুর্য্যোধনের চোদ্দ জন ভ্রাতাকে যমালয়ে পাঠালেন। ভগদত্ত ভীমসেনকে আক্রমণ পূর্ব্বক বাণাঘাতে অচেতন করলেন। তখন ঘটোৎকচ ভগদত্তকে আক্রমণ করলে তার হস্তী ভীত হয়ে পলায়ন করল। ঘটোৎকচের বিক্রমে কৌরবসৈন্য বিধ্বস্ত হয়ে পলায়ন করতে লাগল। সূর্য্যাস্ত হওয়ায় যুদ্ধের অবসান হল। পাণ্ডব পক্ষই বিজয়ী হলেন।

শিষ্য—পর পর পরাজয়ে দুর্য্যোধন কী ক'রল? পঞ্চম দিনের যুদ্ধে কাদের জয় হ'ল?

গুরু—রাত্রিকালে দুর্য্যোধন ভীষ্মকে বলল, আপনাদের মত ত্রিলোকবিজয়ী মহারথ থাকতে পাণ্ডবরা বিজয়ী হচ্ছে কেন? ভীষ্ম বললেন, এ বিষয়ে তোমাকে বহুবার বলেছি। কৃষ্ণ-রক্ষিত পাণ্ডবরা অজেয়। প্রাতঃকালে ভীষ্ম **মকরব্যূহ** এবং অর্জ্জুন **শ্যেনব্যূহ** রচনা করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যকে বলল, আপনি অজেয়, পাণ্ডবরা আপনার কাছে তুচ্ছ। আপনি তাদের নিধন করুন।

দ্রোণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তুমি মূর্খ, তাই পাণ্ডবদের পরাক্রম জান না। তথাপি, আমি যথাশক্তি যুদ্ধ করব। ভয়ঙ্কর যুদ্ধে অসংখ্য সৈন্য নিহত হতে লাগল। ভূরিশ্রবা সাত্যকির দশ পুত্রকে নিধন করল। সাত্যকি ভূরিশ্রবাকে আক্রমণ করলেন। উভয়ের রথ ও অশ্ব নষ্ট হল। খড়্গ-চর্ম্ম নিয়ে দুজন যুদ্ধ করতে লাগলেন। ভীম সাত্যকিকে এবং দুর্য্যোধন ভূরিশ্রবাকে স্বীয় স্বীয় রথে তুলে নিলেন। এই দিনে অর্জ্জুনের শরাঘাতে পঁচিশ হাজার মহারথ নিহত হল। সূর্য্যাস্তে যুদ্ধ বন্ধ হল।

শিষ্য—ষষ্ঠ দিনের যুদ্ধের ফলাফল কী হল ?

গুরু—পাণ্ডব পক্ষ **মকরব্যূহ** এবং কৌরব পক্ষ **ক্রৌঞ্চব্যূহ** নির্ম্মাণ করে যুদ্ধ আরম্ভ করল। এই দিন ভীম ভীষণ যুদ্ধে হস্তী, অশ্ব, রথী, পদাতি নিহত করতে লাগলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁর সহায়তা করলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রমোহন অস্ত্র নিক্ষেপ করলে দুর্য্যোধনাদি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল। দ্রোণাচার্য্য প্রজ্ঞাস্ত্র দ্বারা প্রমোহন অস্ত্রের প্রভাব নষ্ট করলেন। ভীমের শরাঘাতে দুর্য্যোধনের ধনু ছিন্ন, সারথি ও অশ্ব নিহত হল। দুর্য্যোধন শরবিদ্ধ, মূর্চ্ছিত হয়ে কৃপাচার্য্যের রথে চড়ে পলায়ন করল। অভিমন্যু, শ্রুতকর্ম্মা, সুতসোম, শ্রুতসেন ও শতানীকের শরাঘাতে দুর্য্যোধনের চারি ভ্রাতা **বিকর্ণ, দুর্ম্মুখ, জগৎসেন ও দুষ্কর্ণ** বিদ্ধ হয়ে ভূপতিত হল। এই দিন সূর্য্যাস্তের পরেও কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলেছিল।

শিষ্য—সপ্তম দিনের যুদ্ধ কীরূপ হল ?

গুরু—এই দিন ভীষ্ম **মণ্ডলব্যূহ** ও যুধিষ্ঠির **বজ্রব্যূহ** নির্ম্মাণ করলেন। অর্জ্জুন মহাবিক্রমে ভীষ্মকে আক্রমণ করলেন। সমস্ত বীরগণ ভীষ্মের রক্ষার্থ এলেন। দ্রোণের সহিত যুদ্ধে বিরাটের রথ ও অশ্ব নষ্ট হল। তিনি স্বীয় পুত্র শঙ্খের রথে আরোহণ করলেন। দ্রোণের শরাঘাতে শঙ্খ নিহত হল। সাত্যকির ঐন্দ্রাস্ত্রে আহত রাক্ষস অলম্বুষ পলায়ন

করল। অর্জুনপুত্র **ইরাবানের** সঙ্গে বিন্দ ও অনুবিন্দের যুদ্ধ হতে লাগল। ইরাবান বিন্দ অনুবিন্দের অশ্ব ও সারথি বধ করলেন। ভগদত্তের সহিত যুদ্ধে ঘটোৎকচ পালিয়ে গেল। শল্য নকুলের রথ, ধনু, অশ্ব ও সারথি নষ্ট করলে, তিনি সহদেবের রথে উঠলেন। সহদেবের বাণাঘাতে শল্য অচেতন হয়ে পড়লেন। **চেকিতান** ও কৃপাচার্য্য রথ নষ্ট হওয়ায়, খড়্গচর্ম্ম নিয়ে যুদ্ধ করছিলেন। উভয়ের খড়্গাঘাতে উভয়ে মূর্চ্ছিত হলেন। শিখণ্ডী ভীষ্মের সম্মুখীন হলেন। কিন্তু, তার স্ত্রীত্ব স্মরণ করে ভীষ্ম যুদ্ধ করলেন না। সূর্য্যাস্ত হলে উভয় পক্ষীয় সৈন্য শিবিরে ফিরে গেল।

শিষ্য—অষ্টম দিনের যুদ্ধের ঘটনা কীরূপ হল ?

গুরু—ভীষ্ম কূর্ম্ম এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন **শৃঙ্গাটক** ব্যূহ রচনা করলেন। ভীষ্ম পাণ্ডবসৈন্য মর্দ্দন করতে লাগলেন। ভীমের হস্তে দুর্য্যোধনের ভ্রাতা **সুনাভ, অপরাজিত, কুণ্ডধার, পণ্ডিত, বিশালাক্ষ, মহোদর, আদিত্যকেতু ও বহ্বাশী** নিহত হল। **গজ, গবাক্ষ, বৃষক, চর্ম্মবান্, আর্জক ও শুক—শকুনির** এই ছয় ভ্রাতা সসৈন্য অর্জুন-পুত্র ইরাবানের সহিত যুদ্ধে নিহত হল। অলম্বুষের সহিত যুদ্ধে ইরাবান নিহত হল। ঘটোৎকচের সহিত যুদ্ধে বঙ্গাধিপের হস্তী নিহত হল, দ্রোণের ধনু ছিন্ন হল, চিত্রসেন ও বিকর্ণ আহত ও বৃহদ্বল নিহত হল। ঘটোৎকচের মায়াযুদ্ধে কৌরব সৈন্য পালাতে লাগল। ভীষ্ম তাদের আশ্বাস দিয়ে ফিরালেন।

পুত্র ইরাবানের মৃত্যুসংবাদে ব্যথিত অর্জুন ভীষণ বিক্রমে ভীষ্ম ও কৃপকে আক্রমণ করলেন। ভীমের শরাঘাতে দুর্যোধনের সাত ভ্রাতা **অনাধৃষ্টি, কুণ্ডভেদী, বিরাজ, দীপ্তলোচন, দীর্ঘবাহু, সুবাহু ও কনকধ্বজ** নিহত হল। সন্ধ্যার সময় যুদ্ধ বন্ধ হল।

শিষ্য—নবম দিনের যুদ্ধের বিবরণ কীরূপ ?

গুরু—পরাজিত দুর্য্যোধন ভ্রাতৃগণের শোকে বিচলিত হয়ে রাত্রিতে ভীষ্মের নিকট গিয়ে কেঁদে কেঁদে বললেন, পিতামহ ! আপনি ও গুরু দ্রোণ এবং অন্যান্য মহাবীর মহারথ থাকতে আমার সৈন্য বিধ্বস্ত হচ্ছে, আমার ভ্রাতৃগণ নিহত হচ্ছে। যদি পাণ্ডবদের প্রতি দয়াবান হন, তবে অনুমতি দিন কর্ণ সেনাপতি হয়ে পাণ্ডবদের বধ করুক। ভীষ্ম বললেন, দুর্য্যোধন ! কেন দুর্ব্বাক্য বলছ ? পাণ্ডবদের বিক্রম কীরূপ তা খাণ্ডবদাহন, ঘোষযাত্রা, উত্তর গোগৃহ হরণ প্রভৃতি ঘটনায় জান। কৃষ্ণ সহ পাণ্ডবগণ অপরাজেয়। তথাপি, আমি প্রাণপণ যুদ্ধ করছি, করবও। কিন্তু, আমি শিখণ্ডীর সহিত যুদ্ধ করব না। কাল আমি এমন যুদ্ধ করব, লোকে যা চিরকাল স্মরণ করবে।

পরদিন ভীষ্ম সর্ব্বতোভদ্র নামক ব্যূহ রচনা করলেন। অভিমন্যু শরাঘাতে কৌরব সৈন্য মথিত করতে লাগল। অলম্বুষ তাকে বাধা দিতে গিয়ে তামসী মায়া সৃষ্টি করে চারি দিক অন্ধকার করে ফেলল। অভিমন্যু ভাস্কর অস্ত্রে সে মায়া নষ্ট করল। কখনো পাণ্ডব পক্ষের কখনো কৌরব পক্ষের জয় হতে লাগল। ভীষ্মের প্রচণ্ড বাণবর্ষণে পাণ্ডবসৈন্য বিধ্বস্ত হতে লাগল। মহারথগণও পলায়ন করল। মনুষ্য, হস্তী ও অশ্বের মৃত দেহে রণক্ষেত্র পরিব্যাপ্ত হল। অর্জ্জুন ভীষ্মকে বাধা দিতে পারলেন না। সূর্য্যাস্ত হল। কৌরবগণ ভীষ্মের প্রশংসা করতে লাগলেন।

শিষ্য—ভীষ্মকে অজেয় জেনে পাণ্ডবরা কী করলেন ?

গুরু—যুধিষ্ঠির দেখলেন ভীষ্ম জীবিত থাকতে তাঁর জয় অসম্ভব। পরিশেষে স্থির করলেন তাঁর কাছে গিয়েই তাঁর বধের উপায় জেনে নেবেন। কৃষ্ণ সহ পাণ্ডবরা ভীষ্মের শিবিরে গেলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ ! আপনি যেভাবে যুদ্ধ করছেন, তাতে আমাদের জয় অসম্ভব। আপনাকে বধ করার উপায় কি তাহা বলুন। ভীষ্ম বললেন, সত্যই

আমি জীবিত থাকতে তোমাদের জয় হবে না। আমি স্ত্রীলোক দেখলে অস্ত্র ত্যাগ করি। শিখণ্ডী স্ত্রী হয়ে জন্মেছিল, পরে পুরুষদেহ পেয়েছে। তাকে সম্মুখে রেখে অর্জ্জুন যুদ্ধ করুক, তাহলে নিরস্ত্র আমাকে বধ করতে পারবে। আমি সশস্ত্র থাকলে কেউ আমাকে জয় করতে পারে না। এই নির্দ্দেশ নিয়ে পাণ্ডবগণ ভীষ্মকে বধের জন্য প্রস্তুত হলেন।

শিষ্য—যুদ্ধক্ষেত্রে কীভাবে ভীষ্মের পতন হল ?

গুরু—দশম দিনে পাণ্ডবগণ সর্ব্বতোভদ্র ব্যূহ রচনা করে শিখণ্ডীকে সামনে রেখে যুদ্ধ করতে গেলেন। ভীষ্ম কৌরব সেনার অগ্রভাগে রইলেন। শিখণ্ডীকে অগ্রবর্ত্তী করে অর্জ্জুন ভীষ্মের দিকে গেলেন। ভীষ্ম জীবনের আশা ত্যাগ করে যুদ্ধ করতে লাগলেন। পাণ্ডব পক্ষে বহু অশ্বারোহী, গজারোহী, পদাতি বিনষ্ট হতে লাগল। অর্জ্জুনের শরে আচ্ছন্ন কৌরবসৈন্য পালাচ্ছে দেখে দুর্য্যোধন ভীষ্মকে অনুযোগ করলে ভীষ্ম বললেন, আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে প্রতি দিন আমি দশ সহস্র রথী মেরে রণাঙ্গন থেকে ফিরব। সে প্রতিজ্ঞা পালন করেছি। রাজা ! তুমি আমায় অন্নদান করেছ, আজ রণে নিহত হয়ে সে ঋণ শোধ করব। আমি পিতার বরে ইচ্ছামৃত্যু। আমার মনে হয়, এখন আমার মৃত্যুর সময় এসেছে। অন্তরীক্ষ থেকে মহর্ষি ও বসুগণ ভীষ্মের বাক্য অনুমোদন করলেন। ভীষ্ম অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে বিরত হলেন। অর্জ্জুনের অসংখ্য বাণ ভীষ্মের শরীরে বিঁধতে লাগল। ভীষ্মের গায়ে দুই আঙ্গুল স্থানও অক্ষত রইল না। সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বে ভীষ্ম পূর্ব্ব দিকে মাথা রেখে রথ থেকে পড়ে গেলেন। সর্ব্বাঙ্গে বাণ বিদ্ধ থাকায় শরীর মাটি স্পর্শ করল না, শরশয্যায় রইল। ভীষ্মের পতনে কৌরব পক্ষ হাহাকার করতে লাগল। পাণ্ডবগণ জয়ধ্বনি করল।

শিষ্য—ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করলে কী হল ? উভয় পক্ষের বীরগণ কী করলেন ?

গুরু—ভীষ্মের পতনের সংবাদ শুনে দ্রোণ মূর্চ্ছিত হলেন। যুদ্ধ বন্ধ হল। উভয় পক্ষের রাজারা এসে প্রণাম করে দাঁড়ালেন। শরশয্যায় ভীষ্মের মাথা ঝুলে পড়েছিল। তিনি উপাধান (বালিশ) চাইলেন। দুর্য্যোধনের আদেশে সুন্দর কোমল উপাধান এনে দেওয়া হল। ভীষ্ম বললেন, এ আমার যোগ্য নয়। অর্জ্জুনের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি বীরধর্ম্ম জান; শরশয্যার যোগ্য উপাধান আমাকে দাও। অশ্রুপ্লাবিত নয়নে অর্জ্জুন গাণ্ডীব ধনু দ্বারা মন্ত্রপূত তিন বাণ মেরে ভীষ্মের মাথা তুলে দিলেন। ভীষ্ম পরম পরিতুষ্ট হলেন। পিপাসায় জল চাইলে, দুর্য্যোধনের নেতৃত্বে সুবাসিত জল সুবর্ণভৃঙ্গারে এনে তাঁকে দেওয়া হল। তিনি তা গ্রহণ না করে পুনঃ অর্জ্জুনের দিকে চাইলেন। অর্জ্জুন গাণ্ডীবে শর যোজনা করে ভূতল ভেদ করে ভোগবতী গঙ্গার ধারা উঠিয়ে ভীষ্মের মুখে দিলেন। ভীষ্ম পরম শান্তি পেলেন।

শিষ্য—ভীষ্ম কী উপদেশ দিলেন?

গুরু—ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে বললেন, তুমি অর্জ্জুনকে জয় করতে পারবে না, সন্ধি কর। রাজ্যের অর্দ্ধাংশ পাণ্ডবদের দাও। আমার মৃত্যুতেই প্রজাদের শান্তি হোক। দুর্য্যোধন সে উপদেশ গ্রহণ করল না। তারপর সকলকে সরিয়ে দিয়ে কর্ণকে ডাকলেন। কর্ণ কেঁদে এসে চরণে পড়ল। ভীষ্ম বললেন, তোমার উপর আমার ক্রোধ নেই। সূর্য্যের বরে কুন্তীর গর্ভে তোমার জন্ম। তুমি যুধিষ্ঠিরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। কিন্তু, দুর্য্যোধনের নীচ সংসর্গে তুমি পরশ্রীকাতর হয়েছ। তোমার তেজোহানির জন্যই আমি তোমাকে নিন্দা করেছি। তুমি পাণ্ডবদের সহিত মিলিত হও। শত্রুতার অবসান হোক। কর্ণ বলল, আমি রোগ ভোগ করে মরতে চাইনা; সম্মুখ সমরে নিহত হয়ে স্বর্গে যাব। দুর্য্যোধনের জন্যই

জীবনপাত করব। ভীষ্ম বললেন, তা হলে আক্রোশ ত্যাগ করে স্বর্গ কামনায় যুদ্ধ কর।

শিষ্য—ভীষ্মের মৃত্যুর পর কর্ণ কি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'ল ?

গুরু—পরদিন প্রাতে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হয়ে কর্ণ ভীষ্মকে প্রণাম করতে এলে ভীষ্ম বললেন, সমুদ্র যেমন নদীগণের, ভাস্কর যেমন সকল তেজের, সাধুজন যেমন সত্যের, ভূমি যেমন বীজের, মেঘ যেমন জীবগণের, তুমিও তেমনি দুর্যোধনের আশ্রয়স্বরূপ হও। দুর্যোধনের ন্যায় তুমিও আমার পৌত্রতুল্য।

ভীষ্মপর্ব্ব সমাপ্ত

দ্রোণপর্ব্ব

শিষ্য—ভীষ্মের পতনের পর দুর্য্যোধন কাকে সেনাপতি ক'রল ?

গুরু—দুর্যোধন কর্ণকে জিজ্ঞাসা করল, কাকে সেনাপতি পদে বরণ করব ? কর্ণ বললেন, দ্রোণই বৃদ্ধ, অস্ত্রগুরু ও সকলের মাননীয়। তাঁকেই সেনাপতি কর। দুর্যোধন আচার্য্য দ্রোণকে সেনাপতি পদে যথাবিধি বরণ করলে প্রসন্ন হয়ে দ্রোণ বললেন, তুমি বর চাও। দুর্যোধন বলল, আপনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে জীবন্ত ধ'রে দিন। শুধু তাঁকে ধরতে পারলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। পুনরায় দ্যূতক্রীড়ায় তাঁকে পরাজিত করে বনবাসে পাঠাতে পারলে আমাদের রাজ্য লাভ হবে। দ্রোণ বললেন, আমি তোমার বাসনা পূর্ণ করব, যদি অর্জ্জুনকে অন্যত্র সরিয়ে নিতে পার। কারণ, অর্জ্জুন সুরাসুরের অজেয়। অর্জ্জুন বিদ্যমানে কেউ যুধিষ্ঠিরকে বশে আনতে পারবে না।

শিষ্য—একাদশ দিনের যুদ্ধ কীরূপ হল ?

গুরু—দ্রোণের উদ্দেশ্যের সংবাদ গুপ্তচরদের মুখে জেনে অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের রক্ষক হয়ে রইলেন। উভয় পক্ষে পরস্পর তুমুল যুদ্ধ চলল। অভিমন্যু জয়দ্রথ ও শল্যকে পরাজিত করল। শল্য ও ভীম পরস্পর যুদ্ধে উভয়েই আহত হলেন। কৌরব সৈন্য মর্দ্দিত ও ভগ্ন হল ; পাঞ্চালবীর ব্যাঘ্রদত্ত ও সিংহসেন দ্রোণের হস্তে নিহত হলেন। দ্রোণ যুধিষ্ঠিরের নিকটবর্ত্তী হলে অর্জ্জুন শরজালে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করলেন। কৌরবগণ পরাজিত, নিরস্ত হল।

শিষ্য—দ্বাদশ দিনের যুদ্ধের ব্যবস্থা ও ফলাফল কীরূপ হল ?

গুরু—দুর্যোধন দ্রোণকে অনুযোগ করল, আপনি তো যুধিষ্ঠিরকে ধরে দিলেন না। দ্রোণ বললেন, অর্জ্জুন বিদ্যমানে আমি যুধিষ্ঠিরকে

ধরতে পারব না বলেছি! তুমি যে কোন উপায়ে অজ্জুনকে দূরে সরিয়ে রাখ।

এই সময়ে ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা ও তার পাঁচ ভ্রাতা সত্যরথ, সত্যধর্ম্মা সত্যব্রত, সত্যেষু এবং সত্যকর্ম্মা চার অযুত বিভিন্ন দেশাগত সৈন্য সহ অগ্নি সাক্ষী করে শপথ গ্রহণ করল যে তারা অজ্জুনকে না মেরে রণক্ষেত্র থেকে ফিরবে না। এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে যারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তাদের সংশপ্তক বলা হয়। * এই সংশপ্তকগণ অজ্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করতে লাগল। অজ্জুন যুধিষ্ঠিরের রক্ষার জন্য সত্যজিৎকে এবং অন্যান্য বীরগণের উপর ভার দিয়ে সংশপ্তকগণের সহিত যুদ্ধ করতে গেলেন। ভীষণ যুদ্ধে অজ্জুন সংশপ্তকবাহিনী বিধ্বস্ত করতে লাগলেন। ত্বাষ্ট্র অস্ত্র মেরে তিনি অসংখ্য সৈন্য নিধন করলেন।

এদিকে গরুড়ব্যূহ রচনা করে দ্রোণ যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করলেন। পাণ্ডবসৈন্য ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। ভগদত্ত তার ঐরাবতে আরোহণ করে বীরবিক্রমে পাণ্ডবসৈন্য আক্রমণ করল। অজ্জুন ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগে সংশপ্তকগণকে প্রায় নিঃশেষ করে ভগদত্তের প্রতি ধাবিত হলেন। ভগদত্ত বৈষ্ণবাস্ত্র নিক্ষেপ করল। কৃষ্ণ সেই অস্ত্র স্বীয় বক্ষে ধারণ করলে তাহা পুষ্পমাল্যে পরিণত হল। অজ্জুন অর্দ্ধচন্দ্রবাণে ভগদত্তকে বধ করলেন। শকুনির ভ্রাতা বৃষক ও অচলকে একই শরে নিধন করলেন। অজ্জুন কর্ণের সমক্ষেই তার ভ্রাতাকে বধ করলেন। ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে কৌরব পক্ষের পনর জন মহারথ, চন্দ্রবর্ম্মা ও বৃহৎক্ষত্র যমালয়ে গেল। সন্ধ্যাকালে যুদ্ধ বন্ধ হল।

---

* দ্রোণপর্ব্বের ১৫শ অধ্যায়ের ৩৬ শ্লোকের টীকা ঃ—

যদীতি। অস্মৎকরম্ অন্যৈদুষ্করম্। আগন্তুয়ামঃ প্রাপ্নুমঃ। ঈদৃশশপথকরণাদেবামীষাং সংশপ্তকঃ ইতি সংজ্ঞা, সম্যক্ শপ্ত (শপথো) যেয়াম্ ত ইতি ব্যুৎপত্তেঃ। সংজ্ঞায়াঞ্চ কপ্রত্যয়ঃ।

শিষ্য—বৈষ্ণবাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণের বুকে পড়ে মালা হয়ে গেল কেন ?

গুরু—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছিলেন, আমি এক মূর্ত্তিতে তপস্যা করি ; আর এক মূর্ত্তিতে পাপপুণ্য লক্ষ্য করি ; তৃতীয় মূর্ত্তিতে জগতে কর্ম্ম করি ; চতুর্থ মূর্ত্তিতে সহস্র বর্ষ নিদ্রিত থাকি। সহস্র বৎসরের নিদ্রাভঙ্গে আমি পৃথিবীর প্রার্থনায় তৎপুত্র নরকাসুরকে বৈষ্ণবাস্ত্র দিয়েছিলাম। নরকের কাছ থেকে তৎপুত্র ভগদত্ত এই অস্ত্র পায়। এই অস্ত্র প্রতিরোধ করা মানুষের অসাধ্য। তাই আমি মৎপ্রদত্ত অস্ত্র গ্রহণ করলাম।

শিষ্য—ত্রয়োদশ দিনের যুদ্ধের ফলাফল কীরূপ হল ?

গুরু—দ্রোণ প্রতিজ্ঞা করলেন আজ আমি এমন ব্যূহ রচনা করব যা কেহ ভেদ করতে পারবে না। পাণ্ডব পক্ষের এক জন মহারথকে আজ বধ করব। দ্রোণ চক্রব্যূহ রচনা করলেন। অর্জ্জুন সংশপ্তকগণের সহিত যুদ্ধে নিরত। কেহ ব্যূহ ভেদ করতে পারলেন না। তখন যুধিষ্ঠিরের আদেশে অভিমন্যু ব্যূহভেদ করলেন। কিন্তু, আর কোন পাণ্ডববীর তার অনুসরণ করতে পারলেন না। মহাদেবের বরে জয়দ্রথ একাই সকলকে ঠেকিয়ে রাখলেন। অভিমন্যু মহাবিক্রমে অসংখ্য কৌরব সৈন্য বধ করতে লাগল। দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি মহারথগণ পুনঃপুনঃ তার নিকট পরাজিত হতে লাগলেন। তখন দ্রোণের পরামর্শে ছয় জন মহারথ একসঙ্গে অন্যায় ভাবে আক্রমণ করে অভিমন্যুর রথ, সারথি, ধনু, বর্ম্ম নষ্ট করে দিলেন। দুঃশাসনের পুত্র যুদ্ধক্লান্ত কুমারের মস্তকে গদাঘাত করে বধ করল। অভিমন্যু দশ সহস্রাধিক যোদ্ধা এবং দুর্য্যোধনের পুত্র লক্ষ্মণ প্রভৃতি বহু মহারথীকে বধ করেছিলেন। সূর্য্য অস্তাচলগত হলে যুদ্ধ নিবৃত্ত হল।

শিষ্য—অভিমন্যুর মৃত্যুতে পাণ্ডবপক্ষের কীরূপ অবস্থা হ'ল ?

গুরু—অভিমন্যুর মৃত্যুতে যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ অত্যন্ত শোকার্ত্ত হলেন। ব্যাসদেব এসে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, অভিমন্যু চন্দ্রের অবতার ; শাপগ্রস্ত হয়ে সুভদ্রার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। তার শাপমোচনের সময় হওয়ায় তার মৃত্যু হয়েছে। অর্জ্জুন শিবিরে ফিরে অভিমন্যুর মৃত্যুতে সকলকে শোকার্ত্ত দেখলেন। অর্জ্জুনের শোকের অবধি রইল না ; শোকে তিনি মূর্চ্ছিত হলেন। তারপর চৈতন্যলাভ ক'রে, জয়দ্রথ ব্যূহদ্বার রোধ করেছিল জেনে অর্জ্জুন ভীষণ প্রতিজ্ঞা করলেন, জয়দ্রথ থাকতে যদি কাল সূর্য্যাস্ত হয়, তবে আমি জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করব।

শিষ্য—অর্জ্জুনের জয়দ্রথবধের প্রতিজ্ঞা জেনে কৌরবপক্ষীয়গণ কী করল ?

গুরু—প্রাণভয়ে পলায়ন পূর্ব্বক জয়দ্রথ দুর্য্যোধনের নিকট গিয়ে প্রাণ রক্ষার অনুমতি চাইল। দুর্য্যোধন তাকে নিয়ে দ্রোণাচার্য্যের নিকট গেলেন। দ্রোণাচার্য্য আশ্বাস দিয়ে বললেন, আমি এমন ব্যূহ রচনা করব, যা অর্জ্জুন ভেদ করতে পারবে না। দ্রোণের ভরসায় জয়দ্রথ আশ্বস্ত হল। দুর্য্যোধন ভাবল, ব্যূহভেদ করতে না পারলে অর্জ্জুন জয়দ্রথকে বধ করতে পারবে না, এবং নিজের প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়ে অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়ে মরবে। সুতরাং, সমস্ত মহারথিগণ মিলে প্রাণপণে জয়দ্রথকে রক্ষার চেষ্টা করতে হবে।

শিষ্য—জয়দ্রথবধে অর্জ্জুনের নিদারুণ প্রতিজ্ঞা শুনে শ্রীকৃষ্ণ কী বললেন ও করলেন ?

গুরু—কৃষ্ণ বললেন, অর্জ্জুন ! তুমি আমার সহিত মন্ত্রণা না করেই জয়দ্রথ-নিধনের সংকল্প করেছ। যদি প্রতিজ্ঞা রক্ষা না হয়, তবে উপহাসাস্পদ হতে হবে। অতঃপর কৃষ্ণ অর্জ্জুনের জন্য কুশ দিয়ে একটি শয্যা

রচনা করলেন এবং তার চতুর্দ্দিককে মাল্যগন্ধদ্রব্যাদি ও অস্ত্রশস্ত্র সাজিয়ে মহাদেবের পূজার উপকরণ রেখে দিলেন। অর্জ্জুন পূজা করলেন। কৃষ্ণ সারথি দারুককে অস্ত্রশস্ত্র সহ তাঁর রথ সাজিয়ে রাখতে বললেন। অর্জ্জুন অসমর্থ হলে তিনিই কৌরবগণকে সংহার করবেন। কৃষ্ণের নির্দ্দেশে অর্জ্জুন মহাদেবের ধ্যান ও মন্ত্রজপ করতে লাগলেন। শেষ রাত্রিতে তিনি স্বপন দেখলেন—কৃষ্ণ তাঁকে নিয়ে হরপার্ব্বতীর নিকট উপস্থিত হয়েছেন ; উভয়ে মহাদেবের স্তুতি করলেন। মহাদেবের নিকট পাশুপত অস্ত্রের প্রয়োগ শিক্ষা করে শিবিরে ফিরে এলেন। অর্জ্জুন কৃষ্ণকে এই স্বপ্নের কথা বললেন।

শিষ্য—জয়দ্রথবধের দিনে কীরূপ যুদ্ধ হ'ল ?

গুরু—সাত্যকির উপর যুধিষ্ঠিরের রক্ষার ভার দিয়ে অর্জ্জুন কৃষ্ণ সহ দ্রোণের নির্ম্মিত চক্রশকট ব্যূহ ভেদ করে জয়দ্রথের সন্ধানে চললেন। দ্রোণ তাঁকে রোধ করতে পারলেন না। দুর্য্যোধন, কর্ণ, শল্য, ভগদত্ত, ভূরিশ্রবা ইত্যাদি আক্রমণ করে অর্জ্জুনের নিকট পরাজিত হল। ঘটোৎকচ কৌরবপক্ষের **অলম্বুষ** রাক্ষসকে বধ করল। অর্জ্জুনের সংবাদ জানতে না পেরে যুধিষ্ঠির সাত্যকিকে তাঁর সাহায্যের জন্য পাঠালেন। সাত্যকি ব্যূহ ভেদ করে অগ্রসর হতে লাগলেন। তাঁর শরাঘাতে **জলসন্ধ** ও **সুদর্শন** নিহত হল ; দ্রোণের সারথি নিহত হল ; অসংখ্য যবন, কিরাত ও বর্ব্বর সৈন্য নিহত হল ; দুঃশাসন পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেল। দ্রোণাচার্য্যের সহিত যুদ্ধে কেকয়রাজ **বৃহৎক্ষত্র**, শিশুপাল-পুত্র **ধৃষ্টকেতু** ও ধৃষ্টদ্যুম্ন-পুত্র **ক্ষত্রধর্ম্মা** নিহত হল।

অর্জ্জুনের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে যুধিষ্ঠির পুনরায় তাঁর সাহায্যার্থে ভীমসেনকে প্রেরণ করলেন। ভীম ব্যূহ ভেদ করে চললেন। দ্রোণ বাধা দিলেন। ভীম গদাঘাতে রথ সহ দ্রোণের সারথিকে চূর্ণ করে চলে

গেলেন। ভীমের হস্তে **বিন্দ, অনুবিন্দ, সুবর্ম্মা, সুদর্শন**—দুর্যোধনের চারি ভ্রাতা নিহত হল। কিছুদূর গিয়ে কৃষ্ণার্জ্জুনকে দেখতে পেয়ে ভীম সিংহনাদ করে যুধিষ্ঠিরকে জানিয়ে দিলে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। কর্ণের সহিত ভীমের পুনঃপুনঃ যুদ্ধ হল। ভীমের নিকট পরাজিত হয়ে কর্ণ পর পর ছয় বার পলায়ন করল। সপ্তম বারে নিরস্ত্র, শ্রান্ত, ক্লান্ত ভীম কর্ণের আক্রমণে মূর্চ্ছিত হলেন। কুন্তীর কথা স্মরণ করে কর্ণ ভীমকে ছেড়ে দিল। এই দিন ভীমের হস্তে দুর্যোধনের ভ্রাতা **দুর্মুখ, দুর্জ্জয়, চিত্র, উপচিত্র, চিত্রাক্ষ, চারুচিত্র, শরাসন, চিত্রায়ু, চিত্রবর্ম্মা, সুচিত্র, শত্রুঞ্জয়, শত্রুসহ, চিত্রায়ুধ, দৃঢ়, চিত্রসেন ও বিকর্ণ** নিহত হল। ভূরিশ্রবা সাত্যকিকে পরাজিত করল। তাকে পদাঘাত ও কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক মস্তক ছেদন করতে উদ্যত হল। অর্জ্জুন ভূরিশ্রবার হস্ত ছেদন করলেন। তখন সাত্যকি ভূরিশ্রবার শিরশ্ছেদ করল।

শিষ্য—সাত্যকির মত মহাবীরকে ভূরিশ্রবা কীরূপে পরাজিত ক'রল ?

গুরু—দেবকীর স্বয়ম্বরে সাত্যকির পিতা শিনি বসুদেবের জন্য দেবকীকে হরণ করে। ভূরিশ্রবার পিতা **সোমদত্ত** তার প্রতিবাদ করলে শিনি ও সোমদত্তে যুদ্ধ হয়। সোমদত্ত পরাজিত হয়ে মহাদেবের আরাধনা করে বর পান যে তার পুত্র শিনির পুত্রকে পরাজিত করবে। মহাদেবের বরেই ভূরিশ্রবা সাত্যকিকে পরাজিত করতে সমর্থ হয়।

শিষ্য—জয়দ্রথবধ কীরূপে হ'ল ?

গুরু—অর্জ্জুনকে আসতে দেখে দুর্যোধন, কর্ণ, বৃষসেন, শল্য, অশ্বত্থামা, কৃপ এবং জয়দ্রথ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। কর্ণ বলল, দিনের অতি অল্প অংশ অবশিষ্ট আছে। যদি এই সময়টুকু জয়দ্রথকে রক্ষা করা যায়, তবে অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞাভঙ্গে সে অগ্নিতে প্রবেশ করবে।

অর্জ্জুনের তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণে তারা সকলে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। অর্জ্জুনের শরাঘাতে জয়দ্রথের রথধ্বজ ও সারথির মুণ্ড ছিন্ন হল। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বললেন, ছয়জন মহারথ জয়দ্রথকে রক্ষা করছেন। সূর্য্যও অস্তাচলগামী। কৌশল অবলম্বন ছাড়া জয়দ্রথকে বধ করা যাবে না। এই ব'লে কৃষ্ণ যোগবলে সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করলেন। সূর্য্যাস্ত হল জেনে জয়দ্রথ আনন্দিত হয়ে অসতর্ক হল। অর্জ্জুন কর্ণ প্রভৃতিকে শরাঘাতে বিতাড়িত করে জয়দ্রথের প্রতি ধাবিত হলেন। কৃষ্ণের আদেশে অর্জ্জুন জয়দ্রথের শিরশ্ছেদ করে বাণে বাণে মুণ্ড নিয়ে কাম্যক বনে তপস্যারত জয়দ্রথের পিতা বৃদ্ধক্ষত্রের কোলে ফেললেন। ত্রস্ত হয়ে বৃদ্ধক্ষত্র তা ভূমিতে ফেলে দিতেই বৃদ্ধক্ষত্রের মস্তক বিদীর্ণ হল। তৎপরে কৃষ্ণ সূর্য্যের আচ্ছাদন অপসারণ করলেন।

শিষ্য—অর্জ্জুন জয়দ্রথের মস্তক তার পিতা বৃদ্ধক্ষত্রের কোলে কেন ফেললেন। সেই মস্তক ভূমিতে পড়লেই বা বৃদ্ধক্ষত্রের মস্তক বিদীর্ণ হ'ল কেন?

গুরু—বৃদ্ধক্ষত্র পুত্র জয়দ্রথের কল্যাণ কামনায় তপস্যা করে বর পেয়েছিলেন যে, যে ব্যক্তি তার পুত্রের শিরশ্ছেদ করে ভূপাতিত করবে, তার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হবে। কৃষ্ণ তা জানতেন, তাই অর্জ্জুনকে সতর্ক করে দিয়ে জয়দ্রথের মস্তক তদীয় পিতা বৃদ্ধক্ষত্রের কোলেই ফেলতে নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন। তাতে পিতাপুত্র একসঙ্গে নিহত হল। অর্জ্জুনেরও জীবন রক্ষা হল।

শিষ্য—জয়দ্রথের বধের পর কী হ'ল?

গুরু—দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যের নিকট গিয়ে অনুযোগ করতে লাগলেন। ক্রুদ্ধ দ্রোণ বললেন রাত্রিতেও যুদ্ধ চলবে। আমি সমস্ত পাণ্ডব সৈন্য ধ্বংস না করে বর্ম্ম খুলব না। রাত্রিকালে ভীষণ যুদ্ধ

আরম্ভ হল। পদাতি সৈন্য মশাল ধারণ করে যুদ্ধক্ষেত্র আলোকিত করল। ঘটোৎকচের পুত্র **অঞ্জনপর্বা** অশ্বত্থামার হাতে নিহত হল। পাণ্ডব-সৈন্য রণে ভঙ্গ দিল। কৌরব পক্ষ জয়ী হতে লাগল। কৃষ্ণ বললেন, অর্জ্জুন! তুমি বা ঘটোৎকচ ভিন্ন আর কেউ কর্ণের সহিত যুদ্ধ করতে পারবে না। এখন কর্ণের সহিত তোমার যুদ্ধ করা উচিত হবে না। কারণ, এখন তার হস্তে ইন্দ্রদত্ত 'একপুরুষঘাতিনী' শক্তি আছে। কৃষ্ণের নির্দ্দেশে ঘটোৎকচ সেনাপতিত্বে বৃত হয়ে মহাযুদ্ধ আরম্ভ করল। কখনো আকাশে, কখনো ভূমিতে, কখনো বা ভূ-নিম্নে দৃশ্য ও অদৃশ্য ভাবে মায়াযুদ্ধ করতে লাগল। তার হস্তে অলম্বুষের পুত্র **অলায়ুধ** নিহত হল। ঘটোৎকচের পরাক্রমে কৌরব সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হতে লাগল। দুর্য্যোধন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ইন্দ্রদত্ত শক্তি অস্ত্র দিয়ে ঘটোৎকচকে বধ করতে কাতর ভাবে অনুরোধ করলে, কর্ণ সেই অস্ত্র নিক্ষেপ করে ঘটোৎকচকে বধ করল।

শিষ্য—ঘটোৎকচ নিহত হ'লে পাণ্ডবগণের কী অবস্থা হ'ল ? যুদ্ধ কি বন্ধ হ'ল ?

গুরু—ঘটোৎকচের নিধনে যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, ভীম প্রভৃতি অত্যন্ত শোকার্ত্ত হলেন। ঘটোৎকচের নিকট প্রাপ্ত উপকার স্মরণ করতে লাগলেন। পাণ্ডবদের এই শোকের সময়ে শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু আনন্দে অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করে তাল ঠুকে নৃত্য করতে লাগলেন। অর্জ্জুন বিস্মিত হয়ে বললেন, কেশব! তুমি অসময়ে হর্ষ প্রকাশ করছ কেন ? তোমার এত অধীরতার কারণ কী ? কৃষ্ণ বললেন, ঘটোৎকচকে বধ করে কর্ণের ইন্দ্রদত্ত শক্তি নষ্ট হয়েছে। এখন তুমি নিরাপদ। অর্জ্জুন! আমি তোমার হিতের জন্যই জরাসন্ধ, শিশুপাল ও একলব্যকে বধ করিয়েছি। আমিই কর্ণের চিত্তবিভ্রম ঘটিয়ে ঘটোৎকচকে বধ করিয়েছি। এই রাক্ষস দেবদ্বিজদ্বেষী ছিল। কর্ণ না মারলে আমিই তাকে বধ করতাম। যুদ্ধ চলতে লাগল।

কিন্তু যোদ্ধাগণ, শ্রান্ত ক্লান্ত ক্ষুধার্ত হয়ে রথের উপরেই নিদ্রায় অবসন্ন হয়ে পড়ল। তা দেখে অর্জ্জুন যুদ্ধবন্ধের আদেশ দিলে উভয় পক্ষ নিবৃত্ত হল।

শিষ্য—দ্রোণাচার্য্য নিহত হ'লেন কীরূপে?

গুরু—পঞ্চদশ দিবসের যুদ্ধে বিরাট ও দ্রুপদ সসৈন্য দ্রোণকে আক্রমণ করলেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর তিন পুত্র সহ দ্রুপদ নিহত হলেন; বিরাটকেও দ্রোণ ভল্লের আঘাতে বধ করলেন। দ্রোণের শরবৃষ্টিতে নিরন্তর পাণ্ডবসৈন্য ধ্বংস হতে লাগল। দ্রোণের প্রতি ভক্তি ও মর্য্যাদা বোধের জন্য অর্জ্জুন মৃদু ভাবে যুদ্ধ করছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, অর্জ্জুন! এখন ধর্ম্মের দিকে তাকালে চলবে না। দ্রোণের বধের উপায় স্থির কর। নতুবা, দ্রোণ তোমাদের বধ করবেন। তাঁর হাতে অস্ত্র থাকতে কেউ তাঁকে বধ করতে পারবে না। মনে হয়, অশ্বত্থামার মৃত্যুসংবাদ পেলে তিনি অস্ত্রত্যাগ করবেন। সুতরাং, কেউ তাঁকে বলুক যে অশ্বত্থামা যুদ্ধে হত হয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণের এই কথা অর্জ্জুনের রুচিকর হল না। আর সকলেই এতে সম্মত হলেন; যুধিষ্ঠিরও নিতান্ত অনিচ্ছা সহকারে মত দিলেন। মালব-রাজ ইন্দ্রবর্মার 'অশ্বত্থামা' নামক এক হস্তীকে গদাঘাতে বধ করে ভীমসেন দ্রোণের কাছে এসে উচ্চস্বরে বললেন—অশ্বত্থামা হত হয়েছে। দ্রোণ ক্রুদ্ধ হয়ে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করলেন। বিশহাজার রথী, ছয় হাজার পাঁচশ সৈন্য, দশ হাজার হাতী এবং দশ হাজার অশ্ব নিপাতিত হল। এই সময়ে ঋষিগণ সূক্ষ্ম দেহে আবির্ভূত হয়ে বললেন, দ্রোণ! তুমি অধর্ম্ম যুদ্ধ করছ। তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়েছে; সত্বর অস্ত্রত্যাগ কর।

অস্ত্র ত্যাগ করে দ্রোণ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করলেন যে অশ্বত্থামা হত হয়েছে কিনা। দ্রোণের বিশ্বাস ছিল যে ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্যের জন্যও

যুধিষ্ঠির মিথ্যা বলবেন না। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন—জীবন রক্ষার জন্য মিথ্যা বললে পাপ হয় না। ভীম বললেন—মহারাজ! আপনি গোবিন্দের কথা শুনুন। কৃষ্ণের নির্দ্দেশে, ভীমের সমর্থনে এবং দ্রোণের মৃত্যু আসন্ন জেনে যুধিষ্ঠির বললেন, **"অশ্বত্থামা হত ইতি কুঞ্জরঃ"**—অশ্বত্থামা মরেছে, কিন্তু সেটা হাতী। কুঞ্জর শব্দটি অস্পষ্ট স্বরে বললেন। দ্রোণ পুত্রশোকে অভিভূত হলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণবধের জন্য ধনুকে শর যোজনা করলেন। দ্রোণ আত্মরক্ষার চেষ্টা করলেন; কিন্তু, উপযুক্ত অস্ত্র স্মরণ হল না। দ্রোণ অস্ত্র ত্যাগ করে যোগস্থ হলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন খড়্গ নিয়ে উভয় পক্ষের বীরগণের নিষেধ সত্ত্বেও দ্রোণের শিরচ্ছেদ করলেন।

শিষ্য—পিতৃহত্যার সংবাদ শুনে অশ্বত্থামা কী করলেন?

গুরু—দ্রোণের মৃত্যুর পর কৌরব বীরগণ যুদ্ধ ত্যাগ করলেন। অশ্বত্থামা তখনও যুদ্ধ করছিলেন। কৃপ অশ্বত্থামাকে দ্রোণবধের বৃত্তান্ত জানালেন। অশ্বত্থামা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ভীষণ নারায়ণ অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। তখন ঝড় বইতে লাগল, পৃথিবী কম্পিত হল, সূর্য্য মলিন হল, নদীস্রোত বিপরীতগামী হল। পাণ্ডবসৈন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে, অর্জ্জুন উদাসীন রয়েছেন। যুধিষ্ঠির বললেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন! তুমি সৈন্য নিয়ে দেশে যাও। সাত্যকি! তুমিও সৈন্য নিয়ে চলে যাও, আমি সকল সৈন্যকে বলছি যুদ্ধ করো না। কৃষ্ণ এসে দুহাত তুলে সৈন্যগণকে অস্ত্র ত্যাগ করতে আদেশ দিলেন। সকলে অস্ত্র ত্যাগ করল। ভীম কিন্তু অস্ত্র ত্যাগে সম্মত হল না। তখন কৃষ্ণ গিয়ে সবলে ভীমের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিলেন। নারায়ণ অস্ত্র নিবৃত্ত হল।

শিষ্য—সৈন্যগণ নিরস্ত্র হ'লে নারায়ণ অস্ত্র ব্যর্থ হ'ল কেন?

গুরু—আচার্য্য দ্রোণ নারায়ণকে আরাধনা করে এই অস্ত্র লাভ করেছিলেন। এই অস্ত্র একবার মাত্রই প্রয়োগ করা চলবে। এই অস্ত্র শত্রু বধ না করে নিবৃত্ত হবে না। কিন্তু, রথ ও অস্ত্র ত্যাগ করে শরণাগত হলে এই মহাস্ত্র থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে।

দ্রোণপর্ব্ব সমাপ্ত

কর্ণপর্ব্ব

শিষ্য—দ্রোণাচার্য্যের পতনের পর দুর্য্যোধন কাকে সেনাপতি ক'রল ?

গুরু—দুর্য্যোধন স্বীয় পক্ষের সমস্ত রাজগণকে একত্র করে মন্ত্রণা চাইলেন—কাকে সেনাপতি করা যায় ? অশ্বত্থামা বললেন, পণ্ডিতগণের মতে কার্য্যসিদ্ধির চারিটি উপায়—কার্য্যে অনুরাগ, উদ্যোগ, দক্ষতা ও নীতি ; কিন্তু, সবই দৈবের অধীন। আমাদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ দেবতুল্য মহারথগণ হত হয়েছেন। তথাপি, আমাদের হতাশ হওয়া উচিত নয়। আমরা কর্ণকে সেনাপতি করে যুদ্ধজয়ের চেষ্টা করব। সকলে সমর্থন করলেন। তখন কর্ণকে যথাবিধি সেনাপতিত্বে অভিষেক করা হল।

শিষ্য—ষোড়শ দিনের যুদ্ধ কীরূপ হ'ল ? কোন্ পক্ষ জয়ী হ'ল ?

গুরু—কর্ণ মকরব্যূহ রচনা করলেন। অর্জ্জুন অর্দ্ধচন্দ্র ব্যূহ রচনা করলেন। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হল। ঘোর যুদ্ধে ক্ষেমধূর্ত্তি ভীমের হস্তে নিহত হল। অর্জ্জুন ও অশ্বত্থামার অদ্ভুত সমর দেখে সকলে প্রশংসা করতে লাগল। পরিশেষে অশ্বত্থামা অর্জ্জুনের শরে আহত হয়ে রণক্ষেত্র ছেড়ে চলে গেলেন। অর্জ্জুনের হস্তে মগধরাজ দণ্ডধারী ও ভ্রাতা দণ্ড নিহত হল। বীরশ্রেষ্ঠ পাণ্ড্যরাজ অশ্বত্থামার সহিত বহুক্ষণ যুদ্ধের পর অনুচর সহ নিহত হলেন। সাত্যকি বঙ্গরাজকে, নকুল অঙ্গরাজকে বধ করলেন। সহদেবের শরাঘাতে দুঃশাসন অচেতন হল। কর্ণের সহিত যুদ্ধে নকুলের অশ্ব, রথ, পতাকা, খড়্গ, চর্ম্ম প্রভৃতি নষ্ট হ'ল। নকুল পলায়ন করতে লাগলেন। কর্ণ সবেগে গিয়ে তাঁকে গুণসমেত ধনু গলায় লাগিয়ে ধরলেন। কিন্তু, কুন্তীর বাক্য স্মরণ করে ছেড়ে দিলেন।

অর্জ্জুনের অস্ত্রাঘাতে শত্রুঞ্জয় ও সুশর্ম্মার ভ্রাতা সৌশ্রুতি ও সত্যসেন নিহত হল। যুধিষ্ঠিরের সহিত দুর্যোধন মর্ম্মস্থানে বিদ্ধ ও পরাজিত হয়ে পলায়ন করল। অর্জ্জুনের বাণবর্ষণে ও ভীমের বিক্রমে কৌরবসৈন্য বিধ্বস্ত হল। সূর্য্য অস্তাচলে গেলে যুদ্ধ বন্ধ হল। কৌরব পক্ষ পরাজিত হয়ে বিষণ্ণ মনে শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করল।

শিষ্য—পরাজিত দুর্য্যোধন পরদিবসের যুদ্ধের জন্য কীরূপ মন্ত্রণা করল ?

গুরু—প্রভাতে কর্ণ দুর্যোধনকে বলল—আজ আমি হয় অর্জ্জুনকে বধ করব, নতুবা, তার হাতেই নিহত হব। যদিও আমার ইন্দ্রদত্ত শক্তি নষ্ট হয়েছে, তথাপি, অর্জ্জুন অস্ত্রবিদ্যায় আমার সমকক্ষ নয়। গাণ্ডীবের ন্যায় আমারও পরশুরাম-দত্ত বিজয় ধনুর্ব্বাণ আছে। একটা বিষয়ে আমি অর্জ্জুনের চেয়ে হীন। অর্জ্জুনের সারথি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। আমার তেমন সারথি নেই। শল্য কৃষ্ণের সমান। তিনি যদি আমার সারথি হন, তবে নিশ্চয় তোমার বিজয়লাভ হবে।

দুর্যোধন শল্যকে কর্ণের সারথি হবার জন্য প্রার্থনা করলে প্রথমে শল্য অপমানিত বোধ করে ক্রুদ্ধ হলেন। পরে বহু স্তুতিবাদ ও যুক্তি-তর্কের পরে শান্ত হয়ে কর্ণের সারথ্য স্বীকার করলেন। শল্য বললেন—**আত্মনিন্দা, আত্মপ্রশংসা, পরনিন্দা ও পরস্তুতি—এই চতুর্ব্বিধ কার্য্য সজ্জনের অকর্ত্তব্য।** তথাপি, তোমার প্রত্যয়ের জন্য আমি বলছি, অশ্ব-চালনা, অশ্বতত্ত্বজ্ঞান ও অশ্বচিকিৎসায় আমি ইন্দ্রের সারথি মাতলির তুল্য।

শিষ্য—যুধিষ্ঠিরের পূর্ব্ব প্রার্থনামতে শল্য কর্ণের তেজঃ নষ্ট করেছিলেন কি ? কীভাবে করেছিলেন ?

গুরু—শল্যচালিত রথে আরোহণ করে কর্ণ আত্মশ্লাঘা করে বলল, এই রথে আরূঢ় থেকে আজ আমি অর্জ্জুনকে মারব। শল্য বললেন,

থাম, থাম, আত্মপ্রশংসা করো না। কোথায় পুরুষশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয়, আর কোথায় পুরুষাধম তুমি! ধনঞ্জয় যদুগণকে পরাজিত করে একাকী সুভদ্রাকে হরণ করেছিলেন, ঘোষযাত্রার যুদ্ধে অর্জ্জুনই তোমাদের উদ্ধার করেছিলেন, মহাদেবকে যুদ্ধে আহ্বান করেছিলেন, বিরাট রাজার উত্তর গোগৃহে ভীষ্ম দ্রোণ সহ তোমরা সকলে একমাত্র অর্জ্জুনের নিকট পরাজিত হয়েছিলে। যদি পালিয়ে না যাও, তবে আজ অর্জ্জুনের হাতে মরবে।

কর্ণ বলল, আমি নিজের বাহুবলে নির্ভর করে অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করব। আপনি মিত্ররূপে শত্রু, তাই আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন। শল্য বললেন, মাতার ক্রোড়ে শুয়ে বালক যেমন চাঁদ ধরতে চায়, তুমিও তেমনি অর্জ্জুনকে জয় করতে চাচ্ছ। কর্ণ ক্রোধে জ্বলে উঠে বলল, মদ্ররাজ শল্য! বোধ হয় বাক্‌শল্যের জন্যই আপনার নাম শল্য হয়েছে। মদ্রকগণ মিথ্যাবাদী, কুটিল ও দুষ্টস্বভাব। তারা গোমাংসের সহিত মদ্যপান করে। তাদের সঙ্গে শত্রুতা বা মিত্রতা করা অনুচিত। মদ্র, সিন্ধু ও সৌবীর—এই তিনটি পাপদেশ; তথাকার লোকেরা ম্লেচ্ছ ও ধর্ম্মজ্ঞানহীন। শল্য বললেন, কর্ণ! তোমাকে মদ্যপের ন্যায় উন্মত্ত দেখছি, প্রলাপ বকছ। তোমার হিতাহিত চিন্তা করে সুহৃদের ন্যায় আমি চিকিৎসা করব।

এমনি ভাবে শল্য কর্ণের নিন্দা করে তাকে উত্তেজিত করলেন। কর্ণও ক্রোধভরে বহুবিধ তিরস্কার করতে লাগলেন। উত্তেজনার ফলে কর্ণের তেজোহানি ও বুদ্ধিবিভ্রম ঘটতে লাগল। এই প্রসঙ্গে কর্ণ নিজের শাপবৃত্তান্তের উল্লেখ করছিলেন।

শিষ্য—কর্ণের শাপ বৃত্তান্তটি কীরূপ?

গুরু—(১) কর্ণ—সূতপুত্র। অস্ত্রশিক্ষার্থে পরশুরামের নিকট গিয়ে

ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দেয়। একদা ভৃগুরাম প্রিয় শিষ্য কর্ণের উরুদেশে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক নিদ্রিত ছিলেন, তখন একটি মাংসাশী কীট তাঁর উরু বিদীর্ণ করতে থাকে। বেদনা ও রক্তস্রাব হতে থাকলেও গুরুর নিদ্রা-ভঙ্গের ভয়ে কর্ণ নড়লেন না। ভৃগুরাম জেগে উঠে সমস্ত ব্যাপার জেনে বললেন—তুমি ব্রাহ্মণ নও, কে তুমি বল! কর্ণ তখন সূতপুত্র বলে আপনার সত্য পরিচয় দিলেন। তখন পরশুরাম ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দিলেন, তুমি কপট উপায়ে আমার কাছ থেকে যে অস্ত্রলাভ করেছ, বিপৎকালে তার প্রয়োগ তোমার স্মরণ হবে না।

(২) একদা অস্ত্রাভ্যাসকালে অসাবধানতা বশতঃ কর্ণ এক ব্রাহ্মণের হোমধেনু নিধন করল। তার জন্য ব্রাহ্মণ কর্ণকে শাপ দিয়েছিলেন, যুদ্ধকালে তোমার রথচক্র গর্ত্তে পড়বে।

শিষ্য—সপ্তদশ দিনের যুদ্ধ কীরূপ হ'ল ?

গুরু—কর্ণের নেতৃত্বে কৌরবসৈন্য এবং অর্জ্জুনের পরিচালনায় পাণ্ডব-সৈন্য পরস্পর আক্রমণ করল। অর্জ্জুন সংশপ্তকগণের সহিত যুদ্ধ করতে লাগলেন। কর্ণ পাণ্ডবব্যূহ ভেদ করে যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করলেন। সাত্যকি, শিখণ্ডী প্রভৃতি বীরগণ যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠিরের বাণপ্রহারে কর্ণ মূর্চ্ছিত হয়ে রথে পড়ে গেলেন। চেতনা পেয়ে কর্ণ যুধিষ্ঠিরের পার্শ্বরক্ষককে বধ করে যুধিষ্ঠিরের বর্ম্ম বিদীর্ণ করলেন, তাঁর রথও নষ্ট হল। যুধিষ্ঠির অন্য রথে উঠে পালাতে লাগলেন। কর্ণ দ্রুতবেগে এসে তাঁর স্কন্ধ স্পর্শ করলেন; কিন্তু, কুন্তীর বাক্য স্মরণ করে প্রাণ হরণ করলেন না। তারপর ভীমের সঙ্গে কর্ণের যুদ্ধ হল। ভীমের শরাঘাতে কর্ণ অচেতন হলেন। শল্য তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন।

অর্জ্জুন দশ হাজার সংশপ্তক বধ করলেন। অর্জ্জুনের প্রতাপে কৌরব

সৈন্য অবসন্য হল। তখন অশ্বত্থামা প্রবল বিক্রমে পাণ্ডব সৈন্য গ্রাসিত করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির পুনরায় সদলবলে এসে কর্ণকে বেষ্টন করলেন। কর্ণের বাণে যুধিষ্ঠিরের রক্ষকগণ নিরস্ত হল, বুকে বাণ বিদ্ধ হওয়ায় তিনি রথে বসে পড়লেন। পরে ক্ষতবিক্ষত দেহে নকুল ও সহদেবের রক্ষণাবেক্ষণে শিবিরে ফিরে এলেন।

অর্জ্জুন কর্ণের সহিত যুদ্ধ করতে এলেন; কিন্তু, কৃষ্ণ তাঁকে বললেন—ধর্ম্মরাজ কর্ণের শরে ক্ষতবিক্ষত হয়ে শিবিরে গেছেন; আগে তাঁর কুশল জেনে পরে কর্ণের সহিত যুদ্ধ করো।

শিষ্য—কৃষ্ণার্জ্জুন শিবিরে গিয়ে যুধিষ্ঠিরকে কীরূপ দেখলেন? কীরূপ কথাবার্ত্তা হ'ল? কী ঘটনা ঘটল?

গুরু—কৃষ্ণার্জ্জুনকে যুদ্ধ ত্যাগ করে শিবিরে আসতে দেখে যুধিষ্ঠির ভাবলেন যে কর্ণ নিশ্চয়ই নিহত হয়েছে। তাই আনন্দিত হয়ে কর্ণবধের বৃত্তান্ত জানতে চাইলেন। অর্জ্জুন বললেন—কর্ণের সহিত যুদ্ধে আপনার আহত হবার সংবাদ ভীমের মুখে শুনে কুশল জানতে এসেছি। কর্ণ নিহত হয়নি শুনে যুধিষ্ঠির ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হয়ে অর্জ্জুনকে তিরস্কার করলেন—তুমি ভীমকে ফেলে কর্ণের ভয়ে পালিয়ে এলে? তোমার উপর আমরা অনেক আশা রেখেছিলাম। কিন্তু, অতি-পুষ্পিত বৃক্ষ যেমন ফল দেয় না, তেমনি আমার আশা নিষ্ফল হয়েছে। যদি পঞ্চম মাসে গর্ভচ্যুত হতে, তবে তোমাকে আজ রণক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে হত না। তোমার গাণ্ডীব কেশবকে দাও। তিনি কর্ণকে বধ করবেন।

শিষ্য—যুধিষ্ঠিরের তিরস্কার শুনে অর্জ্জুন কী করলেন?

গুরু—যুধিষ্ঠিরের তিরস্কার শুনে অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হয়ে খড়্গ ধারণ করলেন। কৃষ্ণ বললেন, অর্জ্জুন! তুমি হঠাৎ খড়্গ ধারণ করলে কেন? অর্জ্জুন বললেন, আমার গূঢ় প্রতিজ্ঞা আছে যে, যে আমাকে

গাণ্ডীব ত্যাগ করতে বলবে, আমি তার শিরশ্ছেদ করব। কৃষ্ণ বললেন, অর্জ্জুন! ধিক্ তোমাকে! তুমি অবোধ বালকের ন্যায় প্রতিজ্ঞা করেছিলে; আবার এখন মূঢ়তার বশে গুরু হত্যা করে মহাপাপ করতে যাচ্ছ। সত্য বলা ধর্ম্মসঙ্গত, সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই। কিন্তু, জানবে যে সত্যানুসারে কর্ম্মের অনুষ্ঠান উচিত কিনা, তা স্থির করা অতি দুরূহ। **যেখানে মিথ্যাই সত্যতুল্য হিতকর আর সত্যই মিথ্যাতুল্য অহিতকর, সেখানে সত্য বলা উচিত নয়, মিথ্যা বলাই কর্ত্তব্য।** বিবাহকালে, দাম্পত্য-মিলনে, প্রাণ-সংশয়ে, সর্ব্বস্বনাশের সম্ভাবনায় এবং ব্রাহ্মণের হিতার্থে—এই পঞ্চবিষয়ে মিথ্যা বললে পাপ হয় না।

শিষ্য—একদিকে নিজের প্রতিজ্ঞা, অপর দিকে গুরুবধের মহা পাতক; এই উভয় সমস্যার মধ্যে কৃষ্ণ কী সমাধান দিলেন?

গুরু—কৃষ্ণ বললেন, অর্জ্জুন! যুধিষ্ঠির অবধ্য; তোমার প্রতিজ্ঞাও পালনীয়। মাননীয় ব্যক্তি যত কাল সম্মানিত হন, তত কালই জীবিত; যখন অপমানিত হন তখন তিনি জীবন্মৃত। তুমি পূজনীয় যুধিষ্ঠিরকে 'তুমি' বল। তা হলেই তাঁকে বধ করা হবে। অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে অপমানসূচক কথা বললেন।

শিষ্য—যুধিষ্ঠিরকে অবমাননাসূচক কথা বলে অর্জ্জুন গ্লানিগ্রস্ত হ'লেন না?

গুরু—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অবমাননা করে অর্জ্জুন অত্যন্ত গ্লানিবোধ করে আত্মহত্যায় উদ্যত হলেন। তখন কৃষ্ণ বাধা দিলে অর্জ্জুন বললেন যে শরীরে আমি পূজনীয় গুরুকে অপমান করেছি, সে শরীর রাখব না। তখন কৃষ্ণ বললেন, অর্জ্জুন! আত্মহত্যা কি মহাপাপ নয়? তুমি আত্মশ্লাঘা কর, তবেই আত্মহত্যা করা হবে। নিজমুখে নিজ গুণ কীর্ত্তন করাই আত্মহত্যা। অর্জ্জুন কৃষ্ণের বাক্যে আত্মস্তুতি করে আত্মহত্যার মহাপাতক থেকে নিবৃত্ত হলেন।

শিষ্য—অর্জ্জুন তারপর কী করলেন ?

গুরু—অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের চরণ ধারণ পূর্ব্বক ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করে প্রসন্ন করলেন। পরে, কর্ণকে বধ না করে যুদ্ধ থেকে ফিরে আসব না প্রতিজ্ঞা করে কৃষ্ণ সহ অর্জ্জুন যুদ্ধযাত্রা করলেন।

শিষ্য—ভীম কীরূপে দুঃশাসনকে বধ করে স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালন করেছিলেন ?

গুরু—অর্জ্জুন ভীমবেগে কৌরবদের সৈন্য ও রথিগণকে বধ করতে করতে চললেন। ভীম হলেন তাঁর পৃষ্ঠরক্ষক। এমন সময়ে দুঃশাসন ভীমকে আক্রমণ করল। ভীমের শরাঘাতে দুঃশাসনের ধনু ও ধ্বজ ছিন্ন এবং সারথি নিহত হল। দুঃশাসন নিজেই রথ চালিয়ে অন্য ধনু নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগল। দুঃশাসনের শরাঘাতে নিপীড়িত হয়ে ভীম গর্জ্জন করে উঠলেন, দুরাত্মা! আজ তোর রক্ত পান করব। ভীম দুঃশাসনের মস্তকে গদা নিক্ষেপ করলেন। তাতে দুঃশাসনের অশ্ব ও রথ নষ্ট হল। দুঃশাসন আহত হয়ে চল্লিশ হাত দূরে ছিটকে পড়ল। ভীম রথ থেকে লাফিয়ে পড়ে তরবারি দ্বারা তার বক্ষোদেশ বিদীর্ণ করে তপ্ত রক্তধারা পান করলেন। রক্তপায়ী ভীমকে দেখে সৈন্যগণ ভয়ে পলায়ন করল।

শিষ্য—কর্ণার্জ্জুনের যুদ্ধে কর্ণবধ কীরূপে হল ?

গুরু—কর্ণ ও অর্জ্জুনে ভীষণ যুদ্ধ হল। উভয়ে ভয়ঙ্কর অস্ত্রসমূহ বর্ষণ করতে লাগলেন। অর্জ্জুনের বাণে অসংখ্য কৌরব সৈন্য নিহত হতে লাগল। অশ্বত্থামা তখন দুর্য্যোধনের হাত ধরে বললেন, মহারাজ! নিরস্ত হও। যুদ্ধ এখানেই বন্ধ হোক। তুমি নিবৃত্ত হলে, অর্জ্জুনও আমার বাক্যে নিবৃত্ত হবেন। দুর্য্যোধন তাতে স্বীকৃত হলেন না।

কর্ণ ও অর্জ্জুন নানাবিধ দিব্যাস্ত্র ও ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করে যুদ্ধ করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির রথে চড়ে কর্ণার্জ্জুনের দ্বৈরথ সমর দেখতে এলেন।

অর্জ্জুনের বাণাঘাতে কর্ণের সমস্ত রক্ষকগণ বিনষ্ট হল। সৈন্যগণ পালিয়ে গেল। তক্ষকের পুত্র অশ্বসেন খান্ডবদাহনকালীন মাতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কর্ণের শরের মধ্যে আত্মগোপন করে অর্জ্জুনকে বধের জন্য ধাবিত হল। কিন্তু, কৃষ্ণের কৌশলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে অর্জ্জুনের উজ্জ্বল ইন্দ্রদত্ত কিরীটটি চূর্ণ করে ফেলল। অর্জ্জুনের শরে অশ্বসেন নিহত হল।

অর্জ্জুনের বাণে কর্ণের কিরীট, কুন্ডল, বর্ম্ম বহুখণ্ডে ছিন্ন হল। কর্ণ ক্ষত বিক্ষত হলেন। এমনি দুঃসময়ে কর্ণ ব্রহ্মাস্ত্র ভুলে গেলেন। পৃথিবীও রথচক্র গ্রাস করল। কর্ণ বিপন্ন হয়ে অর্জ্জুনকে বললেন, অর্জ্জুন! তুমি ধার্ম্মিক; মুহূর্ত্তকাল ক্ষমা কর, আমি রথচক্র উদ্ধার করি।

শিষ্য—কর্ণের প্রার্থনায় অর্জ্জুন কী করলেন? কৃষ্ণ কী বললেন?

গুরু—কৃষ্ণ বললেন, কর্ণ! অদৃষ্টের বশে তুমি এখন ধর্ম্মকে স্মরণ করছ। যখন একবস্ত্রা অসহায়া দ্রৌপদীকে সভামাঝে লাঞ্ছিতা করেছিলে, যখন ভীমকে বিষযুক্ত খাদ্য খাইয়েছিলে, জতুগৃহে পান্ডবদের দগ্ধ করতে চেয়েছিলে, যখন সকলে মিলে বালক অভিমন্যুকে হত্যা করেছিলে, তখন ধর্ম্মকে স্মরণ করনি কেন? এখন ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে তালু শুকিয়ে লাভ কি?

শিষ্য—কর্ণবধ হ'ল কীরূপে?

গুরু—কর্ণ এক ভীষণ বাণ নিক্ষেপ করলে অর্জ্জুন অবসন্ন হয়ে পড়লেন। সেই অবসরে কর্ণ রথ থেকে নেমে রথচক্র উদ্ধার করতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু পারলেন না। অর্জ্জুন সচেতন হয়ে কালদণ্ডতুল্য অঞ্জলিক বাণ দিয়ে কর্ণের মস্তক দেহচ্যুত করলেন। সূর্য্যাস্তকালে কর্ণ নিহত হলেন। কর্ণের তেজঃ সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করল।

কর্ণপর্ব্ব সমাপ্ত

শল্যপর্ব্ব

শিষ্য—কর্ণবধের পর দুর্য্যোধন কী করল? যুদ্ধ সম্বন্ধে কীরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হল?

গুরু—কৃপাচার্য্য দুর্যোধনকে যুদ্ধে নিবৃত্ত করে পাণ্ডবদের সহিত সন্ধি স্থাপনের জন্য অনুরোধ করলেন। দুর্যোধন বলল, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! মুমূর্ষুর যেমন ঔষধে রুচি হয় না, আমার তেমনি আপনার হিতবাক্য ভাল লাগছে না। কারণ—(১) আমি যুধিষ্ঠিরের রাজ্য হরণ করে তাদের নির্ব্বাসিত করেছিলাম; সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে আগত দূত কৃষ্ণকে প্রতারিত করেছিলাম; দ্রৌপদীকে সভামধ্যে লাঞ্ছিতা করেছিলাম; অভিমন্যুকে বধ করেছি; এর পরেও পান্ডবরা সন্ধি করবেন কেন? (২) সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর ছিলাম, সেই আমি এখন যুধিষ্ঠিরের অনুগ্রহ প্রার্থনা করব কেমন ক'রে? যে বীরগণ আমার জন্য যুদ্ধে নিহত হয়েছেন, তাঁদের ঋণশোধের বাসনায় আমার আর রাজ্যে রুচি নেই, পিতামহ, ভ্রাতা ও বয়স্যগণকে নিপাতিত করে এখন যদি আমি নিজের জীবন রক্ষা করি তবে লোকে আমার নিন্দা করবে। আমি যুদ্ধে হত হয়ে স্বর্গলাভ করব। সকলে দুর্যোধনের প্রশংসা করল। যুদ্ধ করাই সিদ্ধান্ত হল।

শিষ্য—দুর্য্যোধন সেনাপতি করল কাকে?

গুরু—দুর্যোধন অশ্বত্থামাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন—শল্যের কুল, রূপ, তেজঃ, যশঃ, শ্রী সবই আছে। তিনি নিজের ভাগিনেয়দের ত্যাগ করে আমাদের পক্ষে এসেছেন। তাঁকেই সেনাপতি করা কর্ত্তব্য। দুর্যোধন শল্যকে সেনাপতিত্বে অভিষেক করল।

শিষ্য—পাণ্ডবপক্ষে কে সেনাপতি হলেন?

গুরু—শল্যকে সেনাপতি করে দুর্যোধন যুদ্ধে উদ্যোগী হয়েছে জেনে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ! শল্যের বল ভীম, অর্জ্জুন, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্নের চেয়ে অধিক। আপনি বিক্রমে শার্দ্দুল-তুল্য, আপনি ভিন্ন অন্য পুরুষ পৃথিবীতে নেই যিনি শল্যকে বধ করতে পারেন। মাতুল ভেবে তাঁকে দয়া করবেন না। যুধিষ্ঠির সেনাপতি হলেন।

শিষ্য—ভীমার্জ্জুন, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্নকে ছেড়ে যুধিষ্ঠিরকে কৃষ্ণ সেনাপতি হতে কেন বললেন? যথার্থতঃ ওদের চেয়ে তো যুধিষ্ঠির যুদ্ধে অধিকতর কৃতী নন।

গুরু—শ্রীকৃষ্ণই পাণ্ডবপক্ষের নায়ক ও নিয়ন্তা। তিনিই যাকে দিয়ে যাকে ইচ্ছা বধ করাচ্ছিলেন। সুতরাং, তিনি যুধিষ্ঠিরকে দিয়েই শল্যকে নিধন করবার ইচ্ছা করেছিলেন! সেই ইচ্ছাই বা কেন করলেন? কারণ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে এ পর্য্যন্ত যুধিষ্ঠির বিশেষ কোনো কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি; অথচ, যুদ্ধজয়ের পর তিনিই সিংহাসনে বসবেন। কিন্তু মহত্ত্ব ও কৃতিত্ব না দেখাতে পারলে, তাঁর মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে কীসে? এজন্য শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধপর্ব্বের শেষ জয়গৌরবটুকু যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে তাঁকে আত্মগ্লানিমুক্ত ও আত্মমর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

শিষ্য—কীভাবে যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। এই সময়ে উভয় পক্ষে কত সৈন্য ছিল?

গুরু—শল্য সর্ব্বতোভদ্র ব্যূহ রচনা করে সকল বীরগণকে নিয়ে সম্মিলিত ভাবে যুদ্ধ করতে লাগলেন। কৌরবপক্ষে ছিল এগার হাজার রথী, দশ হাজার সাতশ' গজারোহী, দু'লক্ষ অশ্বারোহী ও তিনকোটী পদাতি। আর পাণ্ডবপক্ষে ছিল ছয় হাজার রথী, ছয় হাজার গজারোহী, দশ হাজার অশ্বারোহী ও দুই কোটি পদাতি। দুই পক্ষের তুমুল যুদ্ধ

আরম্ভ হল। কর্ণপুত্র চিত্রসেন, সত্যসেন ও সুশর্মা নকুলের হাতে নিহত হল। ভীম শল্যের অশ্ব ও সারথি বধ করলেন। দুর্যোধনের হাতে চেকিতান নিহত হল।

শিষ্য—শল্য কীরূপে যুধিষ্ঠিরের হাতে নিহত হলেন?

গুরু—ভীমকে, অগ্রে, সাত্যকিকে দক্ষিণ পার্শ্বে, ধৃষ্টদ্যুম্নকে বাম দিকে এবং অর্জুনকে পৃষ্ঠদেশে নিয়ে যুধিষ্ঠির শল্যবধে অগ্রসর হলেন। যুধিষ্ঠির কৃতান্তের ন্যায় ভীষণ ক্রোধে অসংখ্য সৈন্য বধ করতে লাগলেন। তিনি ভল্লের আঘাতে শল্যের অশ্ব ও সারথি বধ করলেন। শল্যের বাণে যুধিষ্ঠিরের অশ্ব নিহত হল। ভীম পুনরায় শল্যের অশ্ব বধ করলেন। শল্য খড়্গ ও চর্ম নিয়ে যুধিষ্ঠিরের দিকে ধাবিত হলেন। তখন যুধিষ্ঠির একমাত্র সিদ্ধশক্তি-অস্ত্র নিক্ষেপ করলে তা মদ্ররাজের বক্ষে পতিত হল। বজ্রাহত পর্বতশৃঙ্গের ন্যায় শল্য বাহু প্রসারিত করে নিপতিত হলেন।

শিষ্য—শল্যের পতনের পর কী হল?

গুরু—শল্য নিহত হলে হতাবশিষ্ট কৌরবসেনা পলাতে লাগল। দুর্যোধন তাদের ফিরিয়ে এনে যুদ্ধ করতে লাগল। একুশ হাজার পদাতি সৈন্য ভীমের গদাঘাতে নিষ্পেষিত হল। ম্লেচ্ছরাজ শাল্ব বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে ধৃষ্টদ্যুম্নের হাতে নিহত হল। দুর্যোধনের আদেশে সাতশ রথী যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করল; কিন্তু, পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের হস্তে সবই বিধ্বস্ত হল। শকুনি দশ হাজার অশ্বারোহী নিয়ে যুদ্ধে এল; কিন্তু অধিকাংশই নিহত হল। দুর্মর্ষণ, শ্রুতান্ত, জৈত্র, সুদর্শন প্রভৃতি দুর্যোধনের ত্রয়োদশ ভ্রাতা ভীমের সহিত যুদ্ধে প্রাণ হারাল!

এই সময়ে অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, কৃতবর্মা, সুকর্মা, শকুনি, উলূক এই ছয় জন পাঁচশত অশ্ব, দুইশত রথ ও একসহস্র পদাতি নিয়ে যুদ্ধ করতে

লাগলেন। কিন্তু, অর্জ্জুনের বাণে ও ভীমসেনের গদাঘাতে সব সৈন্য অল্প সময়ের মধ্যে যমালয়ে গেল। সহদেবের ভল্লের আঘাতে শকুনি ও তৎপুত্র উলূকের প্রাণান্ত হল। এইরূপে কৌরববাহিনী নিঃশেষিত হয়ে গেল।

শিষ্য—যুদ্ধান্তে উভয়পক্ষে কে কে কত বীর ও সৈন্য বেঁচে রইল?

গুরু—পাণ্ডবপক্ষে পঞ্চপাণ্ডব, শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, যুযুৎসু, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং দু'হাজার রথী, সাতশ' হস্তী, পাঁচহাজার অশ্বারোহী ও দশহাজার পদাতি সৈন্য; আর কৌরবপক্ষে কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা, দুর্যোধন, সঞ্জয়—এই চারিজন মাত্র অবশিষ্ট ছিল।

শিষ্য—সমস্ত সৈন্য নিহত হ'লে দুর্য্যোধন কী করলেন? অন্যান্য বীরগণই বা কী করলেন?

গুরু—দুর্যোধন শোকে অবসন্ন, অচেতনপ্রায় অবস্থায় অশ্রুপূর্ণ নয়নে গদাহস্তে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দ্রুত পলায়ন পূর্ব্বক দ্বৈপায়ন হ্রদের দিকে চললেন। পথে সঞ্জয়কে দেখে ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধের ফলাফল জানাতে বলে হ্রদের মধ্যে জল স্তম্ভিত করে প্রবেশ পূর্ব্বক বিশ্রাম করতে লাগলেন। দুর্যোধনের ভ্রাতা (বৈশ্যা মাতার পুত্র) যুযুৎসু পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়েছিল। যুধিষ্ঠির তাকে দাসদাসী ও নারীগণকে নিয়ে হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট প্রেরণ করলেন।

শিষ্য—কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা কী করলেন?

গুরু—দুর্যোধন যখন দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশ করলেন, সেই সময়ে তিন বীর রথারোহণে তথায় উপস্থিত হলেন। সঞ্জয় দুর্যোধনের হ্রদে প্রবেশ করার সংবাদ তাঁদের জানালেন। তাঁরা বিলাপ করতে লাগলেন। তারপর পাণ্ডবগণকে আসতে দেখে দ্রুতবেগে পলায়ন করলেন। পাণ্ডবগণ চলে গেলে পর তাঁরা এসে দুর্যোধনের সহিত আলাপ করলেন।

শিষ্য—পাণ্ডবরা দুর্য্যোধনের সংবাদ পেলেন কীরূপে ?

গুরু—কয়েকজন ব্যাধ পাণ্ডবগণকে মাংস সরবরাহ করত। মৃগয়া-ক্রমে তারা শ্রান্ত ও পিপাসার্ত্ত হয়ে জলপানের জন্য দ্বৈপায়ন হ্রদে গিয়েছিল। তারা দৈবাৎ দুর্য্যোধনের সহিত অশ্বত্থামাদির কথাবার্ত্তা শুনতে পেয়ে পাণ্ডব শিবিরে গিয়ে ভীমকে সংবাদ দিয়েছিল।

শিষ্য—সংবাদ পেয়ে পাণ্ডবরা কী করলেন ? দুর্য্যোধন কী করল বা বলল ?

গুরু—শ্রীকৃষ্ণ সহ পাণ্ডবগণ দ্বৈপায়ন হ্রদতীরে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মায়াবলে জল স্তম্ভিত করে দুর্য্যোধন লুকিয়ে আছে। আপনি কূট উপায়ে দুর্য্যোধনকে বধ করুন। যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনকে বললেন—দুর্য্যোধন ! তোমার মান ও দর্প কোথায় গেল ? যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসা বীরের ধর্ম্ম নয়। তুমি পুত্র, ভ্রাতা, পিতৃ-গণকে নিপাতিত করে নিজে বাঁচতে চাও ? দুর্য্যোধন বলল—আমি শ্রান্ত ক্লান্ত ও সহায়হীন, এখন জলমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে বিশ্রাম করছি। পরে উঠে আমি আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। কিন্তু, যাদের জন্য আমার রাজ্যকামনা তারা সকলেই নিহত হয়েছে। আর আমার রাজ্যে রুচি নেই। আপনিই রিক্তা পৃথিবী ভোগ করুন। যুধিষ্ঠির বললেন, মহাবল কৃষ্ণ যখন আমাদের হয়ে তোমার কাছে পাঁচখানা গ্রাম চেয়েছিলেন, তখন যে বলেছিলে তীক্ষ্ণ সূচীর অগ্রভাগে যেটুকু ভূমি উঠে, বিনাযুদ্ধে তাও দেবে না, এখন সমস্ত পৃথিবী ছেড়ে দিচ্ছ কেন ? পাপী ! তোমার জীবন এখন আমার হাতে ; ওঠো, যুদ্ধ কর। তিরস্কার সইতে না পেরে দুর্য্যোধন জল ভেদ করে উঠলেন।

শিষ্য—দুর্য্যোধন কী বললেন ও করলেন, পাণ্ডবরাই বা কী বললেন ও করলেন ?

গুরু—দুর্য্যোধন বললেন, যুধিষ্ঠির! আমি আপনাদের সকলের সহিত যুদ্ধ করব, তবে একজনের পক্ষে এককালে বহুলোকের সঙ্গে যুদ্ধকরা সম্ভব নয়। যুধিষ্ঠির বললেন, তোমার মনোমত অস্ত্র নিয়ে আমাদের যে কোন একজনকে যদি যুদ্ধে পরাজিত করতে পার তবেই তুমি রাজ্য পাবে। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, আপনি কোন বুদ্ধিতে এরূপ দুঃসাহসের কথা বললেন? যদি দুর্য্যোধন অর্জ্জুন, নকুল বা সহদেবকে যুদ্ধে আহ্বান করে, তবে কী উপায় হবে? গদাহস্ত দুর্য্যোধনকে জয় করতে পারে এমন মানুষ বা দেবতা আমি দেখি না। পাণ্ডুপুত্রগণ নিশ্চয়ই রাজ্যভোগের জন্য সৃষ্ট হন নি। ভীম বললেন, মধুসূদন! তুমি বিষন্ন হয়ো না, আমি দুর্য্যোধনকে বধ করবই, সন্দেহ নেই। তখন ভীম ও দুর্য্যোধন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। সেই সময়ে উভয়ের গদাযুদ্ধের গুরু শ্রীকৃষ্ণ-ভ্রাতা হলধর তথায় উপস্থিত হলেন।

শিষ্য—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়ে বলরাম কোথায় ছিলেন?

গুরু—তিনি কোন পক্ষে যোগ দেবেন না স্থির করে তীর্থযাত্রায় বহির্গত হন। বিয়াল্লিশ দিন বহু তীর্থ পর্য্যটন ক'রে, নারদের মুখে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ভয়াবহ বিবরণ জেনে ভীম-দুর্য্যোধনের যুদ্ধ দেখতে এলেন।

শিষ্য—ভীম-দুর্য্যোধনের যুদ্ধ কোথায় হ'ল?

গুরু—দ্বৈপায়ন হ্রদ কুরুক্ষেত্রের বাহিরে বর্ত্তমান পূর্ব্ব পাঞ্জাবের অন্তর্গত ঝিন্দা রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত। বলরাম বললেন, পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে চল; সেই ধর্ম্মক্ষেত্রে যুদ্ধে নিহত হলে বীরগণ স্বর্গলাভ করে। সুতরাং, যুদ্ধ সেখানেই হবে। তখন সকলে সরস্বতীর দক্ষিণ তীরে কুরুক্ষেত্রে একটা উন্মুক্ত স্থানে গেলেন।

শিষ্য—যুদ্ধ কীরূপ হ'ল? দুর্য্যোধনকে ভীম কীরূপে নিপাতিত করলেন?

গুরু—ভীম ও দুর্য্যোধন পরস্পর ছিদ্রানুসন্ধান করে প্রহার আরম্ভ করলেন। দুর্য্যোধন ভীমের মাথায় আঘাত করলেন; ভীমও প্রত্যাঘাত করলেন। ভীম বক্ষে আহত হয়ে মূর্চ্ছিতপ্রায় হলেন; পরে উঠে দুর্য্যোধনের পার্শ্বে আঘাত করলেন; দুর্য্যোধন হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। পরে উঠে গদাঘাতে ভীমকে ভূপাতিত করলেন; ভীম পুনরায় উঠে যুদ্ধ করতে লাগলেন। অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, ভীম অধিক বলশালী; কিন্তু দক্ষতায় দুর্য্যোধন শ্রেষ্ঠ। ন্যায়যুদ্ধে ভীম জয়লাভ করবেন না। রাজসভায় ভীম দুর্য্যোধনের উরু ভাঙবেন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। এখন সেই প্রতিজ্ঞা পালন করুন। অর্জ্জুন তখন বাম উরুর উপর চপেটাঘাত করে ভীমকে সঙ্কেত করলেন। ভীম প্রহার করতে গেলে দুর্য্যোধন লাফিয়ে উঠে প্রহার ব্যর্থ করবার চেষ্টা করল, সেই অবসরে ভীম সিংহগর্জ্জনে গদাঘাতে দুর্য্যোধনের দুই উরু ভগ্ন করলেন। দুর্য্যোধন ভূপাতিত হল। ভীম তিরস্কার পূর্ব্বক তাঁর মস্তকে পদাঘাত করলেন।

শিষ্য—ভীমের অন্যায় যুদ্ধে ও দুর্য্যোধনের মস্তকে পদাঘাত করায় বলরাম ও অন্যান্য সকলে কী বললেন ও করলেন?

গুরু—ভীমের অন্যায় যুদ্ধে বলরাম ক্রুদ্ধ হয়ে হলাস্ত্র নিয়ে ভীমকে মারতে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন—রাজসভায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার সময়ে ভীম দুর্য্যোধনের উরু ভাঙবেন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তিনি সেই প্রতিজ্ঞা পালন করেছেন। তা ছাড়া মৈত্রেয় ঋষিকে অবজ্ঞা করে স্বীয় উরুতে চপেটাঘাত করায়, তিনি দুর্য্যোধনকে ভীমের হাতে উরুভঙ্গের অভিশাপ দিয়েছিলেন। সুতরাং, ভীমের প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়া আপনার উচিত নয়। বলরাম নিবৃত্ত হয়ে রুষ্টচিত্তে চলে গেলেন।

দুর্যোধনের মাথায় পদাঘাত করায় সকলেই দুঃখিত হয়েছিলেন। যুধিষ্ঠির ভীমকে তিরস্কার করলেন। অর্জুন দুঃখিত হয়ে নীরব রইলেন। যুধিষ্ঠির অশ্রুপূর্ণ নয়নে দুর্যোধনকে সান্ত্বনা দিলেন।

শিষ্য—দুর্যোধন নিপাতিত ও পদাহত হয়ে কী বললেন ?

গুরু—পাণ্ডব পক্ষীয়গণ দুর্যোধনের নিন্দা ও ভীমের প্রশংসা করছে দেখে কৃষ্ণ বললেন, নিপাতিত শত্রুকে উগ্রবাক্যে আঘাত করা উচিত নয়। নির্লজ্জ, লোভী, পাপী দুর্যোধন যখন সুহৃদ্‌গণের বাক্য লঙ্ঘন করেছিল, তখনই তার মৃত্যু হয়েছে।

দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হয়ে কৃষ্ণকে বললেন, কংসদাসের পুত্র! অন্যায় যুদ্ধে আমাকে নিপাতিত করে তোমার লজ্জা হচ্ছে না ? তুমিই অর্জুন দ্বারা ভীমকে তার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলে, তা কি আমি জানি না ?

শিষ্য—দুর্যোধনের পতনের পর পাণ্ডবরা কী করলেন ?

গুরু—যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, কৃষ্ণ! তোমার দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে আমরা যুদ্ধে জয়ী হয়েছি। এখন শোক-মূর্চ্ছিতা সতী গান্ধারীর ক্রোধ থেকে আমাদের রক্ষা কর। শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুরে গিয়ে প্রথমে ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, পাণ্ডবদের কোনো দোষ নেই। তারা পাঁচ খানা গ্রাম নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চেয়েছিল। আপনি তাতে সম্মত না হওয়াতেই কুলক্ষয় হল। এখন পাণ্ডবরাই আপনাদের কুলের শ্রাদ্ধপিণ্ডাদির অবলম্বন। তার পর গান্ধারীকে বললেন, সুবলনন্দিনী! আপনার হিতবাক্য অগ্রাহ্য করেই আপনার পুত্রেরা নিহত হয়েছে। আপনিই তো বলেছিলেন—যথা ধর্ম তথা জয়। আপনার সেই বাক্যই সফল হয়েছে। এখন পাণ্ডবরাই আপনার পুত্রস্থানীয়। তাঁরা লজ্জায় ও ভয়ে আপনাদের কাছে আসতে পারছেন না। ক্রোধ ত্যাগ করুন।

কৃষ্ণের সান্ত্বনায় গান্ধারী শান্ত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ ফিরে এলেন এবং সাত্যকি ও পঞ্চপাণ্ডব সহ শ্রীকৃষ্ণ ওঘবতী নদীর তীরে রাত্রিযাপন করলেন।*

শিষ্য—দুর্য্যোধনের পতনের সংবাদ শুনে অশ্বত্থামাদি কী করলেন ?

গুরু—রাত্রিযোগে অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মা দুর্য্যোধনের কাছে এলেন। অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনকে বললেন—পাণ্ডবরা নিষ্ঠুর উপায়ে আমার পিতাকে হত্যা করেছে, কিন্তু তাতে আমার তত দুঃখ হয়নি, যা তোমার জন্য হচ্ছে। আমি শপথ করছি, কৃষ্ণের সমক্ষেই আমি পাণ্ডবদের যমালয়ে পাঠাব। দুর্য্যোধন প্রীত হয়ে কৃপাচার্য্যের দ্বারা জলপূর্ণ কলস আনিয়ে অশ্বত্থামাকে সেনাপতিত্বে অভিষেক করলেন। তারপর তিন বীর সিংহনাদ করে চলে গেলেন।

---

* অথাব্রবীম্মহারাজ বাসুদেবো মহাযশাঃ।
অস্মাভির্ম্মঙ্গলার্থায় বস্তব্যং শিবিরাদ্ বহিঃ॥
তথেত্যুক্তা হি তে সর্ব্বে পাণ্ডবাঃ সাত্যকিস্তথা।
বাসুদেবেন সহিতা মঙ্গলার্থং বহির্যযুঃ॥
তে সমাসাদ্য সরিতং পুণ্যামোঘবতীং নৃপ।
ন্যবসন্যথ তাং রাত্রিং পাণ্ডবা হতশত্রবঃ॥ শল্য ৬২।৩৭-৩৯

শল্যপৰ্ব্ব সমাপ্ত

সৌপ্তিক-পর্ব্ব

শিষ্য—সেনাপতিত্বে অভিষিক্ত হয়ে অশ্বত্থামা কী করলেন ?

গুরু—তিনজনে সন্ধ্যার সময়ে এক বটবৃক্ষের তলায় এসে সন্ধ্যা-বন্দনা করে বিশ্রাম করতে লাগলেন। কৃপ ও কৃতবর্ম্মা ঘুমিয়ে পড়লেন। অশ্বত্থামা পাণ্ডববধের প্রতিজ্ঞা হৃদয়ে নিয়ে বিনিদ্র ছিলেন। রাত্রিতে তিনি দেখলেন, এক পেচক এসে ঘুমন্ত কাকগুলোকে নিধন করছে। তা দেখে অশ্বত্থামা ভাবলেন—সম্মুখ যুদ্ধে পাণ্ডবগণকে বধ করা অসাধ্য। আমি রাত্রিযোগে পাণ্ডব শিবির আক্রমণ পূর্ব্বক পঞ্চপাণ্ডবকে বধ করব। অশ্বত্থামা কৃপ ও কৃতবর্ম্মাকে জাগিয়ে স্বীয় সঙ্কল্প জানালেন।

শিষ্য—কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা কী করলেন ?

গুরু—অশ্বত্থামার পাপ সঙ্কল্প জেনে লজ্জিত হয়ে কৃতবর্ম্মা কিছু বললেন না। কৃপাচার্য্য বললেন, আমরা স্বজনদ্রোহী দুঃশীল দুর্য্যোধনের অনুসরণ করে দারুণ দুর্দ্দশায় পড়েছি। কী যে ভাল হবে, বুঝতে পারছি না। চল, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও বিদুরের সহিত পরামর্শ করে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করি। সুপ্ত, নিরস্ত্র, অশ্বরথহীন শত্রুকে বধ করা মহাপাপ।

শিষ্য—কৃপের উপদেশ শুনে অশ্বত্থামা কী করলেন ?

গুরু—অশ্বত্থামা বললেন, পাণ্ডবেরা অধর্ম্ম উপায়ে আমার নিরস্ত্র যুদ্ধ-বিমুখ পিতাকে বধ করেছে। আমি গুরুদ্রোহী ধৃষ্টদ্যুম্নকে পশুর মত বধ করবই।

শিষ্য—তারপর তারা কী করলেন ?

গুরু—অশ্বত্থামা পাণ্ডব শিবিরের দিকে অগ্রসর হলে কৃপ ও কৃতবর্ম্মা অনুসরণ করলেন। পাণ্ডব শিবিরে পৌঁছে তাঁরা দেখলেন—এক

মহাকায় চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ পুরুষ দ্বার রক্ষা করছেন। অশ্বত্থামা ভয়ঙ্কর পুরুষের প্রতি দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করলে তিনি তা সমস্তই গ্রাস করলেন। অশ্বত্থামা তখন ভীত হয়ে মহাদেবের স্তব করে তাঁকে প্রসন্ন করার জন্য অগ্নিকুন্ড জেবলে দেবাদিদেবের উদ্দেশ্যে নিজ দেহ আহুতি দিলেন। মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে অশ্বত্থামার দেহে নিজ তেজঃ সহ হস্তে খড়্গদান করে বললেন—পাঞ্চালগণের কাল পূর্ণ হয়েছে।

শিষ্য—মহাদেবের বর লাভ করে অশ্বত্থামা কী করলেন?

গুরু—কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মাকে দ্বারে প্রহরায় রেখে অশ্বত্থামা শিবিরের মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং খড়্গাঘাতে সসৈন্য পাঞ্চাল বীরগণকে এবং দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে বধ করলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নকে খড়্গাঘাতে বধ করলেন না। বললেন—কুলাঙ্গার! গুরুহত্যাকারি! তুই অস্ত্রঘাতে বধের যোগ্য নোস্। মর্ম্মস্থানে গোড়ালীর চাপ দিয়ে অশ্বত্থামা তাকে বধ করলেন।

শিষ্য—তারপর তাঁরা তিনজন কী করলেন?

গুরু—পন্ডবশিবিরে হত্যাকান্ড সমাপ্ত করে তাঁরা এই প্রিয় সংবাদ দিবার জন্য দ্রুত দ্বৈপায়ন হ্রদতীরে ভগ্নোরু দুর্য্যোধনের নিকট গেলেন। সসৈন্য পান্ডবগণ সুপ্তাবস্থায় নিহত হয়েছে জেনে দুর্য্যোধন হৃস্ট হয়ে বললেন—গুরুপুত্র! আপনার মঙ্গল হোক। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ যা করতে পারেন নি, আপনি তা করেছেন। আজ আমি নিজেকে ইন্দ্রের ন্যায় মনে করছি। স্বর্গে আমাদের পুনরায় সাক্ষাৎ হবে। এই বলে দুর্য্যোধন প্রাণ ত্যাগ করলেন।

শিষ্য—যে রাত্রিতে পাণ্ডবশিবিরে হত্যাকাণ্ড হয়, সেই সময়ে পাণ্ডবেরা ও শ্রীকৃষ্ণ কোথায় ছিলেন? হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পেয়ে তাঁরা কী করলেন?

গুরু—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সমাপ্তির পর শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনানগরে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে সান্ত্বনা দিয়ে তিনি ফিরে আসেন এবং সাত্যকি ও পঞ্চপাণ্ডব সহ ওঘবতী নদীর তীরে রাত্রিযাপন করেন। এইজন্য তাঁরা অশ্বত্থামার হাত থেকে বেঁচে যান। পাণ্ডব শিবিরের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি কোনক্রমে পলায়ন করে হস্তিনাপুরে গিয়ে পাণ্ডবগণকে সংবাদ দিল। নকুল দ্রৌপদীকে উপপ্লব্য নগর থেকে নিয়ে এলেন। দ্রৌপদী শোকাহত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে অচেতন হয়ে পড়ে গেলেন। পরে চেতনা লাভ করে যুধিষ্ঠিরকে উদ্দেশ্য করে প্রতিজ্ঞা করলেন—মহারাজ! আজ যদি তুমি দ্রোণপুত্রকে বধ না কর তবে আমি এখানেই প্রয়োপবেশন করে প্রাণ ত্যাগ করব। অশ্বত্থামার মাথায় একটি সহজাত মণি আছে। তাকে বধ করে সেই মণি তুমি মস্তকে ধারণ কর। নতুবা আমি আত্মঘাতী হব।

শিষ্য—দ্রৌপদীর প্রায়োপবেশনে পাণ্ডবেরা কী করলেন ?

গুরু—ভীমসেন রথারোহণে অশ্বত্থামাকে বধের জন্য তার সন্ধানে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, অশ্বত্থামার কাছে 'ব্রহ্মশিরঃ' অস্ত্র আছে। অর্জ্জুন ভিন্ন কেউ প্রতিরোধ করতে পারে না। এই বলে তিনি যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনকে নিয়ে রথারোহণে দ্রুত ভীমের অনুসরণ করলেন।

শিষ্য—অশ্বত্থামা তখন কোথায় ছিলেন ? পাণ্ডবগণকে বধার্থী দেখে তিনি কি করলেন ?

গুরু—অশ্বত্থামা তখন ব্যাসদেবের তপোবনে কুশের কৌপীন পরে ঘৃতাক্ত হয়ে মুনিগণের মধ্যে বসে আত্মগোপন করে আছে। ভীম তাকে আক্রমণ করলে, তিনি ব্রহ্মশিরঃ অস্ত্র ত্যাগ করলেন। শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশে অর্জ্জুন অশ্বত্থামার অস্ত্রকে প্রতিরোধের জন্য ব্রহ্মশিরঃ অস্ত্র প্রয়োগ

করলেন। তখন নারদ ও ব্যাসদেব বিবদমান উভয় পক্ষের মধ্যে দাঁড়িয়ে সর্ব্বধ্বংসী ব্রহ্মশিরঃ অস্ত্র প্রতিসংহার করতে বললেন। অর্জ্জুন আদেশ পালন করলেন। অশ্বত্থামা কিন্তু পারলেন না। তখন ঋষিদ্বয়ের নির্দ্দেশে মস্তকের মণি পাণ্ডবদের অর্পণ করে অশ্বত্থামা প্রাণ রক্ষা করলেন। অশ্বত্থামার অস্ত্র উত্তরার গর্ভস্থ শিশুকে বধ করলে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় যোগশক্তি প্রভাবে তাকে পুনর্জ্জীবিত করেছিলেন। দ্রৌপদীর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হলে তিনি প্রায়োপবেশন ত্যাগ করলেন।

সৌপ্তিক-পর্ব্ব সমাপ্ত

স্ত্রী-পর্ব্ব

শিষ্য—দুর্য্যোধনের পরাজয় ও মৃত্যুসংবাদ জেনে ধৃতরাষ্ট্র কী করলেন?

গুরু—নিদারুণ শোকে হতচেতন ধৃতরাষ্ট্র ছিন্ন পক্ষ বিহগের ন্যায় করুণ বিলাপ করতে লাগলেন। তখন বিদুর তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, সকল সঞ্চয়ই পরিশেষে ক্ষয় পায়। উন্নতির পর পতন, মিলনের অন্তে বিচ্ছেদ, জীবনের অন্তে মরণ হবেই। সহস্র সহস্র শোকের কারণ, শত শত ভয়ের কারণ প্রতিদিন মূঢ় লোককেই অভিভূত করে, পণ্ডিতকে নয়।* ব্যাসদেব এসে ধৃতরাষ্ট্রকে প্রজ্ঞারূপ জল দিয়ে প্রজ্জ্বলিত

* সর্ব্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তঞ্চ জীবিতম্॥—স্ত্রী ২।৩
শোকস্থানসহস্রাণি ভয়স্থানশতানি চ।
দিবসে দিবসে মূঢ়মাবিশন্তি ন পণ্ডিতম্॥—স্ত্রী ২।২২

শোকাগ্নিকে নির্ব্বাপিত করতে উপদেশ দিলেন। ধৃতরাষ্ট্র শোক কথঞ্চিৎ সম্বরণ করে গান্ধারী, কুন্তী ও পুত্রবধূগণ সহ হস্তিনাপুর থেকে কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করলেন।

ধৃতরাষ্ট্র সদলবলে কুরুক্ষেত্রের দিকে রওনা হয়েছেন জেনে যুধিষ্ঠিরাদি সাত্যকি, যুযুৎসু ও শ্রীকৃষ্ণ সহ ধৃতরাষ্ট্রকে অনুসরণ করলেন। যুধিষ্ঠির প্রণাম করলে ধৃতরাষ্ট্র অপ্রসন্ন মনে তাঁকে আলিঙ্গন করে ভীমকে খুঁজতে লাগলেন। অন্ধরাজের অভিসন্ধি বুঝতে পেরে শ্রীকৃষ্ণ লৌহনির্ম্মিত ভীমের মূর্ত্তি এনে ধৃতরাষ্ট্রের সামনে দিলেন। অন্ধরাজ সেই মূর্ত্তিকে ভীম মনে করে আলিঙ্গন করে ভেঙে ফেললেন। পরে ভীমকে বধ করেছেন ভেবে কাঁদতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, মহারাজ! শোক করবেন না, ভীম সুস্থই আছেন।

শিষ্য—গান্ধারী পাণ্ডবগণকে কী বললেন?

গুরু—পাণ্ডবগণ কাছে গেলে শোকার্ত্তা গান্ধারী অভিশাপ দিতে উদ্যতা হলে বেদব্যাস নিবারণ করে সান্ত্বনা দিলেন—গান্ধারি! শোক ত্যাগ কর। তুমিই দুর্য্যোধনকে আশীর্ব্বাদ দিয়েছিলে—"যতোধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ"—যথা ধর্ম্ম তথা জয়। তুমি সত্যবাদিনী, তোমার কথাই সত্য হয়েছে। তুমি পূর্ব্বে ক্ষমাশীলা ছিলে, এখন ক্ষমা করবে না কেন? তারপর গান্ধারী যুধিষ্ঠিরকে ডাকলে ভীত যুধিষ্ঠির কাঁপতে কাঁপতে, 'দেবি! আমিই তোমার পুত্রহন্তা, আমাকে অভিশাপ দাও,' বলে তাঁর চরণ ধারণের জন্য অবনত হলেন। সেই সময়ে গান্ধারীর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি বস্ত্রের অন্তরাল দিয়ে যুধিষ্ঠিরের অঙ্গুলির অগ্রে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের সুন্দর নখগুলি কুৎসিৎ হয়ে গেল। অতঃপর গান্ধারী ক্রোধমুক্ত হয়ে পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদীকে আশীর্ব্বাদ দিলেন।

শিষ্য—কুরুক্ষেত্রে গিয়ে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী প্রভৃতি কী করলেন?

গুরু—মহাকালের তাণ্ডবক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের ভয়াবহ দৃশ্য দেখে নারীগণ করুণ স্বরে ক্রন্দন করতে লাগলেন। গান্ধারী রণক্ষেত্রের সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখে শোকাচ্ছন্ন হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—"মাধব! তুমি কি ইচ্ছা করলে এই যুদ্ধ বন্ধ করতে পারতে না? তা, করলে না কেন? এর ফল তোমাকে ভোগ করতে হবে। পতিশুশ্রূষা করে আমি যে তপোবল অর্জ্জন করেছি তার দ্বারা তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি, তোমার জ্ঞাতিগণও তোমার দ্বারা বিনষ্ট হবে।" বাসুদেব হেসে বললেন—দেবি! আপনি যা বললেন, তা হবেই, তাহাই ভবিতব্য।

শিষ্য—যুধিষ্ঠিরাদি কী করলেন?

গুরু—বহু সংখ্যক চিতা প্রস্তুত করে তাঁরা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বীরগণকে অগ্নিসংকার করলেন এবং আত্মীয় স্বজনের উদ্দেশ্যে তর্পণানুষ্ঠান করলেন। এই সময়ে কুন্তী শোকাকুল হয়ে যুধিষ্ঠিরকে কর্ণের উদ্দেশ্যে তর্পণ করতে নির্দ্দেশ দিয়ে কর্ণের জন্মরহস্য প্রকাশ করলেন; অনূঢ়া বালিকা বয়সে দুর্ব্বাসা প্রদত্ত মন্ত্র প্রভাবে সূর্য্যদেবকে আকর্ষণ পূর্ব্বক তিনি সূর্য্যের বরে কর্ণকে পুত্ররূপে লাভ করেন। পরে লোকনিন্দার ভয়ে তাকে পরিত্যাগ করেন। সারথি অধিরথ সেই শিশুকে রক্ষা করে স্বীয় পুত্র রূপে লালন পালন করেন।

স্ত্রী-পর্ব্ব সমাপ্ত

শান্তিপৰ্ব্ব

শিষ্য—কুরুক্ষেত্রে আত্মীয় বীরগণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ান্তে পাণ্ডবেরা কী করলেন ?

গুরু—ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির গুরুজন ও আত্মীয় স্বজনের নিধনে নিদারুণ অনুতপ্ত হয়ে সান্ত্বনাদাতা মুনি-ঋষিগণকে বললেন, বাল্যকালে পিতৃহীন হয়ে যাঁর কোলে মানুষ হয়েছি, সেই পিতামহ ভীষ্মকে, গুরু দ্রোণাচার্য্যকে, সহোদর ভ্রাতা কর্ণকে আমি নিপাতিত করেছি। বালক অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র আমার জন্য নিহত হয়েছে। আমি জয়লাভ করি নাই। দ্যূতসভায় কর্ণের দুর্বাক্যে যখন আমার অন্তরে ক্রোধের সঞ্চার হচ্ছিল, তখন তার চরণের সঙ্গে জননী কুন্তীর চরণের সাদৃশ্য দেখে আমি শান্ত ছিলাম। কিন্তু, তখন আমি জানতাম না যে কর্ণ আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর।

শিষ্য—মুনি-ঋষিগণ যুধিষ্ঠিরকে কী বলে সান্ত্বনা দিলেন ?

গুরু—দেবর্ষি নারদ কর্ণের জন্ম ও অস্ত্রশিক্ষার বিষয় বিবৃত করে বললেন—মহাবীর কর্ণের বাহুবলেই দুর্য্যোধন সাম্রাজ্য বিস্তার করে। জরাসন্ধকে দ্বৈরথ যুদ্ধে পরাজিত করে কর্ণ মালিনী নগরী লাভ করেন। দুর্য্যোধন তাঁকে অঙ্গরাজ্য ও চম্পানগরী দান করে। গুরু পরশুরাম ও একজন ব্রাহ্মণের নিকট তিনি অভিশাপ পেয়েছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর কবচ কুণ্ডল হরণ করেছিলেন। ভীষ্ম তাঁকে অর্দ্ধরথ বলেছিলেন। শল্য তাঁর তেজোহরণ করেন। আর কৃষ্ণের কূটনীতির বলেই কর্ণ নিহত হয়ে স্বর্গলাভ করেছেন। তাঁর জন্য শোক করা অকর্ত্তব্য।

কুন্তী কাতর হয়ে বললেন—সূর্য্যদেব ও আমি চেষ্টা করেও কর্ণের সহিত তোমাদের মিলন ঘটাতে পারিনি। যুধিষ্ঠির জননী কুন্তীকে

বললেন—পরিচয় গোপন রেখে আপনি আমাকে শোকার্ণবে নিক্ষেপ করেছেন। আমি অভিশাপ দিলাম—স্ত্রীজাতি কদাচ কিছুই গোপন রাখতে পারবে না।

অনুতাপে দগ্ধ হয়ে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বললেন—ধনঞ্জয়! তুমিই রাজ্য শাসন কর। আমার রাজ্যে প্রয়োজন নেই। আমি জটাচীর ধারণ করে তপস্যা করব, ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করব।

শিষ্য—অর্জ্জুন ভীমাদি যুধিষ্ঠিরের সঙ্কল্প শুনে তাঁকে নিবৃত্ত করবার জন্য কী বললেন?

গুরু—অর্জ্জুন হেসে বললেন, যে ক্লীব বা দীর্ঘসূত্রী, তার রাজ্যভোগ কী করে হবে? আপনি মূঢ়তার বশে ধর্ম্ম ও অর্থ ত্যাগ করে বনে যেতে চাচ্ছেন। অর্থ থেকে ধর্ম্ম ও স্বর্গ লাভ হয়। সর্ব্বদক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ করাই আপনার কর্ত্তব্য। নতুবা, আপনার পাপ হবে।

ভীম বললেন, আপনি আলস্যে কাল যাপন করতে চান, তাই রাজধর্ম্মকে অবজ্ঞা করছেন। বনে গিয়ে মৌনব্রত ও কপট ধর্ম্ম অবলম্বন করলে আপনার মৃত্যুই হবে; জীবিকানির্ব্বাহ হবে না।

নকুল ও সহদেব নানা ভাবে যুধিষ্ঠিরকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন। দ্রৌপদী বোঝালেন, মহারাজ! তোমার ভ্রাতারা চাতক পক্ষীর ন্যায় শুষ্ককণ্ঠে অনেক কথা বললেন, তুমি উত্তর দিয়ে তাদের আনন্দিত করছ না কেন? ধর্ম্মরাজ! তুমি উন্মত্ত হয়েছ, তোমার ভ্রাতারাও যদি উন্মত্ত না হতেন তবে তোমাকে বেঁধে রেখে রাজ্য শাসন করতেন। ব্যাকুল হয়ো না। পৃথিবী শাসন কর। ধর্ম্মানুসারে রাজ্য পালন কর।

অর্জ্জুন পুনরায় প্রবোধ দিলেন, রাজদণ্ডই প্রজা শাসন করে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গকে দণ্ডই রক্ষা করে। রাজার শাসন না থাকলে লোক বিনষ্ট হয়। ভীম বললেন—সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ নৃপতি আপনি,

ক্লীব কাপুরুষের মত মোহগ্রস্ত হচ্ছেন কেন ? মহাতপা মহর্ষি দেবস্থান ও ব্যাসদেব বহু উপদেশ দিলেন। কিন্তু, যুধিষ্ঠিরের মন শান্ত হ'ল না।

শিষ্য—যুধিষ্ঠির প্রবোধবাক্যের উত্তরে কী বললেন ?

গুরু—যুধিষ্ঠির বললেন, ভীম ! অজ্ঞ লোকই নিজের উদরের জন্য প্রাণিহিংসা করে ; সেই উদরকে জয় কর। অর্জ্জুন ! বেদে দুই প্রকার উপদেশ আছে—কর্ম্ম কর ও কর্ম্ম ত্যাগ কর। তুমি যুদ্ধশাস্ত্রই জান, ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্বে প্রবেশ করতে পারবে না। যুধিষ্ঠির শোকে বিলাপ করতে লাগলেন—বাল্যকালে যাঁর কোলে আমি খেলা করেছি, সেই ভীষ্মকে আমি নিপাতিত করেছি। আমার মিথ্যা বাক্যে আচার্য্য দ্রোণ নিহত হয়েছেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণও আমার জন্য নিহত হয়েছেন। আমার জন্যই বালক অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র প্রাণ দিয়েছে। আমি পান করব না, ভোজন করব না। অনাহারে শরীর শুষ্ক করব।

ব্যাসদেব ও কৃষ্ণ পুনরায় ধর্ম্মরাজকে সান্ত্বনা দিলেন—ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত হয়ে যাঁরা স্বর্গে গেছেন, তাঁদের জন্য শোক করবার কী আছে ? ক্ষাত্রধর্ম্মমতেই তুমি যুদ্ধে দুষ্ট ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করেছ। তুমি শুদ্ধস্বভাব। তুমি যা করেছ, তা দুর্য্যোধনাদির দোষে অনিচ্ছায় করেছ। অনুতপ্তও হয়েছ। এরূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত অশ্বমেধ। তুমি যদি রাজধর্ম্ম, আপৎকালের ধর্ম্ম, বর্ণধর্ম্ম প্রভৃতি সবিস্তারে শুনতে চাও, তবে কুরুপিতামহ ভীষ্মের কাছে যাও। তিনি তোমার সকল সংশয় ছেদন করবেন। তারপর যুধিষ্ঠির কতকটা শান্ত হয়ে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করলেন।

শিষ্য—যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক ও রাজ্যশাসন ব্যবস্থা কীরূপ হ'ল ?

গুরু—যুধিষ্ঠির স্বর্ণপীঠে পূর্ব্বমুখ হয়ে দ্রৌপদী সহ বসলেন। কৃষ্ণ ও সাত্যকি সামনে এবং ভীমার্জ্জুন উভয় পার্শ্বে বসলেন। অন্যান্য সকলে যথাযোগ্য আসনে আসীন হলেন। প্রজাগণ মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি নিয়ে আসতে লাগল। পুরোহিত ধৌম্য হোম করলেন। কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খ থেকে জল ঢেলে যুধিষ্ঠিরকে অভিষিক্ত করলেন। জয়ধ্বনি দুন্দুভিধ্বনিতে আকাশ নিনাদিত হতে লাগল।

যুধিষ্ঠির বললেন—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আমার পিতা ও পরম দেবতা ; তাঁর সেবা করবার জন্যই আমি জ্ঞাতিহত্যার পরেও প্রাণ ধারণ করে আছি।

যুধিষ্ঠির ভীমকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করলেন ; বিদুরকে প্রধানমন্ত্রী করলেন। সঞ্জয়ের উপর রাজকোষের ভার দিলেন। নকুলকে সৈন্যাধ্যক্ষ এবং অর্জ্জুনকে দিগ্বিজয়ের কার্য্যে নিযুক্ত করলেন। দরিদ্র, নিরুপায় অক্ষম ও অন্ধের জন্য যথোচিত প্রতিপালন ব্যবস্থা করলেন।

শিষ্য—ভীষ্ম যে শরশয্যায় শুয়ে ছিলেন, তাঁর কী হল ?

গুরু—একদিন যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের গৃহে গিয়ে দেখলেন যে তিনি মৌনভাবে ধ্যানস্থ। যুধিষ্ঠির তাঁর ধ্যানের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন—শরশয্যাশায়ী ভীষ্ম আমাকে ধ্যান করছেন, সেজন্য আমার মন সেদিকে ছিল। ভীষ্ম স্বর্গে গেলে পৃথিবী চন্দ্রহীন রাত্রির তুল্য হবে। আপনি তাঁর কাছে গিয়ে আপনার যা জানবার আছে জিজ্ঞাসা করুন। এই সময়ে দক্ষিণায়ন শেষ হয়ে উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়েছিল। ভীষ্ম একাগ্রচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন।

শিষ্য—যুধিষ্ঠির ভীষ্মের নিকট গিয়ে কী বললেন ?

গুরু—কৃষ্ণের নির্দ্দেশে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে অগ্রবর্ত্তী করে ভ্রাতৃগণ ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি সহ কুরুক্ষেত্রে শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের নিকট গেলেন।

কৃষ্ণ কাতর হয়ে ভীষ্মের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক বললেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আপনি যখন সুস্থ দেহে সমৃদ্ধ রাজ্যে শতসহস্র রমণী পরিবৃত হয়ে রাজধানীতে বাস করতেন, তখনও আপনাকে উর্দ্ধরেতা দেখেছি। আপনি ভিন্ন কেউ মৃত্যুকে রোধ করে শরশয্যায় শুয়ে থাকতে পারে, এমন শুনিনি। সর্ব্বধর্ম্মের তত্ত্ব আপনার জানা আছে। জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিবধের জন্য সন্তপ্ত, আপনি তাঁর শোক দূর করুন।

শিষ্য—কৃষ্ণের কথা শুনে ভীষ্ম কী বললেন ?

গুরু—ভীষ্ম কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, নারায়ণ ! তোমার কথা শুনে আমি হর্ষে আপ্লুত হয়েছি। কিন্তু, দুর্ব্বলতার ফলে আমার বাক্‌শক্তি ক্ষীণ হয়েছে। তুমি জগৎকর্ত্তা গুরু উপস্থিত থাকতে শিষ্য তুল্য আমি কী বলব ? কৃষ্ণ তাঁকে আশীর্ব্বাদ দিয়ে বললেন, গঙ্গানন্দন ! আমার বরে আপনার গ্লানি, মোহ, কষ্ট ও ক্ষুৎপিপাসা কিছুই থাকবে না। সমস্ত জ্ঞান আপনার নিকট প্রকাশিত হবে। আপনি জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা সর্ব্ব জীবজগৎই দেখতে পাবেন। পরদিন পুনরায় সকলে এসে ভীষ্মের নিকট উপদেশ শুনতে লাগলেন।

শিষ্য—"শান্তিপর্ব্ব" নাম হ'ল কেন ?

গুরু—ভীষ্মের নিকট সর্ব্ববিধ ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব শ্রবণ করে যুধিষ্ঠিরের জ্ঞাতিবধ জনিত সন্তাপ দূর হলে তিনি শান্তিলাভ করেন। এজন্যই এটির নাম হয় শান্তিপর্ব্ব।

শিষ্য—যুধিষ্ঠির কী বিষয়ে উপদেশ চাইলেন ? ভীষ্মদেব তাঁকে কীরূপ উপদেশ দিলেন ?

গুরু—যুধিষ্ঠির প্রথমে রাজধর্ম্ম জানতে চাইলেন। ভীষ্ম রাজধর্ম্ম সম্বন্ধে বললেন, যুধিষ্ঠির ! রাজ্যের ছয়টি অঙ্গ আছে—অমাত্য, সুহৃৎ

কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ ও সৈন্য। এইগুলির বিরুদ্ধাচরণ যে করবে, গুরু বা মিত্র হলেও তাকে বধ করতে হবে। বৎস যুধিষ্ঠির ! (১) সর্ব্বদা উদ্যোগী হয়ে কর্ম্ম করবে। পুরুষকার ভিন্ন শুধু দৈবে রাজকার্য্য সিদ্ধ হয় না। (২) সকল কার্য্যই সরল ভাবে করবে ; কেবল নিজের ছিদ্র গোপন, পরের ছিদ্র অন্বেষণ এবং মন্ত্রণা গোপন বিষয়ে সরল হবে না। (৩) ব্রাহ্মণকে শারীরিক দণ্ড দেবে না। গুরুতর অপরাধ করলে নির্ব্বাসন দণ্ড দেবে। (৪) শাস্ত্রে ছয় প্রকার দুর্গের কথা আছে, তার মধ্যে নরদুর্গই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অতএব, প্রজাগণের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে, যাতে তারা অনুরক্ত থাকে। (৫) রাজা সর্ব্বদা মৃদু হবেন না, সর্ব্বদা কঠোরও হবেন না। (৬) রাজা ব্যক্তিগত হিতাহিত চিন্তা না করে প্রজাবর্গের হিতচিন্তা করবেন। (৭) রাজা ভৃত্যের সহিত অধিক পরিহাস করবেন না ; তাতে তারা প্রভুকে অবজ্ঞা করে, তিরস্কার করে, উৎকোচ নিয়ে ও বঞ্চনার দ্বারা রাজকার্য্য নষ্ট করে, তারা বেতনে সন্তুষ্ট থাকে না, রাজার অর্থ হরণ করে, লোকের নিকট ব'লে বেড়ায়—আমরাই রাজাকে চালাচ্ছি। (৮) রাজা কাকেও অত্যন্ত বিশ্বাস বা অত্যন্ত অবিশ্বাস করবেন না।

শিষ্য—রাজ্যরক্ষার জন্য রাজা কী উপায় অবলম্বন করবেন ?

গুরু—যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসার উত্তরে ভীষ্ম বললেন, (ক) **রাজা প্রথমেই ইন্দ্রিয় জয় করে আত্মজয়ী হবেন, তারপর শত্রু জয় করবেন।** (খ) যাদের জড়, অন্ধ ও বধিরের ন্যায় দেখায় এবং যাহারা ক্ষুৎপিপাসা ও শ্রম সইতে পারে, এমন বিচক্ষণ লোককে পরীক্ষার পর গুপ্তচর নিযুক্ত করতে হবে। (গ) অমাত্য, মিত্র, রাজপুত্র ও সমস্ত রাজগণের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করবার জন্য নগরে ও জনপদে গুপ্তচর রাখতে হবে। (ঘ) লক্ষ্য রাখতে হবে, গুপ্তচরেরা যেন পরস্পরকে জানতে না পারে। (ঙ) প্রবল শত্রু আক্রমণ করলে রাজা দুর্গ মধ্যে আশ্রয় নেবেন এবং

সমস্ত শস্য সংগ্রহ করবেন। দুর্গের মধ্যে যা আনা সম্ভব হবে না, সে সকল শস্যাদি পুড়িয়ে দেবেন। নদীর সেতু ভেঙে ফেলবেন, পানীয় জল অপসৃত করবেন বা বিষাক্ত করে দেবেন।

শিষ্য—রাজার স্বভাব কীরূপ হওয়া উচিত ?

গুরু—ধর্মরাজের প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম বললেন—তুমি যদি সর্বদাই মৃদুস্বভাব, অতি সৎ, অতি ধার্মিক, ক্লীবতুল্য, উদ্যমহীন ও অতি দয়ালু হও, তবে লোকে তোমায় মানবে না। যখন পাপীরা পাপ ও দুর্নীতি করেও প্রশংসিত হয়, রাজশাসনকে উপেক্ষা করে, তখন রাজ্যের মহাদুর্দিন বুঝতে হবে। ব্যাপক দুর্নীতি ও পাপের ফলে রুদ্রদেব আবির্ভূত হন, তিনি সাধু অসাধু সকলকে সংহার করেন।

শিষ্য—রাজার সহায় কারা ? কর্তব্যনীতি কীরূপ ?

গুরু—যুধিষ্ঠিরকে ভীষ্ম উপদেশক্রমে বললেন—রাজার বহুপ্রকার মিত্র থাকে ; তন্মধ্যে যারা অনুগত ও আত্মীয় তারাই শ্রেষ্ঠ। লজ্জাশীল ইন্দ্রিয়জয়ী, সত্যবাদী, সরল ও উচিত বক্তা ব্যক্তিকেই সভাসদ নিযুক্ত করবে। ধনীর অর্থদণ্ড ও নির্ধনের কারাদণ্ড দেবে। দুর্বৃত্তগণকে প্রহারদণ্ড দেবে, সজ্জনগণকে মিষ্টবাক্যে ও উপহার দিয়ে পালন করবে। রাজা ও রাজ্যের পক্ষে আত্মকলহ ভয়াবহ। এতে সব পক্ষের ঐক্য নষ্ট ও রাজ্যের মূল উচ্ছিন্ন হয়। সাম, দান ও ভেদ নীতির দ্বারা শান্তিস্থাপন অসম্ভব হলেই দণ্ডনীতি বা যুদ্ধনীতি অবলম্বনীয়।

মনু বলেছেন—যার দ্বারা প্রিয় বা অপ্রিয় সকল লোকের প্রতিই অপক্ষপাতে দণ্ডপ্রয়োগ ও প্রজাপালন করা যায় তারই নাম ধর্ম। দণ্ডের ভয়েই লোকে পরস্পর হানাহানি থেকে বিরত থাকে। যথাযথ ধর্মের নির্ধারণই ব্যবহার (আইন) নামে কথিত হয়। ব্যবহার শাস্ত্রে রাজাদের বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

পিতামাতা ও গুরুর সেবা পরম ধর্ম্ম। দশ জন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা পিতা শ্রেষ্ঠ ; দশ পিতা তথা সমগ্র পৃথিবী অপেক্ষা মাতা শ্রেষ্ঠা। পিতামাতা অপেক্ষাও গুরু শ্রেষ্ঠ। পিতামাতা হতে লব্ধ মানুষদেহ নশ্বর ; কিন্তু আচার্য্যের উপদেশে যে দিব্য জন্ম লাভ হয়, তা অজর, অমর।

শিষ্য—কার্য্যাকার্য্য নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে ভীষ্মদেব কী উপদেশ দিয়েছিলেন ?

গুরু—ভীষ্মদেব একটা উপাখ্যান বললেন—এক সরোবরে তিনটা **শকুল** মৎস্য (শোল মাছ) বাস করত। তাদের নাম—**অনাগত বিধাতা, প্রত্যুৎপন্নমতি ও দীর্ঘসূত্র।** জেলেরা একদা মাছ ধরবার জন্য সেই জলাশয় থেকে জল বের করে ফেলতে লাগল। জল কমে যাচ্ছে দেখে **অনাগত বিধাতা** অন্য জলাশয়ে চলে গেল। **প্রত্যুৎপন্নমতি, ও দীর্ঘসূত্র** ধরা পড়ল। **প্রত্যুৎপন্নমতি,** যে দড়িতে মাছ গাঁথা হচ্ছিল, তা কামড়ে রইল। পরে জেলেরা যখন অন্য এক জলাশয়ে মাছগুলিকে ধুতে লাগল তখন **প্রত্যুৎপন্নমতি** দড়ি ছেড়ে জলে পড়ল। দীর্ঘসূত্র ধরা প'ড়ে প্রাণ হারাল।

যে লোক মোহের বশে আসন্ন বিপদ বুঝতে পারে না, **দীর্ঘসূত্রের** ন্যায় বিনষ্ট হয়। যে লোক নিজেকে চতুর মনে ক'রে পূর্ব্বেই প্রস্তুত না হয়, **প্রত্যুৎপন্নমতির** মত অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে। অনাগতবিধাতা পূর্ব্ব থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে সুখী ও নিরাপদ থাকে।

শিষ্য—বিপৎকালে শত্রু মিত্র নির্ণয় সম্বন্ধে ভীষ্মদেব কী উপদেশ দিয়েছিলেন ?

গুরু—ভীষ্ম মার্জ্জার-মূষিক উপাখ্যানটি বললেন—এক বটবৃক্ষের নীচে গর্ত্তে এক মূষিক এবং সেই বৃক্ষশাখায় এক মার্জার বাস করত।

এক ব্যাধ মার্জারকে ধরবার জন্য জাল পাতল। বিড়ালটা জালে আবদ্ধ হ'ল। তখন মূষিক আনন্দে নির্ভয়ে বিড়ালের সম্মুখে গিয়েই খাদ্য ভক্ষণ করতে লাগল। এমন সময়ে একটা বেজী ও একটা পেচক উপস্থিত। মূষিক দেখলে যে তার তিন শত্রু—বিড়াল, পেচক ও বেজী। তখন সে বিচার করল—এই তিন শত্রুর মধ্যে বিড়াল বিপন্ন, অথচ বেজী ও পেচক উভয়ে বিড়ালকে ভয় করে। এমতাবস্থায় বিপন্ন শত্রু বিড়ালের সহিত সন্ধি করতে চাইল। বিড়ালও মূষিককে অনুনয় করতে লাগল, জাল কেটে তাকে মুক্ত করে দেবার জন্য। মূষিক তখন বিড়ালের কোলের মধ্যে গিয়ে দড়ি কাটতে লাগল। তা দেখে পেচক ও বেজী চলে গেল। বিড়াল মূষিককে দ্রুত জাল কাটতে অনুরোধ করল। মূষিক কিন্তু ব্যাধ না আসা পর্য্যন্ত একটিমাত্র দড়ি কাটল না। ব্যাধকে আসতে দেখেই দ্রুত দড়িটা কেটে দিয়ে মূষিক গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করল। বিড়ালটিও বৃক্ষ-শাখায় আরোহণ করল। তারপর বিড়াল মূষিক-বন্ধুকে বার বার আমন্ত্রণ করলেও মূষিকবলল—উভয়ের আপৎকালে আমাদের মধ্যে মিত্রতা হলেও এখন পরস্পর আমরা স্বভাবগত শত্রু। মিত্রতা বা শত্রুতার কোনো স্থিরতা নেই। প্রয়োজন অনুসারে লোক মিত্র বা শত্রু হয়। স্বার্থই বলবান।

শিষ্য—কীরূপ লোকের সহিত মিত্রতা করা উচিত এবং কীরূপ লোকের সহিত উচিত নয়?—যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্মদেব কী উপদেশ দিয়েছিলেন?

গুরু—যারা লোভী, ক্রূর, ধর্ম্মত্যাগী, শঠ, কুটিল, বন্ধুপরিত্যাগী, নির্লজ্জ, নাস্তিক, অসত্যভাষী, দুঃশীল, নৃশংস, যে মিত্রের অপকার করে, অপরের অর্থ কামনা করে, অকারণে ক্রোধ ও হঠাৎ বিরোধ করে, যারা সুরাপায়ী, প্রাণিহিংসাপরায়ণ, কৃতঘ্ন—এমন লোকের সঙ্গে মিত্রতার সম্বন্ধ রাখা অনুচিত।

যারা সৎকুলজাত, রূপবান, গুণবান, অলোভী, কৃতজ্ঞ, সত্যসন্ধ, জিতেন্দ্রিয়, তারাই রাজার মিত্র হবার যোগ্য। ভীষ্মদেব এক প্রাচীন, উপাখ্যান বললেন। গোতম নামে এক ব্রাহ্মণ ব্যাধগণের সংসর্গে বাস ক'রে ব্যাধবৃত্তি গ্রহণ ও ব্যাধকন্যাকে বিবাহ পূর্ব্বক হিংস্রভাবাপন্ন হয়েছিল। ফলে, সে স্বীয় পরম হিতৈষী সুহৃৎ বকরাজ রাজধর্মার প্রাণবধ ও তদীয় মাংস ভক্ষণ ক'রে কৃতঘ্নতার পরিচয় দিয়েছিল।

শিষ্য—যুধিষ্ঠির শোক জয় করবার উপায় জিজ্ঞাসা করলে পিতামহ কী উপদেশ দিলেন ?

গুরু—জগতে যারা মূঢ়তম এবং যারা পরম বুদ্ধিলাভ করেছে, তারাই সুখ ভোগ করে। যারা মধ্যবর্ত্তী, তারা ক্লেশ পায়। যারা রাগ দ্বেষাদির অতীত, অসূয়াশূন্য, অর্থ ও অনর্থ, ইষ্ট ও অনিষ্ট তাদের ব্যথিত করতে পারেনা। সুখ বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয় যাই উপস্থিত হোক না কেন অনভিভূত হয়ে মেনে নিয়ে ধীরভাবে সহ্য করে চলতে হবে। মহাসাগরে ভাসমান কাষ্ঠগুলি কখনো মিলিত হয়, কদাচ বিচ্ছিন্ন হয়; জীবগণের মিলন ও বিচ্ছেদ সেইরূপ। পুত্রাদির জন্য শোক করা উচিত নয়। কারণ, তারা অদৃশ্য স্থান থেকে এসেছিল, আবার অদৃশ্য স্থানে চলে গেছে। তারা তোমাকে জানত না, তুমিও তাদের জানতে না। তবে কেন শোক করবে ?

শিষ্য—দেবর্ষি নারদ মোক্ষার্থী শুকদেবকে কী কী উপদেশ দিয়েছিলেন ?

গুরু—বিদ্যার তুল্য চক্ষুঃ নেই, সত্যের তুল্য তপস্যা নেই, আসক্তির তুল্য দুঃখ নেই, ত্যাগের তুল্য সুখ নেই। ক্রোধ হতে তপস্যাকে, পরশ্রীকাতরতা থেকে শ্রীকে, মান অপমান থেকে বিদ্যাকে, প্রমাদ হতে আত্মাকে সতত রক্ষা করবে; অনৃশংসতাই পরম ধর্ম্ম, ক্ষমাই পরম বল,

আত্মজ্ঞানই পরম জ্ঞান, সত্যের চেয়ে বড় কিছু নেই। সত্যবাক্য শ্রেয়ঃ। কিন্তু, সত্য অপেক্ষাও হিতবাক্য শ্রেয়তর।*

* নাস্তি বিদ্যাসমং চক্ষুর্নাস্তি সত্যসমং তপঃ।
নাস্তি রাগসমং দুঃখং নাস্তি ত্যাগসমং সুখম্ ॥—শান্তি ৩২৯।৬
অনৃশংস্যং পরোধর্মঃ ক্ষমা চ পরমং বলম্।
আত্মজ্ঞানং পরং জ্ঞানং ন সত্যাদ্ বিদ্যতে পরম্ ॥— ৩২৯।১২

শান্তিপর্ব্ব সমাপ্ত

অনুশাসন-পর্ব্ব

শিষ্য—একত্র বসবাসে পরস্পর কীরূপ স্নেহ জন্মে, যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্মদেব কী বলেছিলেন ?

গুরু—ভৃগুবংশীয় প্রসিদ্ধ মহামুনি চ্যবন একদা সঙ্কল্প নিয়ে প্রয়াগে গঙ্গাযমুনা সঙ্গমে জলমধ্যে তপশ্চরণ করেন। মৎস্য ও অন্যান্য জলজন্তুগণ নির্ভয়ে তাঁর অঙ্গাদি স্পর্শ ও লেহন করত। এইভাবে জলজন্তুগণের সহিত মহামুনির স্নেহ ও সহানুভূতির সম্বন্ধ হয়।

একদা ধীবরেরা এসে জাল ফেলে মৎস্যগুলিকে ধরে, তৎসহ মহামুনি চ্যবনও জালবদ্ধ হন। ধীবরগণ ভীত হয় এবং মহামুনির চরণে পতিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে। চ্যবন বলেন—আমি মৎস্যগুলির সঙ্গে একত্র বাস করেছি, এদের আমি ত্যাগ করতে পারি না। আমি এদের সঙ্গেই মরব অথবা বিক্রীত হব।

ভীত ধীবরগণ মহারাজ নহুষের নিকট গিয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করল। নহুষ চ্যবনের নিকট এলে চ্যবন বললেন—মৎস্যজীবীরা শ্রান্ত

হয়েছে, তুমি এদের মৎস্যের মূল্য এবং আমার মূল্য দাও। মহারাজ নহুষ মহামুনি চ্যবনের মূল্যস্বরূপ বহু ধনরত্ন এমন কি রাজ্য দিতে চাইলেন। কিন্তু, মুনি সে মূল্যও স্বীকার করলেন না। তখন একজন তপস্বী ব্রাহ্মণ এসে বললেন—মহারাজ! গো এবং ব্রাহ্মণ উভয়েই অমূল্য; সুতরাং, গোধন দ্বারা মুনিকে ক্রয় করুন। তখন চ্যবন তুষ্ট হয়ে বললেন—গোধন দিয়ে যথার্থই তুমি আমাকে ক্রয় করেছ, গোধন তুল্য কোন ধন নেই। গোমাহাত্ম্য কীর্ত্তন ও শ্রবণ, গোদান, গোদর্শন করলে সর্ব্বপাপ-নাশ ও কল্যাণ হয়। গাভী থেকেই যজ্ঞাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় হবিঃ উৎপন্ন হয়। গোদুগ্ধেই শিশুগণের শরীর পুষ্টিলাভ করে।

শিষ্য—পরশুরাম ব্রহ্মর্ষি-জন্মে কেন ক্ষত্রধর্ম্মা হলেন এবং বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হয়েও কেন ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করলেন, যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম কী বলেছিলেন?

গুরু—ভৃগুবংশীয় মহর্ষি চ্যবন তপোবলে জেনেছিলেন যে কুশিক বংশ থেকে ভৃগুবংশে ক্ষত্রাচার সংক্রামিত হবে। তজ্জন্য তিনি কুশিক বংশ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে মহারাজ কুশিকের নিকট গিয়ে বললেল, আমি এক ব্রত অনুষ্ঠান করব। তুমি ও তোমার মহিষী আমার সেবা করবে। কুশিক সম্মত হলে, চ্যবন একটি প্রকোষ্ঠে গিয়ে শয়ন করে বললেন, কুশিক! তুমি ও তোমার মহিষী, যতক্ষণ আমি নিদ্রিত থাকব, নিরন্তর পদসেবা করবে। চ্যবন একাদিক্রমে একুশ দিন নিদ্রিত ছিলেন, কুশিক ও তদীয় মহিষী তাঁর সেবা করছিলেন। তারপর চ্যবন হঠাৎ অন্তর্হিত হলেন। রাজা ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত হয়েও তাঁর অন্বেষণ করতে লাগলেন। চ্যবন পুনরায় এসে একাদিক্রমে একুশ দিন শুয়ে রইলেন। রাজা ও মহিষী অক্লান্ত ভাবে সেবা করতে লাগলেন। একুশ দিন পরে উঠলে চ্যবনের

আদেশে রাজা ও রাণী দুজনে তাঁর দেহে উত্তমরূপে তৈল মর্দ্দন করে স্নান করিয়ে দিলেন এবং তারপর নানাবিধ ভোজ্য নিবেদন করলেন। চ্যবন সে সমস্তই নষ্ট করে ফেলে বললেন—আমি গাড়ীতে চড়ব। তুমি ও তোমার মহিষী গাড়ী বহন করবে এবং আমি সেই সময় যথেচ্ছ ধনরত্ন দান করব। রাজা সম্মত হলেন। গাড়ীতে বসিয়ে তাঁরা মুনিকে বহন করতে লাগলেন। মুনিও কশাঘাতে তাঁদেরকে জর্জরিত করতে লাগলেন। রাজা ও রাণী অবিকৃত চিত্তে তাঁর আদেশ পালন করে যেতে লাগলেন।

পরিশেষে মহর্ষি চ্যবন রাজা রাণীর সেবার কোন ত্রুটি না পেয়ে পরিতুষ্ট হয়ে বললেন, মহারাজ! তুমি ইন্দ্রিয় ও মনকে জয় করেছ, আমার কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ। মহারাজ! আমি ব্রহ্মার নিকট শুনেছিলাম যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিরোধের ফলে কুল-সঙ্কর হবে। তুমি যে ব্রাহ্মণত্ব ও তপশ্চর্য্যার আকাঙ্ক্ষা পোষণ কর তাও আমি জানি। ব্রাহ্মণত্ব অতি দুর্ল্লভ, ঋষিত্ব ও তপস্বিত্ব আরো দুর্ল্লভ। তথাপি, তোমার কামনা সিদ্ধ হবে। তোমার অধস্তন তৃতীয় পুরুষ (বিশ্বামিত্র) ব্রাহ্মণত্ব লাভ করবেন। ভৃগুবংশে ঔর্ব নামে এক মহা তেজস্বী পুরুষ জন্মিবেন। তাঁর পুত্র ঋচিক সমস্ত ধনুর্বেদ আয়ত্ত করবেন এবং স্বীয় পুত্র জমদগ্নিকে দান করবেন। জমদগ্নির সহিত তোমার পুত্র গাধির কন্যার বিবাহ হবে। তার পুত্র পরশুরাম ক্ষত্রাচারী হবেন। গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করবেন।

শিষ্য—ছত্র ও পাদুকার উৎপত্তি সম্বন্ধে ভীষ্ম কী বিবরণ দিয়েছিলেন?

গুরু—একদা জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রখর রৌদ্রে জমদগ্নি শরচালনা অভ্যাস করছিলেন। তদীয় পত্নী নিক্ষিপ্ত শরগুলি কুড়িয়ে আনছিলেন। কিন্তু,

প্রখর সূর্য্যতাপে তিনি ক্লিষ্টা হওয়ায় তাঁর আগমনে বিলম্ব ঘটছিল। তা জানতে পেরে জমদগ্নি সূর্য্যকেই বাণবিদ্ধ করতে উদ্যত হলেন। তখন সূর্য্যদেব ব্রাহ্মণের বেশে এসে বললেন—ব্রহ্মর্ষি! সূর্য্যদেব আকাশে থেকে জল আকর্ষণ করেন, সেই জল বর্ষাকালে বর্ষিত হয়ে জমিকে উর্ব্বর করে; তাই অন্ন উৎপন্ন হয়। সেই সূর্য্যকে নিপাতিত করে কী লাভ হবে? জমদগ্নি বললেন—সূর্য্যদেব! তোমার কোন ভয় নাই, আমি তোমাকে বিদ্ধ করব না। কিন্তু, তুমি এমন কিছু উপায় কর, যাতে রৌদ্রতাপে পথ চলতে কষ্ট না হয়। তখন সূর্য্যদেব জমদগ্নিকে ছত্র ও পাদুকা দান করেন।

এই উপাখ্যানের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য এই যে জমদগ্নি মুনিই ছত্র ও পাদুকার আবিষ্কারক।

শিষ্য—সদাচারের মহত্ত্ব সম্বন্ধে ভীষ্মদেব কী উপদেশ দিয়েছিলেন?

গুরু—যে নিজের হিত চায় তাকে সদাচার পালন করতে হবে। প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠে ভগবচ্চিন্তা ও সন্ধ্যাবন্দনা করবে। উদীয়মান ও অস্তগামী সূর্য্য দেখবে না। রাহুগ্রস্ত, জলে প্রতিফলিত এবং আকাশস্থ সূর্য্যের দিকেও তাকাবে না। (কারণ এ সকল দ্বারা চক্ষুর দৃষ্টিহানি ঘটতে পারে)। ব্রাহ্মণ, গো, রাজা, বৃদ্ধ, ভারবাহী, গর্ভিণী নারী ও দুর্ব্বলকে পথ ছেড়ে দেবে। অন্যের ব্যবহৃত বস্ত্রাদি পরবে না। বৃথা মাংস খাবে না। (অর্থাৎ মাত্র দেবোদ্দেশে বলিপ্রদত্ত পশুর মাংস খাবে; এর দ্বারা প্রাণিহিংসা অনেক সংযত থাকে)। সশব্দে ভোজন করবে না। মর্ম্মভেদী দুর্বাক্য বলবে না; কারণ—"রোহতে শায়কৈর্বিদ্ধং বনং পরশুনা হতম্। বাচা দুরুক্তয়া বিদ্ধং ন সংরোহতে বাক্‌ক্ষতম্।" বাণবিদ্ধ বা কুঠার দ্বারা ছিন্ন বৃক্ষ আবার বাঁচিয়া উঠে এবং তার ক্ষতিপূরণ হয়; কিন্তু, দুর্বাক্যের দ্বারা মর্ম্ম বিদ্ধ হলে সে ক্ষত নিরাময় হয় না।

হীনাঙ্গ, নির্বোধ, রূপহীন, নির্ধন বা দুর্ব্বলকে উপহাস করবে না। উত্তর ও পশ্চিম দিকে মস্তক রেখে শয়ন করবে না। ভিজা পায়ে ভোজন করবে এবং শুক্‌না পায়ে শয়ন করবে। রাত্রে দধি ভোজন করবে না এবং দিবসে নিদ্রা যাবে না। বয়োজ্যেষ্ঠকে সম্মান ও আসন দেবে। গুরুর সঙ্গে বিতণ্ডা বা গুরুনিন্দা করবে না। মাতাপিতা প্রভৃতি গুরুজনের আজ্ঞা পালন করবে।

শিষ্য—ভ্রাতার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ভীষ্ম কী কী উপদেশ দিয়েছিলেন ?

গুরু—গুরু যেমন শিষ্যের প্রতি, সেরূপ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠের প্রতি স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করবে। শত্রুরা যাতে ভ্রাতাদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি না করে সে বিষয়ে ভ্রাতারা সতর্ক থাকবে। জ্যেষ্ঠ পৈত্রিক সম্পত্তির অংশ থেকে কনিষ্ঠদের বঞ্চিত করবে না। কনিষ্ঠ যদি দুরাচারী হয় তবে জ্যেষ্ঠ তাকে সৎপথে আনবার ও তার মঙ্গলসাধনের চেষ্টা করবে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সৎ বা অসৎ যাই হোন, কনিষ্ঠ তাকে অবজ্ঞা করবে না। পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই পিতৃস্থানীয় ; অতএব, তার আশ্রয়েই কনিষ্ঠদের বাস করা কর্ত্তব্য। জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়া মাতার ন্যায় মাননীয়া।

অনুশাসন-পর্ব্ব সমাপ্ত

আশ্বমেধিক-পর্ব্ব

শিষ্য—ভীষ্মদেবের মৃত্যুর পর যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ কী করলেন ?

গুরু—ভীষ্মদেবের উপদেশেও মহারাজ যুধিষ্ঠির শান্তিলাভ করতে পারলেন না। জ্ঞাতিহিংসাজনিত অনুতাপ তাঁর হৃদয়মনকে নিয়ত দগ্ধ করতে লাগল। তখন ব্যাসদেব তাঁকে পরামর্শ দিলেন যে অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করলে সমস্ত পাপ ক্ষয় হবে এবং মনে শান্তি পাবে। যুধিষ্ঠির বললেন—মহর্ষি ! আমি আজ ধনহীন ; অশ্বমেধ যজ্ঞ করবার মত ধনসম্পদ আমি কোথায় পাব ? কাকেও পীড়ন করে আমি অর্থ সংগ্রহ করতে চাই না। মহর্ষি ব্যাসদেব তাঁকে উপদেশ দিলেন, পূর্ব্বকালে মহারাজ মরুত্ত এক অশ্বমেধ যজ্ঞ ক'রে ব্রাহ্মণগণকে বিপুল ধন দান করেছিলেন। সেই ধন হিমালয় পর্ব্বতে সঞ্চিত রয়েছে। তাই নিয়ে এসে তুমি যজ্ঞ সম্পাদন কর।

শিষ্য—মরুত্ত রাজার যজ্ঞের ধন কীরূপে সঞ্চিত হয়েছিল ?

গুরু—ত্রেতাযুগে মনুর অধস্তন পুরুষ ছিলেন রাজা অবিক্ষিৎ। অবিক্ষিতের পুত্রই মহাবলশালী দ্বিতীয় বিষ্ণুস্বরূপ রাজচক্রবর্ত্তী মরুত্ত। তিনি মেরুপর্ব্বতে এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। বৃহস্পতির ভ্রাতা সংবর্ত্তকে তিনি পৌরোহিত্যে নিযুক্ত করেন। সেই যজ্ঞে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণও উপস্থিত ছিলেন। সেই যজ্ঞের জন্য রাজা মরুত্ত অসংখ্য স্বর্ণময় কুণ্ড, পাত্র, স্থালী ও আসন নির্মাণ করেছিলেন। যজ্ঞান্তে সেই সমস্ত স্বর্ণময় পাত্র ও আসনাদি এবং রাশি রাশি স্বর্ণ ব্রাহ্মণগণকে দান করেছিলেন। ব্রাহ্মণগণ এত অধিক সুবর্ণাদি বিত্ত বহন করতে অক্ষম হয়ে হিমালয় পর্ব্বতে সঞ্চিত করেছিলেন।

শিষ্য—মহারাজ যুধিষ্ঠির কীরূপে হিমালয় থেকে ধন সংগ্রহ করে এনেছিলেন ?

গুরু—ব্যাসদেবের উপদেশে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য উদ্যোগী হলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রপুত্র যুযুৎসুকে রাজ্যরক্ষার ভার দিলেন এবং পুরোহিত ধৌম্য ও ভ্রাতৃগণ সহ সসৈন্যে হিমালয় অভিমুখে যাত্রা করলেন। সেখানে মহেশ্বরকে ও যক্ষরাজ কুবেরকে ভোগ নিবেদন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের অনুমতি নিয়ে ভূমি খননের আদেশ দিলেন। ভূ-নিম্ন হতে সেই বিশাল স্বর্ণময় পাত্রাদি ও ধনরাশি উদ্ধৃত হল। বহু সহস্র উষ্ট্র, অশ্ব, হস্তী, গর্দভ ও শকটের উপর সেই সুবর্ণরাশি চাপিয়ে হস্তিনাপুরে নিয়ে এলেন।

শিষ্য—অশ্বত্থামার ব্রহ্মবাণ উত্তরার গর্ভস্থ অভিমন্যুর সন্তানকে নিহত করেছিল। কীরূপে সেই সন্তান প্রসূত ও জীবিত ছিল ?

গুরু—অশ্বমেধের সময় আসন্ন হলে শ্রীকৃষ্ণ যাদব বীরগণ সহ হস্তিনাপুরে এলেন। সেই সময়ে অভিমন্যুপত্নী উত্তরা একটি মৃত শিশু প্রসব করলেন, পুরনারীগণ হাহাকার করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্যথিত হয়ে সাত্যকির সঙ্গে অন্তঃপুরে গেলেন। কুন্তী প্রভৃতি পুরনারীগণ শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়ে উত্তরার মৃত সন্তানকে জীবন দান করতে অনুরোধ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, আমি উত্তরার গর্ভস্থ মৃত সন্তানকে বাঁচিয়ে দেব, কথা দিয়েছিলাম ; আমার সে কথা মিথ্যা হবে না। আমি যদি কখনো মিথ্যা না বলে থাকি, যুদ্ধে বিমুখ হয়ে না থাকি, যদি ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণগণ আমার প্রিয় হন, অর্জ্জুনের সহিত যদি কদাচ আমার বিরোধ না হয়ে থাকে, যদি সত্য ও ধর্ম্ম নিত্য আমাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে, যদি কংস ও কেশীকে আমি ধর্ম্ম অনুসারে বধ করে থাকি, তবে এই শিশু জীবিত হোক। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মৃত শিশু জীবন লাভ করল।

শিষ্য—অশ্বমেধ যজ্ঞ কীরূপে আরম্ভ হল? সুলক্ষণযুক্ত অশ্ব কীরূপে সংগৃহীত হ'ল? অশ্ব নিয়ে সসৈন্যে দিগ্বিজয় করতে গেলেন কে?

গুরু—শ্রীকৃষ্ণের সমর্থনে মহর্ষি বেদব্যাসের পরিচালনায় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির চৈত্রপূর্ণিমায় যজ্ঞের জন্য দীক্ষিত হলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত একটি অশ্ব প্রয়োজন। সংবাদ পাওয়া গেল যে হিমালয় প্রদেশে অবস্থিত ভদ্রাবতীপুরের রাজা **যুবনাশ্ব** অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য একটি সুলক্ষণযুক্ত অশ্ব পালন করছেন। ভীমসেন কর্ণপুত্র **বৃষকেতু** ও ঘটোৎকচপুত্র **মেঘবর্ণ** সহ ভদ্রাবতীপুরে গিয়ে যুদ্ধে রাজাকে পরাস্ত করে অশ্বটি নিয়ে এলেন। তখন অর্জ্জুন সৈন্যবাহিনী সহ অশ্বটিকে পুরোভাগে নিয়ে দিগ্বিজয়ে যাত্রা করলেন।

শিষ্য—অর্জ্জুন অশ্ব নিয়ে কোন্ কোন্ দেশে গেলেন এবং সেখানে উল্লেখযোগ্য কী কী ঘটনা ঘটল?

গুরু—অর্জ্জুন সমগ্র ভারতবর্ষ এবং বহির্ভারতেরও বহু স্থান দিগ্বিজয়ে পরিভ্রমণ করেছিলেন। অনেক রাজাকে বিনয় মধুর বাক্যে বশীভূত করে যজ্ঞের আমন্ত্রণ জানালেন; কিন্তু, কতকগুলি রাজ্যে তাঁকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল।

ত্রিগর্ত্ত দেশে উপস্থিত হলে কুরুক্ষেত্রে নিহত **সুশর্মার** পুত্রগণ অশ্ব হরণ করার চেষ্টা করল। অর্জ্জুনের বিনয়বাক্যে তারা নিরস্ত হল না। পরে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে অর্জ্জুনের বশ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক যজ্ঞে যোগদানের প্রতিশ্রুতি দিল।

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে পৌছুলে ভগদত্তের পুত্র **বজ্রদত্তের** সঙ্গে অর্জ্জুনের তিনদিনব্যাপী ভীষণ যুদ্ধ হল। বজ্রদত্ত পরাস্ত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করলেন। সিন্ধুদেশে উপস্থিত হলে জয়দ্রথপুত্র **সুরথ** ভয়ে আত্মহত্যা

করলেন। জয়দ্রথপত্নী দুঃশলা পুত্র **মণিভদ্র** সহ অর্জ্জুনের শরণাগতা হলেন। অর্জ্জুন তাকে আশ্বাস ও সান্ত্বনা দিয়ে যজ্ঞে আমন্ত্রণ করলেন।

অশ্ব মণিপুরে গেলে সেখানকার রাজা অর্জ্জুন ও চিত্রাঙ্গদার পুত্র বভ্রুবাহন প্রথমে অর্জ্জুনের শরণাগত হলেন। অর্জ্জুন তাঁকে 'কাপুরুষ' বলে পদাঘাতে অপমান করলেন। তখন ক্রুদ্ধ বভ্রুবাহনের সাথে ভীষণ যুদ্ধ চলল। অর্জ্জুন ও বৃষকেতু নিহত হলেন। পরে চিত্রাঙ্গদা ও বভ্রুবাহন অনুতাপে হাহাকার করতে লাগলেন। অর্জ্জুনের অন্যতমা পত্নী নাগকন্যা উলুপী **সঞ্জীবনীপুর** থেকে সঞ্জীবনী মণি এনে অর্জ্জুন ও বৃষকেতুকে পুনর্জ্জীবিত করলেন। পরে উভয়পক্ষে মিলন ও প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হল।

শিষ্য—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীষ্মকর্ণাদির নিহন্তা অর্জ্জুন ক্ষুদ্ররাজ্যের রাজা বভ্রুবাহনের দ্বারা নিহত হলেন, এ কীরূপে সম্ভব হল ?

গুরু—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জ্জুন ভীষ্মকে নিহত করলে শোকার্ত্তা মাতা গঙ্গাদেবী অভিশাপ দিয়েছিলেন যে অর্জ্জুন তাঁর নিজ পুত্রের হস্তে নিহত হবেন। সেই অভিশাপই অর্জ্জুনের পরাজয় ও মৃত্যুর কারণ।

শিষ্য—অতঃপর অর্জ্জুন আর কোন্ কোন্ রাজ্য জয় করলেন ?

গুরু—বহু রাজ্য জয় করতে করতে মগধে পৌঁছলে জরাসন্ধের পৌত্র ও সহদেবপুত্র **মেঘসন্ধি** অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন; কিন্তু পরাজিত হয়ে সন্ধি করলেন। তারপর অর্জ্জুন বঙ্গ কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশ জয় করলেন। অতঃপর দাক্ষিণাত্য জয় করে চেদিরাজ্যে পৌঁছুলে শিশুপাল-পুত্র **শরভ** যুদ্ধ করে পরাজয় স্বীকার করলেন। তৎপরে অর্জ্জুন কাশী, অঙ্গ, কোশল, কিরাত প্রভৃতি দেশ জয় করলেন। দশার্ণরাজ চিত্রাঙ্গদ ও নিষাদরাজ একলব্যের পুত্র অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হলেন। তারপর আরও বহু রাজ্য জয় করে অর্জ্জুন দ্বারকা রাজ্যে উপস্থিত হলেন।

দ্বারকাবাসিগণ অর্জ্জুনকে সম্বর্দ্ধনা করলেন। অতঃপর পঞ্চনদ দেশ জয় করে গান্ধার রাজ্যে উপস্থিত হলে শকুনির পুত্রের সহিত যুদ্ধ হ'ল। শকুনিপুত্র পরাজিত হ'ল। এইভাবে দিগ্বিজয় পূর্ব্বক ফিরে এলে পর যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন হল।

শিষ্য—যজ্ঞ সম্পাদনকালে কী কী উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল ?

গুরু—যজ্ঞ শেষ হয়ে আসছে। লক্ষ লক্ষ লোককে প্রত্যহ ভোজ্য পেয় ও নানাবিধ দানে পরিতুষ্ট করা হচ্ছে। এমন সময়ে অকস্মাৎ দেখা গেল—যজ্ঞশালায় একটি নকুল (বেজী) এসে বারবার যজ্ঞকুণ্ডে লাফিয়ে প'ড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে। নকুলটির অর্দ্ধ অঙ্গ সোনার বর্ণ, অপরার্দ্ধ স্বাভাবিক। সকলে বিস্মিত। তখন শ্রীকৃষ্ণের আদেশে সহদেব নকুলটিকে ধরে নিয়ে এলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, তোমার অর্দ্ধ অঙ্গ সোনার বর্ণ কেন ? কেনই বা তুমি পুনঃ পুনঃ যজ্ঞকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ছ ? নকুলটি বলল—মহারাজ! এক গ্রামে এক উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি অতিশয় ধার্ম্মিক ও অতিথিসেবা-পরায়ণ। খাদ্যাভাবে পর পর কয়েকদিন উপবাসী থেকে বহু চেষ্টায় কিছু শক্তু সংগ্রহ পূর্ব্বক স্ত্রীপুত্রাদি সহ ভোজনের আয়োজন করছেন, এমন সময় এক বুভুক্ষু অতিথি এসে খাদ্য প্রার্থনা করলেন। তখন ব্রাহ্মণ অনাহারে মুমূর্ষু হয়েও সেই সামান্য খাদ্যের সবটুকুই অতিথিকে দান করলেন। অতিথির সেই উচ্ছিষ্ট পাতার স্পর্শে আমার অর্দ্ধ অঙ্গ স্বর্ণবর্ণে পরিণত হ'ল। তারপরে বাকী অঙ্গ কীরূপে স্বর্ণবর্ণ হবে সেই চিন্তা করতে লাগলাম। এমন সময়ে শুনলাম, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ মহাযজ্ঞে অজস্র দানপুণ্য করছেন। ভেবেছিলাম, মহারাজের যজ্ঞভস্ম গায়ে মাখলে আমার অপর অর্দ্ধাঙ্গ স্বর্ণবর্ণ প্রাপ্ত হবে। কিন্তু, তা হ'ল না ; বুঝলাম যে একমুষ্টি শক্তু দান করে ব্রাহ্মণ যে পুণ্য করেছিলেন, তার সাথে এই

বিরাট অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা অর্জিত পুণ্যের তুলনা হতে পারে না। উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের শক্তুদান এই যজ্ঞ থেকে শ্রেষ্ঠ।

শিষ্য—আর কোন ঘটনা ঘটেছিল কি ?

গুরু—যজ্ঞোপলক্ষে সমাগত অগণিত নরনারীর মধ্যে এক এক লক্ষ লোকের ভোজন সমাপ্ত হলে শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খ আপনা থেকে বেজে উঠত। একদিন হঠাৎ দেখা গেল, শঙ্খ আর বাজে না। ব্যাকুল হয়ে যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার কী অপরাধ হ'ল? শ্রীকৃষ্ণ বললেন, নগরের বাইরে একজন বিশিষ্ট ভক্ত আছে; তাকে আমন্ত্রণ করা হয়নি। যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে ভীমসেন সেই ভক্তটিকে আমন্ত্রণ করে আনতে গেলেন। খোঁজ করে দেখলেন, লোকটি দীনহীন একজন চামার। ভীমসেন তাকে পালকীতে বসিয়ে রাজভবনে নিয়ে এলেন এবং তাকে সযত্নে স্নানাদি পরিচর্য্যার পর ভোজ্যাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করলে পাঞ্চজন্য বেজে উঠল।

শিষ্য—এ দু'টি ঘটনার তাৎপর্য্য কি ?

গুরু—অশ্বমেধ যজ্ঞ উপলক্ষে যুধিষ্ঠিরের নামযশঃ দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করে তুলেছিল। যদিও যুধিষ্ঠির নিরভিমান ও নিরহঙ্কার ছিলেন। তথাপি, মনের কোণে একটু আত্মপ্রসাদের ভাব জেগেছিল। অন্তর্য্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সে ভাবটুকুকেও নির্মূল করতে চেয়েছিলেন। নকুলের ঘটনায় তাঁর মনের আত্মপ্রসাদের ভাব দূরীভূত হয়েছিল। আর, ভক্ত চামারের ঘটনায় যুধিষ্ঠির বুঝেছিলেন যে রাজ্যের দীনতম প্রজাকেও পুত্রবৎ সযত্নে লালনপালন আদর্শ রাজার কর্ত্তব্য

আশ্বমেধিক-পর্ব্ব সমাপ্ত

আশ্রমবাসিক-পর্ব্ব

শিষ্য—যুধিষ্ঠিরাদি কীরূপে রাজ্য পরিচালন ও প্রজাপালন করতে লাগলেন ?

গুরু—যুদ্ধজয়ের পর পাণ্ডবগণ ছত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। তন্মধ্যে প্রথম পনেরো বৎসর যত দিন ধৃতরাষ্ট্র হস্তিনাপুরে ছিলেন তত দিন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁর অনুমতি নিয়ে সমস্ত রাজকার্য্য করতেন। বিদুর, সঞ্জয়, যুধিষ্ঠির ও কৃপাচার্য্য ধৃতরাষ্ট্রের নিকট থাকতেন। যুধিষ্ঠিরাদি সকলে এবং তাঁদের পত্নীগণ সর্ব্বদা অন্ধরাজ ও গান্ধারীর সেবা ও শান্তিবিধানে তৎপর থাকতেন। যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতা ও অমাত্যগণকে নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন যে কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র আমাদের সকলের মাননীয় ও সেবনীয়। যিনি তাঁর আজ্ঞা পালন করবেন তিনি আমার সুহৃৎ, যিনি করবেন না তিনি আমার শত্রু।

যুধিষ্ঠিরের আচরণে ধৃতরাষ্ট্র অতিশয় তুষ্ট হলেন, গান্ধারীও পুত্রশোক ভুলে গেলেন এবং পাণ্ডবগণকে নিজপুত্র তুল্য মনে করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠিরের প্রতিপালনে প্রজাগণও সুখশান্তি ও সমৃদ্ধি লাভ করল। এইরূপে পনেরো বৎসর অতীত হ'ল।

শিষ্য—তারপর কী হ'ল ? ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী কোথায় গেলেন, কী করলেন ?

গুরু—পাণ্ডবেরা সকলেই ধৃতরাষ্ট্রকে পিতৃতুল্য জ্ঞান করত। কিন্তু, ভীমের আক্রোশ তখনো যায় নি। তিনি কখনো পরোক্ষে কখনো বা অন্ধরাজকে শুনিয়ে বন্ধুদের কাছে বলতেন—আমার এই পরিঘতুল্য বাহুর প্রতাপেই দুষ্ট দুর্য্যোধনাদি পুত্র ও বান্ধব সহ নিহত হয়েছে। এই বাক্‌শল্য ধৃতরাষ্ট্রের মর্ম্মভেদ করত। গান্ধারী ব্যথিত হলেও নীরব

থাকতেন। ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে বললেন—তোমার আশ্রয়ে আমি সুখে আছি, দান ও শ্রাদ্ধকর্ম্মাদি ক'রে পুণ্য সঞ্চয় করেছি। গান্ধারীও পুত্রশোক ভুলেছেন; আমি তোমাদের কল্যাণকামনায় নিত্য হোম করে থাকি। এখন আমার ও গান্ধারীর পক্ষে যা শ্রেয়, তাই করাই উচিত। বৃদ্ধ বয়সে বনবাসই আমাদের কুলোচিত ধর্ম্ম। আমি চীরবল্কল ধারণ করে গান্ধারীর সঙ্গে বনবাসী হব, উপবাস ও তপস্যা করব। তুমি সম্মতি দাও।

যুধিষ্ঠির কেঁদেকেটে উপরোধ অনুরোধ করে বৃদ্ধ রাজার সঙ্কল্প পরিবর্ত্তন করতে চাইলেন। যুধিষ্ঠিরের শত প্রকার সনির্বন্ধ অনুরোধেও ধৃতরাষ্ট্র সঙ্কল্প ত্যাগ করলেন না। ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে বললেন – তুমি বৃদ্ধ রাজার প্রস্তাবে সম্মত হও, তাঁকে ও গান্ধারীকে বনে যেতে দাও।

শিষ্য—শুধু কি ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীই বনে গেলেন? কীরূপে কোথায় থাকলেন?

গুরু—ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী কার্ত্তিক পূর্ণিমার শুভদিনে মৃত আত্মীয় স্বজনের শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করে বনবাস যাত্রা করলেন। পাণ্ডবজননী কুন্তী বললেন – আমিও গান্ধারীর সঙ্গে বনে যাব, তপস্যা করব এবং কুরুরাজের পদসেবা করব। যুধিষ্ঠিরাদি কাতর হয়ে কুন্তীকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কুন্তী পুত্রদের কথা শুনলেন না। বিদুর এবং সঞ্জয়ও তাঁদের অনুবর্ত্তী হলেন।

ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী, সঞ্জয় ও বিদুর কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে ব্যাসের আশ্রমে গিয়ে দীক্ষা নিলেন এবং জটাবল্কল ও অজিন ধারণ করে রাজর্ষি শতযূপের আশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক কঠোর তপস্যায় নিরত হলেন।

একদিন নারদ, পর্ব্বত ও ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে দেখতে এলেন। নারদ কথা প্রসঙ্গে বললেন, রাজা পাণ্ডু ইন্দ্রলোকে আছেন। কুন্তীও

তপস্যার ফলে সেখানে যাবেন, বিদুর যুধিষ্ঠিরের দেহে প্রবেশ করবেন, আর সঞ্জয় স্বর্গে যাবেন।

শিষ্য—পাণ্ডবেরা কি বনে তাঁদের দেখতে যান নি ?

গুরু—গিয়েছিলেন বৈ কি! ধৃতরাষ্ট্রাদির বিরহে কাতর হয়ে যুধিষ্ঠির সকলকে নিয়ে দেখতে গেলেন। কিছুক্ষণ আলাপের পর যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রকে বিদুর ও সঞ্জয়ের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, বিদুর কেবলমাত্র বায়ু ভক্ষণ করে ঘোর তপস্যা করছেন। এই সময় যুধিষ্ঠির দূর থেকে ধূলিধূসর শীর্ণদেহ দিগম্বর বিদুরকে দেখতে পেলেন এবং সবেগে তাঁর অনুসরণ করলেন। বিদুর একটি বৃক্ষকাণ্ডে ঠেস দিয়ে অনিমেষলোচনে যুধিষ্ঠিরকে দেখতে লাগলেন। তিনি যোগবলে যুধিষ্ঠিরের দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হলেন ; যুধিষ্ঠির অনুভব করলেন যেন তাঁর শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অতঃপর তিনি যথারীতি বিদুরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করলেন।

শিষ্য—আশ্রমবাস কালে আর কিছু ঘটনা ঘটেছিল ?

গুরু—কিছুকাল পরে ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—রাজা! তোমার কী কামনা বল ? আমি তপঃপ্রভাবে তা পূর্ণ করব। ধৃতরাষ্ট্র কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিহত আত্মীয় স্বজনগণকে দেখতে চাইলেন। ব্যাসদেবের তপস্যার প্রভাবে সায়ংকালে গঙ্গাগর্ভ থেকে মৃত কৌরব ও পাণ্ডব যোদ্ধাগণ ও নরপতিগণ তুমুল নিনাদ করতে করতে আবির্ভূত হলেন। সকলকে দেখে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী শোকশূন্য হলেন। হিংসাদ্বেষবিহীন সকলের মিলনে আনন্দের তরঙ্গ বইল। প্রভাতে পুনরায় সকলে গঙ্গাগর্ভে বিলীন হলেন।

শিষ্য—কীরূপে ও কবে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীর মৃত্যু হয়েছিল ?

গুরু—পাণ্ডবগণ হস্তিনাপুরে ফিরে আসার দু'বৎসর পরে দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় এলেন। যুধিষ্ঠির তাঁর কাছে ধৃতরাষ্ট্র,

গান্ধারী, কুন্তী ও সঞ্জয়ের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। নারদ বললেন, তোমরা আশ্রম থেকে চলে এলে তাঁরা গঙ্গাতীরে গেলেন। সেখানে ধৃতরাষ্ট্র বায়ুভুক্ হয়ে তপস্যা করতে লাগলেন। গান্ধারী কেবল জলপান ক'রে, কুন্তী এক মাস অন্তর এবং সঞ্জয় পাঁচ দিন অন্তর আহার ক'রে জীবনধারণ ও তপস্যা করতে লাগলেন। তাঁরা অগ্নিহোত্র হোমের অগ্নি জঙ্গলের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিলেন; তা ক্রমে প্রজ্জ্বলিত হয়ে দাবানলে পরিণত হল। সঞ্জয়কে বিদায় দিয়ে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তী যোগাসনে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় সেই দাবানলে দগ্ধ হয়ে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। সঞ্জয়ও গঙ্গাতীরে মহর্ষিগণকে এই সংবাদ জানিয়ে হিমালয়ে চলে গেলেন।

আশ্রমবাসিক-পর্ব্ব সমাপ্ত

মৌষলপর্ব্ব

শিষ্য—হস্তিনাপুরে যখন কুরুপাণ্ডবগণের এরূপ বিপর্য্যয় চলছিল, তখন দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ কী করছিলেন? যদুগণই বা বিনষ্ট হ'ল কীরূপে?

গুরু—শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব এক যজ্ঞ করেন। তাতে বিশ্বামিত্র, কণ্ব, নারদ প্রভৃতি মুনিগণ উপস্থিত ছিলেন। ঋষি-মুনিগণ যখন বিদায় নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন সারণ প্রভৃতি যদুকুমারগণের মনে দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হল। তারা শাম্বকে স্ত্রীবেশে সজ্জিত করে মুনি-ঋষিদের কাছে গিয়ে বলল—ইনি পুত্রাভিলাষী বভ্রুর পত্নী। আপনারা বলুন, ইনি কী প্রসব করবেন? এই প্রতারণা ও উপহাসে ক্রুদ্ধ হয়ে মুনিগণ বললেন—এই শ্রীকৃষ্ণপুত্র শাম্ব একটি লৌহ মুষল প্রসব করবে। তোমরা অত্যন্ত

দুর্বৃত্ত, নৃশংস ও গর্ব্বিত হয়েছ ; সেই মুষলের প্রভাবে বলরাম ও কৃষ্ণ ভিন্ন যদুবংশের সকলে বিনষ্ট হবে। এই বলে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে এই অভিশাপের কথা ও ভবিতব্য জানালেন। শ্রীকৃষ্ণ যদুগণকে বললেন, মুনিরা যা বলেছেন তাই হবে।

শিষ্য—তারপরে কী ঘটল ?

গুরু—পরদিন শাম্ব মুষল প্রসব করলেন। রাজা উগ্রসেন ভীত হয়ে সেই মুষলকে সূক্ষ্মরূপে চূর্ণ করে সমুদ্রে ফেলে দেবার আদেশ দিলেন এবং নগরে ঘোষণা করে দিলেন—কেউ সুরা প্রস্তুত করবে না ; যে করবে, তাকে শূলে দেওয়া হবে। এই সময়ে দ্বারকায় নানা দুর্লক্ষণ দেখা যেতে লাগল। মূষিকের দল নিদ্রিত যাদবগণের কেশ ও নখ ছেদন করতে লাগল, সারস পক্ষী পেচকের এবং ছাগ শৃগালের রব করতে লাগল ; গাভীর গর্ভে গর্দ্দভ, অশ্বতরীর গর্ভে হস্তিশাবক, কুক্কুরীর গর্ভে বিড়াল এবং নকুলীর গর্ভে মূষিক উৎপন্ন হল। যাদবগণ নিলর্জ্জ ভাবে পাপকার্য্য করতে লাগলেন। কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ এক কাল-পুরুষকে গৃহে গৃহে বিচরণ করতে দেখা গেল। একদিন ত্রয়োদশীতে অমাবস্যা দেখে শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণকে বললেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে এই প্রকার দুর্নিমিত্ত দেখা গিয়েছিল। আমাদের বিনাশ আসন্ন ; তোমরা সমুদ্রতীরস্থ প্রভাসতীর্থে যাও।

শিষ্য—যাদবগণ কি প্রভাসতীর্থে গেলেন ? সেখানে কীরূপ কী ঘটল ?

গুরু—হাঁ, যদুবংশীয় মহারথগণ প্রচুর খাদ্য পেয় মাংস মদ্য নিয়ে তাঁদের পরিবার বর্গ ও সৈন্যগণ সহ প্রভাসে গেলেন। সেখানে গিয়ে তাঁরা পানভোজন ও উচ্ছৃংখল আমোদপ্রমোদে লিপ্ত হলেন। সাত্যকি, গদ, বভ্রু, কৃতবর্ম্মা কৃষ্ণের সামনেই সুরাপান করতে লাগলেন। সাত্যকি

ও কৃতবর্ম্মার মধ্যে কলহ বাধলো। সাত্যকি ক্রুদ্ধ হয়ে খড়্গাঘাতে কৃতবর্ম্মার শিরশ্ছেদ করল এবং অন্যান্যকেও বধ করতে লাগল। তখন সকলে সাত্যকিকে ঘিরে যুদ্ধে মেতে উঠল। যখন অস্ত্র নিঃশেষিত হল তখন সমুদ্রতীরস্থ এরকা নিয়ে পরস্পর মারামারি করতে লাগল। লৌহ মুষলের চূর্ণ হতে এরকাগুলি জন্মেছিল। পরস্পর সেই এরকার আঘাতে যদুগণ নিঃশেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'ল। অবশ্যম্ভাবী নিয়তি জেনে শ্রীকৃষ্ণ নীরব রইলেন।

শিষ্য—যদুবংশ নিহত হলে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম কী করলেন?

গুরু—শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় পিতা বসুদেবের কাছে গিয়ে বললেন, ধনঞ্জয় না আসা পর্য্যন্ত আপনি নারীগণকে রক্ষা করুন। বলরাম আমার জন্য বনমধ্যে অপেক্ষা করছেন, আমি তাঁর কাছে যাই। তিনি পিতার চরণ বন্দনা করে চলে গেলেন। বলরামের কাছে এসে দেখলেন, তিনি সমাহিত হয়ে বসে আছেন; তাঁর মুখ থেকে একটি শ্বেতবর্ণ সহস্রশীর্ষ মহানাগ বহির্গত হয়ে সাগরে প্রবেশ করছে।

বলরামের এইভাবে দেহত্যাগ দেখে শ্রীকৃষ্ণ ভূমিতে উপবেশন পূর্ব্বক গান্ধারীর শাপের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। এই সময়ে জরা নামে এক ব্যাধ দূর থেকে মৃগ মনে ক'রে তাঁকে শরবিদ্ধ করল। তারপর সে নিকটে এসে যোগমগ্ন পীতাম্বর চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণকে দেখে তাঁর চরণে পতিত হ'ল। শ্রীকৃষ্ণ ব্যাধকে আশ্বাস ও আশীর্ব্বাদ দিয়ে মহাপ্রয়াণ করলেন।

শিষ্য—শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে দ্বারকায় কীরূপ কী ঘটল?

গুরু—শ্রীকৃষ্ণের আদেশে তদীয় সারথি দারুক অর্জ্জুনকে আনবার জন্য পূর্ব্বেই হস্তিনাপুর রওনা হয়েছিল। অর্জ্জুন দ্বারকায় এলে বসুদেব বললেন, আমি জীবন ধারণ করতে ইচ্ছা করি না। তুমি যাবতীয়

নারী ও ধনরত্ন সঙ্গে নিয়ে হস্তিনাপুরে যাও। এই ব'লে বসুদেব যোগস্থ হয়ে দেহত্যাগ করলেন। বসুদেবের স্ত্রীগণ সহমরণে গেলেন। সপ্তম দিনে অর্জ্জুন নারীগণকে ও শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রকে এবং অন্যান্য সকলকে নিয়ে হস্তিনাপুর যাত্রা করলেন। অর্জ্জুনের দ্বারকা ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে দ্বারকাপুরী সমুদ্রজলে প্লাবিত হ'ল এবং সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে গেল।

পঞ্চনদ প্রদেশে এলে সেখানকার আভীর দস্যুগণ অর্জ্জুনকে আক্রমণ ও পরাজিত করে নারী ও ধনরত্ন লুণ্ঠন করে নিয়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণ-বিয়োগ-বিধুর অর্জ্জুন যুদ্ধ করতে পারলেন না; তিনি দুঃখিত মনে কুরুক্ষেত্রে এলেন। কৃতবর্মার পুত্রকে মার্ত্তিকাবত নগরে এবং সাত্যকির পুত্রকে সরস্বতী নদীর নিকটস্থ প্রদেশে রেখে অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্রকে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে এলেন। শ্রীকৃষ্ণপত্নী রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি কয়েকজন হিমালয় অতিক্রম ক'রে কলাপ গ্রামে তপস্যা করতে লাগলেন। বজ্রকে ইন্দ্রপ্রস্থে রেখে অর্জ্জুন হস্তিনাপুরে গেলেন।

মৌষল-পর্ব্ব সমাপ্ত

মহাপ্রস্থানিক-পর্ব্ব

শিষ্য—অর্জ্জুনের মুখে শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম সহ যদুবংশের ধ্বংসের বিবরণ শুনে যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ কী করলেন?

গুরু—ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বললেন, শ্রীকৃষ্ণ-শূন্য পৃথিবীতে আমার আর থাকবার ইচ্ছা নেই। যিনি সকল প্রাণীকে বিনষ্ট করেন সেই কালই আমাকে আকৃষ্ট করছেন। ভ্রাতৃগণকে ডেকে তিনি বললেন, এখন নিজ নিজ কর্ত্তব্য স্থির কর।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজত্বের তখন ছত্রিশ বছর পূর্ণ হয়েছে। পাণ্ডবগণ রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে মহাপ্রস্থানের সঙ্কল্প করলেন। অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎকে হস্তিনাপুরের রাজ্যে অভিষেক করে যুযুৎসুর উপর রাজ্যপালনের ভার দিলেন। সুভদ্রাকে বললেন, তোমার পৌত্র হস্তিনাপুরের রাজা থাকবেন। যাদবগণের একমাত্র বংশধর কৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রকে ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছি। তুমি এদের রক্ষা ক'রো। অতঃপর পাণ্ডবগণ কৃষ্ণ বলরাম প্রভৃতির যথারীতি শ্রাদ্ধ করলেন এবং ব্রাহ্মণগণকে ধনরত্নাদি দান করলেন। কৃপাচার্য্যের উপর পরীক্ষিতের শিক্ষার ভার দিলেন এবং প্রজাবর্গকে আহ্বান করে মহাপ্রস্থানের অভিপ্রায় জানালেন। প্রজারা কাতর ভাবে অনুনয় বিনয় করলেও যুধিষ্ঠির সঙ্কল্প ত্যাগ করলেন না। তারপর পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী সমস্ত আভরণ ত্যাগ ক'রে বল্কল ধারণ করলেন। পরে তাঁরা যথাবিধি যজ্ঞ সম্পাদন পূর্ব্বক যজ্ঞাগ্নি জলে নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর মহাপ্রস্থানে যাত্রা করলেন।

তারপর পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে পুরোবর্ত্তী করে পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হলেন। একটি কুকুর তাঁদের সঙ্গ নিল। তাঁরা বহু দেশ অতিক্রম করে লোহিত্য সাগরের উপকূলে এলেন। সেখানে অগ্নি আবির্ভূত হয়ে অর্জ্জুনের নিকট থেকে গাণ্ডীব ধনু ও অক্ষয় তূণ—এ দুটি ফিরিয়ে নিলেন। পাণ্ডবগণ সেখান থেকে দক্ষিণ দিকে চললেন। তারপর লবণ সমুদ্রের উত্তর তীর ধরে পশ্চিম দিকে এলেন এবং সাগর-প্লাবিত দ্বারকা-পুরী দেখে উত্তর দিকে যাত্রা করলেন।

শিষ্য—উত্তরের কোন্ দেশে গেলেন ?

গুরু—পাণ্ডবগণ হিমালয় অতিক্রম পূর্ব্বক বালুকার্ণব ও মেরু-পর্ব্বত দর্শন করে যোগযুক্ত হয়ে দ্রুত অগ্রসর হতে লাগলেন। যেতে

যেতে সহসা ক্ষুধাতৃষ্ণা ও শীতে অবসন্ন দ্রৌপদী যোগভ্রষ্টা হয়ে পতিতা হলেন। ভীম যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করলেন, কৃষ্ণা তো কোন অধর্ম্মাচরণ করেন নি ; তবে তাঁর পতন হল কেন ? যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, অর্জ্জুনের উপর দ্রৌপদীর বিশেষ পক্ষপাত ছিল, তারই ফলে পতন হল। পাণ্ডবগণ অপেক্ষা না করে চলতে লাগলেন। কিছুদূর গিয়ে সহদেবের পতন হল। ভীম জিজ্ঞাসা করলেন, সহদেব নিরহঙ্কার ছিল এবং আমাদের অকুণ্ঠ সেবা করত ; তবে তার পতন হল কেন ? যুধিষ্ঠির বললেন, সহদেব মনে করত, তার চেয়ে বিজ্ঞ আর কেউ নেই। এজন্যই তার পতন।

কিছুদূর গিয়ে নকুল পতিত হলেন। ভীম নকুলের পতনের কারণ জানতে চাইলে যুধিষ্ঠির বললেন, নকুলের ধারণা ছিল, তার তুল্য রূপবান কেউ নেই। নকুল তার এইরূপ গর্বের ফল প্রাপ্ত হ'ল।

তারপর পত্নী ও ভ্রাতৃবিয়োগ-সন্তপ্ত অর্জ্জুন পতিত হলেন। ভীম জানতে চাইলেন, ইনি পরিহাস করেও কখনো মিথ্যা বলেন নি, তবে কেন এঁর এমন দশা হ'ল ? যুধিষ্ঠির বললেন, অর্জ্জুন সর্ব্বদা গর্ব্ব করতেন যে এক দিনেই সকল শত্রু বিনাশ করবেন। তা তিনি পারেন নি। তাছাড়া তিনি অন্য ধনুর্দ্ধরগণকে অবজ্ঞা করতেন।

কিছুদূর গিয়ে ভীম পতিত হয়ে বললেন—মহারাজ ! আমি আপনার প্রিয় ছিলাম, তবে আমার পতন হ'ল কেন ? যুধিষ্ঠির বললেন, তুমি অতিভোজী ছিলে এবং নিজের বলের গর্ব্ব করতে। এই তোমার পতনের কারণ।

শিষ্য—ভ্রাতৃগণ ও পত্নীর মৃত্যুর পর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কী করলেন ?

গুরু—যুধিষ্ঠির এগিয়ে চললেন। কুকুরটি তাঁর পিছনে চলল। এমন সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র রথ সহ আবির্ভূত হয়ে তাঁকে রথে আরোহণ

করতে বললেন। যুধিষ্ঠির অস্বীকৃত হয়ে বললেন, আমার পত্নী ও ভ্রাতারা পথে পড়ে আছেন; তাঁদের পরিত্যাগ করে আমি স্বর্গে যেতে চাইনে। ইন্দ্র বললেন, তাঁরা দেহত্যাগ ক'রে আগেই স্বর্গে গেছেন। তুমি সেখানে গিয়ে তাঁদের দেখতে পাবে। যুধিষ্ঠির পুনরায় বললেন, এই কুকুরটি আমার ভক্ত; একেও আমি সঙ্গে নিতে ইচ্ছা করি। ইন্দ্র বললেন, কুকুর স্বর্গে যেতে পারে না। তুমি একে ত্যাগ কর। যুধিষ্ঠির বললেন, ভক্তকে ত্যাগ করলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েও ভীত, অসহায়, দুর্ব্বলকে আমি রক্ষা করি। এই আমার ব্রত। ইন্দ্র বললেন, তুমি নিজ পুণ্যকর্ম্মের প্রভাবে স্বর্গের অধিকারী হয়েছ, তবে মোহবশে এই কুকুরটিকে ছাড়তে চাও না কেন? যুধিষ্ঠির বললেন, আশ্রিত ভক্তকে ত্যাগ মহাপাপ, আমি তা করতে পারি না। তখন কুকুররূপী ভগবান ধর্ম্ম স্বীয় স্বরূপ গ্রহণ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে বললেন, বৎস! আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করেছি। তুমি সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ, ধর্ম্মভ্রষ্ট হওনি। তুমি সশরীরে স্বর্গারোহণ পূর্ব্বক অক্ষয় লোক লাভ করবে।

যুধিষ্ঠির ইন্দ্রকে বললেন, আমার ভ্রাতারা যেখানে গেছেন, তাহা শুভ বা অশুভ যাই হোক, আমি সেখানেই যেতে চাই। ইন্দ্র বললেন, মহারাজ! এখনো তুমি মানুষের মত স্নেহ ত্যাগ করছ না কেন? এখানে এসেও তোমার মানুষভাব রয়েছে কেন? তথাপি, যুধিষ্ঠির বললেন, দেবরাজ! যেখানে আমার পত্নী ও ভ্রাতারা আছেন, আমি সেখানেই যাব।

মহাপ্রস্থানিক-পর্ব্ব সমাপ্ত

স্বর্গারোহণ-পর্ব্ব

শিষ্য—স্বর্গে গিয়ে যুধিষ্ঠির কী দেখলেন ও করলেন ?

গুরু—স্বর্গে গিয়ে যুধিষ্ঠির দেখেন—দুর্যোধনাদি সেখানে পরম সুখে বাস করছে। আর তাই দেখে যুধিষ্ঠির বললেন, দুর্বৃত্ত দুর্যোধনের সঙ্গে আমি বাস করব না ; আমি ভাইদের কাছে যাব। দেবতারা বললেন, এটা স্বর্গ ; এখানে বৈর ভাব রেখো না। তুমি দুর্যোধনের সঙ্গে মিলিত হও। যুধিষ্ঠির কিঞ্চিৎ রুষ্ট হয়ে বললেন, যার জন্য পৃথিবী উৎসন্ন হয়েছে, ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, সেই অধর্ম্মাচারী দুর্যোধনও যদি স্বর্গসুখের অধিকারী হয়, তবে আমি সে স্বর্গ চাই না। আমার মহাপ্রাণ, মহাব্রত, সত্যপ্রতিজ্ঞ ভ্রাতারা যেখানে আছেন, আমি সেখানেই যাব।

শিষ্য—তারপর কী হ'ল ?

গুরু—দেবতারা বললেন, বৎস ! যদি ভাইদের নিকট যেতে ইচ্ছা কর তবে শীঘ্র এস, দেবদূত তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। দেবদূত যুধিষ্ঠিরকে সঙ্গে নিয়ে পাপীদের আলয় নরকের দিকে গেলেন। সেখানে গিয়ে যুধিষ্ঠির দেখলেন, পাপীরা নিজ নিজ কুকর্ম্মের ফলে অকথ্য যন্ত্রণা ভোগ করছে। চারিদিকে অসহ্য দুর্গন্ধ, পাপীদের আর্ত্তনাদ, এই সব দৃশ্য দেখে অতিষ্ঠ হয়ে যখন যুধিষ্ঠির ফিরে আসতে উদ্যত, তখন চীৎকার ধ্বনি শুনতে পেলেন—হে ধর্ম্মপুত্র রাজর্ষি ! দয়া করে আর কিছু সময় অপেক্ষা করুন। আপনার আগমনে সুগন্ধ বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে, আমাদের যন্ত্রণার অনেক লাঘব হয়েছে। ব্যথিত যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কে ? কেন এখানে আছেন ? উচ্চকণ্ঠে উত্তর এল—আমি কর্ণ, আমি ভীম, আমি অর্জ্জুন, আমি নকুল, আমি সহদেব, আমি ধৃষ্টদ্যুম্ন, আমি দ্রৌপদী, আমরা দ্রৌপদীর পুত্রগণ। যুধিষ্ঠির বিভ্রান্ত

হলেন। কোন্ পাপের ফলে এঁরা নরক ভোগ করছেন? যুধিষ্ঠির ব্যথিত ও ব্যাকুল হয়ে দেবদূতকে বললেন, আপনি দেবগণকে গিয়ে বলুন যে যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সাথেই থাকবেন, স্বর্গবাস চান না।

তখন সহসা দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হল। নরক-দৃশ্য অন্তর্হিত হল।

ইন্দ্রাদি দেবগণ যুধিষ্ঠিরের কাছে এলেন। ইন্দ্র বললেন, যুধিষ্ঠির! দেবতাগণ তোমার উপর প্রীত হয়েছেন। তুমি অশ্বত্থামার মৃত্যুসংবাদ দিয়ে দ্রোণকে প্রতারিত করেছিলে। তাই তোমার ক্ষণিক নরকদর্শন। তোমার ভাইদের ও দ্রৌপদীর নরকভোগ—তাও ছলনামাত্র। তাঁরা সকলেই স্বর্গবাস করছেন। ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরকে বললেন, বৎস! এটিও আমার পরীক্ষা। এ পরীক্ষায়ও তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ। তোমাকে ধর্ম্ম থেকে বিচলিত করা অসাধ্য। তুমি এতক্ষণ যা দেখেছ, তা সত্য নয়—ইন্দ্রের মায়া।

অতঃপর যুধিষ্ঠির দেবনদী আকাশগঙ্গায় স্নান করে মানুষভাব থেকে মুক্ত হলেন।

স্বর্গারোহণ-পর্ব্ব সমাপ্ত

নাম ও শব্দ-পরিচিতি

অঙ্গদেশ—মুঙ্গের ও ভাগলপুর জেলায়।

অবন্তী—মালব দেশ।

অম্বা—কাশীরাজের প্রথমা কন্যা, পরজন্মে শিখণ্ডী। অম্বালিকা—কাশীরাজের তৃতীয়া কন্যা, বিচিত্রবীর্য্য-পত্নী, পাণ্ডু-জননী। অম্বিকা—কাশীরাজের দ্বিতীয়া কন্যা, বিচিত্রবীর্য্য-পত্নী, ধৃতরাষ্ট্র-জননী।

অর্জ্জুন—পাণ্ডুর তৃতীয় পুত্র, ইন্দ্রের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে জাত।

অলম্বুষ—কুরুপক্ষীয় এক রাক্ষস যোদ্ধা, জটাসুরের পুত্র।

অশ্বথামা—দ্রোণ-কৃপীর পুত্র।

অহিচ্ছত্র দেশ—উত্তরপ্রদেশে বেরিলি জেলায়।

আস্তীক—জরৎকারু-পুত্র বাসুকির ভাগিনেয়।

ইন্দ্রসেন—যুধিষ্ঠিরের সারথি।

ইরাবান—অর্জ্জুন-উলূপীর পুত্র।

উগ্রসেন—কংসের পিতা, যাদবগণের রাজা।

উত্তমৌজা—পাণ্ডবপক্ষীয় পাঞ্চাল বীরবিশেষ।

উত্তর—বিরাটের কনিষ্ঠ পুত্র।

উত্তরা—বিরাট-কন্যা, অভিমন্যু-পত্নী, পরীক্ষিৎ-জননী।

উপপ্লব্য—মৎস্যরাজ্যের অন্তর্গত নগর।

উলূক—শকুনি-পুত্র।

উলূপী—নাগরাজ কৌরব্যের কন্যা ; অর্জ্জুন-পত্নী।

একচক্রা নগরী—অনেকের মতে বিহার প্রদেশের আরা ; কিন্তু এই অনুমান ভ্রান্ত বোধ হয়।

কংস—উগ্রসেনপুত্র, দেবকীর ভ্রাতা, জরাসন্ধের জামাতা।

কবচ—বর্ম।

কর্ণ—সূর্যের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে জাত, সূতবংশীয় অধিরথ ও তাঁর পত্নী রাধা কর্তৃক পালিত।

কলিঙ্গ—মহানদী থেকে গোদাবরী পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের তীরস্থ প্রদেশ।

কাম্যক বন—কচ্ছ উপসাগরের নিকট সরস্বতী নদীর তীরে।

কীচক—বিরাট রাজার সেনাপতি ও শ্যালক।

কুন্তিভোজ—শূরের পিতৃস্বসার পুত্র, কুন্তীর পালক পিতা।

কুন্তী—অন্য নাম পৃথা, শূরের দুহিতা, বসুদেবের ভগিনী, কুন্তিভোজের পালিতা কন্যা, পাণ্ডুর প্রথমা পত্নী, যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুনের জননী।

কুরু—দুষ্মন্ত শকুন্তলার পুত্র ভরতের বংশধর, সংবরণ-তপতীর পুত্র।

কুরুক্ষেত্র—পাঞ্জাবে আম্বালা ও কর্ণাল জেলায়।

কৃতবর্মা—ভোজবংশীয় যাদবপ্রধান বিশেষ।

কৃপ—শরদ্বানের পুত্র, কুরুপাণ্ডবের অন্যতম অস্ত্রশিক্ষক।

কৃষ্ণ—বসুদেব-দেবকীর পুত্র, বলরাম ও সুভদ্রার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, যুধিষ্ঠিরাদির মামাতো ভাই।

গদ—যাদব বীরবিশেষ।

গান্ধার—সিন্ধু ও কাবুল নদের উভয়পার্শ্বস্থ দেশ। মতান্তরে আধুনিক উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ।

গান্ধারী—গান্ধাররাজ সুবলের কন্যা, ধৃতরাষ্ট্র-পত্নী, দুর্যোধনাদির জননী।

গিরিব্রজ—জরাসন্ধের রাজধানী, রাজগৃহ, আধুনিক রাজগীর।

ঘটোৎকচ—ভীম-হিড়িম্বার পুত্র।

চক্র—তীক্ষ্ণধার চক্রাকার ক্ষেপণীয় অস্ত্র, discus।

চিত্রাঙ্গদা—মণিপুরপতি চিত্রবাহনের কন্যা, অর্জ্জুন-পত্নী, বভ্রুবাহনের জননী।

চেকিতান—যাদব যোদ্ধাবিশেষ।

চেদি—নর্মদা গোদাবরীর মধ্যস্থ জব্বলপুরের নিকটবর্ত্তী দেশ।

জনমেজয়—পরীক্ষিতের পুত্র, অভিমন্যুর পৌত্র।

জয়দ্রথ—সৌবীররাজ, ধৃতরাষ্ট্র-কন্যা দুঃশলার পতি।

জরাসন্ধ—মগধের রাজা, বৃহদ্রথের পুত্র, কংসের শ্বশুর।

তক্ষক—নাগরাজ বিশেষ।

ত্রিগর্ত্ত দেশ—পাঞ্জাবে জলন্ধর জেলায় কাংড়া উপত্যকায়। মতান্তরে শতদ্রুর পূর্ব্ববর্ত্তী মরুপ্রদেশ।

দারুক—কৃষ্ণের সারথি।

দুঃশলা—ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর কন্যা, জয়দ্রথ-পত্নী।

দুঃশাসন—ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর দ্বিতীয় পুত্র।

দুর্যোধন—ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র।

দ্রুপদ—পাঞ্চালরাজ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পিতা।

দ্রোণ—ভরদ্বাজ-পুত্র, কুরুপাণ্ডবের অস্ত্রগুরু, কৃপের ভগ্নীপতি।

দ্রৌপদী—কৃষ্ণা, পাঞ্চালী; দ্রুপদ-কন্যা, পঞ্চপাণ্ডবের পত্নী।

দ্বৈতবন—পাঞ্জাবে সরস্বতী নদীর তীরে।

ধৃতরাষ্ট্র—বিচিত্রবীর্য্যের জ্যেষ্ঠ ক্ষেত্রজ পুত্র, ব্যাসের ঔরসে অম্বিকার গর্ভে জাত।

ধৃষ্টকেতু—শিশুপাল-পুত্র, চেদিদেশের রাজা।

ধৃষ্টদ্যুম্ন—দ্রুপদ-পুত্র, দ্রৌপদীর ভ্রাতা।

ধৌম্য—যুধিষ্ঠিরাদির পুরোহিত।

নকুল-সহদেব—পাণ্ডুর চতুর্থ ও পঞ্চম যমজ পুত্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ঔরসে মাদ্রীর গর্ভে জাত।

নিষধ দেশ—মধ্যপ্রদেশে জব্বলপুরের পূর্বে। মতান্তরে উত্তরপ্রদেশে কুমায়ুন অঞ্চলে।

নৈমিষারণ্য—উত্তরপ্রদেশে সীতাপুর জেলায়, আধুনিক নিমসার।

পাঞ্চাল—গঙ্গাযমুনার মধ্যস্থ দেশ, গঙ্গাদ্বার থেকে চম্বল নদী পর্যন্ত।

পরীক্ষিৎ—অভিমন্যু-উত্তরার পুত্র; অর্জুনের পৌত্র।

পাণ্ডু—বিচিত্রবীর্যের দ্বিতীয় ক্ষেত্রজ পুত্র, ব্যাসের ঔরসে অম্বালিকার গর্ভে জাত।

প্রদ্যুম্ন—কৃষ্ণ-রুক্মিণীর পুত্র।

প্রভাস—কাথিয়াবাড়ে সমুদ্রতীরবর্তী তীর্থ।

প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশ—কামরূপ।

বভ্রু—যাদব বীরবিশেষ।

বভ্রুবাহন—অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার পুত্র।

বলরাম—বলদেব, কৃষ্ণের অগ্রজ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, বসুদেব-রোহিণীর পুত্র।

বসুদেব—কৃষ্ণ-বলরাম-সুভদ্রার পিতা, কুন্তীর ভ্রাতা, শূরের পুত্র।

বারণাবত—প্রয়াগের নিকটস্থ নগর।

বাসুকি—নাগরাজ অনন্ত, কশ্যপ-কদ্রুর পুত্র।

বাহ্লীকরাজ—কুরুবংশীয়, সোমদত্তের পিতা, ভূরিশ্রবার পিতামহ।

বিকর্ণ—দুর্যোধনের এক ভ্রাতা।

বিচিত্রবীর্য—শান্তনু-সত্যবতীর পুত্র, ভীষ্মের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।

বিদর্ভ দেশ—আধুনিক বেরার।

বিদুর—ব্যাসের ঔরসে অম্বিকার শূদ্রা দাসীর গর্ভজাত।

বিরাট—মৎস্যদেশের রাজা, উত্তরার পিতা।

বিশ্বামিত্র—কান্যকুব্জরাজ গাধির পুত্র, কুশিকের পৌত্র।

বৃহৎক্ষত্র—নিষধরাজ, জ্যেষ্ঠ কেকয়রাজ।

বৈশম্পায়ন—ব্যাসশিষ্য, জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে মহাভারত-বক্তা।

ব্যাস—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, পরাশর-সত্যবতীর পুত্র, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের জন্মদাতা, মহাভারত-রচয়িতা।

ভগদত্ত—প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা। ম্লেচ্ছ ও অসুররূপে উক্ত।

ভরত—দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পুত্র, কুরুপাণ্ডবগণের পূর্ব্বপুরুষ।

ভীম—পাণ্ডুর দ্বিতীয় পুত্র, পবনদেবের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে জাত।

ভীষ্ম—শান্তনু-গঙ্গার পুত্র।

ভীষ্মক—রুক্মিণীর পিতা, কৃষ্ণের শ্বশুর, ভোজদেশের রাজা।

ভূরিশ্রবা—সোমদত্তের পুত্র, কুরুবংশীয় যোদ্ধাবিশেষ।

মণিপুর—আধুনিক মণিপুর নয়, মহাভারতের মণিপুর অনির্ণীত।

মৎস্যদেশ—রাজপুতনার ঢোলপুর রাজ্যের পশ্চিমে। মতান্তরে আধুনিক জয়পুর।

ময় দানব—নমুচির ভ্রাতা, পাণ্ডবরাজসভা-নির্মাতা।

মাদ্রী—মদ্ররাজ শল্যের ভগিনী, পাণ্ডুর দ্বিতীয়া পত্নী, নকুল-সহদেবের জননী।

যুধামন্যু—পাঞ্চাল বীরবিশেষ।

যুধিষ্ঠির—পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠপুত্র, ধর্ম্মের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে জাত।

যুযুৎসু—বৈশ্যা স্ত্রীর গর্ভজাত, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র।

লক্ষ্মণ—দুর্যোধনের পুত্র।

শকুনি—দুর্যোধনের মাতুল, গান্ধাররাজ সুবলের পুত্র।

শঙ্খ—বিরাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

শল্য—বাহ্লীক-বংশীয়, মদ্রদেশের রাজা, মাদ্রীর ভ্রাতা।

শান্তনু—প্রতীপের পুত্র ; ভীষ্ম, চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্যের পিতা।

শাম্ব—কৃষ্ণ-জাম্ববতীর পুত্র।

শাল্বদেশ—সম্ভবতঃ রাজপুতানায়। সেখানকার কয়েকজন রাজার নামও শাল্ব।

শিখণ্ডী—দ্রুপদের পুত্র, পূর্ব্বজন্মে কাশীরাজকন্যা অম্বা।

শিশুপাল—চেদীদেশের রাজা, দমঘোষ-পুত্র, কৃষ্ণের পিসতুতো ভাই।

শুকদেব—ব্যাসের পুত্র।

শূর—বসুদেবের পিতা।

শ্রুতায়ু—কলিঙ্গরাজ।

শ্বেত—বিরাটের মধ্যম পুত্র।

সঞ্জয়—ধৃতরাষ্ট্রের সারথি ও সচিব, সূত-জাতীয়।

সত্যজিৎ—দ্রুপদের ভ্রাতা।

সত্যবতী—অন্য নাম মৎস্যগন্ধা, উপরিচর বসুর কন্যা মৎস্যী-গর্ভে জাতা, ব্যাসের জননী। পরে শান্তনুর পত্নী এবং চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্যের জননী।

সহদেব—নকুল দেখ। জরাসন্ধ-পুত্র, মগধরাজ।

সাত্যকি—বৃষ্ণিবংশীয় যাদববীর, সত্যকের পুত্র, শিনির পৌত্র।

সুভদ্রা—কৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভগিনী, অর্জ্জুন-পত্নী, অভিমন্যু জননী।

সুদেষ্ণা—বিরাট-মহিষী, উত্তর-উত্তরার জননী, কেকয়রাজ-কন্যা।

সুশর্ম্মা—ত্রিগর্ত্ত দেশের রাজা।

সোমদত্ত—কুরুবংশীয়, বাহ্লীকরাজের পুত্র, ভূরিশ্রবার পিতা।

হস্তিনাপুর—দিল্লীর পূর্ব্বে, মিরাটের নিকট, গঙ্গার দক্ষিণ তীরে।

হিড়িম্বা—ভীমের রাক্ষসী পত্নী, ঘটোৎকচ-জননী।

